ইহুদিকথা

অমিতাভ সেনগুপ্ত

ইহুদিকথা

অমিতাভ সেনগুপ্ত

রূপালী

Ehudi Khata
by Amitava Sengupta
A Study of the Socio-Cultural history of the Jeus

ইহুদিকথা

অমিতাভ সেনগুপ্ত

প্রকাশ : ২০১৫

প্রচ্ছদ : সৈকত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য
রূপালী
সুভাষপল্লী, খলিসানী
চন্দননগর-৭১২১৩৮

অফিস :
৩৩/১, এন.এস রোড, মার্সাল হাউস
কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ৮৪৭৯৯১২৩৬২ / ৯৮৩১০০৩৩১০

প্রাপ্তিস্থান :
২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
মো : ৯৪৩২০৬২৯২৮
ফোন : (০৩৩) ২২৫৭-৩৭৩৮

মুদ্রক :
নিউ কালীমাত প্রিন্টার্স, ১৯/ই/এইচ/২
গোয়াবাগান লেন কলকাতা-৬

ISBN : 978-93-81669-72-3

মূল্য : ২৫০ টাকা

ভাবনা থেকে বই। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অনেক ধাপ।... তার কিছু লেখাজোখা হয়। কিছু রয়েই যায় কলম নাগাল এড়িয়ে। পাণ্ডুলিপি পাঠ, সংশোধন, ইন্টারনেট সহযোগিতা, মুছে যাওয়া তথ্য উদ্ধার সহায়তা, প্রিন্টআউট, জরুরি পরামর্শ– এতগুলো জটিল ও মহাগুরুত্বের কাজ ছাড়াও এ লেখার আশৈশব আদ্যন্ত সজাগ– মঞ্জুকে।

প্রাক্‌কথা

১৯৭৮ সালে আমেরিকান ইহুদি ঔপন্যাসিক নোবেলজয়ী সল বেলো'র 'হারজগ' উপন্যাসটি পড়ি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হারজগের পৃথিবী অনেকাংশে লেখকের স্মৃতিমন্থিত আত্মকথন। হারজগের মতোই সল বেলো ইহুদি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান। রাশিয়ার সেন্ট পিটারবার্গ থেকে কানাডার মনট্রিয়েলে ১৯১৩-র ইহুদি শরণার্থী বেলো'র বাবা আব্রাহাম বেলো। 'বুটলেগিং' বা মদ চোরাচালান, পেঁয়াজ বিক্রি, বেকারি শ্রমিক, নানা পেশায় জীবননির্বাহ তাঁর। কানাডাতে জন্ম সলের। তিনি যখন দশ বছরের মনট্রিয়েল ছেড়ে শিকাগোয় চলে আসে বেলো পরিবার। শিকাগো বস্তির দাঙ্গাবাজ, মারকুটে ছোকরা হয়ে বেড়ে ওঠা সলের। অচেনা শহরে উদ্বাস্তু ইহুদি পরিবারের দিন গুজরানের স্মৃতি হারজগ পত্রগুচ্ছে। পড়তে গিয়ে সাতচল্লিশের দেশভাগে উদ্বাস্তু আমার চেনা পরিবারগুলির ছবি আশ্চর্য মিলে যাচ্ছিল। আইজ্যাক সিঙ্গার, বার্নাড মালামুড, ফিলিপ রথ প্রমুখ আমেরিকান ইহুদি ঔপন্যাসিকের লেখার সঙ্গে ক্রমে পরিচয়। ছিন্নমূলের একাকিত্ব, অস্তিত্ব সংকটের ছাপ এঁদের রচনাতেও। ইহুদি ছিন্নমূল মনস্তত্ত্বের মর্মোদ্ধারে তার পুরাবৃত্ত, সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের খোঁজ আবশ্যিক হয়ে ওঠে। নেবুকাডনেজারের বন্দী ইহুদিরা ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়েছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। সেই সময়কে বিভাজিকা ধরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হওয়া অবধি আড়াই হাজার বছর একটা প্রাচীন জনগোষ্ঠী দেশে দেশে আশ্রয় খুঁজে বেড়িয়েছে। তাদের স্বভূমি ছিল না। অফুরান প্রাণশক্তি ইহুদির। রোমান নৃশংসতা, স্প্যানিশ ইনক্যুইজিশন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 'পগ্রম', যাট লক্ষ ইহুদি খুনের 'অন্তিম সমাধান' নাৎসিদের, কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করে না। লাঞ্ছিত, রক্তাক্ত ইহুদি এরপরেও আইনস্টাইন, নিলস বোর, ফ্রানৎস কাফকা, এলিজাবেথ টেইলর, স্টিভেন স্পিলবার্গ উপহার দিতে পারে। তার রহস্য রসায়ন ব্যাখ্যা করেছিলেন যোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট খ্রিস্টান দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, ব্লেজ পাস্কাল। সে ব্যাখ্যা আমাদের মনঃপূত হোক চাই না হোক সেটাই এখানে উল্লেখ করি। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই গণিতজ্ঞ পাস্কালের কাছে ঈশ্বরের দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ চেয়ে বসেন একবার। পাস্কাল চটজলদি জবাব দিলেন 'জাঁহাপনা, কেন ওই যে ইহুদিদের দেখছেন, ওই ওরা'!

'ভ্রমণ আড্ডা'র বিপ্লব বসু ফরমাস করলেন জেরুজালেম শহরের বৃত্তান্ত লিখতে। সম্পাদক অবধ্যই শুধু নয় অবাধ্যও বটে। যাহা বলিবেন একবারই বলিবেন।

আমি তাঁকে বোঝাবার ক্ষীণ চেষ্টা করি ক্রমান্বয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক পালাবদলের ঝাপটা হজম করা চার হাজার বছরের বেশি পুরনো একটা শহরের সাংস্কৃতিক বহুত্ব যত আকর্ষক হোক স্টপ-ওয়াচ বাঁধা তার ঝাঁকিবর্ণন আমার পক্ষে না খুব অনায়াসসাধ্য, না খুব সত্যনিষ্ঠ হয়। জেরুজালেম বলতে পৃথিবীর তিন বৃহৎ ধর্মের সুতিকাঘর। জেরুজালেম বলতে মোজেস, যিশু, মহম্মদ। জেরুজালেম বলতে দুশো বছরের ক্রুসেড। জেরুজালেম বলতে আরব ইজরায়েল সংঘর্ষ। জেরুজালেম বোঝাতে ইনটিফাডা, হামাস, প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ, আরব লিবারেশন ফ্রন্ট, ইরগানের রক্তচোখ। অবশেষে অম্বল চাপা দেওয়া মুষ্ট্যান্নের মতো আমার লেখার শুখা তথ্য সর্বস্বতা পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর ক্লান্তি ও হতাশা বাড়ায় মাত্র। এহেন লেখার পাণ্ডুলিপি বিপ্লব বসু রেখে দিলেন ভিন্নতর অভিপ্রায়ে। বেশ কিছুদিন বাদে, 'রূপালী' প্রকাশনার সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য ফোনে জানতে চান সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে আর একটু বর্ধিত কলেবর উপরন্তু জলবৎ তরলং করে একটি বইয়ের আকার দেওয়া যায় কি না। 'ইহুদিকথা'র সেটাই জেনেসিস পর্ব।

যাকে পরিভাষায় বলে 'কম্প্রিহেনসিভ অ্যাকাউন্ট' সে দাবিদার আদপেই নয় এ বই। আমি চেষ্টা করেছি আব্রাহাম থেকে উত্তর আধুনিককালের ইহুদি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা সারৎসার হাজির করতে মাত্র। তা অবশ্যই পূর্ণাবয়ব নয়। ইহুদি পরম্পরা গড়েছে দেশে দেশে, কালে কালে। মানব ইতিহাসের অলিগলি রাজপথে ছড়ান তার বহুমুখী বিস্তার। বহু সহস্রাব্দ প্রাচীন একটি জনগোষ্ঠীর কাহিনি পল্লবগ্রাহিতায় বহুজাতিক, বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে। তার সব শাখা-প্রশাখায় অনায়াস বিচরণ আমার সাধ্যাতীত একথা খোলাখুলিই মেনে নিচ্ছি। পাঠক কখনও সাধারণ নন। দু'ধরনের পাঠ হয়। সাধারণ ও অসাধারণ। আমি হেন উলুখাগড়া লেখককেও উতরে দেবে যে অসাধারণ পাঠ অগত্যা তারই প্রত্যাশী 'ইহুদিকথা'।

তথ্য সাহায্য নিয়েছি সিসিল রথ, হাওয়ার্ড ফাস্ট, পল জনসন, Lucy S.Dawidowicz, উইল ডুরান্ট, আর্থার কোয়েসলার, Leo W.Schwarz এবং অন্যান্য কিছু লেখকের রচনা থেকে। সাহায্য নিয়েছি জুইশ ভার্চ্যুয়াল লাইব্রেরি, উইকিপিডিয়া, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, কেম্বরিজ হিসট্রিস অনলাইন লিঙ্কগুলির, আন্তর্জাল থেকে পাওয়া অন্যান্য কিছু গবেষণাপত্রর। ব্যবহৃত বইয়ের নাম এবং লিঙ্কগুলি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শেষে পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে। বিদেশি নামের লিপ্যন্তরে উচ্চারণ-সহায় আন্তর্জাল লিঙ্কগুলির অনুসরণ করেছি। যেখানে সেটাও অপর্যাপ্ত মনে হয়েছে সেখানে মূল ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছি। চারপর্বে বিভক্ত 'ইহুদি কথা'। আব্রাহাম থেকে হিব্রুদের ব্যাবিলন নির্বাসন (খ্রিস্টপূর্ব ১৮১৩-৫৮৭)। রাজা সাইরাস থেকে সিমন বার কখবা বিদ্রোহ, যিশুর আবির্ভাব, খ্রিস্টধর্মের বিকাশ (খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮-খ্রিস্টীয় ১৩২)। সম্রাট কনস্টান্টাইন থেকে ফরাসি বিপ্লব ও

নাপোলিয়ন (খ্রিস্টীয় ৩১২-১৭৮৯)। কলম্বাসের আমেরিকা থেকে ক্যাম্প ডেভিড শান্তিচুক্তি (খ্রিস্টীয় ১৪৯২-১৯৭৮)। পাঠকের সুবিধার্থে খিস্টপূর্ব ১৮১৩ থেকে খ্রিস্টীয় ২০০৮ পর্যন্ত ইহুদি ইতিহাসের একটি সময়পঞ্জীও দেওয়া হয়েছে। আড়াই হাজার বছর ছিন্নমূল দেশে দেশে ভ্রাম্যমাণ ইহুদি কৃষ্টি ও জীবনচর্চায় সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব দূরপ্রসারী হয়েছে। ইহুদি আখ্যান স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপীয় ইতিহাসের চলনে অচ্ছেদ্য জড়ানো।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ মাস্টারমশাই ডক্টর অমিতাভ রায়ের কাছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি স্নাতোকত্তর বিভাগে ছাত্রাবস্থা থেকে যাঁর কাছে দুহাত পেতে নিয়েছি। পরে যখন দুর্বুদ্ধি চাপল আমেরিকান ইহুদি নিয়ে গবেষণার উপন্যাস, সদাহাস্য তিনি এক কথায় রাজি হয়ে যান পথ-প্রদর্শক হতে। সময়ের নির্মম দেওয়ালে প্রতিহত বিকলাঙ্গ আমার সে দুঃসাহস মরিয়াও না মরে। এই বই তার নমুনা। আমি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিলেও মাস্টারমশাই আজও ধরে রাখেন আমার হাত।

এই লেখা চলাকালীন যাঁরা উৎসাহ জুগিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন অকৃপণ যখন নানা পারিপার্শ্বিক চাপে নুয়ে পড়ে রণেভঙ্গ দেওয়ার বাসনা প্রবল মাথাচাড়া দিয়েছে সে দুই অকৃত্রিম বন্ধু বিপ্লব বসু, অভিষেক ভট্টাচার্যর কাছে অপরিমেয় ঋণী আমি। বইটির অনবদ্য প্রচ্ছদ করে, পাণ্ডুলিপি খুঁটিয়ে দেখে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন অনুজপ্রতিম সৈকত মুখোপাধ্যায়। পাণ্ডুলিপি নির্মাণে সাহায্য পেয়েছি দীর্ঘদিনের সহকর্মী স্নেহভাজন পার্থ বসুর। এদের দুজনের কাছে আমি সমান ঋণী। সূর্যেন্দু ভট্টাচার্য'র ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়া 'ইহুদি কথা' এগোয় না। প্রায় বছর দেড়েক অজস্রবার পাণ্ডুলিপি সংশোধন নিয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করেছি। তিনি আমার সব আবদার মেনেছেন। এ বই প্রকাশে যাবতীয় কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য।

বাংলা ভাষায় ইহুদিদের নিয়ে এযাবৎ কোনো চর্চা হয়নি এমন অহং-পীড়িত চিন্তাবিলাস নেই। সাগরে জল-অর্ঘ দানে লাভ পুণ্যার্থীর। ইতিহাসের অন্ধগলি ক্রমাগত হাতড়ে ক্লান্ত, বিরক্ত পাঠক যদি সামান্যও আনন্দ পান তবে আমার শ্রম সার্থক জানব।

অমিতাভ সেনগপ্ত

প্রথম পর্ব:
আব্রাহাম থেকে ব্যাবিলন
(খ্রিস্টপূর্ব ১৮১৩-৫৮৭)

এক

প্রমিসড ল্যান্ড

হাওয়ার্ড ফাস্ট 'The Jews: Story of a People' বইয়ের ভূমিকায় ইহুদিদের নিয়ে প্রচলিত এক মজার ছড়া উদ্ধৃত করেন: 'How Odd/of God/to choose/ the Jews'. ঈশ্বরের ইহুদি প্রীতির যার্থাথ্য অনেক প্রশ্ন, অনেক প্রশ্নাতীত বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এ মহাবিতর্কিত দাবি থেকে অনেক অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাত চার হাজার বছরের ইহুদি ইতিহাসে। ইহুদি ছাড়া 'ট্রেজারড পিপল', 'চোজেন পিপল' বিশিষ্টতার দাবিদার আরও অনেকে। খ্রিস্টান সুপারসিশনিজম তত্ত্বানুগামীরা, আমেরিকার 'মরমোন' সম্প্রদায়, ইথিওপিয় 'রাস্টাফারি' গোষ্ঠী। প্রত্যেকের দাবি, এক বিশেষ ঈশ্বর নির্বাচিত ও তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ তারা। আধুনিক নৃতত্ত্ব একে বলছে 'এথনোসেন্ট্রিজম'। নিজের সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে অপরের সংস্কৃতির মূল্যায়ন। ইহুদিদের ঈশ্বর নির্বাচিত জাতি বলতে সংশয়গ্রস্ত খোদ ইহুদি চিন্তাবিদদের একাংশ। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে অ্যারিস্টটল প্রভাবিত ইহুদি দার্শনিক লেভি বেন জারসোম বললেন ঈশ্বর নৈব্যর্ক্তিক সত্তা। কোনো নৈবক্তিক সত্তার পক্ষে মানব ইতিহাসে সরাসরি হস্তক্ষেপ সম্ভব নয়। একই যুক্তিতে ইহুদিদের ঈশ্বর নির্বাচিত হওয়া অসম্ভব।[১] হালফিল যে মৌলিক প্রশ্ন সব ছাপিয়ে ওঠে তা হল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অশান্ত বাতাবরণে ইজরায়েলের ভূমিকা। আধুনিক সময়ে যখন অনেক পুরনো মিথ ভাঙছে তখন 'প্রমিসড ল্যান্ড' তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে মেনে মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক আবর্তে একটি আধুনিক ইহুদিরাষ্ট্র তৈরি করা বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে। ইহুদি ইতিহাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাবও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্ম দেয়। সে ইতিহাস যেমন অচ্ছেদ্য জড়ানো ইহুদিধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি পরম্পরায় তেমনই মানব ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গেও নাড়ির বাঁধন তার। অনেক বছর আগে কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের এক আলোচনাচক্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মার্কিন অধ্যাপক 'মরফলজি' বা অবয়ববিদ্যার উপমা টেনে মানব সভ্যতার অভিনব বর্ণনা দেন। তিনি বলেন সভ্যতাকে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে কল্পনা করা যায় তবে সে শরীরের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু অঙ্গরূপী বিশিষ্ট কিছু ইহুদি পয়গম্বর, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের পাই আমরা। ইহুদি মোজেস মস্তক। ইহুদি যিশু হৃৎপিণ্ড। জঠর ফের এক আধা ইহুদি কার্ল মার্কস। পরিশেষে নিম্নাঙ্গ সিগমান্ড ফ্রয়েড। আইনস্টাইনকে কেন তালিকায় রাখেননি সে প্রশ্ন তাঁকে করা যায়নি।

জেরুজালেম ত্রিভূজ

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে আমরা দেখি শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ঈশ্বরের অভিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট আদম ইভ। নোয়ার তিন পুত্র থেকে সৃষ্টি হচ্ছে মানব জাতি। আব্রাহাম, আইজ্যাক, জোসেফ, জেকব ইত্যাদি কুলপতি বা 'প্যাট্রিয়ার্ক' কাহিনি। মিশরে হিব্রু জাতির চারশো বছরের দাসত্ব। 'একসোডাস' বা নিষ্ক্রমণ পর্বে 'বারোটি' হিব্রু (ইহুদি) গোষ্ঠীকে নিয়ে নবি মোজেসের মিশর ত্যাগ। চল্লিশ বছর ধরে সিনাই মরুতে ঘুরে বেড়ানো। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ। ঈশ্বরের দশ নির্দেশ দান। হিব্রুদের সংগঠিত ইহুদি জাতি হয়ে ওঠা ও ঈশ্বর নির্ধারিত 'প্রমিসড ল্যান্ড' সাবেক ক্যানান বা জেরুজালেমে রাজ্য স্থাপন। একে একে আসেন রাজা সল, ডেভিড, সলোমন। ইহুদি পরমেশ্বর 'জিহোভা'-র প্রথম মন্দির নির্মাণ হল। ইহুদি রাজশক্তির অবক্ষয়। ব্যাবিলন রাজের জেরুজালেম জয়। জিহোভার মন্দির ধ্বংস করা। ইহুদিদের ব্যাবিলন নির্বাসন। জেরুজালেমে পারসিক, গ্রিক ও রোমান শাসন। যিশুর জন্ম। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া। রোমান অনাচার, নিপীড়ন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ইহুদিদের বিদ্রোহ। রোমান গভর্নরের বিদ্রোহ দমন। জেরুজালেম ধ্বংস হওয়া। ছিন্নমূল ইহুদি জাতির সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া। এই আদি ইতিহাস পর্ব শেষে যখন ইহুদিধর্মের বয়স প্রায় দু'হাজার এবং খ্রিস্টধর্মও পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত সেই সময় ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে নবি মহম্মদের আবির্ভাব ও ইসলামধর্ম প্রবর্তন। মক্কা, মদিনার পর ইসলামের তৃতীয় পূণ্যভূমি হয়ে ওঠে জেরুজালেম। মুসলমান যেদিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে ৬১০ থেকে ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ অবধি কোরান নির্দেশিত সেই দিক বা 'কিবলা' (QIBLA) ছিল জেরুজালেম। মহম্মদ মদিনায় পৌঁছনোর পর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে জায়গাটা বদলে হল মক্কা। হিব্রু, খ্রিস্টান, ইসলাম— বিশ্বের তিন বৃহৎ ধর্ম, 'রিলিজিয়ন অফ বুকস'-এর প্রসূতি ঘর জেরুজালেম। আয়তনে এক বর্গ কিলোমিটার মাত্র পুরনো জেরুজালেম শহরে ইহুদিদের ওয়েস্টার্ন ওয়াল, টেম্পল মাউন্ট, মুসলিমদের ডোম অফ দ্য রক, আল আক্সা মসজিদ, খ্রিস্টানদের চার্চ অফ দ্য হোলি সেফালকার একে অপরের প্রতিস্পর্ধী। বিশ্বের এক অতি বিতর্কিত ধর্মস্থান টেম্পল মাউন্ট। সুন্নি মুসলমানদের কাছে ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম জায়গা। কথিত, পূর্বসূরি মুসলিম পয়গম্বরদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় যোগ দিতে এখান থেকে স্বর্গে আরোহণ করেন হজরত মহম্মদ। অপরপক্ষে, ইহুদিদের বহু হাজার বছরের পবিত্র তীর্থ টেম্পল মাউন্ট। তাদের ধর্ম বলে এখানেই 'হোলি সাবাথ'-এ বিশ্রাম নিয়েছিলেন ঈশ্বর। এ পাহাড়ের ধূলোমাটিতেই ঈশ্বরের হাতে গড়া প্রথম মানব আদম। এ পাহাড়েই ঈশ্বর নির্দেশে পুত্র আইজাককে বলি দেবার জন্য বাঁধেন আব্রাহাম। টেম্পল মাউন্টের দিকে ফিরে প্রার্থনা করে ইহুদিরা। 'হোলি অফ হোলি'-কে সম্মান জানাতে এ পাহাড়ে হেঁটে ওঠে না তারা। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ

শতকের ধর্মযুদ্ধ 'ক্রুসেড' শেষে (১০৯৫-১২৯১) মুসলিমরা জায়গাটি ওয়াকফভুক্ত করে। ১৯৬৭-র যুদ্ধে ইজরায়েল পুরনো জেরুজালেম শহর দখল নেবার পর ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন দু'তরফই 'টেম্পল মাউন্ট'-কে তাদের জায়গা বলে দাবি জানিয়ে আসছে। আরব-ইজরায়েল সংঘাতের একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু 'টেম্পল মাউন্ট'। পূর্বাবস্থা বজায় রাখতে ইজরায়েল সরকার এখানে অ-মুসলিম পর্যটকদের প্রার্থনা নিষিদ্ধ করে। দুবার ধ্বংস হয় প্রাচীন জেরুজালেম। তেইশ বার অবরুদ্ধ। বাহান্নবার আক্রান্ত। বিজিত ও পুনর্বিজিত চুয়াল্লিশবার। জেরুজালেমের চার হাজার বছরের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পালাবদলের অস্থিরতায় আজকের মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহের বীজ বোনা হয়।

ফার্টাইল ক্রিসেন্ট
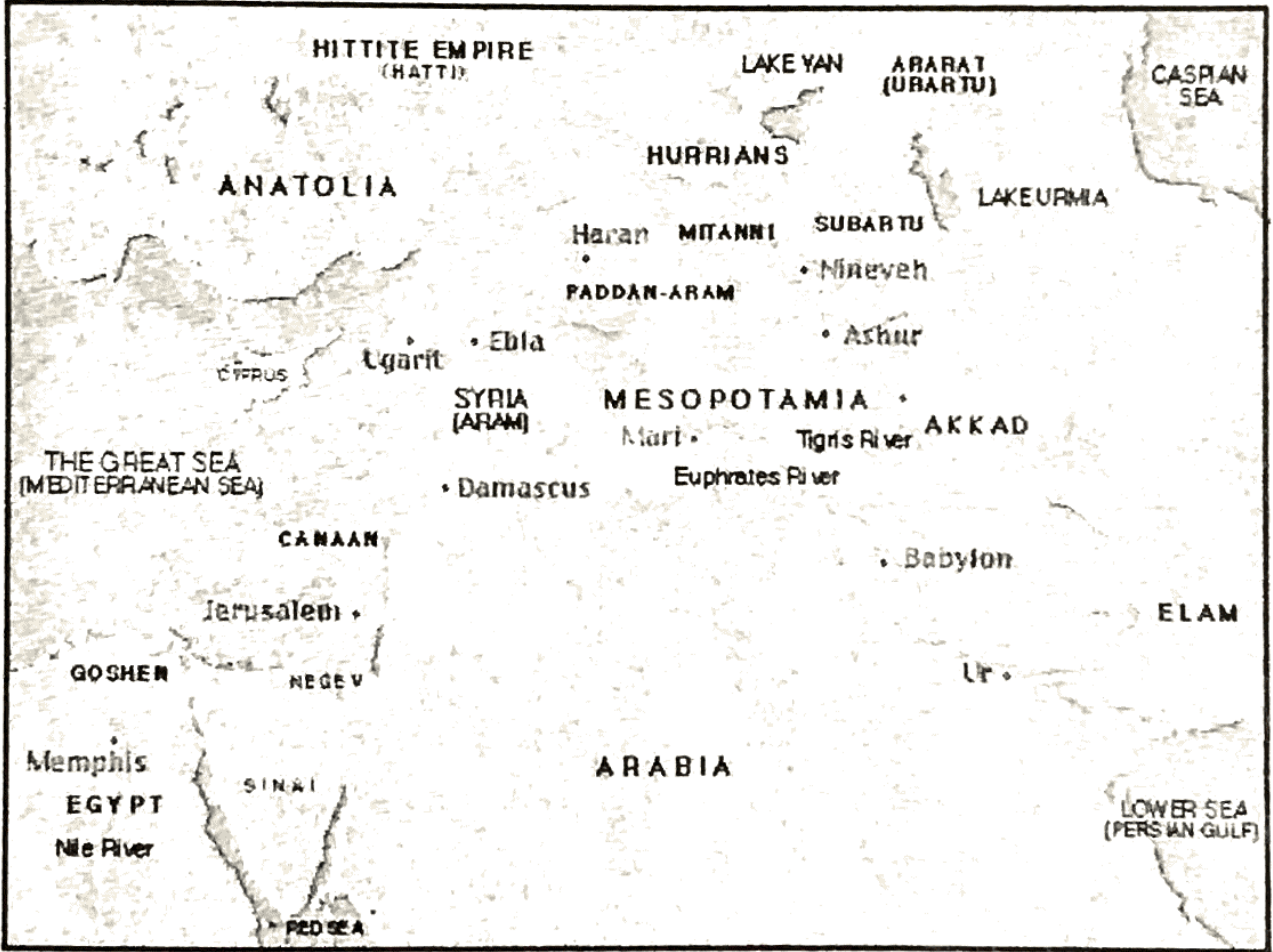
ইউফ্রেতাস, টাইগ্রিস দুই নদীর মাঝে কাস্তে চাঁদ আকার উর্বর এলাকাকে 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট' নাম দেন মার্কিন পুরাবিদ জেমস হেনরি ব্রেস্টেড। আধুনিক ইরাক, পারস্য উপসাগর লাগোয়া ইরানের কিছু অংশ, দক্ষিণ কুয়েত এবং উত্তরে তুরস্ক, মোটামুটিভাবে এই হল 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'। বিশদ বললে, পূর্ব ভূমধ্যসাগর উপকূল, জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন, ইজরায়েল ও ওয়েস্ট ব্যাংক এই এলাকাভুক্ত। আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার মাঝে সেতু গড়া কাস্তেচাঁদ আকৃতি উর্বর এ ভূখণ্ডের জীববৈচিত্র্যও গুরুত্বপূর্ণ। কুড়ি থেকে দশ লক্ষ বছর আগে প্রাতিনুতন বা প্লিস্টসিন যুগের অবিরাম বৃষ্টিতে সাহারা মরুভূমি এক বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র। সেখানে তখন বড় হ্রদ ও নদী।

এরপর পশ্চিম আফ্রিকার মৌসুমি বাতাস ক্রমে দক্ষিণমুখো সরতে থাকে। সজল সবুজ পর্বের সাহারা হয়ে ওঠে রুক্ষ। লেক চাড-এর মতো বড় হ্রদগুলোর জল নেমে যায়। সৃষ্টি হয় শুকনো নদীখাত, আরবি 'ওয়াদি'। উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদ সরতে থাকে উত্তরে অ্যাটলাস পর্বত, দক্ষিণে পশ্চিম আফ্রিকা, পূবে নীল নদ উপত্যকা, দক্ষিণ-পূর্বে ইথিওপীয় উচ্চভূমি, কিনিয়া এবং উত্তর-পূর্বে সিনাই অঞ্চল হয়ে এশিয়ায়। প্রাচীন দুনিয়ার উদ্ভিদ, জীবজগৎ, সর্বোপরি মানুষের আবিশ্ব ছড়িয়ে পড়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় পশ্চিম এশিয়ার এই ভূমি সেতু। আফ্রিকান টেকটনিক প্লেট, ক্ষুদ্রতর আরব প্লেট এবং আরব ও ইউরেশীয় প্লেটের ঘাত-প্রতিঘাতে গড়া ভৌগোলিক বৈচিত্রময় 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'। বরফে ঢাকা পর্বত, উর্বর প্রশস্ত পলল অববাহিকা, মরু উপত্যকা সবই মেলে এখানে। এ অঞ্চলে প্রাক আধুনিক ও সদ্য আধুনিক মানুষের উপস্থিতির প্রত্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে ইজরায়েলের কেবারা গুহায়। মিলেছে প্লিস্টসিন যুগের মাঝামাঝি শিকারি ও সংগ্রাহক মানুষ এবং এপিপ্লিস্টসিন পর্বের নাটুফিয়ানদের জীবনযাত্রার প্রত্ন নিদর্শন। টাইগ্রিস ইউফ্রেতাস মধ্যবর্তী উর্বর ভূখণ্ডে আনুমানিক সাত হাজার বছর আগে ব্রোঞ্জযুগে মেসোপটেমিয়ার নির্মাণ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে সিরিয় মরুভূমি এবং দক্ষিণতর কোণে আরব উপদ্বীপ। দুনিয়ার বৃহত্তম উপদ্বীপ আরব ভূ-খণ্ডের উত্তরভাগের মরুভূমি মিশছে সিরিয় মরুতে।

মরু যাযাবর
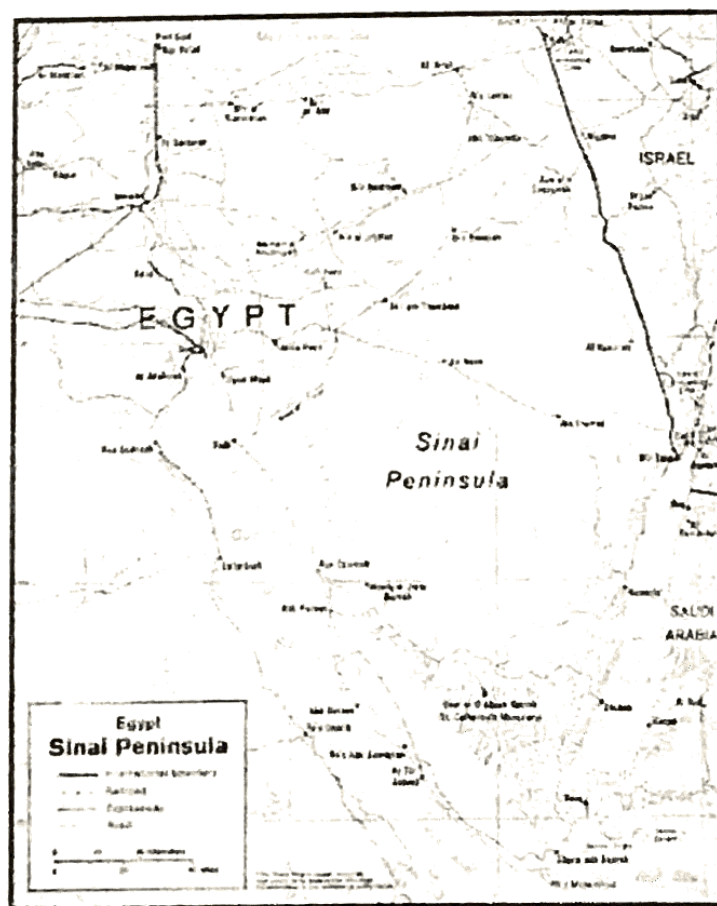
মরু আরবে খ্রিস্টজন্মের দু'হাজার বছর আগে ছাগল ভেড়ার দল নিয়ে এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমি, এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন যাযাবর পশুপালক গোষ্ঠী। একশো থেকে হাজার মানুষে সীমাবদ্ধ এক একটা দল। যেহেতু জলাশয় ও তৃণভূমিগুলো এর বেশি মানুষের চাহিদা মেটাতে পারে না। গোষ্ঠীপতি সর্বময়কর্তা। তার হাতেই জীবন মরণ গোষ্ঠীর মানুষের। বহু স্ত্রীধন তার। পছন্দ মতো গোষ্ঠীর যে কোনো কুমারী মেয়ের সঙ্গে রাত্রিবাস ও তাকে গর্ভবতী করার অধিকার দলনেতার। একনায়ক এই লোকটি অবশ্য দলের দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুর্দশা মোকাবিলায় অক্ষম। পশুপালক থাকে

তাঁবুতে। ভেড়ার লোম থেকে পশম বানায়। পশু চামড়া শোধন করে। তামা কাজে লাগায় হাতিয়ার বানাতে। কপাল ভালো হলে চামড়া, পশমের বিনিময়ে মেলে দুর্লভ টিন। সেটাকে তামার সঙ্গে মিশিয়ে পাওয়া যায় ব্রোঞ্জ। লোহার ব্যবহার তখনও অজানা। সুয়েজ উপসাগর এবং সুয়েজ খালের মাঝে যে ত্রিকোণ আকার সাড়ে তেইশ হাজার বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত করছে সেই সিনাই উপদ্বীপে যাযাবরদের ঘোরাফেরা। পায়ে পায়ে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পূবের তিনশো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এরা পৌঁছয় সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ থেকে নেজেভ (NEGEV- দক্ষিণ ইজরায়েলের মরু আধা মরু অঞ্চল) হয়ে ওই ফালিচাঁদ এলাকায় অধুনা যা জর্ডন। সব উপজাতিই এই মহাযাত্রার অংশীদার ছিল এমন ভাবাটা ভুল। বরং এটা হওয়াই সম্ভব যে প্রতিটি উপজাতির চারণভূমি পূর্ব নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ ছিল। সে লক্ষণরেখায় একদিন শূন্য হত জীবনদায়ী জল, পশুখাদ্য ভাঁড়ার। তুলনায় সজল, সবুজ চারণ ভূমি হাতছানি দেয়। তার দখলদার অন্য দল। তারা কেন তাদের স্বচ্ছল সংসারে অভাবীর অনুপ্রবেশ স্বেচ্ছায় মেনে নেবে। অতএব অনিবার্য যুদ্ধ, ভ্রাতৃহত্যা। চার হাজার বছর আগে লোহিত সাগর থেকে পার্বত্য সিরিয়া অবধি ছড়ানো বিশাল মরুভূমিতে এরকম অনেক উপজাতির অস্তিত্ব অনুমান সম্ভব। এদের যে-কোনো একটির পক্ষে এই বন্ধুর প্রান্তরে টিঁকে থাকা যেহেতু প্রায় দুঃসাধ্য তাই গড়ে ওঠে একধরনের ঢিলেঢালা মিত্রসংঙ্ঘ 'কনফেডারেশন'। বন্ধনসূত্র এজমালি কোনো দূর পূর্বপুরুষ, পুরাণকথা। উপাদেয় সেসব কাহিনির ঝুলি। পুরুষপরম্পরা মুখে মুখে ছড়িয়ে যাওয়া।

বেইনি-ইজরায়েল

এরকমই এক গোষ্ঠী 'বেইনি-ইজরায়েল' (Beni-Yisrael) বা 'ইজরায়েলের সন্তান'। তাদের দৃষ্টি নীলনদ ব-দ্বীপের সবুজ প্রান্তর, খেজুর, ডুমুর গাছের সারি, সোনালি গম, বার্লিখেত, লেবাননের বরফ ঢাকা পাহাড়ের দিকে। এসব সম্পদের মালিক প্রাচীর ঘেরা নগরবাসীরা দূর থেকে দেখে যাযাবরদের তাঁবুগুলো। তারা ওদের নাম দেয় 'ইভ্রিম', হিব্রু। যার অর্থ নদীর (ইউফ্রেতাস) ওপার থেকে আগত। হিব্রু 'এভার হা নাহার' শব্দার্থ ইউফ্রেতাসের পূব দিক। ওল্ড টেস্টামেন্টে যোশুয়ার ভাষ্য অনুযায়ী 'প্যাট্রিয়ার্ক' বা কুলপতিরা এখান থেকেই আসেন। সংখ্যায় কতজন ছিল 'বেইনি ইজরায়েলিরা', কতগুলো ক্ষুদ্র উপজাতি, কতগুলো উপ-পরিবারে বিভক্ত তার কোনো সুনির্দিষ্ট হিসেব নেই। প্রচলিত কাহিনি বলে বারোটা গোষ্ঠী। বারো আসলে প্রতিকি, জাদুসংখ্যা। ব্রোঞ্জযুগের শেষ দিকে পূর্ব ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চল ও এশিয়া মাইনরে বারো অথবা ছয় জনগোষ্ঠীর সঙ্ঘ গড়ার রীতি ছিল। গ্রিকরা বলত 'অ্যামফিকটিয়ন' (AMPHICTYON) বা লিগ। বাইবেলে মোট চোদ্দটা হিব্রু

গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে। রুবেন, সিমন, লেভি, জুডা, জেবুলান, ড্যান, গাড, আইজ্যাকহার, নাফতালি, আশের, জোসেফ, এফারেইম, মানাসে এবং বেঞ্জামিন। অনুমান, মোজেস এবং তাঁর বংশ মিডিয়ানাইট গোষ্ঠীজ। তালিকায় এদের জুড়লে সংখ্যাটা দাঁড়াবে পনেরো। 'বারো গোষ্ঠীর' হিসেব অতএব একটু গোলমেলে। তবু কেন 'বেইনি-ইজরায়েল' আর বারো দল তত্ত্ব? বারো সংখ্যার ম্যাজিকে প্রাচীন বিশ্বাস ছাড়াও ওল্ড টেস্টামেন্টে এক 'ইজরায়েল'-এর উল্লেখ পাই যিনি আব্রাহাম পুত্র আইজ্যাকের ছেলে। এঁর আসল নাম জেকব। দেবদূতকে কুস্তিতে হারিয়ে ঈশ্বরের দেওয়া খেতাব পেলেন 'ইজরায়েল'। হিব্রুতে 'বেইনি' শব্দার্থ পুত্র। হিব্রু লিপিতে 'B' হরফটি তাঁবু আকারের যার জেনানা, মর্দানা দুই প্রকোষ্ঠ। তৃতীয় হরফ 'N' শুক্রাণু আকার। তাঁবু পরিবারের প্রতীক। শুক্রাণু পারিবারিক উর্বরতার প্রতীক। অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যে বংশধারা বিদ্যমান। ইজরায়েলের বা জ্যাকবের বার্ধক্য কালে তার সন্ততির সংখ্যা ছিল সত্তর।

১. *Wars of the Lords: Vol-III, Levi Ben Gershom Jewish Publication Society.*

দুই

আব্রাহাম-হিব্রু-একেশ্বরবাদ

আব্রাহাম পুত্র আইজ্যাককে বলি দিতে উদ্যত- দেবদূতের বাধাদান

'বেইনি-ইজরায়েল' থেকে ইহুদিসমাজের রূপান্তর এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা। খ্রিস্ট জন্মের আনুমানিক আঠারশো বছর আগে আব্রাহামের ক্যানান প্রবেশের সূচনা কাল ধরা হয়েছে। মার্কিন পুরাবিদ উইলিয়াম অলব্রাইট (১৮৯১-১৯৭১) দীর্ঘ পেশাজীবনে বেশিরভাগ সময় আব্রাহমের জন্ম সময় নিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। পরিশেষে, খ্রিস্টপূর্ব ২১০০ থেকে ১৯০০ বছরের মাঝামাঝি সময়কে আব্রাহামের জীবৎকাল বলে নির্দিষ্ট করেন অলব্রাইট। উর শহর ছাড়ার সময় আব্রাহামের বয়স আনুমানিক পঁচাত্তর। জর্ডন নদী ও ভূমধ্যসাগরের মাঝামাঝি প্রাচীন ক্যানান। অধুনা

ইজরায়েল, প্যালেস্টেনীয় ভূখণ্ড, লেবানন, জর্ডন ও সিরিয়ার পশ্চিম সীমা। বিত্তবান ক্যানানাইটরা বস্তুত ইহুদিদের আত্মজন।

আব্রাহাম কে, কেনই বা তার উর নগর ছেড়ে আসা? কোথায় ছিল উর নগর? বাইবেলের 'জেনেসিস' পর্বে আব্রাহামের যে বর্ণনা পাওয়া যায় পুরাতাত্ত্বিকদের অনুমান সেটি সংকলিত ও লিখিত তাঁর সম্ভাব্য জীবৎকালের হাজার বছর বাদে। আঠারশো শতক থেকে গত দুশো বছরে অনেক বিতর্ক দানা বেঁধেছে আব্রাহামের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে। শুধু আব্রাহাম নন, মোজেস, যোশুয়া, আরাঁও ও বাইবেল কথিত অন্যান্য প্যাট্রিয়ার্ক গ্রিক পুরাণের হারকিউলিস, প্রায়াম, ইউলিসিস, আগামেমননের মতোই কায়াহীন মিথে পর্যবসিত হন উত্তপ্ত বিতর্কে। উনিশ শতকের জার্মান পণ্ডিতরা ওল্ড টেস্টামেন্টকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মানতে রাজি নন। তাঁরা বললেন, ইহুদিদের ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসকে ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা এবং ঐশ্বরিক অনুমোদনের শক্ত ভিতে দাঁড় করাতে ওল্ড টেস্টামেন্টের অধিকাংশ উপাখ্যানগুলির দীর্ঘকাল খুঁটিয়ে সম্পাদনা ও মিশ্রণ হয়েছে। ফলে যেসব চরিত্রের বিবরণ আমরা বাইবেলের আদিপর্বে দেখি তারা আসলে কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। কেউ বাস্তব নন। হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের ব্যাখ্যায় বাইবেল বর্ণিত ইহুদি ও খ্রিস্টধর্মের তাবত 'রিভিলেশন' বা প্রত্যাদেশে আসলে এক অবশ্যম্ভাবী সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আদিম নরগোষ্ঠীর কুসংস্কার ক্রমে পরিশীলিত নাগরিক ধর্মে বিবর্তিত হতে দেখি আমরা। উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের বিকাশ ও নতুন নতুন আবিষ্কার হেগেলীয় চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। জার্মান ব্যবসায়ী ও শখের পুরাবিদ হাইনরিখ শ্লিমান (১৮২২-১৮৯০) আধুনিক প্রত্নতত্ত্বের প্রবাদ পুরুষ। ১৮৭৩ সালে দীর্ঘদিনের জল্পনা, অধ্যবসায়, শ্রমের অবসানে শ্লিমান ও তাঁর গ্রিক স্ত্রী সোফিয়া খুঁড়ে বার করেন ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এতকাল ঐতিহাসিকরা যাকে নিছক পৌরাণিক গপ্পো বলে নস্যাৎ করেছেন। একে একে আবিষ্কার হল ক্রিটের মিনোয়ান সভ্যতা, মিসেনেয়ান সভ্যতার নিদর্শন। প্রাণ পেল হোমারের মহাকাব্যর চরিত্ররা। ঠিক একইভাবে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাকের পুরনো প্রত্নস্থলে উদ্ধার হওয়া বিরাট সংখ্যক আইনি ও প্রশাসনিক নথির পাঠোদ্ধার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে বাইবেলের দাবি জোরদার করে। ১৮৪৫ সালে এ এইচ লেয়ার্ড ইরাকের কুইউনজিক ঢিপি খুঁড়ে আবিষ্কার করেন খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আক্কাদীয় রাজা সেনাকেরিবের (Sennacherib) প্রাসাদ।[১] খননে পাওয়া গেল একটি বড় গ্রন্থাগার ও অনেকগুলি কিউনিফর্ম ফলক। ১৮৭২ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের জর্জ স্মিথ সেসব কিউনিফর্ম লিপির কিছু পাঠোদ্ধার করে দেখলেন মহাপ্লাবন আখ্যান বর্ণিত হয়েছে সেখানে। জেনেসিস-এর প্লাবন উপাখ্যান হঠাৎ সজীব হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে স্যার লিওনার্দ উলি খুঁজে পেলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ/তৃতীয় সহস্রাব্দের সুমেরীয় উর নগরী। খনন স্থলের মাটির

আট ফুট গভীরে চার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছরের পুরনো পলল স্তর পেলেন উলি। অনুরূপ পলল স্তরের সন্ধান মিলল ইরাকের শুরুপ্পাক, কিশ প্রভৃতি এলাকায়। ১৯৬০-র মধ্যে এ অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাবতীয় নমুনা পরীক্ষা করে প্রত্নবিদ স্যার ম্যাক্স মাললোয়ান সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে বাইবেল বর্ণিত মহাপ্লাবন সত্যিই ঘটেছিল। ১৯৬৫ সালে ব্রিটিশ মিউজিয়াম পরিচালিত খননে উরের পলল স্তরে ব্যাবিলনীয় নগর সিপ্পারে মহাপ্লাবন বিষয়ে লেখা খ্রিস্টপূর্ব ষোড়শ শতকের দুটি ফলক পাওয়া গেল। সিপ্পার ফলক দুটি বিশেষ গুরুত্বের কারণ এতে বাইবেলের নোয়া চরিত্রটির ইঙ্গিত আমরা পেয়ে যাই। ফলকে যে গল্প রয়েছে তা যেন বাইবেলের জেনেসিস-এর প্রাক্-কথন। ঈশ্বর পৃথিবী তৈরি করলেন। মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষের অসৎ-বৃত্তি তাকে ক্ষুব্ধ করল। তিনি গোটা সৃষ্টি প্লাবনে ভাসিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু এঙ্কি নামের জলদেবতা ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পেরে পুরোহিত রাজা জিউসুদ্রাকে (ZIUSUDRA) কথাটা আগাম জানিয়ে দেয়। জিউসুদ্রা একটি বিশাল নৌকা নির্মাণ করে তার মধ্যে বাছাই করা পশু পাখিদের তুলে নিলেন। যথা সময়ে প্লাবন এল। কিন্তু রাজার তৎপরতায় সৃষ্টি রক্ষা পেল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী অধুনা কৃষ্ণসাগর এক সময় ছিল জমি বেষ্টিত একটি বিচ্ছিন্ন মিষ্টি জলের হ্রদ। ভূমধ্যসাগরের বাড়তে থাকা জলস্তর একদিন অতিকায় জলস্তম্ভ হয়ে প্রাচীন হ্রদটিকে গ্রাস করে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, ওই প্লাবন জলরাশির তীব্রতা ছিল নায়াগ্রা প্রপাতের দুশো গুণ বেশি।

নোয়ার দশম প্রজন্ম আব্রাহাম। নোয়ার তিন পুত্র। সেম (SHEM), হাম (HAM), জাফেথ (JAPHETH)। ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী পৃথিবীর মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তরভাগে এদেরই বংশধারা ছড়িয়ে যায়। সেম-এর বংশোদ্ভূত টের্যা (TERAH)। টের্যার ছেলে আব্রাহাম। সেমের বংশধারা থেকে 'সেমেটিক' জাতির সৃষ্টি বলে কথিত। আসলে আফ্রো-এশীয় শাখা ভাষা 'সেমেটিক' ব্যবহারকারীরাই 'সেমেটিক'। ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন ইন্দো-আর্য ভাষাভাষীরা আর্য পরিচিতি পেয়েছিল। আব্রাহামের কনিষ্ঠ ভাই হারান (HARAN)-এর মৃত্যু হলে টের্যা, আব্রাহাম, তার স্ত্রী সারা এবং হারানের ছেলে লট (LOT) উর ছেড়ে সাবেক মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিমের ব্যস্ত বাণিজ্য নগরী হাররানে (HARRAN) চলে আসে। এই হাররান আব্রাহামের জন্মস্থান বলে কথিত। এখানে টের্যার মৃত্যুর পর পরিবারের কর্তা হন আব্রাহাম। 'জেনেসিস' (১১:২৬-২৫:১৮) অনুযায়ী ঈশ্বর পঁচাত্তর বছর বয়সী আব্রাহামকে দেখা দিলেন। দু-পক্ষের চুক্তি ('কভেন্যান্ট') হল ক্যানান হবে আব্রাহাম ও তার পরবর্তী প্রজন্মের বাসভূমি। আব্রাহামের পিতা টের্যা কুমোর ছিলেন। দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পৌত্তলিক সুমেরবাসীর কাছে বিক্রি করতেন। নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী আব্রাহাম মেনে নিতে পারেননি সুমেরবাসীর 'অনাচার'। স্ত্রী সারা

ও ভ্রাতুষ্পুত্র লট (LOT)-কে নিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ মতো ক্যানান পৌছন আব্রাহাম। ক্যানানে দুর্ভিক্ষ শুরু হলে আব্রাহাম সস্ত্রীক মিশর যাত্রা করেন। স্ত্রী সারাকে নির্দেশ দিলেন সে যেন ফারাওয়ের রাজ দরবারে নিজেকে আব্রাহামের বোন বলে পরিচয় দেয়। ফারাও রূপসী সারাকে হারেমে জায়গা দিলেন। বিনিময়ে আব্রাহাম পেলেন প্রচুর ভূসম্পত্তি, উট। ঈশ্বর ফারাওকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার লালসার জন্য ভৎর্সনা করেন। সারাকে আব্রাহামের হাতে তুলে দিয়ে তখনই তাকে মিশর ছাড়ার হুকুম দেন ফারাও। ক্যানান ফিরে আসেন আব্রাহাম। নিঃসন্তান আব্রাহামের প্রথম পুত্র ইসমায়েলের জন্ম মিশরীয় দাসী হাগরের গর্ভে। আব্রাহামের বয়স তখন ছিয়াশি। এই ইসমায়েলকে ইসলামের আদি নবি বলা হচ্ছে। সারার গর্ভে পুত্র আইজ্যাকের জন্ম সময়ে আব্রাহামের বয়স একশো বছর। ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী আইজ্যাকের সুন্নত হয়। এ প্রথার সূত্রপাতও এখান থেকে। আইজ্যাক পৌত্র জ্যাকবের পরে নাম হল ইজরায়েল। তার বারো পুত্র এবং তারাই বংশানুক্রমে ইজরায়েলি। গবেষকদের একাংশ মনে করেন লিপিবদ্ধ হবার আগে প্যাট্রিয়ার্ক উপাখ্যান সুদীর্ঘ কাল মুখে মুখে ছড়িয়েছে। লক্ষ্য ছিল, বংশানুক্রমে গোষ্ঠী সংস্কৃতি পরম্পরা বজায় রাখা। ১৯৩৩ সালে পুরাতাত্ত্বিক এ প্যারট ইউফ্রেতাস নদীর সতেরো মাইল উত্তরে সিরিয়া ইরাক সীমান্ত লাগোয়া সিরিয় শহর মারিতে খনন করে কুড়ি হাজার প্রত্নবস্তুর এক মহাফেজখানা খুঁজে পান। মাটির ফলকে উৎকীর্ণ লিপির সংগ্রহ মেলে টাইগ্রিস নদীর ধারে ইরাকি শহর ইউরঘান তেপি-তে (প্রাচীন নুজি)। উত্তর সিরিয়ার এবলা-য় (অধুনা তেল মারডিখ) এরকম চোদ্দ হাজার মাটির ফলক আবিষ্কার হয়। তিনটি নিদর্শনই খ্রিস্টপূর্ব আড়াই হাজার থেকে খ্রিস্টপূর্ব পনেরশো শতকের। গুরুত্বপূর্ণ এই ফলকগুলিতে প্যাট্রিয়ার্কদের সমকালীন সমাজ-ছবি ফুটে ওঠে এবং বাইবেল আখ্যানগুলোও নতুন ভাবে আলোকিত হয়। এবলা এবং মারির মাটির ফলকে যেসব প্রশাসনিক ও আইনি দলিল মিলেছে তাতে আব্রাম (ইনিই পরে আব্রাহাম বলে পরিচিত হচ্ছেন) জেকব, লিয়া, লাবান এবং ইসমায়েল এরকম কিছু নামের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি বাইবেল কথিত প্যাট্রিয়ার্কদের নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। দু'হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের এই অচেনা মামলাকারীরা বাইবেল উক্ত একই নামের প্যাট্রিয়ার্কদের মতো সন্তানহীনতা, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, জন্মগত অধিকার এরকম কিছু বৈষয়িক জটিলতায় ভুক্তভোগী।[২] ছিয়াশি বছর বয়স অবধি নিঃসন্তান আব্রাহাম তার পোষ্যদের একজনকে উত্তরাধিকারী করতে চাইছেন। এটা ছিল প্রাচীন নুজি-র রীতি। আব্রাহামের প্রথম সন্তান ইসমায়েল জন্ম নিচ্ছে দাসী হাগরের গর্ভে। নুজির বিবাহ চুক্তি অনুযায়ী কোনো পুরুষের স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম হলে সেই পুরুষ উপপত্নী অথবা দাসীর সঙ্গে উপগত হয়ে সন্তান উৎপাদন করতে পারত।

হিব্রু

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মধ্যপ্রাচ্যের নগর সভ্যতাগুলি পূব দিক থেকে আসা সামরিক আগ্রাসনে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে। আগ্রাসনকারীরা মিশর লন্ডভন্ড করে এশিয়াতে এসে থামে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণিত ইউগেরিট, বিবলস, মেগিডো, জেরিকো-র মতো প্রাচীন নগর লুঠতরাজ করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল আক্রমণকারীরা। মেসোপটেমিয়া থেকে ভূমধ্যসাগরমুখী এই লুঠেরা দল পশ্চিম সেমেটিক ভাষায় কথা বলত। হিব্রু যার অন্যতম। মেসোপটেমীয় ফলকে উল্লিখিত এক বিশেষ গোষ্ঠীর নাম SA, GAZ। বিশেষ গোষ্ঠীটিকে HAPIRU/HABRU বলা হচ্ছে। ব্রোঞ্জ যুগের শেষ দিকে মিশরীয় সূত্রে ABIRU/HABIRU শব্দ দুটির উল্লেখ রয়েছে। এগুলি মরু বেদুইনদের বর্ণনা নয়। সম্ভবত HABIRU শব্দটি খারাপ অর্থে লুঠেরা, বোম্বেটে বোঝাতো যারা শহরবাসী নয় এবং যাযাবর জীবন কাটাতো। এদের সংস্কৃতি মরু বেদুইনদের তুলনায় উন্নত ছিল। কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলতে না পেরে মিশরীয় রাজন্য, আমলা ও অভিজাতরা এদের ঘোর অপছন্দ করত। তাদের পক্ষে সহজ ছিল খাঁটি যাযাবরদের নিয়ন্ত্রণ করা। HABIRU কখনও ভাড়াটে সৈন্য, কখনও সরকারি কর্মচারী, গৃহভৃত্য, মিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা। গাধার দল ও হরেক পসরা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক টাকাকড়ি রোজগার হলে এবং দলের সংখ্যা বাড়লে এরা স্থানীয় শাসকের কাছে জমি কিনে বসবাস করত। প্রত্যেক HABIRU দলের একজন শেখ বা রণনেতা থাকত। স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ হলে শেখকে রাজা বানানো হত। সম্ভবত এরকমই এক HABIRU দলনেতা ছিলেন আব্রাহাম। দলের জনসংখ্যা ও সম্পদ লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি পেলে তা যেমন স্থানীয় শাসকের দুশ্চিন্তার কারণ হত তেমন বাড়ত গোষ্ঠী প্রধানের সমস্যা। জল ও তৃণভূমি কোনোটাই অপর্যাপ্ত ছিল না। এ কারণেই জেনেসিস ১৩:৬-১১-য় আব্রাহাম ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র লট-কে আলাদা হয়ে যেতে দেখি আমরা। আব্রাহামের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসকের জল নিয়ে বিবাদ এবং পশুবলি দিয়ে চুক্তির মাধ্যমে (কভেনান্ট) তার নিষ্পত্তির বিবরণ দিচ্ছে জেনেসিস ২১:২২-৩১। এইসব আখ্যানে অভিবাসন, পুনর্বাসন, তৃণভূমি জলের সমস্যা সমাধানের যে নিখুঁত বর্ণনা আমরা দেখি তা থেকে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষিতে প্যাট্রিয়ার্ক চরিত্ররা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠেন। লিওনার্দ উলির আবিষ্কার যেমন সব বিতর্কের উর্ধে ওল্ড টেস্টামেন্টের উর নগরকে বাস্তব প্রমাণ করেছে, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও ইরাকের প্রত্ন অনুসন্ধানে পাওয়া কিউনিফর্ম লিপিগুলিও আব্রাহাম এবং অন্য কুলপতিদের বাস্তবের জমিতে দাঁড় করাতে সহায়ক হয়েছে। আব্রাহাম মরুচারী ছিলেন না। বরং অভিজাত নগর সভ্যতার জটিল বিন্যাস ও ধর্মীয় ধ্যানধারণার সঙ্গে তিনি যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল সেটাই আমরা লক্ষ্য করি। এবারে প্রশ্ন, আব্রাহাম যদি হিব্রু জাতির জনক হন তিনি কি হিব্রু ধর্মেরও প্রতিষ্ঠাতা? জেনেসিস কাহিনি

অনুযায়ী হিব্রুদের সঙ্গে এক সর্বশক্তিমান, সর্বময় ঈশ্বরের সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগসূত্র আব্রাহাম। তবে তিনিই প্রথম একেশ্বরবাদী একথা নিশ্চিত বলা যায় না। তিনি যে উর নগরের বাসিন্দা ছিলেন সেখানে মানুষজন চাঁদের পুজো করত। এবং তা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চাঁদ পুজো সর্বেশ্বরবাদ বা প্যানথিইজম। এক অর্থে একেশ্বরবাদের ছায়া। পৌত্তলিকতা ছেড়ে প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজতে সচেষ্ট মানুষ। সঠিক বললে, একেশ্বরবাদী ভাবনার বীজ নিয়ে উর ছেড়ে আসছেন আব্রাহাম। এখনও তা অঙ্কুরিত নয়। তিনিও হাতড়াচ্ছেন। তাঁর মেসোপটেমীয় সমাজ এক আধ্যাত্মিক অচলাবস্থায় পৌঁছেছে। আইরিশ সমাজ বিজ্ঞানী Arpad Szakolczai এক সাম্প্রতিক গবেষণা পত্রে আব্রাহামের ঈশ্বর দর্শন, হিব্রুদের নির্বাচিত জনগোষ্ঠী ঘোষিত হওয়ার দৈববাণী ইত্যাদিকে মানব ইতিহাসে ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সর্বপ্রথম নথিকৃত বিবরণ বলছেন। তার বক্তব্য, মেসোপটেমিয়ার সমকালীন মূর্তি পূজা ও পুরোহিততন্ত্রের বিপরীত মেরুতে আব্রাহামের একেশ্বরবাদী অনুসন্ধান মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। 'প্রমিসড ল্যান্ড' বিজয় অভিযানকে ইতিহাসের প্রথম ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে Szakolczai বলেন উত্তরাধুনিক কালেও সে ধর্মযুদ্ধের রেশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আব্রাহামের অলৌকিক অভিজ্ঞতা ঘিরে যে লোকগাথা সেখানে ইহুদিধর্মের বিপরীত মেরুতে দুই বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি মিশর ও মেসোপটেমিয়া। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রব্যবস্থা, পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে জন্ম নিচ্ছে নবীন ইহুদি একেশ্বরবাদ।[৩]

১. *সেনাকেরিবকে আসিরীয় রাজা বলা হয়। আসিরীয়রা আক্কাদিয়দের উত্তরপুরুষ। এরা দুপক্ষই প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার অংশ। প্রথম ব্রোঞ্জ যুগের মেসোপটেমিয়ার আক্কাদীয় সাম্রাজ্য স্থায়ী হয় আনুমানিক ২৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২১৯৩ অবধি। মধ্য ব্রোঞ্জ যুগে আসিরীয় রাজশক্তির বিকাশ খ্রিস্টপূর্ব বিংশ থেকে অষ্টাদশ শতকে। সেনাকেরিবের সময় খ্রিস্টপূর্ব ৭০৫-৬৮১। সে অর্থে আসিরীয় তিনি।*

২. *Paul Jhonson: A History of the Jews.*

৩. *"The People of God And Their Holy War". www.um.es/ESA/papers/Rn21_31.pdf*

তিন

মোজেস-মিশর থেকে হিব্রু দাসদের নিষ্ক্রমণ-ঈশ্বরের দশ নির্দেশ

আব্রাহাম যদি ইহুদি জাতির জনক, তবে মোজেস সৃজনী শক্তি। তাঁর হাত ধরেই তাদের ইহুদি হয়ে ওঠা। ইহুদিসমাজের নীতি নির্ধারক তিনি। আমরা যাকে যুগপুরুষ বলি, যার শক্তিচালিত মানব সমাজ একদিন এক লাফে ইতিহাসের অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে, ইহুদি ইতিবৃত্তে মোজেস সেই মহানায়ক। যিশুর জন্মের আগে অবধি ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদি চরিত্র মোজেসের ছায়া পড়ে গ্রিক পুরাণ ও ধর্মে। গ্রিক অলিম্পিয়ান দেবতা হার্মেস যার অনুকৃতি। হোমার ও হেসিয়ড (HESIOD) মোজেসের রচনা থেকে প্রেরণা পান বলে কথিত। তিনি হিব্রু ভাষার স্রষ্টা। গ্রিক সভ্যতা ও বৃহত্তর অর্থে মানব সভ্যতা মোজেসের কাছে ঋণী বলে মনে করতেন প্রাচীন ঐতিহাসিকরা। গ্রিক ঐতিহাসিক জোসেফাসের মতে মোজেসই প্রথম আইন শব্দটির উদ্ভাবক এবং তিনিই ইতিহাসের প্রথম আইন প্রণেতা। মোজেসকে সংকীর্ণমনা, রাষ্ট্রদ্রোহী, সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রিক দার্শনিক থেকে কার্ল মার্ক্স। তাদের মতে মোজেস প্রণীত অনুশাসন ইহুদিদের সমাজের মূলস্রোত বিচ্ছিন্ন করেছে।[১] সংশয়বাদী পুরাতাত্ত্বিকরা বাইবেল উপাখ্যানে নানা অসঙ্গতি, নিত্য নতুন পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের তথ্য প্রমাণ জড়ো করে অস্বীকার করেন মোজেসের বাস্তবতা। 'একসোডাস'-এর স্বপক্ষে আজও কোনো পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। সংশয়বাদীদের মোদ্দা বক্তব্য, ইহুদি ইতিহাসের আদিপর্ব গড়ে ওঠে ক্যানান অঞ্চলে। মিশরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংযোগহীন। অন্যরা, মোজেসের জীবনপঞ্জী হিসেবে দাখিলকৃত নথিপত্র ও তার মিশরীয় যোগসাজশে এক ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক চরিত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পান। তারা সুনিশ্চিত এই 'ঐতিহাসিক' চরিত্র ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে ক্যানান অঞ্চলে হিব্রুদের সংগঠিত করেন। বাস্তব অথবা কল্পিত যাই হয়ে থাকুন মোজেস, তাঁকে ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকে ইহুদি বৃত্তান্ত। প্রথম ব্রোঞ্জ যুগ, প্রথম লৌহ যুগের মরু যাযাবর লুঠেরা 'ইজরায়েল সন্তান' যারা একদিন ঝড়ের মতো প্যালেস্টাইনে ঢুকে ক্যানানাইটদের পরাস্ত করে– এরা কেউ মোজেসের অস্ত্র হয়ে ওঠেনি। বিপরীতে মোজেসও এদের সহায়ক নন। মিশ্র জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধে ইহুদি জাতির স্রষ্টাপুরুষ হয়ে ওঠেন মোজেস। তার সঙ্গে ইতিহাসে প্রথম পা ফেলা ইহুদির। আনুমানিক ১৩১২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের বাইবেল কথিত 'একসোডাস' যার শুরু। ঠিক কোন দেশের মানুষ ছিলেন মোজেস এ নিয়েও অন্তহীন বিতর্ক। একদল গবেষকের ধারণা মোজেস নাম মিশরীয়। হয় তিনি মিশরীয় অভিজাত ছিলেন অথবা রাজবংশ

জাত। 'ময়শা' (MOYSHA) শব্দের মিশরি অর্থ 'একটি শিশু দেওয়া হল'। 'ময়শা' অর্ধ নাম। বাকি অর্ধ সাধারণভাবে কোনো দেবতার নাম। যে দেবতা শিশুটিকে দান করেন। মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল দেব অনুগ্রহেই মানব শিশুর জন্ম। যেমন 'রা' (সূর্যদেব), 'ময়শা' (সন্তান প্রদান)। সূর্যদেব একটি সন্তান দিলেন যিনি 'রামসেস'। 'একসোডাস' (২:১০)-এর আর এক ব্যাখ্যায় "msh" এই শব্দমূল জাত 'মোশে' (MOSEH)। মূল "msh"-এর অর্থ 'উত্তলন' 'তোলা'। ব্যাখ্যাভেদে 'তোলা' বলতে রক্ষাকর্তা, বিপদতারণ। দুটি অর্থেই মোজেসকে পেয়ে যাই আমরা। শিশু মোজেসকে জল থেকে তুলে আনা হয়েছিল। ফারাও দ্বিতীয় রামসেস আনুমানিক ১২৭৯-১২১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ইনি মোজেসের সমসাময়িক কিনা অথবা এরই আমলে ইজরায়েলি দাসদের নিয়ে মোশের মিশর ত্যাগ ঘটেছিল কি না তার অকাট্য পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য নেই। পুরাতাত্ত্বিক উইলিয়াম ডেভার সরাসরি খারিজ করে দেন এ কাহিনি। তিনি বলছেন— 'মিশর থেকে নিষ্ক্রমণ ও চল্লিশ বছর সিনাই মরুভূমিতে তীর্থযাত্রা বৃত্তান্তকে কোনোভাবেই জায়গা দেওয়া যায় না'।[২] মিশর থেকে মোজেসের মহানিষ্ক্রমণ কাহিনির পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান পণ্ডশ্রম বলে বাতিল করেছেন পুরাতত্ত্ববিদ। 'জেনেসিস' ৪৬:২৭ সুক্তে দেখছি ইজরায়েলিরা সত্তর জনের এক বৃহৎ পরিবার। সেই পরিবার 'একসোডাস' ১:৫ সুক্তে একটি বৃহৎ ক্রীতদাস জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইজরায়েলিরা মিশরের ক্রীতদাস ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ 'জেনেসিস' পর্বে আছে বলে মনে করেন আর এক দল গবেষক। বাইবেল উপাখ্যান নির্ভর আমরা জানছি এক সময় মিশরের ফারাও হুকুম দিলেন সব হিব্রু পুত্র সন্তানকে মেরে ফেলতে হবে। হিব্রু দাসের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত তিনি। বিপন্ন মোজেস জননী শিশু পুত্রকে ঝুড়িতে শুইয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। নদীতে ভাসমান ঝুড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে মিশরি রাজকন্যা। আশ্চর্য মিল মোজেস কাহিনির আমাদের কৃষ্ণ উপাখ্যানের সঙ্গে। রাজ পরিবারে পালিত হতে থাকে শিশু মোজেস। কেন মোজেসকে হিব্রু বলা, কাদের নিয়ে মিশর ছাড়েন
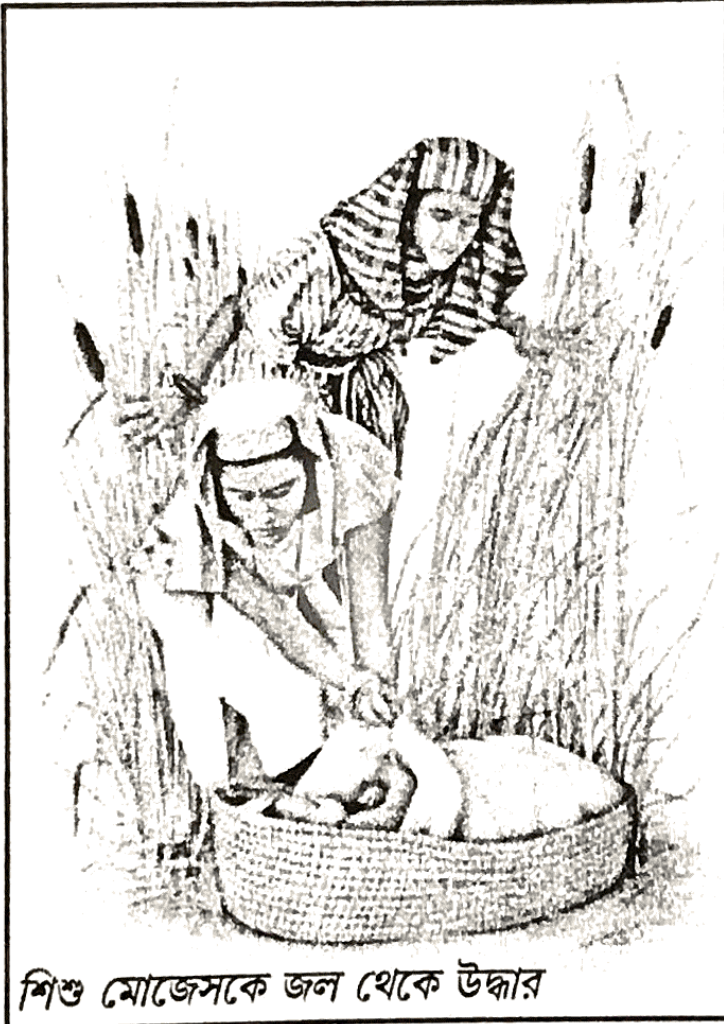
শিশু মোজেসকে জল থেকে উদ্ধার

মোজেস, কেনই বা ‘একসোডাস’ স্মৃতি আজও সজীব রেখেছে ইহুদি লোকাচার ‘পাস ওভার’? বাইবেলের ‘বুক অফ একসোডাস’ অনুযায়ী মোজেসের বাবা আমরাম হিব্রু লেভি সম্প্রদায়ের সদস্য। জেকব বা ইজরায়েলের পুত্র লেভির বংশধারা লেভাইটরা। মূলত পুরোহিত লেভাইটদের রাজনৈতিক দায়িত্বও দেওয়া হত। জেকবের বারো পুত্রের এগারোতম জোসেফ যখন মিশরের বড়লাট সে সময় ক্যানানে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জেকব ও তার অন্য পুত্ররা মিশরে চলে আসে। ‘একসোডাস’ কাহিনি অনুযায়ী (‘একসোডাস’ ১:৮-১৪ বাইবেল: কিং জেমস সংস্করণ) সে সময় মিশরের সর্বময় কর্তা, ফারাওয়ের ডান হাত, জোসেফ দু’মুঠো খাবারের বিনিময়ে পিতা, সহোদর ও অন্য উদ্বাস্তু হিব্রুদের ফারাওয়ের ঠিকা মজুর তৈরি করে। অতিকায় নির্মাণে অমর হওয়ার বাসনা ফারাও দ্বিতীয় রামসেসের। নীল নদের তীরে এক বিশাল প্রাসাদ গড়লেন মিশরীয়রা যার নাম দিল বিরাট বাড়ি বা ‘ফারাও’। এই বৃহৎ প্রাসাদ ও ফারাও রাজবংশ পরে সমার্থক হয়ে যায়। মরুভূমিতে নিজের অতিকায় প্রস্তর মূর্তি বানালেন। তৈরি করলেন প্রাচীর ঘেরা শহর, স্তম্ভযুক্ত মন্দির, নীল নদের বুকে দ্বীপ। নীল নদের লাল পাথরের উঁচু পাড় কেটে তৈরি হল সমাধি সৌধ। আশি বছর বয়স অবধি উন্মাদের মতো এসব স্থাপত্য গড়েছেন রামসেস দ্বিতীয়। এধরনের নির্মাণে প্রয়োজন অসংখ্য শ্রমিক। এত বিরাট সংখ্যক দাসের ব্যবহার দ্বিতীয় রামসেসের মতো অন্য কোনো ফারাও করেননি। নিকট প্রাচ্যের তাবত দাস বাজারে আড়কাঠি ছিল ফারাওয়ের। ফসলের কর উত্তরোত্তর বাড়িয়ে বকেয়া খাজনা অনাদায়ে কৃষক প্রজাকে যেমন সহজেই দাসখত লেখানো যেত তেমনই উত্তর আফ্রিকার উপকূলবাসী জেলে, মরুচারী যাযাবরও রামসেসের দাসের জোগান বজায় রাখে। গ্রাসাচ্ছাদনের সন্ধানে নীল নদ উপত্যকায় চোরাগোপ্তা ঢুকে পড়া বেদুইন জনগোষ্ঠী কালেভদ্রে ফারাওয়ের অনুমোদন পেত। দুটো কারণে। দলের সুন্দরী মহিলা। এবং শক্তপোক্ত জোয়ান মরদ। কালেদিনে খাদ্যের বিনিময়ে শ্রম দেওয়া হিব্রুরা দাসে পরিণত হল। রামসেস দ্বিতীয়’র রাজত্বকাল দীর্ঘ সময়ের। ইতিমধ্যে বৈধ অবৈধ অগণিত সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। হতেই পারে তারই কোনো উপপত্নী গর্ভজাত মোজেস। অথবা জল থেকে উদ্ধার হওয়া মোজেসের কাহিনিও একইভাবে বিশ্বাসযোগ্য। বহুযুদ্ধের সাক্ষী রামসেস দ্বিতীয়’র মিশর। মিশরি সেনানায়ক মোজেস সম্পর্কে ইহুদি র‍্যাবাইদের কাহিনিতে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে বলে মনে করেন হাওয়ার্ড ফাস্ট। রাজবংশে প্রতিপালিত হবার সময়েই মোজেস জানতে পারেন তার জন্ম রহস্য। চল্লিশ বছর বয়সে একদিন এক মিশরীয় পর্যবেক্ষকের হাতে এক হিব্রু দাসকে নিগৃহীত হতে দেখেন মোজেস। ওই সময় অন্য কোনো রাজকর্মচারী ছিল না। মোজেস লোকটিকে হত্যা করে বালিতে পুঁতে দেন সে কথা ফারাওয়ের কানে যেতে মোজেসের উপর মৃত্যুদণ্ড জারি হল। মোজেস পালিয়ে

এলেন মিশর দেশের পূবে মিডিয়ানে। মিডিয়ানে এক পুরোহিত কন্যাকে বিবাহ করলেন। তার দুই পুত্র সন্তান জন্মাল। প্রথমটির নাম গার্সম। দ্বিতীয়টি এলাইজার। মিডিয়ানে পশুপালক হিসেবে চল্লিশ বছর কাটে মোজেসের। একদিন ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওরেব পাহাড়ের চূড়ায় হাজির তিনি। স্বর্গীয় দূত একটি ঝোপের মধ্যে আগুনের শিখা হয়ে দেখা দিলেন। মোজেস লক্ষ্য করেন ঝোপটা আগুনে পুড়ছে না। সেই আশ্চর্য দৃশ্য যখন দেখছেন সে মুহূর্তে ঈশ্বর তাকে নাম ধরে ডেকে বলেন তিনি আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকবের ঈশ্বর। মিশরে হিব্রুদের দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তিনি (ঈশ্বর) তাদের মিশর থেকে বার করে এনে ক্যানানের সুফলা, শস্যশ্যামল দেশে নিয়ে যাবেন। তিনি মোজেসকে আদেশ করেন মিশরে ফিরে গিয়ে ফারাওয়ের মোকাবিলা করতে এবং হিব্রুদের উদ্ধার করতে। মোজেস ঈশ্বরকে বলেন তিনি অতি সামান্য মানুষ। তার পক্ষে ফারাওয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে ইজরায়েলিদের মিশর থেকে বার করে আনা কঠিন। ঈশ্বর ভরসা দেন যে তিনি মোজেসকে সাহায্য করবেন। মোজেস প্রশ্ন করেন ইজরায়েলিবা তার কাছে ঈশ্বরের নাম জানতে চাইলে তিনি (মোজেস) তাদের কি জবাব দেবেন। উত্তরে ঈশ্বর বলেন "Ehyeh-Asher-Ehyeh" (I am that I am) 'তিনি যা তিনি তাই'। মোজেস যেন ইজরায়েলিদের জানান যে তাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম, আইজ্যাক, জ্যাকবের প্রভু (YHWH) তাকে (মোজেসকে) দেখা দিয়ে এই আদেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর আরও বলেন YHWH- নামেই তিনি ইহুদিদের কাছে পরিচিত হবেন। এই নাম পরে 'জিহোভা' হল। মোজেস মিশর যাত্রা করেন। পথে ঈশ্বরের কোপে প্রায় মারা পড়ছিলেন তিনি। তার অপরাধ তিনি পুত্রদের সুন্নত করেননি। জ্যেষ্ঠ ভাই আরাঁও-র সঙ্গে দেখা হল মোজেসের। মোজেস সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বলেন। আরাঁও এবং হিব্রু দাসেরা তার বৃত্তান্ত বিশ্বাস করে। এরপর ঈশ্বর তার প্রতিশ্রুতি মতো মিশরে দশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটান। দশম দুর্যোগের পর আতঙ্কিত ফারও হিব্রুদের মিশর ছাড়তে বলে। মোজেস যাদের নিয়ে মিশর ছাড়েন সেই Yehudim দলভুক্তরা উত্তরের ট্রানসজর্ডন চারণভূমির বেইনি-ইজরায়েলিদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইয়েহুদিমরা তখনও মরুবাসী। অপরদিকে উত্তরের বেইনি-ইজরায়েলিরা ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনে ঢুকে সেখানকার বেশ কিছু নগর দখল করে নিয়েছে। মোজেসের দলে লেভাইটরা ছাড়া সিনাই উপদ্বীপের পূর্বদিকে পশুপালক বেইনি ইজরায়েলিদের আরও চারটি দল সম্ভবত ছিল। এরা হল জুডাহাইটস (Judahits), সিমনাইটস (Simeonites), ক্যালিবাইটস (Calibites) এবং কেনাইটস (Kenites)।

গ্রিক-মিশরীয় ঐতিহাসিক ম্যানেথোর বর্ণনায় মোজেস 'ঘৃণিত ভুঁইফোড়' মিশরীয় দেবতার নির্দেশে যে 'কুষ্ঠরোগীদের' নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যায়। ম্যানেথোর বর্ণনার ভুল অনুবাদ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।[৩] বিশেষত 'কুষ্ঠরোগী' শব্দটি। তাদের
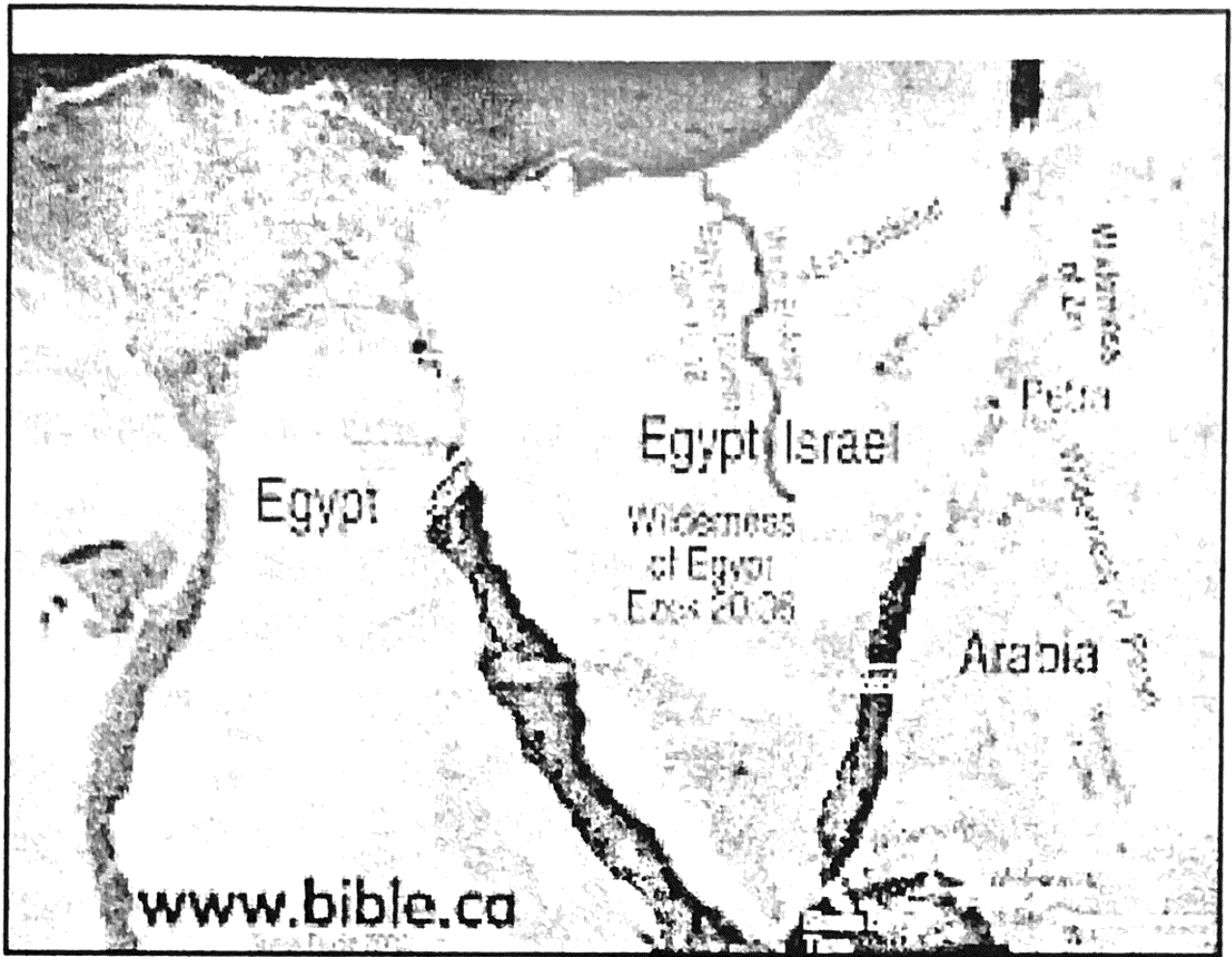
ব্যাখ্যা ম্যানেথো আসলে 'অপবিত্র' বোঝাতে চেয়েছেন। কারা 'অপবিত্র'? কীভাবে তারা মিশরী দেবতাদের রোষের কারণ হয়ে ওঠে? এরাই কী লেভাইট? লেভাইটদের আসল পরিচয় তবে কী? কেন বার ইজরায়েলি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র লেভাইটদের মেরিয়াম, মেরারি, আসির, পাশুর, হুর ইত্যাদি মিশরিয় নাম হয়—এসব প্রশ্নে নীরব 'একসোডাস' কাহিনি। যে বিরাট সংখ্যক জনতা মোজেসের অনুসরণ করেছিল বলে বাইবেলের দাবি বস্তুত তত সংখ্যক হিব্রু রাজা ডেভিডের কালেও ছিল না। এখনকার গবেষকরা নিশ্চিত যে একসোডাসের এই জনারণ্যর হিসেবটা পরবর্তী সময়ের প্রক্ষেপণ। একসোডাসের সম্ভাব্য পথ অনুসরণ করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। পথের সব জলাশয় নথিভুক্ত হয়েছে। গোনা হয়েছে সব তৃণভূমির সংখ্যা। এসব মাপজোক থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মোজেস অনুগামী ইজরায়েলিদের সংখ্যা পাঁচশো থেকে হাজারের মধ্যে ছিল। এই মুষ্টিমেয় জনগোষ্ঠীকে ইতিহাস আজও স্মরণে রেখেছে। এত জল্পনা কল্পনা, এত মতান্তর সত্ত্বেও মহা নিষ্ক্রমণের মোজেস এবং তার অনুসারীদের স্মৃতি ইহুদি ইতিহাসে স্থায়ী ছাপ রেখে যায়। এই ইজরায়েলিরা সঠিক কারা, কোথায় এদের উৎপত্তি, 'বেইনি-ইজরায়েলিদের' সঙ্গে এদের কি সম্পর্ক, কখন মোজেসের সঙ্গে এদের যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে এসব প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব হয়তো কোনোদিন মিলবে না। আমরা শুধু মোজেসকে এক স্মরণীয় চরিত্র হিসেবে জানি ইহুদি জীবনচর্চার বুনিয়াদ যিনি গড়েছেন। মোজেস অনুগামীরা সবাই একেশ্বরবাদী ছিল না। তাদের কেউ সর্বপ্রাণবাদী (Animist)। কালো পতাকায়

চন্দ্র-সূর্যের ছবি। কেউ ড্রাগন উপাসক। কারও বা উপাস্য নারীমুণ্ড সিংহ যাকে স্ফিংস হিসেবে জেনেছি আমরা। কেউ ষণ্ড পূজারী। কারও দেবতা সাপ। কারও নেকড়ে। বেইনি-ইজরায়েলি সঙ্ঘে একদল ছিল কৃষিজীবী অ্যাশেরাইট যারা দেবী অ্যাশটোরেথের পুজো করত মন্দিরের পূজারিনীর সঙ্গে সহবাস করে। এতসব ভিন্নদর্শী হিব্রু ও তাদের বিচিত্র ধর্মাচার সম্বল মোজেস একদিন জিহোভা নির্দেশিত ক্যানানের উদ্দেশে মিশর ছাড়েন। লোহিত সাগর ভাগ হয়ে মোজেস ও তার দলবলকে পথ করে দেয়। তাদের পিছু ধাওয়া করা ফারাও সৈন্যদের সলিল সমাধি হয় ভাগ হওয়া লোহিত সগরে ফের জুড়ে গিয়ে। তেত্রিশশো বছর আগের মহানিষ্ক্রমণ স্মরণে প্রতি বসন্তে ইহুদিদের তিন বড় ধর্মীয় উৎসবের অন্যতম 'পাস ওভার'। ইজরায়েলবাসী ইহুদিরা সাতদিন এ উৎসব পালন করে। ইজরায়েলের বাইরে থাকা ইহুদিদের ক্ষেত্রে উৎসব আটদিনের। ইহুদির তীর্থ যাত্রা উৎসবও পাস ওভার। একসোডাস স্মৃতি কত নিবিড় জড়ানো পাস ওভার উৎসবে তার প্রমাণ ইস্ট (Yeast) বা খমির ছাড়া না ফোলা রুটি খাওয়ার প্রথা। এর কারণ হিসেবে বলা হয় এত অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি মিশর ছাড়তে হয়েছিল মোজেস এবং তার অনুগামী হিব্রু দাসদের যে ভালো করে রুটি তৈরির সময়ও মেলেনি।

মোজেসদের মিশর ছাড়া নিশ্চিত করতে জিহোভা দশ দুর্যোগ তৈরি করেন। সে নিষ্ক্রমণ সফল হবার পর এল ঈশ্বরের দশ নির্দেশ। মোজেস ও তার দল লোহিত সাগর পেরিয়ে সিনাই মরুভূমির সিনাই বা ওরেব পাহাড়ের কাছে তাঁবু ফেলার পর জিহোভা মোজেসকে পাহাড় চূড়ায় ডেকে নেন। চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে নানান শাস্ত্রীয় শিক্ষা হল মোজেসের। শেষে দুটি পাথরের ফলকে দশ নির্দেশ নিজের আঙুলে খোদাই করে মোজেসকে দিলেন জিহোভা। নীতিশাস্ত্র ও উপাসনা বিষয়ক এই দশ নির্দেশ 'ডেকালগ' ইহুদি, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের বুনিয়াদ। একেশ্বরবাদ, 'সাবাথ' বা সপ্তম দিন যথোচিত মর্যাদায় পালন, মূর্তি পূজা, খুন, চুরি, ছলনা ও অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা বিষয়ক নির্দেশগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিট্টাইট ও মেসোপটেমিয়া কানুনের প্রভাব টেন কমান্ডমেন্ডস-এ রয়েছে বলে মনে করেন পণ্ডিত মহল। যদিও কবে কোথায় এগুলি লিপিবদ্ধ হয় তার হদিশ মেলেনি। এরপরও জিহোভার কোপে পথভ্রষ্ট ইজরায়েলিদের দীর্ঘ চল্লিশ বছর সিনাই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তারা শুনেছিল যে প্রতিশ্রুত ভূমি ক্যানানে দানবরা বাস করে। ফলে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। এহেন আশঙ্কা স্পষ্টতই জিহোভার প্রতি ইজরায়েলিদের অনাস্থার প্রকাশ। সে অপরাধের শাস্তি তাদের পেতে হয়েছিল।

মোজেস কাহিনিতে দীর্ঘ সময় ও বিস্তৃত ভৌগোলিক পটভূমিতে বহু দেবদেবী পূজারী মিশ্র জনগোষ্ঠীকে ক্রমে এক ঈর্ষাকাতর, রহস্যময় নিরাকার ঈশ্বরের আনুগত্য

মেনে নিতে দেখি আমরা। যে জটিল প্রক্রিয়ার অনুঘটক হয়ে ওঠেন মোজেস। যত বিস্তারিত হয়েছে ইহুদি ইতিহাস ততই রূপান্তর ঘটে যায় তার রুদ্রদেবতা জিহোভার অবয়বে। ইহুদি নবি ও র‍্যাবাইদের অন্বেষায়, বিশ্লেষণে, নিরাকার, নির্গুণ সত্তায় পূর্ণ পরিণতি পান জিহোভা। একেশ্বরবাদ থেকে ইহুদিধর্মে যে নৈতিকতা বোধ গড়ে উঠেছিল সেটাই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের র‍্যাবাই হিলেলকে উজ্জীবিত করে ইহুদি ধর্মের ব্যাখ্যা একটি মাত্র লাইনে সাজাতে: 'তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসো'।

১. *Paul Jhonson: A History of the Jews*

২. *"Why were the Israelites Enslaved": Michael Carasik: Jewish Ideas Daily:*

www.jewishideasdaily.com/author/michael-carasik

৩. *Howard Fast: The Jews: Story of a People: Laurel Book.*

প্যালেস্টাইনে হিব্রু দখলদারি-যোশুয়া-ডেবোরা-ফিলিস্টিনি হানা-সল-ডেভিড- সলোমান-জিহোভার প্রথম মন্দির নির্মাণ

আনুমানিক তেত্রিশশো বছর আগে বহু নগর সংস্কৃতির মিলনবিন্দু ভূমধ্যসাগরের রৌদ্র ঝলমল চতুর্ভুজ প্যালেস্টাইন ঘিরে যে রুক্ষ মরুভূমি সেখানে বাস করে পনেরো বিশটা যাযাবর দল দীর্ঘদিনের অর্ধাহার, অনাহার সয়ে যারা বেপরোয়া। পদাতিক তাদের পক্ষে প্যালেস্টাইন দখল অসাধ্য ছিল। ইতিমধ্যে দুই যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিম থেকে হিট্টাইটরা নিয়ে এল লোহা। ওরা আগেই জেনেছে লোহার তলোয়ার ও শিরস্ত্রাণ যার আছে যুদ্ধে সে অজেয়। সঙ্গে এল ঘোড়া। বেইনি ইজরায়েলিরা তপ্ত মরুবালু পায়ে হেঁটে পশুপাল নিয়ে এতকাল ঘুরে বেড়িয়েছে। মরুভূমির শীর্ণ জলাশয়ের ধারে কাঁটা ঝোপে যেটুকু ছায়া সেখানেই তাদের বিশ্রাম। নেজেভ (দক্ষিণ ইজরায়েলের মরু আধা মরু অঞ্চল), সিনাই, জডর্নের পাথুরে পরিত্যক্ত ভূমিতে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে দিনগত পাপক্ষয়। কীভাবে এদের হাতে ঘোড়া পৌঁছেছিল তা নিশ্চিত জানা যায় না। অনুমান, ঘোড়া এবং রথ দুটোই এনেছিল হিট্টাইটরা। ভিন্নমত হল হিট্টাইটরা নয় ক্রিট অথবা গ্রিস থেকে সমুদ্র পেরিয়ে প্রথমে মিশরে ঢোকে ঘোড়ায় টানা রথ। সেখান থেকে প্যালেস্টাইন। পূর্ব ভূমধ্যসাগর অববাহিকায় আনুমানিক বারশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে রথের ব্যবহার শুরু হয়। ঘোড়া আর রথ এ দুই আবিষ্কারে শুধু যে প্রাচীন রণকৌশল আমূল বদলে গিয়েছিল তাই নয় বদলায় সেকেলে দুনিয়ার জীবনচিত্রও। এবার রথের সওয়ার বেইনি ইজরায়েলিরা। প্যাট্রিয়ার্কদের জায়গা নেয় সেনানায়করা। হাতে তাদের লোহার বর্শা। একের পর এক যাযাবর আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়ে প্যালেস্টাইনে। বিভিন্ন সময় অন্তত তিনদফা আক্রমণ হয়েছিল প্রাচীন ক্যানান বা প্যালেস্টাইনের উপর। আক্রমণকারীরা সকলেই বেইনি-ইজরায়েলি। কিন্তু নানা দল, উপদলে বিভক্ত। এদের ভাষা হিব্রু। পুরাণকাহিনি এক। আব্রাহাম অভিন্ন পূর্বপুরুষ। আব্রাহাম, আইজ্যাক, জেকব, জোসেফ বরণীয় নায়ক। অনুমান প্রথম আক্রমণ হয় চার হাজার বছর আগে। চলে প্রায় পাঁচশো বছর ধরে। এই বেইনি-ইজরায়েলি গোষ্ঠীর ঈশ্বর কিন্তু মোজেসের ঈশ্বর YHWH নন। এরা চাঁদ, সূর্য, মাতৃকা দেবী অ্যাশটোরেথের উপাসক। যার পুরুষ প্রতীক ষাঁড়ও পুজো করত এরা। এরা চাষবাস জানত। দ্বিতীয় দফার আক্রমণ সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় গিডিয়ন, এহুদ, তোলা, স্যামসন প্রমুখ 'জাজেস' নামধারী সেনাপতি। এই অভিযানেই

সেনাপতি হোশিয়া বা যোশুয়ার নাম শুনি আমরা। বলা হয় মোজেস স্বয়ং হোশিয়ার নাম বদলে যোশুয়া রাখেন। যদিও এ দুজন সমকালীন চরিত্র কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তৃতীয় আক্রমণ আনুমানিক বত্রিশশো বছর আগে ঘটে থাকবে। যার নেতা ছিলেন মোজেস। তৃতীয় দফার আক্রমণে যে বেইনি-ইজরায়েলি দলটি অগ্রণী ভূমিকা নেয় তারা ইয়েহুদিম। তারা একেশ্বরবাদী, YHWH উপাসক ছিল।

প্যালেস্টাইনের উত্তরে ঢুকে পড়া যাযাবর গোষ্ঠী এফারেইমের নেতা হোশিয়া। পরে যার নাম হয় যোশুয়া। লেভাইট দাস নানের পুত্র যোশুয়াকে মোজেসের আজ্ঞাবহ, রণপতাকাবাহী বলা হয়েছে। যোশুয়ার আয়ুষ্কাল মোজেসের বহু বছর আগে আগে হওয়া সম্ভব। হয়ত মোজেসের নাম শোনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল। দক্ষিণের সিংহ বিক্রম, রক্তবর্ণ লেভাইট দলের নেতৃত্ত্বে নবি মোজেস স্বয়ং। মোজেসের জীবদ্দশায় অবশ্য প্যালেস্টাইন অভিযানে তেমন সাফল্য আসে না। সেখানে পরাক্রান্ত মিশরীয় শাসন বলবৎ। তাই চল্লিশ বছর সিনাই মরুভূমির ঊষর প্রান্তরে মোজেস ও তাঁর দলবলের ঘুরে বেড়ানোর কাহিনি। মোজেসের মৃত্যুর আগে জর্ডন নদীর পূবপাড়ে একখণ্ড উর্বর জমি দখল করে তাঁর দল। একসোডাস পর্ব শেষে মোজেস তখনও তরতাজা পুরুষ। মাউন্ট সিনাইয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ নিচ্ছেন মোজেস এইটুকু বর্ণনা করে শেষ হচ্ছে 'লেভিটিকাস'। 'নাম্বারস' মোজেসকে দেখাচ্ছে আইনপ্রণেতা হিসেবে। মোজেসের অন্তিম কালের বর্ণনা করেছে 'ডিউটেরনমি'। মাউন্ট নেবোর শিখরে তাকে দাঁড় করিয়ে ঈশ্বর দেখালেন এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যা মোজেসের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন। অথচ কী নিষ্করুণ ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি মোজেসকে বলেন– "I will give it to your offspring. I have let you see it with your own eyes, but you shall not cross there". এরপর ডিউটেরনমি লিখছে–"প্রভুর ভৃত্য মোজেসের মৃত্যু হল মোয়াবে, প্রভুর নির্দেশে। তাকে তিনি (ঈশ্বর) সমাধিস্থ করলেন মোয়াব উপত্যকায়। কেউ আজ অবধি জানে না কোথায় মোজেস শুয়ে আছেন"। ইহুদি ইতিহাসের এক মহানায়কের অন্তর্ধান ঘটে গেল লোকচক্ষুর আড়ালে।

যোশুয়া ছিলেন পুরোপুরি সমর নায়ক। মোজেসের মতো ধর্মগুরু নয়। তার নেতৃত্ত্বে ডেড সি-র পঁচিশ মাইল উত্তরে জর্ডন নদী পেরিয়ে মিশর অনুগত জেরিকো নগর দখল করে যোশুয়া বাহিনী। স্থানীয় সামন্ত রাজাদের মিত্র-শক্তি পরাস্ত হল বেথহরন-এর যুদ্ধে। বেইনি ইজরায়েলিরা প্যালেস্টাইনের কেন্দ্রে পাহাড়ি এলাকা করায়ত্ত করে। এবার উত্তরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তারা। পরিশ্রমসাধ্য এই বিজয় অভিযান চলে মন্থর গতিতে। আক্রমণকারীরা বহু পুরুষ ভূমধ্যসাগর উপকূলে পৌঁছতে পারেনি। যেহেতু উপকূলবর্তী প্রধান নগরগুলো তখনও ফারাওয়ের অনুগত। মিশরীয় সেনাবাহিনী মজুত কিছু নগরে। অনেক সময় আক্রমণকারীরা

নিজেরাই ঘোর বিপাকে পড়েছে। জুডা, সিমন, রুবেন, নাফতালি, জেবুলান গোষ্ঠীগুলো উত্তর, দক্ষিণে ছড়ানো। এই দুস্তর ব্যবধানে ছোটখাটো বহু শত্রুপক্ষের উপস্থিতি। রয়েছে উপদলীয় কোন্দল। যোশুয়ার মৃত্যুর পর হাজর-এর ক্যানানাইট রাজার আক্রমণ ঠেকাতে হিব্রুরা প্রথম সংগঠিত হচ্ছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে প্যালেস্টাইনে অগণিত বিধর্মী আচার বজায় থাকলেও ইজরায়েলি একেশ্বরবাদের ভালোরকম প্রসার ঘটে। পশুপালকরা যাযাবর বৃত্তি ছেড়ে চাষবাসে মন দেয়। প্যালেস্টাইনের প্রতিটি উর্বর প্রান্তে গড়ে ওঠে ছোট ছোট শহর, গ্রাম। প্রাথমিকভাবে একটা সংবিধানও লেখা হয়। আলগা গোছের জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে ধর্মীয়আচার ভিত্তিক। উপজাতিগুলি বিপদে আপদে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে। জর্ডনের বাইরে যেসব দল তখনও রয়ে গেছে তাদেরকেও একই রাষ্ট্রভুক্ত ধরা হচ্ছে। স্বশাসিত উপজাতীয় সংগঠন তখনও দুর্বল। গোষ্ঠীপতি এক এক দলের নেতৃস্থানীয়। মাঝে মধ্যে এদের কেউ কেউ বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন জাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল লড়াই জিতে। এই সুবাদে কিছু দিনের জন্য তিনি হয়ে যান দলের মাননীয় 'বিচারপতি' 'জাজ'। যোশুয়ার মৃত্যুর পর এরকম পনেরো জন 'জাজ'-এর বর্ণনা দেখি আমরা। যার মধ্যে এক মহিলা ডেবোরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরে ভয়াবহ ক্যানানাইট আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত ইজরায়েলি গোষ্ঠীগুলোকে সাময়িক একত্রিত করেন ডেবোরা। ক্যানানাইট আক্রমণ ছাড়াও অধিকাংশ বহিঃশত্রু ছিল জর্ডনের বাইরে থেকে আসা হামলাকারী। যাযাবর ইজরায়েলিদের মতোই যারা প্যালেস্টাইন জয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এইসব আক্রমণের ঝড় শাপে বর হয়ে ক্রমে ইজরায়েলিদের গোষ্ঠী বন্ধন দৃঢ় করছিল। পশ্চাদপটে মিশরি রাজতন্ত্রের ছায়া উপস্থিতি বহাল। শেচেম-কে রাজধানী বানিয়ে ইজরায়েলি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন জনৈক আবি মেলেক। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ধর্মীয় আবেগ সেসময়ে শিলোহ ঘিরে। সেখানেই রয়েছে বেইনি ইজরায়েলির জাতীয় পবিত্র আধার, কাঠের তৈরি সোনার পাতে মোড়া সিন্দুক, 'প্যালাডিয়াম' বা 'আর্ক অফ দি লর্ড'। যার ভিতরে রক্ষিত মোজেসকে দেওয়া দশ ফলকে উৎকীর্ণ ঈশ্বরের দশ নির্দেশ। হিব্রু ইতিহাসের আদি পর্বের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শতক এভাবেই কাটে।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকে ক্রিট দ্বীপ ও এশিয়া মাইনরের উপকূল এলাকা থেকে আগন্তুক যাযাবরের দল উত্তর প্যালেস্টাইন উপকূলবর্তী এলাকা দখল করে পাঁচটি নগর রাষ্ট্র গঠন করে। এরা ফিলিস্টিনি। এশিয়া ও আফ্রিকার সংযোগকারী স্থলপথে তখন এদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। সমসাময়িক ইতিহাসে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাদের যে গোটা এলাকাটা প্যালেস্টাইন বলে পরিচিত হল। সে নাম আজও বহাল। উপকূল অঞ্চল দখলের পর ফিলিস্টিনিরা মুল ভূখণ্ডের দিকে এগোয়। বেইনি ইজরায়েলি গোষ্ঠীদের যারা সমুদ্রতটের কিছু দূরে বাস করত তাদের বিপদ ঘনায়। প্রথম আঘাত

আসে ড্যান গোষ্ঠীর উপর। বহু হিব্রু গাথার নায়ক মহাবলী স্যামসন সাময়িক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন বটে তবে ফিলিস্টিনি আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। স্যামসন শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হন। তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। জীবদ্দশায় স্যামসন যত সংখ্যক শত্রু সৈন্য নিধন করেন মৃত্যুকালে মারেন তার অনেক গুণ বেশি। অবশেষে বিতাড়িত ড্যান গোষ্ঠী পালিয়ে যায় উত্তর প্যালেস্টাইনের প্রান্তিক এলাকায়। বিক্ষিপ্ত ফিলিস্টিনি আক্রমণ ক্রমে পরিকল্পিত আগ্রাসী যুদ্ধের আকার নেয়। সবাই যখন বিপন্ন, সেই সঙ্কটে বেইনি ইজরায়েলিরা পারস্পরিক বিবাদ ভুলে মিত্রশক্তি তৈরি করে। তাতে অবশ্য সুফল মেলে না। আফেকে পরপর দুটি যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয় বেইনি-ইজরায়েলিরা। খোয়া যায় তাদের পবিত্র 'আর্ক অফ দি লর্ড'। বহু বছর ইজরায়েলিরা ফিলিস্টিনিদের পদানত ছিল। যে দুই পুরোহিত আফেক রণাঙ্গনে পবিত্র 'আর্ক' বহন করেছিল তারা দুজনেই নিহত হয়। তাদের পিতা এলি দুঃসংবাদ পেয়ে প্রাণত্যাগ করে। পবিত্র 'আর্ক' ঘিরে মোজেসের ভাই আঁরাওয়ের বংশধরেরা যে দুর্নীতিগ্রস্ত পুরোহিতচক্র গড়েছিল এভাবেই তার অবসান হল। এরপর উত্থান স্যামুয়েলের। ইনি পুরোহিত ছিলেন না। স্যামুয়েল অচিরেই বুঝতে পারেন স্বাধীনতা বজায় রাখতে ইজরায়েলিদের দরকার একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র কাঠামো। একজন রাজাই এতগুলি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে ফিলিস্টিনি আগ্রাসনের হাত থেকে বেইনি-ইজরায়েলিদের রক্ষা করতে পারেন। বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর এক ডাকাবুকো কৃষক সল অস্ত্র ধরেন ইজরায়েলের আর এক শত্রু আম্মোনাইটদের বিরুদ্ধে যারা ফিলিস্টিনিদের মদত দিত। জর্ডন নদী পেরিয়ে সলের প্রতি আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয় শত্রুরা। সলের বীরত্ব ম্যাজিকের মতো কাজ করে। বেইনি-ইজরায়েলিরা তাকে জাতির ভাগ্যবিধাতা বলে মেনে নেয়। স্যামুয়েলের সম্মতিতে সলকে রাজা ঘোষণা করা হল। খুব শিগগিরিই শুরু হয় গেরিলা মুক্তি যুদ্ধ। দেশের অন্ধিসন্ধি সল ও তার অনুগামীদের নখদর্পণে থাকায় শত্রু শিবিরে অতর্কিত হামলা চালানো সহজ ছিল। পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রতিবেশি শত্রু মোয়াবাইট, আম্মোনাইট, আরামিয়ান, আমালেকাইটদের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে। একের পর এক যুদ্ধ জয় ইজরায়েলি জাতীয় সংহতি মজবুত করে।

রাজা সলের সীমাবদ্ধতা ধীরে প্রকট হয়। ইজরায়েলিরা উপলব্ধি করে তাদের রাজা নির্বাচন সঠিক হয়নি। সল প্রতিভাবান, উদ্যমী সমর নায়ক। এর বেশি কিছু নয়। তার রাজসভা বস্তুত এক সমর শিবির। তাছাড়া হঠাৎ বর্বরের মতো উন্মত্ত হয়ে ওঠা বালাই ছিল সলের। তখন রাষ্ট্র বা প্রজার ক্ষতি কিছুতেই নিরস্ত হতেন না রাজা। কৃষক পরিবারের ছেলে ডেভিডের খুব কদর সলের শিবিরে। বালক বয়সে অতিকায় ফিলিস্টিনি বীর গোলিয়াথকে একা পরাস্ত করে ইজরায়েলিদের নয়নমণি ডেভিড। সলের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। সলের ছেলে জোনাথন তার

রাজা ডেভিড; রোমের সেন্ট মেরি মেজর চার্চের প্রস্তরমূর্তি

অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদিকে ডেভিডের জনপ্রিয়তায় ইর্ষিত সল। জীবন বিপন্ন বুঝে ডেভিড পালান তার স্বদেশ জুডার দুর্গম পর্বতে। পরবর্তী বেশ কিছু বছর রাজদ্রোহী ডেভিড তার অনুগামীদের নিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন। তাকে ধরতে সলের বিক্ষিপ্ত অভিযান চলতে থাকে। ডেভিড অনুগামীদের নাগাল পেলে ভীষণ নির্মম হয়ে ওঠেন সল। ভাগ্যের এমন পরিহাস শেষ পর্যন্ত ইজরায়েলিদের চরম শত্রু একদা তারই হাতে বিজিত ফিলিস্টিনি শিবিরে আশ্রয় নিলেন ডেভিড। জিকলাগে গথের রাজার শিবিরে যখন রয়েছেন ডেভিড সে সময় ফিলিস্টিনিদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা সল এবং জোনাথন সহ তার তিন ছেলে নিহত হবার খবর আসে। সলের আর এক ছেলে ইশবাল রাজা হলেন। দেশের অধিকাংশ এলাকা ফের ফিলিস্টিনিদের দখলে চলে যায়। রাজবাড়ি ও প্রশাসন স্থানান্তরিত হল জর্ডন নদীর অন্য পাড়ে যেখানে তখনও রাজা সলের অতীত বীরত্ব মনে রেখেছে মানুষ। সলকে ভোলেননি ডেভিড। তার আকস্মিক মৃত্যুতে মর্মাহত ডেভিড যে শোকগাথা লেখেন বিশ্বসাহিত্যে তা এক অনুপম সৃষ্টির মর্যাদা পায় আজও। তা বলে চুপ করে বসেও থাকেন না ডেভিড। অনুগামীদের নিয়ে দেশে ফেরেন এবং ফিলিস্টিনিদের সহায়তায় হেব্রন দখল করেন। ডেভিডকে নেতা মেনে নিতে আপত্তি ছিল না জুডিয়দের। আনুমানিক ১০১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা হলেন ডেভিড। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সামান্য এলাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজি নন। উত্তরের দিকে নজর তার। সেখানে সল পুত্র ইশবালের দুর্বল শাসন। ডেভিড সেদিকেই এগোন। যুদ্ধ শুরু হয় দু'পক্ষের। ইতিমধ্যে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ যায় ইশবালের। যুদ্ধ থামে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তরের জনগোষ্ঠী বাধ্য হয় ডেভিডকে রাজা মেনে নিতে। ডেভিডের শাসনে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সাফল্য ফিলিস্টিনি দমন। সলের মতো শুধু অস্ত্রশক্তি নির্ভর ছিলেন না ডেভিড। শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে সমঝোতাও

রাজা ডেভিডের ইজরায়েলের ম্যাপ

করতেন। প্রশিক্ষণ পাওয়া ফিলিস্টিনি বাহিনীর মোকাবিলায় ভাড়াটে সেনাও ব্যবহার করেছেন। জুডার উর্বর প্রান্তর ভেল অফ রিফেইমের দুটি যুদ্ধ জিতে পাল্টা হানায় ফিলিস্টিনি শহর গথ দখল করেন ডেভিড। চিরতরে ফিলিস্তাইন আতঙ্ক মুক্তি ঘটে গেল ইজরায়েলিদের। দক্ষিণে মিশরীয় অঙ্গরাজ্য এবং উত্তরে আসিরীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে আক্রমণ শানিয়ে ওই অঞ্চলগুলি করায়ত্ত করে শক্তিশালী সীমান্ত রাষ্ট্র গড়ে তোলেন ডেভিড। উত্তরে ডেভিডের রাজ্যসীমা ইউফ্রেতাস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যে গুটিকয় অ-ইজরায়েলি উপনিবেশ এতকাল প্যালেস্টাইনের ঐকতান বিনষ্টকারী ছিল তাদেরও পরাস্ত করেন ডেভিড। দক্ষিণে মিশরের সীমান্ত, আকাবা উপসাগর থেকে উত্তরে ইউফ্রেতাসের তীর অবধি রাজা ডেভিডের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম হয়। ফিনিশিয়দের উপকূলবর্তী নগরগুলি শুধু ডেভিডের সমর অভিযানের আওতার বাইরে রাখা হল। অত্যন্ত বিচক্ষণ সমরনায়ক ডেভিড জানতেন ফিনিশিয়দের ঘাঁটাতে গেলে প্রচুর লোকক্ষয়, অর্থদণ্ড হবে। তাছাড়া যে বিশাল ইহুদি সাম্রাজ্য গড়ার পরিকল্পনা তিনি করেছেন তা বাস্তবায়িত করতে নৌবাণিজ্য বিস্তারও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ কাজে ফিনিশীয়দের নৌবিদ্যার জ্ঞান ও কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করার বাসনা তার। ফলে ফিনিশীয়দের সঙ্গে সমঝোতা হল রাজা ডেভিডের। ইহুদি পণ্য সম্ভার নিয়ে ফিনিশীয় জাহাজ ভাসে সমুদ্র বাণিজ্যে। ফিনিশীয় নাবিকদের দলে স্থান হয় ইহুদিদের। দুনিয়া জুড়ে ইহুদি বাণিজ্য উপনিবেশ গড়তে রাজা ডেভিডের দুরদর্শিতা যে কতটা সুফলদায়ী হয়েছিল পরবর্তী পাঁচশো বছরের ইহুদি বাণিজ্য ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। ঢেলে সাজানো হল প্রশাসন। রাজা সলের আমলের সেনা শিবির হয়ে ওঠে রাজপ্রাসাদ। প্রভু জিহোভার মন্দিরের নকশা এঁকে দেয় ফিনিশীয় স্থপতিরা। বিদেশি ভাড়াটে সেনা দিয়ে তৈরি পোক্ত সামরিক বাহিনী। রাজকাজে নিয়োগ করা হল উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পুরোহিততন্ত্রেরও আমূল সংস্কার

করলেন রাজা। বারো গোষ্ঠীর ঢিলেঢালা সংঘ ধীরে ধীরে রাষ্ট্র হয়ে ওঠে। দক্ষ প্রশাসক, সমরনায়ক ডেভিড কিন্তু পরমতসহিষ্ণু। সলের বিধর্মী বিদ্বেষ, গোঁড়ামি নেই তার। তিনি কবি। অন্যের বিশ্বাস, সংস্কার, ঈশ্বরের অমর্যাদা করেন না। যোশুয়া গোষ্ঠীকে তাদের পবিত্র পীঠগুলি বজায় রাখার অনুমতি দিলেন। ছাড় দেওয়া হল অ্যাশেরাইটদের দেবদাসী প্রথাকে। একইভাবে চালু রইল ফিলিস্টিনিদের যণ্ড পূজা। ডেভিডের বক্তব্য, সব ধর্ম থাক কিন্তু প্রভু জিহোভা সবার উপরে। জিহোভার মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন ডেভিড। দুর্ভেদ্য ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য জেরুজালেমকে রাজধানী বেছে নেওয়া হল। বাণিজ্য ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির নিকটবর্তী এ শহর। প্রাচীর বেষ্টনী বাড়িয়ে জাইয়ন পাহাড়কেও ঘিরে নিলেন ডেভিড। নাম হল 'ডেভিড নগর'। সেখানেই তার বিলাসবহুল প্রাসাদ। ডেভিডের সময় থেকে আজ অবধি জেরুজালেম ও জাইয়ন পাহাড় হিব্রু আবেগের প্রাণকেন্দ্র। কবি ডেভিড ওল্ড টেস্টামেন্টের সব প্রার্থনা গীত 'স্লাম'-এর রচয়িতা কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। গোঁড়া পণ্ডিতরাও মনে করেন অধিকাংশ 'স্লাম' ডেভিডের পরবর্তী সময়ের রচনা। কিন্তু একথা সত্যি যে রাজা হার্প বা বীণার দক্ষ বাদক ছিলেন এবং ওই বাজনার সঙ্গে সুন্দর প্রার্থনা সংগীত গাইতেন। 'ইজরায়েলের মধুর গায়ক' বলা হত তাকে। শেষের দিকে ডেভিডের রাজ্যপাট অশান্ত হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ দেখা দেয় প্রজাদের মধ্যে। রাজার রিপুপরায়ণতা, নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ অনিবার্য করেছিল। বহু স্ত্রী রাজার। তাদের পুত্ররা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ভ্রাতৃহত্যায় রক্তাক্ত রাজপরিবার। সারা জীবন লড়াই চালিয়ে, কৃচ্ছসাধন করে ডেভিডও অকালবৃদ্ধ। পুত্র আবসালোম বিদ্রোহ করে। তার সমর্থক দেশের অধিকাংশ মানুষ। রাজা ডেভিডের দ্রুতগতি সংস্কার তারা মেনে নিতে পারেনি। নতুন রাজধানী দখল করে নেয় আবসালোম। বিতাড়িত ডেভিড জর্ডন নদী পেরিয়ে গুপ্ত আশ্রয়ে পলাতক। তাকে বাঁচায় তার দেহরক্ষী। আবসালোমের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণ শানান ডেভিড। যুদ্ধে আবসালোমের মৃত্যু হল বটে তবে সে জয় উপভোগ করেন না রাজা। এর কিছুকাল বাদে ডেভিডের মৃত্যু হয়। ইহুদি ইতিহাসে এত উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব খুব কম। তার যাবতীয় অন্যায়, অপকীর্তি, মহত্ত্ব, উদ্যম, সংগীত ও কবিপ্রতিভা নিয়ে দোষে গুণে এক আশ্চর্য মানুষ রাজা ডেভিড। মোজেসকে যেমন বাস্তবের চেয়ে বৃহৎ, মহৎ, রিপুজিৎ করে গড়েছে ইহুদিরা বিপরীতে তার সমস্ত প্রতিভা নিয়ে রাজা ডেভিড ইহুদি গাথায় অনেক বেশি রক্তমাংসের মানুষ। তিনি পানাসক্ত, নারীবিলাসী, অসত্যভাষী, প্রতারক। আবার একই ডেভিড সিংহবিক্রম, সুগায়ক, সুকবি, উদারচেতা। চার হাজার বছরের ইতিহাস থেকে বিনয় ও বিচক্ষণতার যে মহতী শিক্ষা ইহুদি অর্জন করেছে, ডেভিডে তার সূচনা। রাজতন্ত্র ডেভিডের আমলে পূর্ণাঙ্গ কায়েম হলেও রাজাই দণ্ডমুণ্ডের একচ্ছত্র

অধিপতি হয়ে ওঠেন না। তার বিশেষ অধিকার দেশের সংগঠনের কাছে দায়বদ্ধ। তিনি চাইলেই পরস্বহারী হতে পারেন না। পরস্ত্রীকে বাহুবলে ভোগ করতে পারেন না। তার জন্য তাকে কূটপথ ধরতে হয়। কোনো জননেতা যখন অনাচারের অভিযোগে প্রকাশ্য রাজসভায় তার সমালোচনা করে নিরুত্তর রাজা কিন্তু উষ্মা প্রকাশ করেন না। ডেভিডের রাজতন্ত্র বস্তুত রাজা ও প্রজার চুক্তি নির্ভর যেখানে রাজার অধিকার জনমত ও নৈতিকতার বেষ্টনীতে অনেকটাই সঙ্কুচিত। হিব্রু ইতিহাসকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে তুলে এনে সংগঠিত, মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করালেন রাজা ডেভিড। এটা সম্ভব করেছিল তার উদ্যম ও প্রতিভা। ইজরায়েলিরা এই প্রাণ প্রাচুর্যময় মানুষটিকে তাদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছে।

ডেভিড পুত্র সলোমন

মৃত্যু শয্যায় ডেভিড তার কনিষ্ঠ পুত্র সলোমনকে রাজ্যভার দিয়ে যান। সলোমন তখন নাবালক মাত্র। শুরুতেই অসন্তোষ, বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় নতুন শাসককে। সেসব শক্ত হাতে দমন করলেন সলোমন। পরবর্তী সময়ে সলোমন শান্তিকামী। হিব্রু গাথায় প্রাজ্ঞজন হিসেবে খ্যাত তিনি। প্রশাসন পরিচালনায় প্রাধান্য দেন বিচক্ষণতাকে। তার রাজ্যকাল ইহুদি ইতিহাসে শান্তি সমৃদ্ধির সময়। আফ্রিকা এশিয়া এবং ইউরোপের সংযোগকারী পথ প্যালেস্টাইনের আসল গুরুত্ব এতদিনে স্পষ্ট হয়েছে। ডেভিড আকাবা উপসাগরে ইজিয়ন-জেবার দখল করেছিলেন। ইজিয়ন-জেবারের ভৌগোলিক গুরুত্ব অনুধাবন করলেন সলোমন। তখন ভূমধ্যসাগর

ও ভারত মহাসাগরকে জুড়ে দেওয়া সুয়েজ খাল ছিল না। টায়ারের ফিনিশীয় রাজা হিরামের সঙ্গে চুক্তি করে লোহিতসাগরে এক চমৎকার বন্দর নগরী ইলাথ নির্মাণ করলেন সলোমন। ইতিহাসে এটাই প্রথম বাণিজ্য চুক্তি। হিরাম তৈরি করে দেন বিশাল বাণিজ্য নৌবহর। ফিনিশীয় নাবিকও জোগালেন তিনি। বাণিজ্যপোত রক্ষায় নিযুক্ত হল ইহুদি সেনা। ইহুদি পণ্য, ধুরন্ধর ইহুদি বণিক, দক্ষ ফিনিশীয় নাবিক বোঝাই পণ্যতরী ভাসে ব্যাবিলন, ভারত ও দূরপ্রাচ্যে একচেটিয়া বাজার ধরতে। বিপুল অর্থাগম হতে থাকে সলোমনের রাজকোষে। সেই অপর্যাপ্ত সম্পদে ফিনিশীয় স্থপতিদের দিয়ে রাজা ডেভিডের শুরু করা প্রভু জিহোভার মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। মিশরের সঙ্গে মৈত্রী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমা পোক্ত করে। নিকট প্রাচ্যে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ক্যানানাইটদের শেষ দূর্গনগর গেজার মিশরের সহায়তায় দখল করে ভূমধ্যসাগরে হিব্রু সাম্রাজ্য কায়েম করলেন সলোমন। মিশর থেকে আমদানি করা সুতো, রথের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত ঘোড়ার বিনিময়ে মিলত মহামূল্যবান লেবাননি কাঠ, আরবের মশলা। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিমে বাণিজ্য ছড়াতে থাকে প্যালেস্টাইনকে কেন্দ্র করে। নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে বণিক দলের কাছে শুল্ক আদায় করতেন রাজা। তিনি নিজেও অনেক বাণিজ্য যাত্রায় অংশ নেন। জেরুজালেম ভরে ওঠে প্রাচ্যের সম্পদ ও দুর্লভ পশু পাখিতে। মেগিড্ডোতে সলোমনের আস্তাবল তৎকালীন দুনিয়ার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। রাজার হারেমের আয়তন এতটাই বৃদ্ধি পায় যে তা নিয়ে নানা মুখরোচক কাহিনিও ছড়ায় দেশে বিদেশে। জ্ঞানী সলোমনের দর্শন লাভে দূর দূরান্ত থেকে আসেন রাজন্যরা।

এত প্রাচুর্য, এত বৈভব কিন্তু নিষ্কন্টক হয়নি। রাজস্ব বাড়াতে চড়া হারে শুল্ক আদায় করতেন সলোমন। রাজপরিবারের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কের সুবাদে বিশেষ কর ছাড় পেত পিতৃভূমি জুডাসহ দক্ষিণের রাজ্যগুলি। উত্তরের রাজ্যগুলিতে করের অতিরিক্ত বোঝা অসন্তোষ বাড়াতে থাকে। সলোমনের মৃত্যুর আগেই বিশাল ইহুদি সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেয়। উত্তর পূর্বে আরামিয়ানরা ফের স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। এডোমাইটরা বিদ্রোহ করে। ৯৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সলোমনের অনভিজ্ঞ পুত্র রেহবোয়ামের রাজ্যাভিষেকের পর উত্তরের প্রজারা রাজদরবারে কর হ্রাসের আবেদন জানায়। আবেদন অগ্রাহ্য হলে শুরু হয় গণবিদ্রোহ। জেরোবোয়াম নামে এক নেতাকে রাজা নির্বাচন করে উত্তরের প্রজারা। রাজা ডেভিডের গড়া ইহুদি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। পরবর্তী দুই শতাব্দীর হিব্রু ইতিহাস দ্বিখণ্ডিত প্রতিবেশী দুই সহোদর রাষ্ট্রে। দক্ষিণে রাজধানী শহর জেরুজালেমকে নিয়ে জুডা। উত্তরে সেচেমকে রাজধানী করে ইজরায়েল। দুটি রাষ্ট্রের নাগরিক পরস্পরের আত্মজন অথচ তীব্র তাদের পারস্পরিক রেষারেষি, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হাওয়ার্ড ফাস্ট লেখেন: "যে বিরাট আয়তনের ইহুদি সাম্রাজ্য গড়েন ডেভিড এবং পুত্র সলোমনের আমলে যা আরও বিস্তারিত

হয় যদি তাদের দুজনের জীবদ্দশার পরেও তা টিঁকে থাকত তবে আজকের ইহুদি জাতিকে আমরা পেতাম না। যে সাম্রাজ্য টিঁকে থাকে তারা রোমান তৈরি করে, ইহুদি নয়"। অবিবেকী, অদূরদর্শী, উদ্ধত রোমান তৈরি করেছিল রোমের বৈভব। রাষ্ট্রহীন ইহুদির তা ছিল না। ফিনিক্স পাখির মতো ইতিহাসের ভস্ম থেকে জেগে ওঠা ইহুদি ভরসা রেখেছে আত্মশক্তিতে। নবি, র‍্যাবাই, ধর্মগ্রন্থ টোর‍্যা'র (Torah) নিরাপত্তা বলয় চরম সঙ্কটে ঘিরে রেখেছে 'ডায়াস্পোরা' (গ্রিক শব্দ, অর্থ ছড়িয়ে যাওয়া) ইহুদিকে। তাকে শিখিয়েছে বিনয়, তিতিক্ষা। দিয়েছে বেঁচে থাকার মতো আটপৌরে জীবন দর্শন। পুষ্ট করেছে সুক্ষ রসবোধ। এতসব সম্পদ না থাকলে নাগরিক রোমানের মতোই সে নিশ্চিহ্ন হয়। ডেভিডের রাজ্যপাট ভেঙে খানখান হলেও ইহুদি টিঁকে থাকে তার সনাতন 'উইজডম'-এর লাঠিতে ভর দিয়ে।

দ্বিখণ্ডিত ইহুদি রাজ্যপাট-সামারিয়া-জুডা-আসিরীয় রাজা সেনাকেরিবের জুডা আক্রমণ-নেবুকাডনেজারের জেরুজালেম জয়-জিহোভা মন্দির ধ্বংস

ইজরায়েল হল সামারিয়া:
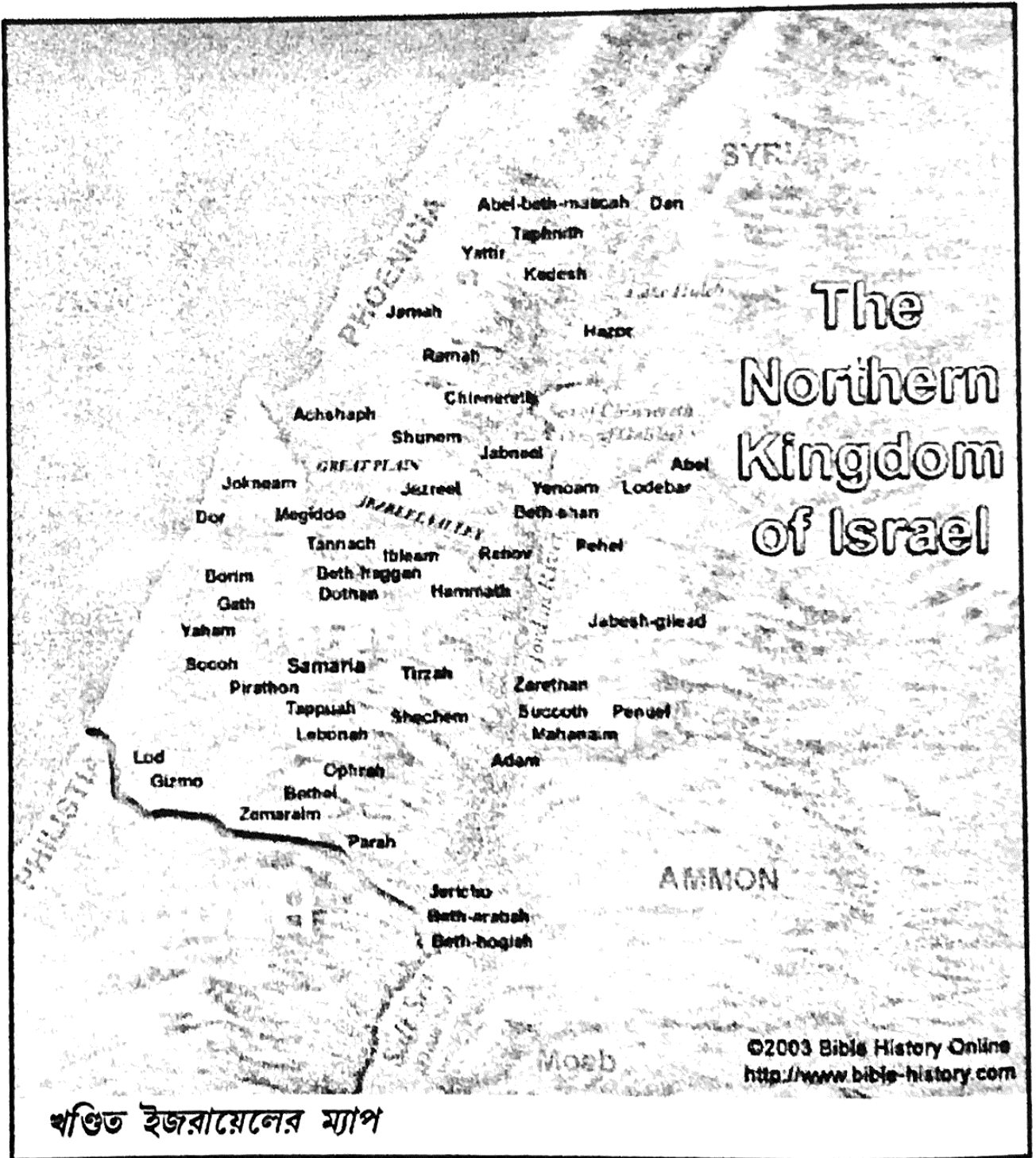
খণ্ডিত ইজরায়েলের ম্যাপ

উত্তরের রাষ্ট্র ইজরায়েল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত। সফল সেনানায়ক মাত্রেই রাজসিংহাসন লোভী হয়ে ওঠে। দুশো বছরে কম করে উনিশজন রাজা শাসন করে ইজরায়েল। কেউ দু'এক বছর। কেউ দু'এক মাস। সর্বনিম্ন এক সপ্তাহ। এদের

অর্ধেকের নির্মম মৃত্যু হয়। খুব অল্প ক্ষেত্রেই রাজার ছেলে রাজা হয়েছে। ইজরায়েলিদের চোখে জেরুজালেমের আলাদা মর্যাদা উত্তরের নতুন শাসক জেরোবোয়ামের নজর এড়ায় না। ইহুদির জাতীয় তীর্থভূমি জেরুজালেম। তার রাজ্যের দুইপ্রান্ত ড্যান ও বেথেলে জেরুজালেমের বিকল্প হিসেবে দুই নতুন পীঠ গড়েন জেরোবোয়াম। উদ্দেশ্য পূণ্যার্থীদের জেরুজালেম থেকে সরিয়ে আনা। সাধারণ নাগরিকের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেন দুই নবনির্মিত পীঠস্থানে সোনার পাতে মোড়া ষণ্ড মূর্তি স্থাপন করে। পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফল হল দূরপ্রসারী। হিব্রু গোষ্ঠীর একাংশ মোজেসের নির্দেশ অমান্য করে ফের মূর্তিপূজা এবং পৌত্তলিক ধর্মীয় অনাচারে মাতে। একুশ বছর রাজত্বের পর ৯১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জেরোবোয়ামের মৃত্যু হলে আর দু'একজন রাজা ক্ষমতায় আসে। এক গৃহযুদ্ধ শেষে ৮৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা হন ওমরি। রাজধানী শেচেম থেকে সরিয়ে সামারিয়া নিয়ে যান তিনি। ইজরায়েলের নাম হল সামারিয়া। দামাস্কাসের রাজনৈতিক প্রতাপ খর্ব করতে ফিনিশীয়দের সঙ্গে সন্ধি করেন ওমরি। ফিনিশীয় রাজকন্যা জেজিবেলের সঙ্গে ছেলে আহাবের বিয়ে দিলেন। শ্বশুরবাড়ির অনুকরণে মূর্তি উপাসনা চালু করে আহাব। ফিনিশীয় দেবতা মেলকার্ট অথবা বাল-এর পূজা মহাসমারোহে চলতে থাকে নরবলি দিয়ে। রানি জেজিবেলের একনায়কতন্ত্র হিব্রু রাজতন্ত্র বিরোধী। ন্যায় ব্যবস্থা কলুষিত হয়। আহাবের মৃত্যু হলে তার দুই ছেলে সিংহাসনে বসে। রানি মা জেজিবেলের নির্দেশে চলে সামারিয়ার প্রশাসন রন্ধ্রে রন্ধ্রে যার বিদেশি ফিনিশীয়দের প্রভাব। সুযোগসন্ধানী সেনা নায়ক জেহু ক্ষমতা দখল করে ওমরি বংশ নির্মূল করে। মেরে ফেলা হল বাল দেবতা উপাসকদের। তুলনায় শান্তিপূর্ণ জেহু'র বংশধর দ্বিতীয় জেরোবোয়ামের (৭৮৫-৭৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজত্ব। দামাস্কাসের প্রতিপত্তি স্তিমিত। অন্তর্কলহে ঝিমিয়ে পড়েছে আসিরীয়রা। লোহিতসাগর অবধি বিস্তৃত ইজরায়েলি শাসন। জর্ডন নদীর ওপারে বণিক ক্যারাভান ইজরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন। বাণিজ্য, শিল্পের প্রসার ঘটছে। রাজকোষে বিপুল অর্থ। বিলাসব্যসনে গা ভাসায় রাজদরবার। যখনই অপরিমিত অর্থ রাজা ও তার পারিষদদের জীবনযাত্রা কলুষিত করেছে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন ইহুদি নবিরা। এক্ষেত্রেও নবি আমোস ও হোসিয়া ইজরায়েলি রাজা ও রাজন্যদের অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন। অবশেষে জেহু বংশের শাসনে যবনিকা পড়ে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে। পরবর্তী দশ বছরে পাঁচজন রাজা আসে যায়। দক্ষিণে মিশর, উত্তরে আসিরীয়া রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জোগায়। আসিরীয় আক্রমণে উত্তরের প্রদেশগুলি খোয়া গেল ইজরায়েলের। রাজা হন হোশিয়া। আসিরীয়ার চাপিয়ে দেওয়া বিরাট অঙ্কের বাধ্যতামূলক করের হাত থেকে রেহাই পেতে মিশরের ফারাওয়ের সঙ্গে চুক্তি করেন নতুন রাজা। ফল হয় ভয়ানক। ইজরায়েলের দিকে ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসা আসিরীয় আক্রমণ ঠেকাতে ফারাও

প্রত্যাশামতো কোনো সাহায্যই পাঠান না। তিনবছর অবরুদ্ধ থাকে ইজরায়েল। প্রতিরোধ ভেঙে ঢুকে ইজরায়েলকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন আসিরীয় রাজা সারগন। ইজরায়েলি অভিজাত ও বিত্তবানরা নির্বাসিত হলেন আসিরীয় সাম্রাজ্যের দূরতম প্রান্তে। কিছু বছর বাদে আবার স্থানীয় বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয়। ফের তা কঠোর হাতে দমন করে আসিরীয় শাসক। এবার আরও বৃহৎ সংখ্যক ইজরায়েলিদের নির্বাসনে পাঠানো হল। আসিরীয় প্রদেশগুলির অন্তর্ভুক্ত হল সামারিয়া। প্রত্যেক ইজরায়েলি প্রদেশে একজন আসিরীয় গভর্নর নিযুক্ত হল। সামরিক ছাউনি বসল। আসিরীয়ার কেন্দ্রীয়প্রদেশে নির্বাসিত ফিলিস্টিনিদের তুলে আনা হল ইজরায়েলি বসতিতে। ফিলিস্টিনিদের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনজাত নতুন ইজরায়েলি প্রজন্মের নাম হল স্যামারিটান[১]। উত্তরের রাষ্ট্র ইজরায়েলের স্বাধীনতা এভাবেই নষ্ট হল।

জুডা:

যা কিছু হিব্রু ঐতিহ্যে আমরা আজ দেখি তার লালন পালন দক্ষিণী রাষ্ট্র জুডায়। রাজা ডেভিডের স্মৃতি জুডার নাগরিক চৈতন্যে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ইজরায়েলের তুলনায় নিঃস্তরঙ্গ, শান্ত জুডার নগরজীবন। উপদলীয় কোন্দল নেই বললেই হয়। জুডার মানুষের মনে তখনও অমলিন রাজা ডেভিডের স্মৃতি। রাজসিংহাসন ঘিরে অসুস্থ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত। এই দক্ষিণী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস যদিও খুবই সাধারণ তবু প্যালেস্টাইনকে ঘিরে জুডার গুরুত্ব অন্য মাত্রা পেয়েছে। ইহুদি ধর্মের আতুর ক্ষুদ্রাকার প্যালেস্টাইন এথেন্স ও রোমের মতোই সভ্যতার বিন্যাসে যুগান্তকারী প্রভাব রেখে যায়। ৯৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা রেহোবোয়াম ও তার উত্তরসূরীদের লড়তে হয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে মিশরের দ্বাবিংশ রাজবংশের ফারাও হাজির জেরুজালেমের দরজায়। তাকে মোটা অর্থ ঘুষ দিয়ে নিরস্ত করা। রেহোবোয়ামের পুত্র আবিজা'র সঙ্গে দামাস্কাসের শান্তি চুক্তির পর প্রায় চার দশকের বেশি সময় নির্বিঘ্নে কাটল। রেহোবোয়ামের নাতির রাজত্বে জুডা ও ইজরায়েলের সম্পর্কর উন্নতি হয়। ইজরায়েলের ফিলিস্টিনি রানি জেজিবেলের কন্যাকে বিবাহ করে পরবর্তী জুডিয় রাজা। সেই রানি আথালিয়া তার মা জেজিবেলের মতোই উদ্যমী, নির্মম এবং যথারীতি স্বজনপোষণে দরাজ। স্বামী যুদ্ধে গুরুতর আহত হলে দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী হন আথালিয়া। রাজবংশ নির্মূল হল এই রমণীর হাতে। ছ'বছর শাসন করলেন রানিমা। বিদ্রোহী হন মুল পুরোহিত জেহয়াশ। রানির মৃত্যুদণ্ড হল। সিংহাসনে বসেন সত্তর বছরের পুরোহিত। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সামারিয়া ও জুডার সম্পর্ক দীর্ঘকাল শাসক শাসিতের থেকেছে। কার্যত জুডা সামারিয়ার আজ্ঞাবহ। ৭৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা আহাজ সামারিয়ার কর্তৃত্বের ফাঁস কেটে বেরতে আসিরীয়ার সাহায্য চাইলেন। সামারিয়া দামাস্কাসের সঙ্গে আসিরীয়া বিরোধী ফ্রন্ট

গড়ে। আসিরীয়ার কাছে পরাস্ত হল সামারিয়া দামাস্কাসের মিত্রশক্তি। জুডাকে করদ রাজ্য করে আসিরীয়া। ৭০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সলোমন নির্মিত জেহোভার মন্দির সংস্কারের সময় পাওয়া গেল 'বুক অফ দি ল'। ইহুদি ধর্মের মূল পীঠ হিসেবে জেরুজালেমের দাবি আরও জোরদার করে এই আবিষ্কার। ফের মাথা চাড়া দেয় জুডার স্বাধীনতার লড়াই। ইতিমধ্যে স্কাইদিয়ান লুঠেরাদের হাতে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আসিরীয় সাম্রাজ্য। ৬১৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পতন হল নিনেভের। হিব্রু নবিদের উল্লাসের মাঝে ধূলায় গড়াগড়ি যায় আসিরীয় দেবতা আসুর। নবিরা আসিরীয়ার আসন্ন পতন ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে উদিত নতুন সূর্য নেবুকাডনেজার। নতুন রাষ্ট্রশক্তি ব্যাবিলন। জুডার রাজা জেহোইয়াকিম প্রথমে ব্যাবিলনের সামন্ত হিসেবে থাকতে রাজি হলেও তিন বছর বাদে বিদ্রোহ করেন। নেবুকাডনেজার বাহিনীর মোকাবিলায় মৃত্যু হল রাজার। প্রতিরোধ নিষ্ফল জেনে আত্মসমর্পণ করে তার ছেলে। হাজার খানেক অভিজাত, পুরোহিত, মধ্যবিত্ত ইহুদি বন্দীর সঙ্গে রাজাকে নির্বাসনে পাঠানো হল ব্যাবিলনে। ব্যাবিলন রাজ নেবুকাডনেজার

বন্দীর পথ
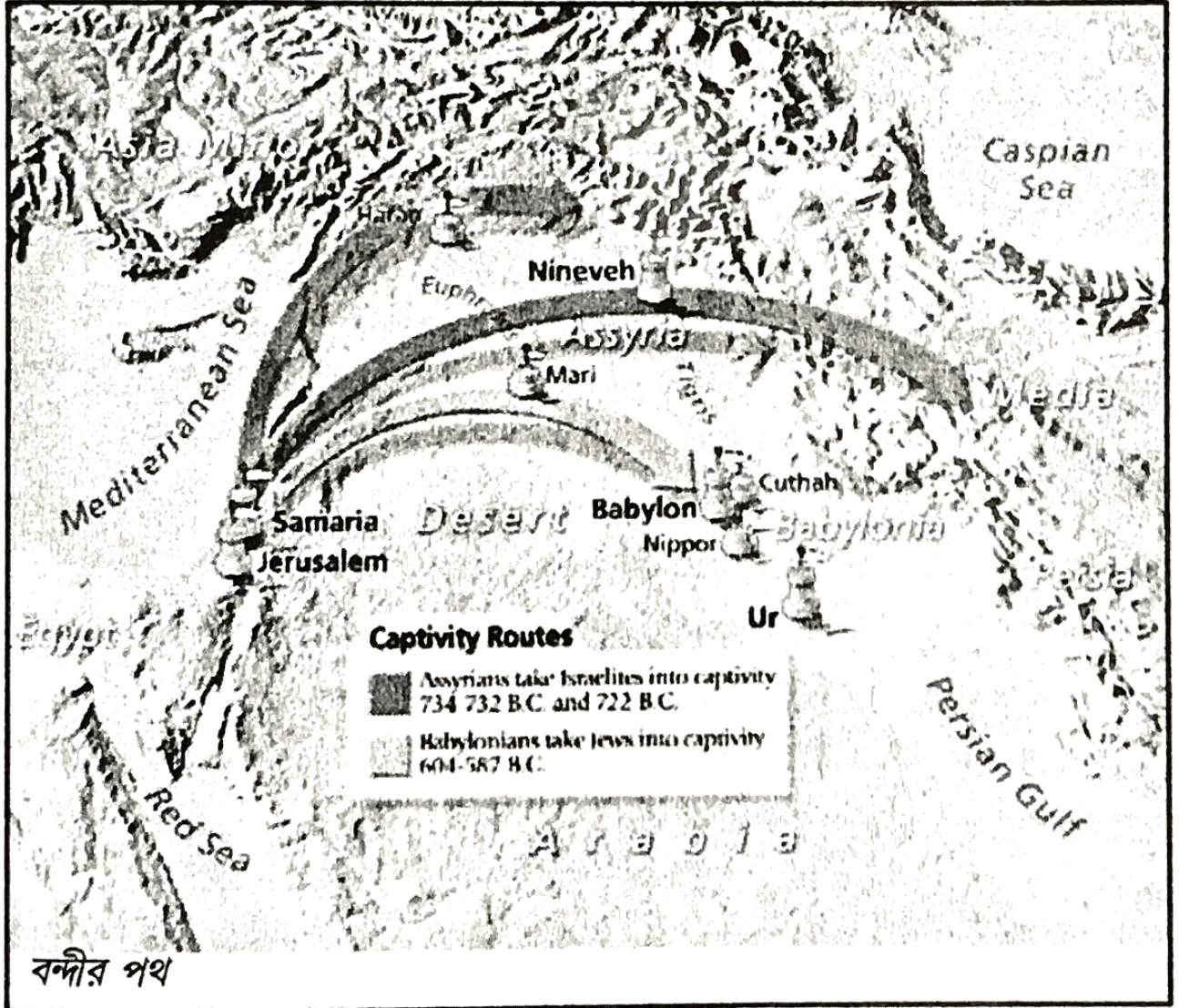
জুডাকে অর্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে রাখতে জেহোইয়াকিমের কাকাকে জুডার সিংহাসনে বসালেন। কাকা জেডেকিয়া মনে মনে ফন্দি করেন মিশরের সহায়তায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাবেন। ৫৮৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের এক শীতে ফের জেরুজালেমের ফটকে এসে কড়া নাড়েন নেবুকাডনেজার। ছ'মাস ঠেকিয়ে রাখা গিয়েছিল শত্রু বাহিনীকে। প্রাচীর

দেয়ালে ফাটল দেখা যেতে জেডেকিয়া পালাবার চেষ্টায় ধরা পড়েন জেরিকোতে। তার সামনেই তার পরিবারের সমস্ত সদস্যকে হত্যা করা হয়। বৃদ্ধ জেডেকিয়াকে অন্ধ করে দেওয়া হল। শিকলবাঁধা অন্ধ রাজা চালান হলেন ব্যাবিলনে। ধ্বংস চূড়ান্ত করতে এলেন ব্যাবিলনীয় সেনাপতি। লুঠ হল জেরুজালেম। আগুন জ্বলল প্রভু জিহোভার মন্দিরে, বড় বড় প্রাসাদে। সব নগর প্রাচীর ভেঙে ফেলা হল। জেরুজালেম থেকে পাঁচ মাইল দূরে মিজপায় সরিয়ে নেওয়া হল জুডার প্রশাসন। নতুন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন রক্ষণশীল অভিজাত জেডালিয়া। তিনি কিছু দিন চেষ্টা করেন ভগ্নজানু জুডার হাল ফেরাতে। হিব্রুদের অন্তকর্লহ তবু থামে না। গভর্নর জেডালিয়াক খুন করে প্রাক্তন রাজ পরিবারের এক সদস্য। নতুন করে বিকল্প সরকার গড়া হয় না। অবশিষ্ট নেতৃস্থানীয় এবং সামান্য সংখ্যক অভিজাত যারা তখনও জীবিত তারা মিশরে পালালেন নতুন ব্যাবিলনীয় আক্রমণের আশঙ্কায়। পরিত্যক্ত, বিধ্বস্ত জুডায় প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় কিছু উদ্বাস্তু যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। আজও গভর্নর জেডালিয়ার মৃত্যু দিন জাতীয় বিপর্যয়ের দিন হিসেবে স্মরণ করে বাৎসরিক উপবাস করে ইহুদিরা।

পয়গম্বর:

পতন অভ্যুদয়, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, রাজাদের যাওয়া আসা ঘিরে দুই শহর সামারিয়া, জুডার কাহিনী নতুন কিছু নয় সমকালীন পৃথিবীর অন্যত্র যা আমরা ঘটতে দেখি না। একাদিক্রমে রাজা বদলের ইতিহাসে উল্লেখনীয় কিছু নেই। হিব্রু ইতিহাসকে ভিন্ন পংক্তিতে বসিয়েছেন যুগে যুগে সদাজাগ্রত, আত্মজিজ্ঞাসু পয়গম্বররা। সাধারণ মানুষের জাগ্রত বিবেকের প্রতিনিধি নবি অথবা পয়গম্বরদের আমরা দেখি ইহুদি ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে বহু পয়গম্বর এসেছেন। রাজতন্ত্রের সূচনা থেকে পয়গম্বরের মিছিল ইহুদি জীবনচর্চায়। ইহুদি যুব মানসকে প্রেরণা জুগিয়েছে পয়গম্বরদের কীর্তিগাথা। জাতির সংকটে পয়গম্বরদের অনুকরণে প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছে তরুণরা। সংকটকালে অন্তর্কলহলিপ্ত ইহুদি জাতিকে ভৎর্সনা করে সংহতি তৈরির আহ্বান জানান পয়গম্বর। বহির্শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ডাক দেন। রাজাকে তার অপকীর্তির জন্য কঠোর সমালোচনা করেন। সঠিক পথের দিশা দেন। বাতলে দেন প্রবলতর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর পদ্ধতি প্রকরণ। এদের সবাই যে সৎ, আন্তরিক তেমন নয়। দৃশ্যত স্বার্থান্বেষী, ভণ্ডর সংখ্যা প্রচুর। তবে এমন বহুজন ছিলেন যাদের সততা, নিষ্ঠা সর্বজন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। এরা ছিলেন রক্ষণশীল। মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। একদিকে যেমন ইহুদি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন অন্যদিকে হিব্রু আম জনতার শত্রু, গরিব প্রজার পীড়কের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ান। উচ্চনীচ, সমাজের যে-কোনো অংশ থেকে এসেছেন পয়গম্বররা। সামারিয়ার রাজা আহাব যখন প্রাচুর্যের গরিমায় চূড়ান্ত ভোগবিলাসে মত্ত, তার বিদেশিনী রানি জেজিবেল ফিনিশীয় বাল দেবতার মূর্তি পূজা সাড়ম্বরে

চালু করে ইহুদি একেশ্বরবাদ, বিমূর্ত ঈশ্বর ভাবনার মূলোচ্ছেদ করতে চান, সেই সময় এলেন শীর্ণকায়, চর্মবস্ত্র পরিহিত, মরুবাসী পয়গম্বর এলিজা। হঠাৎ তিনি হাজির হন রাজ দরবারে। রাজাকে কটূকথায় বিদ্ধ করেন সরাসরি। রানিকে তীব্র ভৎর্সনা করেন। হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যান। তার কীর্তি নিয়ে নানা জনশ্রুতির জন্ম হয়। যা আজও সজীব। হিব্রুজনমানসে তার প্রভাব এতটাই দূরপ্রসারী হয়েছে যে আজও একাংশ ইহুদির বিশ্বাস এলিজা জীবিত। পিছিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে আজও কাজ করে চলেছেন তিনি। আদিম মাতৃ দেবী অ্যাশটোরথের উপাসনা, ষাঁড়ের পূজো, দেবদাসী প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করেন এলিজা। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল রাজা আহাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এলিজা জানতে চান তার অনাচার যে প্রভু জিহোভকে ক্ষুব্ধ করেছে এই দুর্ভিক্ষের চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী চাইতে পারেন রাজা। অন্যান্য পয়গম্বরদের মতো লিখিত কিছু রেখে যাননি এলিজা। ইহুদিধর্মে তার স্মৃতি অমলিন রয়েছে। এলিজার পর জুডার মেষপালক ও ডুমুর চাষী আমোস (৭৫০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) প্রথম পয়গম্বর যিনি তার বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন। জুডার মানুষ আমোসের বাণী কিন্তু সামারিয়ার নাগরিকের উদ্দেশে। তিনি নিজেকে পয়গম্বর বা পয়গম্বর পুত্র বলতেন না। আমোসের ক্রোধ ও ঘৃণার পাত্র ছিলেন রাজা দ্বিতীয় জেরোবোয়াম। অনেকগুলি যুদ্ধে সিরিয়াকে পরাজিত করেন দ্বিতীয় জেরোবোয়াম। সিরিয়ার সাধারণ নাগরিকের উপর নির্মম অত্যাচার করে তার সৈন্যরা। দরিদ্রের সামান্য সম্পদও লুণ্ঠিত হয়। আমোস নীরব থাকেন না। তিনি বলেন জিহোভা ন্যায় ধর্মের প্রতীক। দুর্বল, নিরপরাধ, হতদরিদ্রের উপর এই অত্যাচার, নিষ্ঠুর, রক্তপাতে নীরব দর্শক তিনি থাকবেন না। একদিন এই পাপের মাশুল গুনতে হবে রাজাকে। "তোমরা যারা আজ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে দরিদ্রের ফসল কিনছ, এক জোড়া চপ্পলের বিনিময়ে ক্রয় করছ ক্ষুধার্ত মানুষকে, তাকে এক মুঠো গমের পরিবর্তে ভুসি দিচ্ছ, তোমরা জেনে রাখ, জিহোভা শপথ করেছেন, 'ওরা যা করেছে আমি তা ভুলব না' "। আমোসের অল্প কিছু পরে আবির্ভাব হোসিয়ার। সামারিয়ার শেষ পয়গম্বর তিনি। অন্য পয়গম্বরদের মতোই তীক্ষ্ণ ইতিহাস সচেতন হোসিয়া বোঝেন আসিরীয় আক্রমণের অবশ্যম্ভাবীতা। আসিরীয় আক্রমণে তিনি দেখলেন সামারিয়ার দিকে ধাবমান জিহোভার প্রজ্জ্বলিত ক্রোধবহ্নি।

জুডার আইজেয়া বিষয়ে বেশি কিছু জানা যায় না। পয়গম্বরদের ব্যক্তিপরিচয় থেকে অনেক গুরুত্বের তাদের কর্মজীবন। সম্ভবত ধনী পরিবারে জন্ম আইজেয়ার। তিনিই প্রথম একেশ্বরবাদ ও নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলেন। মোজেসের জিহোভা বহু ঈশ্বরের মধ্যে অগ্রগণ্য। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ নয় অন্য দেবতার উপাসনা। এই দ্বিচারিতা পুরোপুরি বন্ধ করলেন আইজেয়া। তিনি দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলেন জিহোভা এক ও অনন্য। ইহুদিদের শত্রু আসিরীয়দের ঈশ্বরও জিহোভা। আসিরীয় আক্রমণে জুডার যে বিপর্যয় আইজেয়ার ব্যাখ্যায় আসলে তা জিহোভারই দান।

আসিরীয় রাজা সেনাকেরিবের সৈন্য সামারিয়া দখলের পর সেখানে মহামারী দেখা দিলে তাকেও জিহোভার অভিপ্রায় বলেন আইজেয়া। আইজেয়ার নির্দেশে নেহুশতানের মূর্তি মন্দির থেকে বার করে এনে গলিয়ে ফেলা হল। নাগরিক দেখল দেবতা অসহায়। রোষ দুরস্থান নিজেকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টাই করতে পারে না ওই স্বর্ণ মূর্তি। সিংহ মাতাদের মূর্তি, ষণ্ড মূর্তি ধ্বংস করে জিহোভার মন্দির কলুষমুক্ত করা হল। বহির্শত্রুর আক্রমণ শঙ্কায় দিশাহারা ইহুদি জাতির আশা জিইয়ে রেখে তাদের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করেন আইজেয়া। তিনি বোঝান ঈশ্বর প্রেরিত বিপদ চিরস্থায়ী হবে না। সমঝদার রাষ্ট্রনেতার মতো আইজেয়ার পরামর্শ বিপর্যয় মোকাবিলায় সাহায্য করে জুডাকে। ৬১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্কাইদিয়ান আক্রমণে দেশের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন সে গভীর সংকটে ইহুদি জাতির ভরসা অটুট রাখতে আবির্ভাব আর এক পয়গম্বর জেফানিয়ার। তিনিও এই জাতীয় বিপর্যয়কে ব্যাখ্যা করলেন প্রজার উপর রাজার অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জিহোভার ক্ষোভের প্রকাশ হিসেবে। নিনেভের পতন ও আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসে উচ্ছ্বসিত পয়গম্বর নাহুম রচনা করলেন আবেগবিহ্বল সংগীত। ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রাচ্যর রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদল হচ্ছে। আসিরীয় শক্তির পতনের পর ব্যাবিলনের উদয় হয়েছে। এই সন্ধিলগ্নে এলেন পয়গম্বর হাবাককাক। বিচক্ষণ হাবাককাক অনুধাবন করেন মধ্যপ্রাচ্যে যে কোনো নবাগত শক্তিধর রাষ্ট্রের নজর জেরুজালেমের দিকে পড়তে বাধ্য। তার রাজনৈতিক উচ্চাশায় একমাত্র পথের কাঁটা ইহুদি। সুতরাং ব্যাবিলন যে অচিরেই জুডা আক্রমণ করবে এবং সে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা যে অসম্ভব সে ভবিষ্যতবাণীও করেন হাবাককাক। অনুমান, ব্যাবিলন প্রভাবিত করে থাকবে পয়গম্বরকে। ব্যাবিলনে তার যাতায়াত ছিল। ব্যাবিলনীয়দের জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও শিখেছিলেন তিনি। তার দৃষ্টি অনেক উদার। তিনিও সব মানুষকে এক ঈশ্বরের (জিহোভা) সন্তান মনে করেন। গোটা বিশ্বের জন্য জিহোভার একটাই নিয়ম, একই বিচার। এই ঈশ্বর কখনও যুদ্ধবাজ হতে পারেন না। ইহুদিরা যেমন জিহোভার নির্দেশ অমান্য করেছে ঠিক তেমন ব্যাবিলনীয়রা জিহোভার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করছে। এভাবেই হাবাককাক জিহোভাকে বিশ্বজনীন করে দিচ্ছেন। জেরেমিয়া ও হাবাককাক সমসাময়িক। হাবাককাকের দর্শনের সঙ্গে সম্ভবত পরিচিত ছিলেন জেরেমিয়া। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দুজনই সমান আগ্রহী। জেরেমিয়াও ঈশ্বরের সর্বজনীনতা ও মঙ্গলময় রূপের কথা বলেন। ইহুদি জাতির অস্তিত্ব সংকটে জেরেমিয়া যা বলে যান সেটি ইহুদিধর্মের নৈতিক ভিত গড়ে তোলে। স্বদেশবাসীর উদ্দেশে তার বাণী ছিল: জীবনে একটিই পবিত্র চুক্তি করতে পারে ইহুদি– সে চুক্তি তার আপন ঈশ্বরের সঙ্গে। জিহোভা বিশ্বজনীন। তিনি সকল মানুষের ঈশ্বর।

১. *ইহুদি, ফিলিস্টিনি, এডমাইটস, সিরিয়, মোয়াবাইট গোষ্ঠীদের অন্তর্বিবাহ উদ্ভূত সংকর জনগোষ্ঠী বলা হচ্ছে স্যামারিটানদের।*

ছয়

ব্যাবিলনে নির্বাসন-ইহুদি ‘ডায়াস্পোরা’ শুরু-ব্যাবিলনের পতন

ইহুদি ইতিহাসে নকশি কাঁথায় যে ভিনরঙা সুতোর টান আলাদাভাবে তার কোনটি উজ্জ্বলতায় সেরা সে বিচার নিখুঁত হয় না তবে অন্যতম হতেই পারে ব্যাবিলন নির্বাসন। ব্যক্তি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন, সমষ্টি জীবনেও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সামরিক পীড়নে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হওয়া চরম যন্ত্রণার। আমরা বলি ঠাঁইনাড়া। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'র পরিসংখ্যান বলছে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে সংখ্যাটা বারো থেকে পনেরো মিলিয়ন অর্থাৎ সোয়া এক থেকে দেড় কোটি। ইরাক, সুদান, কঙ্গো, সোমালিয়া, অ্যাঙ্গোলা, ভিয়েতনাম, প্যালেস্টাইন, লেবানন থেকে ছিন্নমূল মানুষের ঢল বিশ্ব মানবতার দোরে দোরে মাথা গোঁজার ঠাঁই ভিখারি। ইহুদি ও তার সংস্কৃতির বিবর্তন আশ্চর্যজনকভাবে ভিনদেশি আকাশের নীচেই। বস্তুত ইহুদি ভাবনায় ব্যাবিলন বিদেশ ছিল না। ব্যাবিলনকে তারা শ্রদ্ধা করেছে সভ্যতার পীঠস্থান হিসেবে। ঈশ্বরের বাগান ইডেন, নোয়া, টাওয়ার অফ ব্যাবেল থেকে বেইনি-ইজরায়েলির আদি পিতা আব্রাহাম– ইহুদি পুরাণে যা কিছু স্মরণীয়, বরণীয় সবই ব্যাবিলনের। হিব্রু থেকে খুব পৃথকও ছিল না ব্যাবিলনীয়দের ভাষা। ব্যাবিলন নগরীর ঝুলন্ত বাগান, টাইল লাগানো প্রাসাদ, চওড়া রাস্তা, দীর্ঘ প্রাচীরের অনুকরণে জেরুজালেমের নগর রূপায়ণ। ব্যাবিলনীয়রাও সম্মান করেছে ইহুদিদের। নেবুকাডনেজার দ্বিতীয় দফায় জেরুজালেম আক্রমণ করেন জেডেকিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে। জেরুজালেম ধ্বংস করে ষড়যন্ত্রী আশিজন ইহুদি অভিজাতকে হত্যা করেন। কিন্তু যে পঁয়ত্রিশ হাজার ইহুদি বন্দীকে ব্যাবিলন নিয়ে যাওয়া হল তাদের প্রতি সদয় ছিলেন সম্রাট। ব্যাবিলনে তাদের জন্য ভালো ঘর তৈরি করে দিলেন। চাষযোগ্য জমি দিলেন। জেরুজালেম থেকে যে সোনাদানা তারা সঙ্গে এনেছিল তাও কেড়ে নেওয়া হল না। ইহুদিদের অবজ্ঞার চোখে দেখেনি ব্যাবিলন।

ক্ষতিপূরণ যাই দিন নেবুকাডনেজার, ইহুদিকে দেশত্যাগের যন্ত্রণা ভোলাবার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট ছিল না। ব্যাবিলনেই শুরু ইহুদি ‘ডায়াস্পোরা’। এর প্রতিক্রিয়ায় আরও গভীর হয় ইহুদি স্বাজাত্যাভিমান। ‘গালুট’ (নির্বাসন), ‘আলিয়া’ (আক্ষরিকভাবে আরোহণ, জেরুজালেম ফেরা অর্থে ব্যবহৃত) এ দুই অনুধ্যান ইহুদি জীবনচর্চায় চিরসঙ্গী হল। সে ব্যাবিলনের ক্রীতদাস নয়। তার জমি, বাড়ি, সম্পদ সব আছে। আছে ধর্মাচরণের অধিকারও। শুধু হিব্রু পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বঞ্চিত

সে। YHWH (শব্দটি হিব্রু 'টেট্রাগ্রাম' চার অক্ষরের সমন্বয়। প্রোটেস্ট্যান্টরা ইংরিজি উচ্চারণে প্রথম লেখে জিহোভা) দেবতার মন্দির থেকে ছ'শো কিলোমিটার দূরে নির্বাসিত ইহুদি এক অর্থে তার ঈশ্বর থেকেও নির্বাসিত। এখন সে কী করবে? ভিনদেশি ঈশ্বরের আরাধনা? সেটা করতে অপারগ ইহুদি যে পথ খুঁজে নেয় সেটা ইহুদিধর্মকে নতুন দিশা দিল। YHWH-কে তার পাহাড় চূড়ায় মন্দির থেকে বার করে আনে ইহুদি। তৈরি হয় 'সিনাগগ', প্রার্থনা ঘর। এই প্রার্থনা ঘরের জন্য কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বা মাপ দরকার নেই। পাঁচ থেকে পাঁচশো সংখ্যক ইহুদি এখানে আসতে পারে ঈশ্বর উপাসনায়। ব্যাবিলন নির্বাসন পরবর্তী তিনশো বছরে গ্রিক সংস্পর্শে "Adonai" শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। এই 'আদোনাই' অর্থ প্রভু। ক্রমে YHWH শব্দটি উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল ইহুদি উপাসনায়। বছরে একবার 'ডে অফ এ্যাটোনমেন্ট' বা প্রায়শ্চিত্তর দিনে ইহুদি প্রধান পুরোহিত শুধু শব্দটি জোরে উচ্চারণ করতে পারেন। সিনাগগের প্রার্থনা সভায় পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। তার স্থান নিচ্ছেন র‍্যাবাই। সাধারণ মানুষ র‍্যাবাই। পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত নন। শুধু ধর্মব্যাখ্যাকারী নন বৃহত্তর অর্থে সমাজনেতা। ব্যাবিলনে অবশ্য তাদের র‍্যাবাই বলা হচ্ছে না। 'র‍্যাবাই', 'আমার প্রভু' সম্বোধন জনপ্রিয় হয় খ্রিস্টীয় শতকের গোড়ার দিকে। পরবর্তী আড়াই হাজার বছর র‍্যাবাইয়ের পথনির্দেশ ইহুদিকে কঠিন অস্তিত্ব সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। ব্যাবিলন নির্বাসনে ইহুদি ধর্মগুরু 'নসি'। 'নসি' অর্থ রাজপুত্র।

আঙুর খেতের বিশদ বর্ণনা আছে হিব্রু ধর্মগ্রন্থ টোর‍্যায়। তার মালিক অভিজাত কৃষক। ব্যাবিলন নির্বাসনে সেই অভিজাত কৃষকের জন্য পর্যাপ্ত চাষের জমি অমিল। অন্য জীবিকা বাছতেই হয়। কৃষক হল বণিক। বাণিজ্য অপরিচিত ছিল না ইহুদির। প্রাচীন উর নগর খননে পাওয়া মাটির ফলকে আব্রাহামের কালে ইহুদি বাণিজ্যের প্রমাণ মিলেছে। রাজা সলমনের ইহুদি সওদাগর ফিনিশীয়দের গড়া পণ্যতরীতে ভারত, চিন, দূরপ্রাচ্যের বাজারে বেচাকেনায় চলেছে এও আমরা আগে জেনেছি। এবার ব্যাবিলন দিল পারস্য উপসাগরের নয়া ঠিকানা। সিন্ধুনদ উপদ্বীপ হয়ে ভারতীয় শহরগুলিতে প্রবেশের নিরাপদ স্থলপথ। পূবে ইলাম (ইরানের দক্ষিণ-পূর্বে প্রাচীন পারসিক শহর) ছাড়িয়ে পারস্যের বিস্তীর্ণ পার্বত্যভূমি, এলবুর্জ, খোরসান, পশ্চিম হিন্দুকুশ। আমু দরিয়া অতিক্রম করে মারকান্ডা (সমরখন্দ)। সমরখন্দের বাজারে সোনার চেয়ে দামি রেশম বস্ত্র আনে চিনা বণিক। মধ্যপ্রাচ্য থেকে রোম সর্বত্র যার জন্য পাগল মানুষ। অত্যন্ত লাভজনক এই ব্যবসায় একাধারে বণিক এবং অর্থ জোগানদাতা ইহুদি। পূব-পশ্চিমের বাণিজ্য সমন্বয়ে পারস্য ছিল কেন্দ্রবিন্দু। যোগসূত্র ইহুদি ও পারস্য বণিক। ১৮৮৮-১৯০০ নিপুর (আধুনিক ইরাকের নুফফার) প্রত্নখননে পঞ্চম-চতুর্থ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ইহুদি ব্যাঙ্ক মালিক মুরাশু পরিবারের আর্থিক লেনদেনের দলিল সাতশো ফলক আবিষ্কার হয়। জমিজমা

কেনাবেচা, সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ঋণদান, আনুমানিক তিন পুরুষের ব্যবসা ছিল ব্যাবিলনে নির্বাসিত মুরাশু পরিবারের। মুরাশুর দলিল থেকে জানা যাচ্ছে ঋণ পেত ইহুদি ছুতোর, মুচি, পশুপালক, স্ক্রাইব, বণিকদের বহু সমবায়। টাইগ্রিস নদীর আড়াইশো কিলোমিটার দূরে ইরানের প্রাচীন শহর সুসা ভারত ও চিনের প্রবেশ দরজা। ইজিবাই নামে নিপুরের আর এক ইহুদি ঋণদাতা কোম্পানি অর্থ জোগাত সুসার বণিকদের। টাইগ্রিস ইউফ্রেতাসের মাঝে ব্যাবিলনের ইহুদি কলোনিগুলি ঘিরে পূর্ব-পশ্চিম এশিয়ামুখী অগণিত স্থলপথের পূর্ণ সদব্যবহার করে ইহুদি বণিক[১]। সত্তর বছরের নির্বাসন শেষে পারস্য সম্রাট মহান সাইরাস যখন ইহুদিদের দেশে ফিরে যেতে বলেন সেদিন ঘরে ফেরার ক্যারাভ্যানে অনুপস্থিত ব্যবসায় সফল বিত্তবান অনেক ইহুদি। যারা রয়ে যায় তাদের উত্তরপুরুষে দূরবিস্তৃত হল ইহুদি বাণিজ্য সাম্রাজ্য। এমনকি ভারতের পূবে প্রান্তিক বঙ্গদেশেও[২]।

ব্যাবিলনের উত্তরে আসিরীয় শহরগুলিতেও ইহুদি বণিকের যাতায়াত। তারা পরিচিত হয় জ্ঞাতি ভাই যোশুয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে ৭৪০-৭২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে একাধিক বার যাদের ইজরায়েল থেকে আসিরীয়ার নির্বাসনে পাঠানো হয়। আসিরীয়দের মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকা যোশুয়া গোষ্ঠী তখনও পুরনো ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস বজায় রেখেছে। যদিও তাদের ইজরায়েল ও জিহোভা স্মৃতি ইতিমধ্যে ফিকে হয়েছে। ঘরে ফেরা বণিকের মুখে দূর অতীতের জ্ঞাতিকুল আত্মবিস্মৃত যোশুয়াদের কথা শোনে ব্যাবিলন নির্বাসিত ইহুদিরা। নানা প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়া ইহুদিদের জন্য এক অভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন, আচারবিধি সংকলিত হবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই লক্ষে শাস্ত্রজ্ঞ, অভিজাতদের নিয়ে গড়া হল সম্পাদক কমিটি। জেরুজালেম থেকে নিয়ে আসা পুরনো পাণ্ডুলিপি, পশুচামড়ার পার্চমেন্টে লেখা নথির টুকরো, কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা মাটির ফলক, মোজেসের পুস্তিকা, লেভিটিকাস নির্দেশাবলী, বেইনি-ইজরায়েলি পুরাণের আদম ইভ, নোয়া, আব্রাহাম, উর কাহিনি– সমস্ত একত্রিত করে সম্পাদনা ও গ্রন্থনার দীর্ঘ শ্রমসাধ্য কাজ শুরু করলেন একদল বিশিষ্ট পণ্ডিত। একে একে প্রকাশিত হল 'মোজেসের পুস্তক' (Books of Moses) বা 'পাঁচ পুস্তক', 'পেন্টাটুক' (Pentateuch), হিব্রুতে যা 'ট্যোরা' (Torah)। হিব্রু ইতিহাস, ভবিষ্যতবাণী, ন্যায়শাস্ত্র, জিহোভা বন্দনা কাব্য। জেনেসিস, একসোডাস, লেভিটিকাস, ডুটোরনোমি (Deuteronomy), নাম্বারস-মোজেসের এই পাঁচ বই পরবর্তী আড়াই হাজার বছর কাল বিশ্বের তাবত ইহুদি ও খ্রিস্টানকে এক সূত্রে বেঁধেছে।

এইসময় আবির্ভাব এক নাম গোত্রহীন পয়গম্বরের। ইহুদিধর্মের রহস্য চরিত্র ইনি। এর নামাঙ্কিত গীতগুলিতে ঈশ্বরের প্রেমময় সত্তার প্রথম বর্ণনা। যে জিহোভা এতকাল গোষ্ঠীবিশেষের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা ছিলেন, আদেশ লঙ্ঘনকারীর জন্য কঠিনতম শাস্তি বরাদ্দ করেছেন এবার সর্বজীবে তাঁর প্রেম ও করুণার কথা শোনালেন

অজানা পয়গম্বর। অনুমান, পয়গম্বরটিও বণিক ছিলেন। জীবনের ওঠাপড়ায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন, ঋদ্ধ হয়েছেন বিনয় ও দানে। অনুমান এও যে বাণিজ্য ব্যপদেশে তাকে আসতে হয় ভারতে। প্রাচ্য ধর্মদর্শনের রহস্যসুন্দর রূপের সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন তিনি। তার ব্যাখ্যয় ন্যায় বিচারক ঈশ্বরের প্রতিফলন জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে। ইহুদিদের তিনি (ঈশ্বর) নির্বাচন করেছেন পুরস্কৃত করতে নয়, মানবজাতির যন্ত্রণার ভার নিজের কাঁধে নিয়ে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। এজিকিয়েল এবং আরও অনেক পয়গম্বর এ মতের বিরোধিতা করলেও কালক্রমে মান্যতা পেল এই নতুন তত্ত্ব। ইহুদিকে দুঃখ দুর্দশা নীরবে সইতে শক্তি সঞ্চিত রেখে গেলেন অনামি পয়গম্বর। তার এ বিশ্বাস জন্ম নিল যে মানব হিতার্থে তাকে মাথা পেতে নিতে হবে যাবতীয় যন্ত্রণা।

১. *Jewish Traders of The Diaspora Part I: The Persian Period www.hebrewhistory.info/factpapers/fp042-1traders.htm*

২. *Howard Fast: The Jews Story of a People: (Part IV: The Exile)*

দ্বিতীয় পর্ব:
সাইরাস থেকে বার কখবা বিদ্রোহ
(খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮-খ্রিস্টীয় ১৩২)

সাত

মহামতি সাইরাস

যেরকম আকস্মিক উত্থান ব্যাবিলনের তেমনই তার পতন। নাবোনিডাস নামের এক সাধারণ ইলামাইট[১] সেনানায়কের ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা সাইরাস (৫৮০-৫২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) একের পর এক সমর অভিযান জিতে মিডস ও পারসিক দুই জনগোষ্ঠীর মিলন ঘটিয়ে আখিমিনীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এশিয়া মাইনর বিজয় সম্পূর্ণ করে আমু দরিয়া, সির দরিয়া পেরিয়ে মধ্য এশিয়ার যাযাবর গোষ্ঠীদের আক্রমণ ঠেকাতে জাক্সারটেজে (সির দরিয়ার প্রাচীন নাম) দুর্গনগরী গড়লেন সাইরাস। এরপর পশ্চিমে এগিয়ে অভিযান চালান ব্যাবিলন ও মিশরের বিরুদ্ধে। ব্যাবিলন জয় সফল হলে নির্বাসিত ইহুদিরা তাকে মুক্তিদাতা হিসেবে স্বাগত জানায়। পরধর্মসহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল মহান সাইরাস তার প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। নির্বাসিত ইহুদিদের মুক্ত করে নির্দেশনামা জারি হল: "পারস্যরাজ সাইরাসের প্রথম বর্ষে জেরেমিয়া উক্ত দৈব ইচ্ছাপূরণে, ঈশ্বর পারস্যরাজকে অনুপ্রাণিত করিলেন তার সাম্রাজ্যের সর্বত্র লিখিত এবং মৌখিক এই নির্দেশ জারি করিতে: 'পারস্যরাজ ঘোষণা করিতেছেন: 'পৃথিবীর রাজ্য সমুদয় স্বর্গের অধিপতি ঈশ্বর আমাকে দিয়াছেন, এবং তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়াছেন তাঁহার নিমিত্ত জুডা-র জেরুজালেমে একটি গৃহ নির্মাণ করিতে। তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ ঈশ্বরের ওই জনগোষ্ঠীভুক্ত, সে ব্যক্তি আগুয়ান হও, তোমার ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ যে কোনো স্থানে জীবিত আছ, ওই স্থানের অধিবাসীগণ যেন তোমাদিগকে স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্যান্য বস্তু স্বেচ্ছায় দান করিয়া জেরুজালেমে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণে সহায়তা করে' " (এজরা ১:১-৪) ২। পারস্যরাজের সঙ্গে ইহুদিদের সম্ভাব্য যোগসূত্র রাজার আপন ধর্ম জরোথ্রুস্টবাদ। আহুর মাজদার উপাসক পারসিকরা ঈশ্বরকে আলো (আহুর) এবং জ্ঞান (মাজদা) রূপে কল্পনা করেছে। তারাও একেশ্বরবাদী। বীর্যবান সাইরাসকে যেমন শ্রদ্ধা করেছে ইহুদিরা, সাইরাসও ইহুদিদের জ্ঞানচর্চা বিশদ জানতেন এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সাইরাসের শাসনকাল সুখের সময় ইহুদিদের। পারস্য সাম্রাজ্যের সব শহরে ইহুদি বসতি ও সিনাগগ গড়ে ওঠে।

১. *ইরানের দূর পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে অধুনা খুজিস্তান নিম্নভূমি থেকে ইরাকের কিছু এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা ইলাম। পারসু গোষ্ঠী ইরানের মালভূমিতে হাজির হয় আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পারসুদের নামে পারস্য নাম হয় প্রাচীন ইলামের। দ্বিতীয় নব-ইলামাইট পর্যায়ের (আনুমানিক ৭৭০-৬৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজা সাইরাস।*

২. *"In the first year of Cyrus, king of Persia, in order to fulfill the word of the Lord*

spoken by Jeremiah, the Lord inspired king Cyrus of Persia to issue this proclamation throughout his kingdom, both by word of mouth and in writing: "Thus says Cyrus, king of Persia: "All the kingdoms of the earth the Lord, the God of Heaven, has given to me, and he has also charged me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever, therefore, among you belongs to any part of his people, let him go up, and may his god be with him! Let everyone who has survived, in whatever place he may have dwelt, be assisted by the people of that place with silver, gold and goods, together with free will offerings for the house of god in Jerusalem'.

http://www.iranchamber.com/history/cyrus/cyrus_deeree_jews.php#
sthash.K0kkjfle.dpuf

আট

আবার জেরুজালেমে-শহর পুনর্নির্মাণ-জিহোভার নতুন মন্দির-নেহেমিয়া

৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। মেসোপটেমিয়ার পশ্চিমে বিশাল মরুভূমিময় ছ'শো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সত্তর বছর ব্যাবিলন নির্বাসন শেষে জেরুজালেমমুখো ইহুদি ক্যারাভান। এই সত্তর বছরে জনসংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েছে ইহুদিরা। আনুমানিক বিয়াল্লিশ হাজার ইহুদি জেরুজালেম ফেরে। থেকে যায় প্রায় সমসংখ্যক ইহুদি। এদের হাতে পরবর্তী হাজার বছর ব্যাবিলন হয়ে ওঠে ইহুদি সংস্কৃতি ও ঐশ্বর্যর কেন্দ্র। বস্তুত, জেরুজালেমে ফিরে যাওয়া থেকে ব্যাবিলনে থেকে যাওয়া সহজতর সিদ্ধান্ত ছিল ইহুদিদের কাছে। জেরুজালেম তখন প্রেত নগরী। সত্তর বছর পরিত্যক্ত, ভগ্ন, জুডা লুঠেরার অবাধ চারণ ক্ষেত্র। ধ্বংসপ্রাপ্ত জিহোভা মন্দিরগাত্র থেকে ধাতব পাত, পালিশ করা পাথর একে একে সব খুলে নিয়েছে মরু ডাকাত, বেদুইনের দল। জেরুজালেমের পার্বত্য এলাকায় লুঠেরাদের নিয়মিত তোলা দিয়ে কায়ক্লেশে টিঁকে আছে কিছু কৃষক পরিবার। কঠিন চ্যালেঞ্জ পারস্য সাম্রাজ্য অধীন স্বয়ংশাসিত জুডাকে ভগ্নস্তূপ থেকে আবার গড়ে তোলা। প্রবল ধর্মীয় উদ্দীপনায় প্রথমেই জিহোভার মন্দির পুনর্নির্মাণে হাত লাগায় ঘরে ফেরা ইহুদিরা। জুডা-র গভর্নর জেরাবেব্যাল সাহায্য করেন। ৫৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নতুন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। সাহায্য করতে ইচ্ছুক প্রতিবেশি স্যামারিটানরা। জেরাবেব্যাল ও অন্য নেতৃস্থানীয়রা বাধা দেন। ক্ষুব্ধ স্যামারিটানদের বিরোধিতায় বন্ধ থাকে মন্দির নির্মাণ কাজ। ইতিমধ্যে সাইরাসের মৃত্যু হয়েছে। দারায়ুস রাজা হলেন ৫২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। পয়গম্বর হ্যাগাই ও জেকারিয়ার তীব্র ভৎর্সনায় গোষ্ঠী বিবাদ ভুলে নির্মাণ ফের শুরু। ৫১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মন্দির পবিত্রকরণ সম্পূর্ণ হল। পারস্য সম্রাট আর্টেজেরকসিসের (৪৬৫-৪২৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) দরবারের পদস্থ অভিজাত ইহুদি নেহেমিয়া পারস্য রাজের বিশেষ ক্ষমতা ও কিছু ইহুদি সেনা নিয়ে জেরুজালেম এলেন। এবার শুরু জেরুজালেম সংস্কার। নগরপ্রাচীর উঠল, ফটক তৈরি হল। নিয়মিত হল সামরিক টহলদারি। লুঠেরা দল পালায়। নেহেমিয়া প্রবাসী সব ইহুদিদের ঘরে ফেরার ডাক দিলেন। তার সহযোগী পারস্য রাজসভার আর এক প্রভাবশালী ইহুদি প্রতিনিধি এজরা। পুনর্নির্মিত জেরুজালেমের জনবসতি বাড়ানোর আশু প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এজরা। হাজার খানেক ইহুদি পরিবার জেরুজালেম ফিরতে রাজি হয়। বাসস্থান, জমি দেওয়া হল তাদের। ইহুদি ইতিহাস মোজেসের সমমর্যাদা পেয়েছেন এজরা। তিনি যে শুধু প্যালেস্টাইন সংস্কার সম্পূর্ণ করলেন তাই নয়, ইহুদি আধ্যাত্ম চেতনারও পুনর্বাসন তার হাতে। অনেকের মত, মোজেসের নির্দেশ বা 'টোর‍্যা'-র

অধিকাংশ এজরার রচনা। কতটা সঠিক এ ধারণা তা বলা মুশকিল তবে এজরার সময় থেকেই ধর্মগ্রন্থ টোর‍্যা'র প্রভাব চিরস্থায়ী হয় ইহুদি জীবনচর্চায়। জনসাধারণের জন্য ধর্মীয় পুঁথি পাঠ ও ব্যাখ্যা বাধ্যতামূলক করা হল মূল মন্দির থেকে দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাবিলনের ধাঁচে গড়ে তোলা সিনাগগগুলিতে। ব্যাবিলন নির্বাসনে আসিরীয় লিপির সঙ্গে পরিচয় ও তার ব্যবহার ইহুদি ধর্মগ্রন্থগুলিকে নব কলেবর দেয়। ফিনিশীয় বর্ণমালা থেকে সহজ আসিরীয় লিপি সাধারণের বিদ্যাচর্চা সহজতর করে তুলেছিল। 'পেন্টাটুক' গ্রন্থনা, 'বুক অফ জোব', রুথের বিখ্যাত করুণ গান 'সং অফ সংস', 'বুক অফ প্রোভরবস' এই সময়ই সংকলিত হয়েছিল বলে অনুমান করেন পণ্ডিত মহল। এথেন্সের স্বর্ণযুগ, ইউরোপীয় রেনেসাঁর সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে[১]। নেহেমিয়া ও এজরার মৃত্যুকালে নব নির্মিত জেরুজালেম ও জিহোভা মন্দির ইহুদি জীবনে নবীন আশার প্রতীক। পারস্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক জেরুজালেমের নিরাপত্তা দৃঢ় করে। ক্ষেত্র বিশেষে পারসিক গভর্নরের শাসনাধীন থেকেছে জেরুজালেম। তাদের সকলের ইহুদি প্রীতি ছিল এমন নয়। তবে পারসিক রাজদণ্ডের রক্তচক্ষু কখনোই দেখেনি জেরুজালেম। ৩৩৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এশিয়ার দিকে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ধেয়ে আসে ম্যাসিডন অধিপতি আলেকজান্ডারের আয়তক্ষেত্রাকার সেনাব্যূহ 'ফেল্যাংস'। পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘনায়। পরাজিত, ছত্রভঙ্গ হল দারায়ুস দ্বিতীয়'র সৈন্যদল।

১. *Cecil Roth: A History of the Jews: Schocken Books, New York, 1979 Revised Edition: Book II/Return From Exile.*

পারস্য সাম্রাজ্যের পতন-হেলেনীয়দের মুখোমুখি-হেলেনীয় ও হিব্রু ধর্মাচার এবং সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-চ্যাসিডিম-অ্যান্টিওকাসের নির্যাতন-ম্যাকাবিসদের আত্মবলিদান

পারস্যের ডানার নীচে জুডার এতকালের ভরসা অদৃশ্য হল মধ্য এশিয়ায় আখমিনীয় সাম্রাজ্যের পতনে। হাজার বছর পেরিয়ে অনেক অর্থহীন রক্তক্ষয়, বহু রাজ্য ভাঙাগড়া, বহু রাজার উত্থান পতন দেখা হয়েছে ইহুদির। আসিরীয়া ধুলো, ব্যাবিলন ছাই হল তার চোখের সামনে। পয়গম্বরের ব্যাখ্যায় নতুন করে সে চিনেছে পরমেশ্বরের সর্বকল্যাণময় রূপ। যুদ্ধে আর রুচি নেই তার। জেরুজালেম পাহাড়ের দস্যু হানা ঠেকাতে মজুত স্বল্পসংখ্যক অশ্বারোহী দিয়ে ম্যাসিডনীয় ত্রাস 'ফেল্যাংস' রোখার অবাস্তব চিন্তা না করে শান্তি চুক্তির জন্য আগেভাগেই ম্যাসিডনীয় সেনানায়কের দরবারে হাজির ইহুদি মূখ্যপুরোহিত। জেরুজালেম অভিযানে সবে তখন অস্ত্র শানাচ্ছেন আলেকজান্ডার। তার আকস্মিক মৃত্যুতে সেলুকাস (৩৫৮-২৮১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) ও প্রথম টলেমির (৩৬৭-২৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) মধ্যে খণ্ডিত হল গ্রিক সাম্রাজ্য। ৩৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের জুডিয়া টলেমিদের গ্রিক-মিশর সাম্রাজ্যভুক্ত। একদিকে প্যালেস্টাইন নিয়ে সেলুসিড (সেলুকাস বংশীয়) এশিয়া বনাম টলেমির মিশরের লড়াই। অন্যদিকে, মনের দ্বন্দ্ব হেলেীয় ও ইহুদি জীবনচর্চার। জুডিয়া টলেমির হস্তগত হওয়া পছন্দের হয়নি সেলুসিডদের। তারা নিজেদের ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করত। তাদের নজর দামাস্কাস ও জেরুজালেমের বাণিজ্যলব্ধ সম্পদে। দু-পক্ষের অনিবার্য যুদ্ধে বিজয়ী হলেন প্রথম টলেমি। তারপর থেকে একশো বছরের বেশি সময় (৩১২-১৯৮ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) টলেমির অধীন থেকেছে জুডিয়া। বার্ষিক আট হাজার 'ট্যালেন্ট' (২৬ কে জি খাঁটি রূপোর দামের সমান ছিল এক ট্যালেন্ট) কর দিয়ে অক্ষুণ্ণ থাকে স্বয়ংশাসিত জুডিয়ার উন্নতি। রাজ্য পরিচালনার ভার জেরুজালেমের শীর্ষ পুরোহিত বংশানুক্রম ও স্পার্টার অনুকরণে তৈরি বরিষ্ঠ সংসদ 'Gerousia'-র হাতে। একাধারে সিনেট ও সুপ্রিম কোর্টের কাজ চালান অভিজাত, বিদ্বজ্জনদের মধ্যে বেছে নেওয়া সত্তর জন বিশিষ্ট নাগরিক। নৈতিকতা ও ব্যবহারিক নির্দেশনামা সবিস্তার বেঁধে দেয় 'গেরুসিয়া' (Gerousia)। বিনোদনের অবকাশ সামান্য। অ-ইহুদি বিবাহ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কৌমার্য এবং শিশু হত্যা। ফল হল অতিপ্রজনন। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ উপেক্ষা করে ইহুদিদের বংশ বিস্তার অব্যাহত রইল। সিজারের রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদি জনসংখ্যা সত্তর লক্ষে পৌঁছেছিল। টলেমির আমলে জুডার ইহুদিদের অধিকাংশ কৃষক। এদের

বাণিজ্যে উৎসাহ নেই। বণিক সব ফিনিশীয়, আরব ও গ্রিক। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে রোমান-ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস (৩৭-১০০ খ্রিস্টাব্দ) লেখেন 'আমরা বণিকের জাত নই'। দাস প্রথা চালু রয়েছে। সংগীত ছাড়া শিল্পকলার বিকাশ ঘটেনি। জনমনে গ্রিক ধর্মীয় আচার বিষয়ে কৌতুহল, মূর্তি, দৈববাণীতে আগ্রহের তীব্র নিন্দা করেন হিব্রু ধর্মগুরুরা। ইহুদি ধর্ম 'অ্যানথ্রপোমরফিক' নয়। ঈশ্বরকে মানব মূর্তিতে কল্পনার কোনো স্থান নেই। গ্রিকরা সেভাবেই ভজনা করে তাদের দেবদেবীর। গ্রিক ধর্মে কুসংস্কার আছে। ইহুদি ধর্মে তুলনায় কম। বিবর্ণ, নীরস, নিরানন্দ ইহুদি ধর্ম। বহু দেবতার হেলেনীয় আচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে সিনাগগ র‍্যাবাইরা ডাক দেন— 'শোনো, হে ইজরায়েল: প্রভু আমাদের ঈশ্বর, প্রভু অদ্বৈত সত্তা'। আজও ইহুদি প্রার্থনায় এই আহ্বান ধ্বনিত'। এই সাদামাঠা রক্ষণশীল জীবনের চালচিত্রে গ্রিকরা নিয়ে আসে পরিশীলিত, ভোগবাদী সভ্যতার দুর্নিবার আকর্ষণ। সনাতন ইহুদি সংস্কৃতির চূড়ান্ত পদস্খলনের পক্ষে যা যথেষ্ট। জুডাকে ঘিরে একগুচ্ছ গ্রিক নগর। সামারিয়া, গাজা, জাফা (প্রাচীন জোপ্পা), আপোল্লোনিয়া, ডরিস, সিকামিনা, পলিস (হাফিয়া)। জর্ডন নদীর ওপারে গ্রিক শহর দামাস্কাস, গাদারা, গেরাসা (জর্ডন থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে বড় শহর। এখন নাম জেরাশ), দিয়ুম, রাফিয়া, হিপ্পো, স্কাইথোপোলিস। প্রতিটি নগরে রয়েছে গ্রিক বসতি গ্রিক দেবদেবীর মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জিমনাসিয়াম। এইসব সংলগ্ন নগরী তৎসহ আলেকজান্ড্রিয়া, এ্যান্টিঅক, ডেলোস, রোডস থেকে নিয়মিত জেরুজালেম যাতায়াত গ্রিক ও ইহুদিদের। তারা বয়ে আনে বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, সাহিত্য, সৌন্দর্য ও বিনোদন পিপাসা, নাচ, গান, পান ভোজন, ক্রীড়াচর্চা, গণিকা, সমকামীতা, অর্গলহীন বিনোদনের হরেক সম্ভার। যে নীতি শিক্ষায় দীক্ষিত ইহুদি তার ভিত নাড়িয়ে দেয় গ্রিক মুক্ত সংস্কৃতি। গ্রিক শহুরে সংশয়বাদী মন সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদে উদ্যত। কী করে এই মুক্ত বাতাস, এই উদ্দাম আনন্দ উপভোগের আহ্বান অস্বীকার করে নিয়মের নিগড়বন্দী ইহুদি যুব সমাজ। বুদ্ধিদীপ্ত ইহুদি তরুণ পুরোহিতদের অর্থপিশাচ বলে ব্যঙ্গ করে। তাদের ধর্মভীরু যজমানকে বলে বেঁচে নাও দুদিন বই তো নয়। জীবন যৌবন সব যদি পুরোহিতের পায়ে ঢালবে তবে বুড়ো বয়সে আপশোশের সীমা থাকবে না। বিত্তবান ইহুদিকে প্রলুব্ধ করা সহজ। তার সঙ্গতি আছে প্রলোভনে সাড়া দেবার। যে তরুণ ইহুদি গ্রিক দরবারে চাকরি প্রার্থী সে জানে গ্রিক ভাষা, আদবকায়দা শিখলে, গ্রিকদের মতো জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে, একটু আধটু গ্রিক দেবদেবীর সুনাম করলে তার ভবিষ্যত নিশ্চিত। প্রজ্ঞা ও পঞ্চেন্দ্রিয়র উপর এই আগ্রাসনে যে নৈতিক বিপর্যয় ঘনায় ইহুদির মনোজগতে তার মোকাবিলায় 'অ্যান্টিবডি'-র কাজ করে আলাদা আলাদা সময়ে ঘটা তিন ঘটনা। এক: ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উদ্ভূত 'পবিত্র চাসিডিম' (Chasidim the Pious. 'হাসমোনিয়ান',

‘আসমোনিয়ান’ নামেও পরিচিত) সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল দর্শন। শুরুতে যা ছিল নির্দিষ্টকাল মদ্যপান বন্ধ রাখার সামাজিক আবেদন পরে তা চাসিডিম চরমপন্থা হয়ে সকল শরীরী সুখ সাধনে বাধা দেয়। বলা হল ভোগবিলাস বস্তুত গ্রিক অথবা শয়তানের হাতে আত্মসমর্পণ। হতভম্ব গ্রিক এই পাগলদের নাম দেয় ‘জিমনোসোফিস্ট’ (Gymnosophists)। গ্রিক বিশেষণ ‘জিমনোস’ মানে উলঙ্গ। ক্রিয়াপদ ‘জিমনাজো’ অর্থ উলঙ্গ অবস্থায় প্রশিক্ষণ। আলেকজান্ডার ভারত সফরে এসে উলঙ্গ যোগীদের দেখে গেছেন। গ্রিকরা তাদের নাম দিয়েছিল জিমনোসোফিস্ট। দ্বিতীয় ঘটনা সেলুসিড রাজা চতুর্থ অ্যান্টিওকাসের ইহুদি নির্যাতন (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫-১৬৪)। তৃতীয়টি রোমের হস্তক্ষেপ (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩)। চাসিডিম-এর ধর্মীয় বাধানিষেধের কড়াকড়িতে হয়রানি বেড়েছে সাধারণ ইহুদির। তারা খোঁজে মধ্যপন্থা। সমঝোতায় বাদ সাধেন অ্যান্টিওকাস চতুর্থ। তার বাবা তৃতীয় অ্যান্টিওকাস পঞ্চম টলেমিকে যুদ্ধে হারিয়ে (১৯৮ খ্রিস্ট পূর্ব) জুডাকে সেলুসিড সাম্রাজ্যর অংশ করেন। ছেলে চতুর্থ অ্যান্টিওকাস এপিফেনিস (২১৫-১৬৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) রাজা হলেন ১৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তিনি হেলেনীয় কৃষ্টি চাপাতে চান ইহুদি সমাজের উপর। জুডাকে রাজস্বের উৎস ভাবলেন অ্যান্টিওকাস। ইহুদিদের হুকুম করেন শস্যের এক তৃতীয়াংশ এবং বাগানের ফলমূলের অর্ধেক কর হিসেবে জমা দিতে। প্রথা ভেঙে জেরুজালেম মন্দিরের শীর্ষ পুরোহিত নিযুক্ত করেন স্তাবক জ্যাসনকে। জেরুজালেমে হেলেনীয় কৃষ্টি চালু করার স্বপক্ষে জোর সওয়াল করেন জ্যাসন। শুনে খুশি অ্যান্টিওকাস। গ্রিক এশিয়াতে হরেক প্রাচ্য ধর্মবিশ্বাসের নাছোড় অস্তিত্বে উদ্বিগ্ন রাজা। তিনি তার বহুভাষী সাম্রাজ্য অভিন্ন কানুন ও বিশ্বাসে যুক্ত করতে চান। জ্যাসনের ঢিলেঢালা কাজের ধরন পছন্দের নয় অ্যান্টিওকাসের। জ্যাসনকে সরিয়ে মেনেলসকে প্রধান পুরোহিত করলেন অ্যান্টিওকাস এপিফেনিস। মেনেলস জিহোভা ও গ্রিক দেবতা জিউসকে একাসনে বসালেন। অর্থ সংগ্রহে বিক্রি হল মন্দিরের তৈজসপত্র। কিছু ইহুদি গোষ্ঠী হেলেনীয় দেবদেবীর উদ্দেশে বলি চড়াতে থাকে। জেরুজালেমে জিমন্যাসিয়াম তৈরি হয়। ইহুদি যুবক, মন্দিরের পুরোহিত সবাই জিমে যায়। বিবস্ত্র হয়ে শরীরচর্চা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কিছু অত্যুৎসাহী যুবক সুন্নতের ক্ষত মুছতে গ্রিক শল্যবিদকে দিয়ে অস্ত্রপচার করিয়ে নেয়। জেরুজালেমের নয়া বহুজাতিক সমাজে জাতিচিহ্ন সুন্নত তাদের মানসিক পীড়ার কারণ। রকমসকম দেখে শঙ্কিত ইহুদি জনতার বৃহত্তর অংশ চাসিডিম দলে যোগ দেয়। এর মধ্যে হঠাৎ উড়ো খবর আসে অ্যান্টিওকাস মিশরে নিহত হয়েছেন। ক্ষিপ্ত ইহুদিরা এই সুযোগে অ্যান্টিওকাস নিযুক্ত মন্দির কর্মচারীদের ক্ষমতাচ্যুত করে। হেলেনীয় চর্চার নেতৃস্থানীয়দের মেরে ফেলে জিহোভা মন্দির থেকে সরিয়ে ফেলা হল সব বিধর্মীচিহ্ন। অ্যান্টিওকাসের মৃত্যু হয়নি। মিশরে তার হেনস্থা হয়েছিল মাত্র। নির্ধন, অপমানিত অ্যান্টিওকাস বুঝতে পারেন ইহুদিরা

জুডাকে টলেমিদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে। দ্বিগুণ আক্রোশে জুডার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন অ্যান্টিওকাস। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কয়েক হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়। মেনেলস পুনর্বহাল হলেন। অপবিত্র করা হল জিহোভা মন্দির। রাজকোষে জমা পড়ে তার সব লুণ্ঠিত সম্পদ। অ্যান্টিওকাস নির্দেশ দেন সব ইহুদির হেলেনীয়-করণ বাধ্যতামূলক (১৬৭ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। জিহোভাকে সরিয়ে জিউস বসলেন নবনির্মিত মন্দিরবেদিতে। রাজাদেশে মন্দিরে সব বলি বন্ধ রেখে শুধু শূকর বলি মঞ্জুর হল। উল্লেখ্য, ইহুদি ধর্মে শূয়োর অপবিত্র। তা বলি দেওয়া যায় না, খাওয়াও নিষেধ। সাবাথ বা বিশ্রাম দিনের বিধি পালন নিষিদ্ধ হল। সুন্নত প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হল। জুডায় ইহুদি ধর্মাচার আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করে বাধ্যতামূলক হল গ্রিক ধর্মাচার। অন্যথায় মৃত্যুদণ্ড। যে ইহুদি শূয়োর খাবে না, অথবা মোজেসের নিয়মাবলির কিতাব যার ঘরে পাওয়া যাবে হয় সে শূলে চড়বে অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। রাজার সৈন্য আগুন লাগায় জেরুজালেমে। ভেঙে পড়ল নগর প্রাচীর। দাস বাজরে বিক্রি হয়ে যায় জেরুজালেমবাসী ইহুদি। ভগ্ন নগরীতে পুনর্বাসন পেল বিদেশিরা। মাউন্ট জাইয়নে দূর্গ গড়ে একদল সৈন্যর হাতে নগর পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন অ্যান্টিওকাস। জুডার গ্রামেগঞ্জে ছড়ায় ইহুদি বিদ্বেষ। সব সিনাগগ, স্কুল বন্ধ হল। সর্বত্র ইহুদির জন্য একই বার্তা, হয় মর নয়তো গ্রিক ধর্মাচারে যোগ দিয়ে শূয়োর খাও। সাবাথে যারা কাজ করবে না তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। বাক্কাস উৎসবে ইহুদিদের বাধ্য করা হয় আইভি লতায় সেজে মিছিলে যোগ দিয়ে গ্রিক দেবতা ডায়োনিসাসের উদ্দেশে উদ্দাম সংগীতে গলা মেলাতে। নিরুপায় বহু ইহুদি নীরবে রাজাদেশ মেনে নেয় এ বিশ্বাসে যে ঝড় একদিন থামবে। যারা পারে না তারা পালায় পার্বত্য জেরুজালেমে। কোনোক্রমে টিকে থাকে। টিঁকিয়ে রাখে তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মবিশ্বাস। চাসিডিম গোপনে তাদের সাহায্য দেয়, ভরসা জোগায়। অ্যান্টিওকাসের সেনারা খবর পায় গুহাবাসী ইহুদিদের। তারা গুহামুখে পৌঁছে ইহুদিদের বেরিয়ে আসতে আদেশ করে। সেদিন ছিল সাবাথ বা শুক্রবার। সেনাদের নির্দেশ মেনে গুহাবাসীদের কেউ এসে গুহা মুখের পাথর সরায় না। সৈন্যরা বন্ধ গুহাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। দম বন্ধ হয়ে, আগুনে পুড়ে মারা যায় অনেক আত্মগোপনকারী। বাধা সরিয়ে সৈন্যরা গুহায় ঢোকে। জীবিতদের হত্যা করে, যে মায়েরা তাদের সদ্যজাত পুত্রদের সুন্নত করেছিল তাদের সন্তানসহ নগর প্রাচীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। এমন প্রতিরোধ আগে দেখেনি গ্রিকরা। তারা অবাক ইহুদিদের এই স্পর্ধিত প্রতিক্রিয়ায়। মুখে মুখে ছড়ায় এ আত্মোৎসর্গ কাহিনি। রচিত হল প্রথম ও দ্বিতীয় ম্যাকাবিস গাথা।

১. *Will Durant: Story of Civilization: Vol 2 The Life of Greece: Hellenism And The Orient: Chapter XXIV*

দশ

হাসমোনিয়ান অধ্যায়-জন হিরকেনাস-ফারিসি ও সাডিয়ুসি গোষ্ঠী-রোমের জেরুজালেম দখল

জেরুজালেম ছেড়ে পলাতক ইহুদিদের মধ্যে ছিলেন হাসমোনাই পরিবারের এক পুরোহিত ম্যাত্তাথায়াস (Mattathias- মৃত্যু ১৬৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) যিনি মোজেসের ভাই আরাঁও-র বংশধর। ম্যাত্তাথায়াস পাঁচ ছেলেকে নিয়ে চলে আসেন মোডিন (তেল আভিভ শহর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে)। মোডিনবাসীদের ডেকে গ্রিক আইন অমান্য করে জিউসের উদ্দেশে বলিদান বন্ধ করতে বলেন বৃদ্ধ ম্যাত্তাথায়াস। 'দেশের সমস্ত মানুষ যদি নয়া কানুন মানতে চায় তো মানুক। অস্বীকার করুক বাপ পিতামহর ধর্ম বিশ্বাস, আচারবিধি। আমাদের পূর্বপুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আমি ও আমার এই পাঁচ ছেলে সে চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব'। এক ইহুদি গ্রিক প্রথামতো বেদিতে বলি চড়াতে গেলে তাকে এবং রাজার প্রতিনিধিকে সেখানেই হত্যা করেন ম্যাত্তাথায়াস। সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন 'ইহুদি কানুনে যার আস্থা আছে এবং আমাদের পিতৃপুরুষ কৃত চুক্তিকে সমর্থন করেন যে ব্যক্তি তিনি আমার সঙ্গে আসুন'। বহু গ্রামবাসী ম্যাত্তাথায়াসের দলে ভিড়ে ইফারিমের পার্বত্য এলাকায় গা ঢাকা দেয়। সেখানে একদল তরুণ বিপ্লবী তাদের সঙ্গে যোগ দিল। যোগ দিল চাসিডিম-এর জীবিত সদস্যরা। ম্যাত্তাথায়াসের মৃত্যু হলে তার তৃতীয় পুত্র জুডাস ওরফে ম্যাকাবি (Maccabee: হিব্রু 'ম্যাকাবা' অর্থ হাতুড়ি) দলনেতা হলেন। ম্যাকাবির ছোট সৈন্যদল পার্বত্য এলাকায় লুকিয়ে থাকে। মুহুর্মুহু আক্রমণ চালায় প্রতিবেশী গ্রামে। হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকদের। ভেঙে দেয় বিধর্মীদের পূজাবেদি। যেসব শিশুদের সুন্নত হয়নি তাদের সুন্নত করাতে বাধ্য করে। অ্যান্টিওকাসের কাছে খবর যায়। তিনি সিরিয়ান গ্রিক সেনা পাঠান ম্যাকাবির বিদ্রোহ দমনে। জুডাসের সঙ্গে তাদের লড়াই হল এমাউস গিরিবর্ত্মে। প্রশিক্ষিত ভাড়াটে সিরিয়ান গ্রিক বাহিনী হেরে যায় ইহুদিদের কাছে (১৬৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। এবার আরও বড় সেনাদল পাঠান অ্যান্টিওকাস। এতই আত্মবিশ্বাস তার সেনাপতির যে তিনি সঙ্গে নিলেন দাস ব্যবসায়ী। যাতে যুদ্ধ বন্দী ইহুদিদের তৎক্ষণাৎ বেচে দেওয়া যায়। দরদামও সেরে রাখেন জেনারেল। মিজপা (Mizpah) রণাঙ্গনে চূড়ান্ত আঘাত হানে জুডাস বাহিনী। শত্রু পরাজিত, ছত্রভঙ্গ হল। জেরুজালেম জুডাসের দখলে আসে। জিহোভা মন্দির থেকে সব বিধর্মী পূজাবেদি সরানো হয়। নতুন করে সাজিয়ে পবিত্র করে উৎসর্গ হল মন্দির। দেবোত্তর সম্পদ যা কিছু রাজকোষে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল ফেরত আসে। সোল্লাসে ঘরে ফেরে আত্মগোপনকারী ইহুদিরা (১৬৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। নতুন

উদ্দীপনায় আবার শুরু হয় সনাতন ইহুদি জীবনচর্চা। সেলুসিড সেনানায়ক লিসিয়াসের হাতে রাজ্য ও পুত্রের দায়িত্ব দিয়ে অ্যান্টিওকাস চলেন পারস্যে। বকেয়া খাজনা আদায় করতে। এবার লিসিয়াস জেরুজালেমের উদ্দেশে রওনা দেন। অ্যান্টিওকাসের মৃত্যুর খবর এল এর মাঝে (১৬৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। জেরুজালেমের সঙ্গে নতুন করে ঝামেলায় জড়াতে চান না লিসিয়াস। ইহুদিদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিতে তিনি রাজি যদি তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করে। চাসিডিম রাজি হল। ম্যাকাবিরা রাজি নয়। নেতা জুডাস ঘোষণা করেন বিপদমুক্ত থাকতে জুডার আগে দরকার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ক্ষমতালিপ্সু প্রতিহিংসা উন্মত্ত ম্যাকাবিরা হেলেনীয়দের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় শহরে গ্রামে। খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ রোমের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি হল জুডাসের। সে বছর রণাঙ্গনে নিহত হলেন জুডাস। মাক্কাবি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র জীবিত সিমন রোমের সহায়তায় ম্যাসিডন রাজ দ্বিতীয় ডেমিট্রিয়াসের (মৃত্যু ১২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) থেকে ১৪২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুডার স্বাধীনতা আদায় করলেন। সর্বসম্মতিতে সিমন একাধারে শীর্ষ পুরোহিত এবং সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। যেহেতু এই পদ বংশানুক্রমিক করা হল সিমনকে তাই হাসমোনিয়ান রাজবংশের স্রষ্টা বলা হয়। হাসমোনিয়ান নামের উৎপত্তি ম্যাত্তাথায়সের প্রপিতামহ আসামোনিয়াস থেকে। বিরুদ্ধ মতে হিব্রু শব্দ 'হাসমোনাই' প্রাচীন হেশবন (অধুনা জর্ডনের টেল হেসবান) গ্রামের নাম থেকে উদ্ভুত[১]। সাত বছর শাসন করেন পুরোহিত সিমন। ১৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাকে খুন করা হল। ইহুদি ইতিহাসে পাঁচ মাক্কাবি ভাইয়ের উজ্জ্বল অধ্যায়ে যবনিকা পড়ে।

সিমন পুত্র জন হিরকেনাস (John Hyrcanus-১৬৪-১০৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) রাজা হলেন। হিরকেনাস আলেজাণ্ড্রীয়-গ্রিক নাম। কেন এ নাম গ্রহণ করেন রাজা সে এক রহস্য। তার দীর্ঘ তিরিশ বছরের শাসনে ইহুদি রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়। ম্যাকাবি ভাইদের অনুকরণে রাষ্ট্রসীমা বাড়াবার চেষ্টা করেন হিরকেনাস। জর্ডন নদীর পূর্বে মেডিবা ও সংলগ্ন এলাকা দখল করলেন। সামারিটানরা যুদ্ধে হেরে বশ্যতা স্বীকার করে। এডম বা ইডুমিয়া জয় করে ইহুদি ও এডোমাইটদের পুরনো বিবাদ পাকাপাকি নিষ্পত্তি করে দিলেন হিরকেনাস। এডোমাইটরা বাধ্য হয় ইহুদি ধর্মগ্রহণ করতে। সেলুসিড গ্রিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় লোকচক্ষে হাসমোনিয়ানদের মর্যাদা বাড়ালেও রাজা ডেভিডের বংশ না হওয়ার কারণে প্রথানুযায়ী তাদের শাসন বৈধতা পায় না। ফারিসি (Pharisee) নামের একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের উদ্ভব এ সময়। এরা গ্রামবাসী। ফারিসিরা হাসমোনিয় রাজ পরিবারের হাবভাবে স্তম্ভিত। তারা দেখে তাদের গ্রামগুলি ক্রমে সেনা শিবির হয়ে উঠছে হিরকেনাসের যুদ্ধ লোলুপতায়। রাজাকে তারা অনুরোধ করে যুদ্ধের পথ বর্জন করতে। রাজা জবাবে ফারিসিদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেন। ইহুদি সমাজে সাডইয়ুসিস-রা (Sadducees) বিত্তবান

এবং উচ্চ প্রতিষ্ঠিত। হাসমোনিয়ান রাজপরিবার ও তাদের তাঁবেদার ইহুদিদের কাছে সাডইয়ুসি সঙ্গই অধিক আকর্ষণীয়। সমাজের অর্থনৈতিক বিভাজন স্পষ্ট হয়। ১০৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হিরকেনাসের মৃত্যুর পর অল্প সময়ের জন্য রাজা হয় তার প্রথম পুত্র জুডা। এরপর রাজা হল হিরকেনাসের দ্বিতীয় ছেলে। এই আলেকজান্ডার ইয়ানাই অত্যন্ত হিংস্র স্বভাবের, নরদানব গোত্রের। রাজা তাকে কারাগারে বন্দী রেখেছিলেন। ইয়ানাই তার সহোদরকে গোপনে হত্যা করে সিংহাসনে বসে। মন্দিরের কোষাগার থেকে প্রচুর ধন নিয়ে বিশাল ভাড়াটে সেনাবাহিনী গড়ে ইয়ানাই। এই সৈন্য ব্যবহার করা হয় প্যালেস্টাইন বিজয়ে। গ্রিক প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ইয়ানাইয়ের সেনার নির্মম অত্যাচার মনে রেখেছিল প্যালেস্টিনিরা। ইতিহাসের চাকা ঘুরে প্যালেস্টাইনে রোমান শাসন বলবৎ হলে সংখ্যালঘু ইহুদিদের অপরিসীম নির্যাতন করে ইয়ানাইয়ের অত্যাচারের বদলা নেয় প্যালেস্টিনিরা। ইয়ানাই ইহুদি ইতিহাসে একমাত্র চরিত্র খোলা তলোয়ার দেখিয়ে যে বিধর্মীদের ধর্মান্তরিত করে।

গৃহযুদ্ধ শুরু হল। ইয়ানাইয়ের অত্যাচারে ভীত তিতিবিরক্ত ফারিসিরা বিদ্রোহ করে। ইহুদি জনতা তাদের পাশে দাঁড়ায়। নিহত হল পঞ্চাশ হাজার মানুষ। জেরুজালেম মন্দিরে প্রার্থনায় ডেকে এনে নিরস্ত্র ভক্তদের কোতল করে রাজা। আট হাজার ফারিসি বিদ্রোহী কৃষককে ক্রুশে ঝুলিয়ে তাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে চোখের সামনে কেটে ফেলা হয়। ইয়ানাইয়ের রাজ্যকালে বহু হাজার ইহুদি প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যায়। রাজার মৃত্যু হলে রানি আলেকজান্ড্রা বসলেন সিংহাসনে। ফারিসিদের রাজসভায় ডেকে নিলেন। অতীত যন্ত্রণা ভুলে তারা ফের রাষ্ট্রের অন্যতম শক্তি হয়ে ওঠে। এরপর রানিও গত হলেন। তার উত্তরাধিকারী ছেলেরা বাপের মতোই দুর্দম নিষ্ঠুর। বেশিদিন টেঁকেনি তারা। তাদের জ্যাঠামশাই জুডাস ম্যাকাবি রোমানদের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তির মর্যাদা দিতেই যেন অরাজকতার সুযোগে জুডায় ঢুকে পরে রোমান সৈন্য। হাসমোনিয়দের রক্ত পিপাসা বন্ধ হয়। তিনমাস অবরোধের পর জেরুজালেম দখল করেন রোমান সেনানায়ক পম্পে (৬৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। তার সহায়ক ধর্মান্তরিত ইহুদি ইডুমিয়ান অ্যান্টিপিটার বা অ্যান্টিপাস জুডার শাসক হলেন ৪৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। অ্যান্টিপিটারের মৃত্যু হলে রাজা হলেন তার ছেলে ইতিহাসখ্যাত হেরড দি গ্রেট (৭৪-৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। সিমন ম্যাকাবিস থেকে ইডুমিয়ান অ্যান্টিপিটারের ক্ষমতায় আসা, দীর্ঘ বাহাত্তর বছর রক্ত ঝরানো হাসমোনীয় বিপ্লবে ক্রমশ জনশূন্য হতে থাকে জুডা। ফারিসি ইহুদিরা পাড়ি দেয় গ্যালিলি, ব্যাবিলন, টায়ার, আলেকজান্ড্রিয়া, রোম, গ্রিস, স্পেন, ইটালি। এও এক অবাক দৃষ্টান্ত ইতিহাসের। স্বধর্মীর পীড়ন সহ্য করতে না পেরে দেশত্যাগী হওয়া। 'হেলেনেনাইজেশন' বিরোধী ফারিসিদের আলেকজান্ড্রিয়া, গ্রিসের হেলেনীয় জগতেই ঠেলে দিল ঘটনাস্রোত। সর্বত্র গড়ে ওঠে ইহুদি বসতি,

সিনাগগ। কৃষ্টি, সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠা উদ্বাস্তু ইহুদিদের কলোনিগুলি যেমন পরিশীলিত অ-ইহুদিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশাপাশি অন্যরাও ছিল এই নয়া ইহুদি উপনিবেশ যারা একেবারেই সুনজরে দেখেনি। ইতিহাসের কালবেলায় মুখোমুখি দাঁড়ায় গ্রিক ও ইহুদি। গ্রিক গ্রিকের শত্রু। ইহুদির শত্রু ইহুদি। দু-পক্ষই বিধ্বস্ত, ত্রস্ত। গ্রিকদের মতোই নষ্ট ঐতিহ্য, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সাক্ষী ইহুদিরা। অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাত, গণহত্যা, মানবতার চূড়ান্ত নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছে। এত রক্ত, এত নারকীয় বীভৎসতা, পারসীয়, ব্যাবিলনীয় এমন কী আসিরীয়দেরও চিন্তার অগম্য ছিল। ইহুদিদের অফুরান প্রাণশক্তি নেই গ্রিকদের। এই সঙ্কটে অনেক গ্রিক ইহুদি ধর্মগ্রহণ করে। গ্রিক শহরগুলো যখন নবীন শক্তির আঘাতে ভেঙে পড়ছে, গ্রিক দেবতারা মৃত, সে সময় গ্রিক দার্শনিক জেনো নিয়ে এলেন স্টোয়িসিজম (৩৩৫-২৬৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ)। গ্রিক 'স্টোয়া' অর্থ বারান্দা। বারান্দায় বসেই তাঁর দার্শনিক মত প্রচার করতেন জেনো। সুতরাং 'স্টোয়িসিজম'। তার অনুগামীরা 'স্টোয়িক'। 'স্টোয়িসিজম' সাদা বাংলায় ঔদাসীন্য। সুখে দুঃখে নির্বিকার। জেনো বললেন, মানুষের মুক্তি নিহিত তার আপন সত্তায়, তার মানবিক গুণ, চারিত্রিক দার্ঢ্য, আত্মমর্যাদায়। তিনি ভারতীয় দর্শনের অনুসরণেই বলেছেন মানব আত্মা পরমাত্মার অংশ। ঈশ্বরের কোনো বেদি, নৈবেদ্য, বলির প্রয়োজন হয় না। জেনোর মতবাদ কখনও ছুঁয়ে যায় ইহুদি আধ্যাত্ম ভাবনাকে, কখনও দুটি দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা। তাসত্ত্বেও জেনোর মৃত্যু পরবর্তীকালের পারস্পরিক নৈকট্য ইহুদি ও গ্রিক দর্শনের মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। যার প্রকাশ আলেকজাণ্ড্রীয় ইহুদি ফিলো'র (খ্রিস্টপূর্ব ২০ থেকে খ্রিস্টীয় ৫০ শতক) দর্শনে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক গ্রিক ইহুদি ধর্মভেদ বোঝে না। যে মর্যাদাবোধ, শুদ্ধ জীবনরীতি প্রবাসী ইহুদির পারিবারিক ও সামজিক পরিচয় ভিন্নতর করে সেগুলি গ্রিকদের কাছে একাধারে আকর্ষণ ও ঘৃণা উদ্রেককারী। তাদের একদল যখন ইহুদি ধর্মে আশ্রয় খোঁজে অন্য দল তখন ইহুদি নিধন লীলায় মত্ত। পরবাসের গড্ডলে ভাসতে না চাওয়া ইহুদি অনেকের চোখে অহংকারী। তার অর্জিত বিত্ত বহুজন ইর্ষার কারণ। দুনিয়া সেরা নাট্যকারও সুদের ব্যবসায়ী ইহুদিকে পিশাচ শাইলক বানাতে ছাড়েননি। অথচ এ বিত্ত শুধু যে ইহুদির ভোগ বিলাসে লেগেছে তা নয়। অ-ইহুদি সাধারণ নাগরিক থেকে দেশের রাজা আপৎকালে সবার ভরসা ছিল ইহুদির অর্থ জোগান।

১. *Will Durant: Story of Civilization: Vol 2 The Life of Grecce.*

র‍্যাবাই হিলেল ও রাজা হেরড

হাসমোনীয়দের পরে ইহুদি ইতিহাসে আবির্ভাব দুই বিপরীত মেরুর চরিত্রের। দার্শনিক হিলেল (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১১০-খ্রিস্টীয় ১০) এবং রাজা হেরড (খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ থেকে খ্রিস্টীয় ৪)। ইহুদি প্রজ্ঞার জনক ফারিসি র‍্যাবাই হিলেলের উপদেশ 'পিতৃপুরুষের জ্ঞান' ("The Wisdom of the Fathers") ধর্মপুস্তকে স্থান পেয়েছে। মূলত হিলেলের ভাবনা থেকেই র‍্যাবাইনিকাল জুডায়িজম, র‍্যাবাই নির্দেশিত ইহুদি ধর্মাচারের সূচনা। 'উইজডম অফ দি ফাদারস' সংকলনে যে র‍্যাবাইদের উপদেশ রয়েছে তারা অধিকাংশ জুডার বাইরের বাসিন্দা। হিলেলের জন্ম ব্যাবিলনে। গ্যালিলিতে (উত্তর ইজরায়েল ও হাফিয়া মিলিয়ে এখনকার গ্যালিলি) এলেন চল্লিশ বছর বয়সে। তৈরি হল 'হিলেলের ঘর' যা একাধারে তার বাড়ি এবং স্কুল। তার দর্শন, তার প্রবর্তিত আন্দোলন হয়ে ওঠে। তিনিই প্রথম গোল্ডেন রুলের কথা বলেন। এক বিধর্মী এসেছে হিলেলের কাছে। সে ইহুদি হতে চায়। কিন্তু মোজেসের পাঁচ পুস্তক পড়ে ওঠা তার ক্ষমতায় কুলোয় না। এখন সে কী করবে? হিলেল তাকে যে উপদেশটি দিলেন তার তাৎপর্য আজও বিশ্বজনীন: 'তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাস। সেটাই সম্পূর্ণ নিয়ম। বাকি সব ধারাভাষ্য'। রক্ষণশীল র‍্যাবাইদের অনেকেই হিলেলের উদার দর্শনের বিরোধীতা করেন। কিন্তু এতই গভীর ছিল তার পাণ্ডিত্য যে কোনো বিরোধী মত ধোপে টেঁকে না। সর্বময় ঈশ্বরে বিশ্বাসী হিলেল মনে করতেন কাজই ঈশ্বর সেবার একমাত্র পদ্ধতি। মানুষ ও ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় মিলন কীভাবে সম্ভব সে পথও দেখান তিনি। রুদ্র জিহোভা ক্রমে অদৃশ্য হন। হিলেলের শিক্ষায় অর্থহীন আচারতন্ত্র অনুপস্থিত। তিনি ব্যাখ্যা করেন মানুষ তার কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ। সোফিস্ট জেনোর মতো হিলেল ইহুদিকে শেখালেন আত্মসম্মান বোধ। খ্রিস্টীয় 'অরিজিনাল সিন' আদি পাপ তত্ত্বের হীনমন্যতা চাউর হবার অনেক কাল আগেই তাকে সরাসরি খণ্ডন করেছিল হিলেলের দর্শন। তার বিখ্যাত উক্তি: 'আমিই যদি নিজের হয়ে না দাঁড়াই তবে কে আমার হয়ে দাঁড়াবে? এবং আমি যদি শুধু নিজেরই জন্য হই, তবে কী আমার পরিচয়?'

হেরড দি গ্রেট

দুর্নীতিগ্রস্ত বুদ্ধিজীবি, অবিবেকী ক্ষমতা, সম্মানহীন সাহসের জন্ম দেয় যে ভ্রষ্ট সময় তারই ফসল হেরড। হেরডের বাবা অ্যান্টিপিটার। মা সাইপ্রস জর্ডনের পেট্রা

শহরের অভিজাত পরিবারের কন্যা। রোমান সম্রাট অগস্টাসের (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩-খ্রিস্টীয় ১৪) তুলনা টেনে হেরডকে জুডার অগস্টাস বলেছেন উইল ডুরান্ট[১]। অগস্টাসের মতোই একনায়কের ঢঙে স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচার দমন করলেন, জেরুজালেম সাজালেন গ্রিক স্থাপত্য, ভাস্কর্যে। নিজের রাজ্যসীমা বাড়িয়ে তার উন্নয়ন করলেন। অসির বদলে কূটনীতিতে কব্জা করলেন অনেক বেশি। যত খুশি বিয়ে করলেন। অন্তিমে পুত্রদের ষড়যন্ত্রের শিকার হেরড। সবই তার ছিল, সুখ ছাড়া। রোমান-ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস হেরডকে বলীয়ান, নিপুণ তিরন্দাজ, সাহসী, দক্ষ শিকারি বলেছেন। অবশ্যই যোগ হবে হেরডের ধূর্ততা যা দিয়ে প্রতিপক্ষ দমনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। অ্যান্টনি (খ্রিস্টপূর্ব ৮৩-৩০), ক্লিওপেট্রা (খ্রিস্টপূর্ব ৬৯-খ্রিস্টীয় ৩০)। অক্টাভিয়ান সিজার (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩-খ্রিস্টাব্দ ১৮)-রোমান শাসনের বিখ্যাত ত্রিমূর্তির সঙ্গে যখনই ঝামেলায় জড়িয়েছেন হেরড তখনই বিপদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে চাতুর্যে। শুধু তাই নয়, প্রতিবারের দর কষাকষিতে তার হাতে এসেছে আরও ক্ষমতা, আরও রাজ্য। অগস্টাসের কৃপায়, রোমের অর্থানুকূল্যে তিনি যাদের প্রভু হয়ে বসেন অহোরাত্র তারা রোমের পতন কামনায় পূজাবেদিতে সিন্নি চড়ায়। গোপনে বিদ্রোহের ছক কষে। রাজ ঐশ্বর্য বাড়াতে, আয় ব্যায়ের সঙ্গতিহীন উন্নয়নে অর্থ জুগিয়ে নুয়ে পড়ে নুন আনতে পান্তা ফুরনো জুডার অর্থনীতি। তাকে চাঙ্গা করতে উত্তরোত্তর বাড়ে করের বোঝা। ক্ষুব্ধ প্রজাদের সামাল দেবার অনেক চেষ্টা করেন হেরড। রাজার চরিত্রদোষ, তার নিষ্ঠুরতা, রাজ্যের বিধিসম্মত উত্তরাধিকারী আরিস্টোবুলাসের হত্যাকাণ্ড পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলে। যে পুরোহিতদের বরখাস্ত করে তাদের নেতাদের ক্ষমতায় এনেছিলেন তারা বিদ্রোহী হল। ফারিসিরা ক্ষিপ্ত জুডাকে গ্রিক রাজ্যে পরিণত করার প্রয়াসে। হেরড জন্মসূত্রে অথবা বিশ্বাসে ইহুদি ছিলেন না। তার বাবা অ্যান্টিপিটার ধর্মান্তরিত ইহুদি ছিলেন। এমন একগুচ্ছ রাজ্যের শাসনকর্তা হেরড যেগুলি আচার আচারণে যত না ইহুদি তার বেশি গ্রিক। নিজেও পরিশীলিত হেলেনীয় কৃষ্টির বৈচিত্র্যমুগ্ধ হেরড। দুই সংস্কৃতির সমন্বয় করে নিজের শাসন দক্ষতার দৃষ্টান্ত তৈরি করতে আগ্রহী তিনি। গ্রিক চলন বলন, পোশাক, ধ্যানধারণা, সাহিত্য, কলাকে ক্রমাগত উৎসাহ জোগান। তাকে ঘিরে থাকা গ্রিক বিদ্বজ্জন রাষ্ট্রের উঁচু পদ পায়। দামাস্কাসের গ্রিক নিকোলাস হেরডের পরামর্শদাতা ও ঐতিহাসিক নিযুক্ত হলেন। বহুব্যয়ে নাট্যশালা, এ্যাম্ফিথিয়েটার তৈরি হল জেরুজালেমে। অগস্টাস ও অন্যান্য বিধর্মী রোমানদের সম্মানে নির্মিত সৌধে সাজিয়ে তোলা হয় সেগুলি। গ্রিক ক্রীড়া, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, গ্ল্যাডিয়েটর লড়াইয়ের আসর বসে নিয়মিত। জেরুজালেমের সৌন্দর্যায়নে তৈরি ভিনদেশী স্থাপত্যের অট্টালিকা গোঁড়া ইহুদি রুচি আহত করে। প্রকাশ্য স্থানে নগ্ন গ্রিক ভাস্কর্য দেখে শিউরে ওঠে সে। পাঁচশো বছর আগে জুডার গভর্নর জেরাবেব্যালের উদ্যোগে নির্মিত জিহোভা মন্দির হেরডের

মতে অনেক পুরনো আর খুব ছোট। তিনি ওটাকে ভেঙে বড় মন্দির বানাবার প্রস্তাব দেন। ইহুদিরা স্তম্ভিত। তাদের প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদে কি আসে যায় হেরডের। পরিকল্পনা মাফিক পুরনো মন্দির ভেঙে বিশাল নতুন মন্দির তৈরি হল। মন্দির দেখে যদিও খুশি ইহুদিরা। বেশ গর্বিতও বোধ করে তারা। রোম সম্রাট অগস্টাসের আমলে বিস্ময় উদ্রেককারী স্থাপত্য হেরডের নতুন জিহোভা মন্দির। মন্দিরের অতিকায় চওড়া করিন্থীয় থাম[১] এবং প্রবেশ দরজায় ইহুদি ধর্মীয়রীতি বিরোধী, রোম সাম্রাজ্যর প্রতীক সোনার ঈগল মূর্তি[২] নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও হেরডকে ক্ষমা করে দেয় ইহুদিরা। জেরুজালেমের বাইরে থাকা ইহুদিরা খবর আনে প্যালেস্টাইনে ইতিমধ্যে বহু গ্রিক রীতির বাড়ি ঘর তৈরি করেছেন জুডার শাসক। গুজব, রাজা ডেভিডের কবর খুঁড়ে বিস্তর সোনা ও অন্যান্য সম্পদ পেয়েছেন হেরড। সেই সোনা বেচে তৈরি ভূমধ্যসাগর উপকূলে গ্রেকো-রোমান শৈলীর বিরাট বন্দর সিজারা মারিটিমা (Caesara Maritima)[৩]। মূল্যবান উপহারে ভরিয়ে দিয়েছেন বিদেশি রাষ্ট্র বিবলাস, রোডস, স্পার্টা, টায়ার, সিডন, দামাস্কাস, এসেন্সকে। ইহুদিদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় হেলেনীয় জগতের আদর্শ হওয়াই হেরডের মনোগত বাসনা। ইহুদিরা জিহোভাতে ভরসা রাখে। বিশ্বাস করে এই অনাচার, হিব্রু ধর্মবিশ্বাসের উপর বিজাতীয় সংস্কৃতির এই আগ্রাসন একদিন শেষ হবে। হেরডের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। সেগুলো জানতে পেরে নির্মম হয়ে ওঠেন রাজা। ধরা পড়া ষড়যন্ত্রকারীদের পাশবিক অত্যাচারের পর মেরে ফেলা হয়। একই দুর্দশা হয় তাদের পরিবারের। গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয় জেরুজালেমের সর্বত্র। ছদ্মবেশী হেরড নিজে রাজ্যের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ান ষড়যন্ত্র সন্ধানে। সব শত্রু দমন করলেও ঘরের শত্রু ঠেকানোর কৌশল বা ক্ষমতা কোনোটাই ছিল না হেরডের। দশ স্ত্রী তার। চোদ্দটি পুত্রকন্যা। দ্বিতীয় স্ত্রী পুরোহিত সিমন কন্যা মেরিয়ানের প্রতি তীব্র আসক্তি ছিল। মেরিয়ান সাধ্বী মহিলা হলেও মুখরা, উগ্রস্বভাবের। রাজা যে তার প্রতি বিশেষ দুর্বল তাও বুঝতেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে ভৃত্যসুলভ ব্যবহার পেতেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা। হেরডের নীচু বংশ নিয়ে শাশুড়ি ননদকে প্রকাশ্যে কুকথা শোনাতেন মেরিয়ান। হেরডের বোন অভিযোগ আনেন মেরিয়ান রাজাকে বিষ দিয়ে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন। রাজার আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ড হল অভিযুক্ত মেরিয়ানের। অনুতাপদগ্ধ, অর্ধোন্মাদ হেরড রাজ্যপাট ছেড়ে মরুভূমিতে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন কিছুদিন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে প্রাসাদে ফেরত আনেন রক্ষীরা। মেরিয়ানের মা ও দুই ছেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ওঠে এবার। হেরড ইতিমধ্যে স্বাভাবিক, আগের মতোই কূট, নির্মম প্রশাসক। কোতল করলেন শাশুড়ি ও দুই ছেলেকে। এতকালের ভরসা প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অ্যান্টিপেটারকেও যখন চক্রান্তের অভিযোগে বিচারের জন্য আনা হল তার সামনে তখন আর স্থির

থাকতে পারেন না। সন্তানদের হাতে আপন লাঞ্ছনার কথা ভেবে কেঁদে ফেলেন হেরড। কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় অ্যান্টিপেটার। পরে প্রকাশ পেল কারারক্ষীকে ঘুষ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে সে। এবার চরম দণ্ড হল অ্যান্টিপেটারের। পাঁচ দিন বাদে রুগ্ন, জরাগ্রস্ত, ঘৃণিত, উনসত্তর বছরের হেরডকে মুক্তি দেয় মৃত্যু। শৃগালের মতো ক্ষমতা অপহারক, শার্দুলতূল্য শাসকের অন্তিম পরিণতি সারমেয়র মতো করুণ[৪]।

১. *৪৩০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্র করিন্থে মন্দির নির্মাণে প্রথম ব্যবহৃত স্থাপত্যরীতিকে করিন্থীয় বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য চওড়া থামের উপরে নৈবেদ্য ঝুড়ি আকারের কারুকার্যময় নকশা। পরে রোমেও এই স্থাপত্য রীতি জনপ্রিয় হয়। বাকট্রীয় গ্রিকদের তৈরি বুদ্ধ মূর্তি খোদিত করিন্থীয় থামের নিদর্শন মেলে প্রাচীন গান্ধার দেশে।*

২. *ইহুদিধর্মে পশু-পাখি, গাছপালা, মানুষের মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ।*

৩. *রোম সম্রাট অগস্টাস সিজারের নামাঙ্কিত সিজারা মারিটিমার ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো ইজরায়েলের ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী তেল আভিভ ও হাফিয়া শহরের মাঝামাঝি। এখন ইজরায়েলের জাতীয় উদ্যান। ১৯৬১-র প্রত্ন খননে এখানে পাওয়া যায় পন্টিয়াস পাইলেটের নাম খোদিত পাথরের ফলক। যিশুকে ক্রুশে ঝোলানোর আদেশকারী গভর্নর পন্টিয়াস পাইলেটের প্রত্যক্ষ প্রত্ন সাক্ষ্য এই ফলক। সিজারা মরটিমা পন্টিয়াসের আমলে রাজধানী শহর। এখানেই কুখ্যাত গভর্নরের প্রাসাদ ছিল।*

৪. *Will Durant: The Story of Civilization: Vol-III. Caesar And Christ: Simon & Schuster pp:528-49*

বারো

জুডা: চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-এসসিনস-যিশুর বোধন

রাজা হেরডের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী জীবিত তিন পুত্রের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ হল। ফিলিপের ভাগে পড়ে গ্যালিলি সাগরের পূর্বদিক অধুনা গোলান হাইটস অঞ্চল। হেরড অ্যান্টিপাস পায় উত্তরে গ্যালিলি ও জর্ডন নদীর পূর্ব পাড়ের এলাকা। তৃতীয় জন আর্কেলেয়াস পেল দক্ষিণে ইডুমিয়া এবং জুডা ও তার বিখ্যাত সব নগর বেথলেহেম, হেব্রন, গাজা, জেরিকো, জেরুজালেম, জোপ্পা। প্যালেস্টেনায় শহরগুলিতে গ্রিকদের প্রাধান্য, কিছু নগরে সিরিয়ানরা সংখ্যায় বেশি। জর্ডনের 'ডেকাপলিস' বা দশটি শহরের বিধর্মীদের একাধিপত্য। ইহুদিরা থাকে প্রত্যন্ত গ্রামে। রোমের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক এই সাম্প্রদায়িক বিভাজনে প্যালেস্টাইনের সর্বনাশ ঘনায়। বহু দেবতার পুজো, বিধর্মীদের নীতি বিগর্হিত কেতা কানুন ইহুদি সমাজের কাছে অসহনীয়। ইহুদির ধর্ম তার বহু আদৃত পরম্পরা। বাঁধনহীন হেলেনীয় সংস্কৃতি বন্যায় সে ধর্ম ভেসে যেতে দেওয়া তার কাছে আত্মহত্যার সামিল। চড়তে থাকে ইহুদি, অ-ইহুদি পারস্পরিক ঘৃণার পারা। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কথায় কথায় যুদ্ধের ভালুকজ্বরে কাবু ক্ষুদ্র ইহুদি রাষ্ট্র। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা রোমান করের বিরুদ্ধে জিহাদি গ্যালিলিয়ানরা (পশ্চিম প্যালেস্টাইনের এক তৃতীয়াংশ ছিল গ্যালিলি) ইহুদিদের লতায়পাতায় আত্মীয়। হাসমোনিয়ান রাজা জন হিরকেনাস তাদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেন বলে অনেকের মত। যিশু ছিলেন গ্যালিলিয়ান। জুডার ইহুদিকে কানুনের জালে জড়ানো দাস বলে গাল পাড়ে গ্যালিলিয়ান। আর ইহুদির চোখে গ্যালিলিয়ান মূর্খ ভ্রষ্টাচারী। চলতে থাকে জুডা সামারিয়ার পুরনো লড়াই। পেন্টাটুক ছাড়া আর সব ধর্মীয় পুঁথি বাতিল করে সামারিটানরা। সামারিটানের তীর্থ মাউন্ট গেরিজিম, জাইয়ন পাহাড় নয়। সামারিটানের দাবি প্রভু জিহোভা বাড়ি বদলে এখানেই থিতু হয়েছেন। একটি মাত্র জায়গায় এইসব কুঁদুলে শরিকরা এককাট্টা— রোম বিদ্বেষ। এর মূল্য কড়ায় গণ্ডায় চুকোতে হয় তাদের। পালেস্টাইনের বাসিন্দা অধিকাংশ আরামিক ভাষী। পুরোহিত, পণ্ডিতরা হিব্রু বোঝে। রাজ কর্মচারী, বিদেশি এবং সংখ্যা- গরিষ্ঠের ভাষা গ্রিক। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবি, পশুপালক। যিশুর সময় প্যালেস্টাইনে যথেষ্ট গম, খেজুর, জলপাই, আঙুর উৎপন্ন হয়। প্যালেস্টাইনের জলপাই তেল, মদ, খেজুরের ভালো চাহিদা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। দাসের সংখ্যা কম। ইহুদি আইন শ্রমিককে মর্যাদা দেয়। বিদ্বজ্জনেরাও জমি চাষে হাত লাগায়। ছোটখাটো ব্যবসা বাড়ে। ইহুদি ব্যবসায়ীর সংখ্যা সামান্য। ইহুদি জনবসতি যেখানে বেশি সেই পূর্ব জুডার কাছাকাছি কোনো বন্দর নেই। হেরডের তৈরি মন্দিরে বরিষ্ঠ ইহুদি জননেতাদের সভাঘর 'গাজিথ'। জুডা যখন সেলুসিডদের দখলে আসে সম্ভবত সেই সময়ে আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তৈরি হয়েছিল এই বরিষ্ঠ

সংসদ। সাংসদ নির্বাচন করতেন শীর্ষপুরোহিত। রোমান আমলে বেশি সংখ্যায় ফারিসি এবং কিছু পেশাদার লিপিকরকে এই সভায় নেওয়া হল। শীর্ষ পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে একাত্তর সদস্যের 'গাজিথ' ইহুদিদের সর্বময় কর্তা। সবাই তার খবরদারি মেনে চলে। জুডাবাসী ইহুদি ধর্মীয় নির্দেশ লঙ্ঘন করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সংসদের ফরমান মানে রোম ও হেরড। রোম দোষী ইহুদিকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও সংসদের অনুমোদন ছাড়া তা কার্যকরী হবে না। বরিষ্ঠ সংসদ দু'দলে বিভক্ত। শীর্ষপুরোহিত এবং সাডইয়ুসিদের রক্ষণশীল গোষ্ঠী। অপরদিকে ফারিসি ও লিপিকরদের উদারপন্থী গোষ্ঠী। সাডইয়ুসিদের দলভারী করে অভিজাত ও ক্ষমতাশালী পুরোহিতরা। এরা জাতীয়তাবাদী। গোঁড়া রক্ষণশীল। টোর‍্যা'র নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। ফারিসিদের উদার শাস্ত্র ব্যাখ্যা মানে না। ফারিসিরা ভারতীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতো অপবিত্রের ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে চলে। আলেকজাণ্ড্রীয় ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস স্বয়ং ফারিসি ছিলেন। তিনি তার দলের লোকদের বর্ণনায় লেখেন: 'ফারিসিরা ইহুদিদের এক গোষ্ঠী যারা অন্যদের তুলনায় নিজেদের বেশি ধার্মিক এবং শাস্ত্রীয় বিধানের নিঁখুত ব্যাখ্যাকার বলে দাবি করে'। পেন্টটুক-এর লিখিত নিয়মাবলীর সঙ্গে এরা জুড়ে দেয় বংশানুক্রমে মুখে মুখে চলে আসা বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞদের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত। এদের মতে মোজেসের নিয়মাবলীর জটিলতা ঘোচাতে এগুলি বিশেষ উপযোগী। মোদ্দা কথা, ফারিসিরা একাধারে উদারপন্থা ও অনুশাসনের বাঁধনে ধরে রাখতে চায় ইহুদিকে। শাস্ত্রবিধির প্রতি আনুগত্যই ইহুদির অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং জাতি মিশ্রণের সংকট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম এই বিশ্বাস ছিল ফারিসিদের। রোমান শাসনের বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়ে শারিরীক ও আধ্যাত্মিক অমরত্বে মুক্তি খুঁজছিলেন তারা। এদের জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাঠা, প্রাচুর্য বর্জিত। প্রায়ই উপবাস করতেন, স্নান করতেন অত্যন্ত কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে। ইহুদি মধ্যবিত্তদের কাছে টানতে পেরেছিলেন ফারিসিরা। এরাই একসময় ইহুদি ধর্মের স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ান। ৭০ খ্রিস্টাব্দে যখন রাজা হেরডের পুনর্নির্মিত জেহোভা মন্দির ধ্বংস হল, পুরোহিতরা ক্ষমতা হারালেন, সাডিয়ুসিরা অদৃশ্য হল, জিহোভা মন্দিরের স্থান নিল সিনাগগ, বিপর্যস্ত ইহুদি সমাজের পরিত্রাতার ভূমিকা নিলেন ফারিসিরাই।

এসসিনস

ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে গোঁড়া আচারনিষ্ঠ ছিল এসসিনসরা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র জেরুজালেমে তখন শুধু যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়, বিনিময় চলেছে তা নয়, ভিনদেশির মিলমিশ, কথা চালাচালিতে হাত বদল হচ্ছে সংস্কৃতি, ধর্মীয়, দার্শনিক ভাবনার। এ ছোঁয়াচ বাঁচানোর উপায় উদ্ভাবন আজ অবধি হয়নি। বরং তা প্রশ্রয়ই পেয়েছে যুগে যুগে। রোমান ভোগবাদী, রিপুসর্বস্ব জীবন দর্শনের হুতাশন থেকে আত্মরক্ষার মরিয়া লড়াই ছিল জুডার ইহুদির। কিন্তু কোন পথে সে এড়ায় হিন্দু দর্শনের

প্রভাব, বুদ্ধবাদ, অগ্নি উপাসক পারস্যের জরোথ্রুস্টবাদ, পিথাগোরাস অথবা গ্রিক সিনিক দার্শনিককে[১]। এসসিনসদের দর্শন এবং জীবনচর্চায় গ্রিক দার্শনিক পিথাগোরাসের প্রভাব যেমন তেমনই বৌদ্ধদর্শনের ছায়াও রয়েছে[২]। প্যালেস্টাইনে এসসিনসদের সংখ্যা প্রায় চারহাজার। তারা সন্ন্যাসসঙ্ঘ তৈরি করেছে। ডেড সি-র পশ্চিমে মরুদ্যানে হলকর্ষণ করে ফসল ফলাচ্ছে। নিঃশব্দে পঙ্‌ক্তিভোজন সারছে। তাদের নেতা নির্বাচন হচ্ছে ভোট দিয়ে। স্থাবর অস্থাবর যা কিছু সকলই যৌথ সম্পদ। ব্যক্তি মালিকানা নেই। জোসেফাস জানিয়েছেন, শুদ্ধ সরল নিয়ম মানা জীবনযাপনের দৌলতে এদের অনেকেই শতাধিক বছর বাঁচত। এদের পরিধান সাদা পোশাক। যেখানেই যায় সঙ্গে থাকে নিড়ানি। হেতু? নিজের মল মাটি চাপা দেওয়া। শেষে বাধ্যতামূলক স্নান। সাবাথ অর্থাৎ শুক্রবারে প্রাকৃতিক কৃত্য করা ধর্মদ্রোহিতা। এদের কেউ কেউ বিয়ে থা করত বটে তবে স্ত্রীসঙ্গ করত কেবল মাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্য। সব ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জন দিয়ে এসসিনস অতীন্দ্রিয়বাদীরা ধ্যান ও প্রার্থনায় ঈশ্বর সান্নিধ্য খুঁজত। মানত দেবদূত, দৈত্য দানো। অসুখ বিসুখকে বলত অশুভ আত্মার কোপ। জাদু-টোনা, ঝাড়ফুঁকে ভূত তাড়িয়ে রোগ সারাবার ফর্মুলা ছিল এদের। এরা বিশ্বাস করত 'মেসিয়া' বা পরিত্রাতায়। যিনি একদিন প্রকট হয়ে পৃথিবীতে সাম্যবাদ অথবা স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। সে রাজ্যে প্রবেশাধিকার থাকবে কেবলমাত্র অপাপবিদ্ধর। শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী এসসিনসরা যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করত না। জেরুজালেম ও জিহোভা মন্দির রোম সম্রাট টিটাসের হাতে আক্রান্ত হলে এসসিনসরা অন্য ইহুদিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যুদ্ধে তাদের অধিকাংশ সদস্য নিহত হয়। রোমান সৈন্যের হাতে এসসিনসদের মরণ যন্ত্রণার বর্ণনা দিয়েছেন জোসেফাস। যিশুর সময়ে প্রবেশ করছি আমরা: "ওরা নির্যাতিত হল। আগুনে পুড়ল। টুকরো টুকরো হল রোমান সৈন্যের তরবারিতে। রোমানদের হুকুম, ওরা ওদের প্রভুর নামে কুৎসা ছড়াক। নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করুক। তবু জল আসে না ওদের চোখে। অত্যাচারী রোমানদের উদ্দেশে তবু একটা প্রশংসার কথা উচ্চারণ করে না ওরা। যন্ত্রণাবিদ্ধ ওদের মুখের হাসি অত্যাচারীর বুকে শেল বেঁধে। মহা উল্লাসে ওরা আত্মাহুতি দেয়। ওরা বিশ্বাস করে আত্মা অমর, নতুন কলেবরে আবার ফিরে আসে"।

যিশুর বোধন

যিশু পূর্ববর্তী জুডায় ইহুদিধর্মে মুক্তিদাতা মানবপুত্রের আবাহন। রোমান নিপীড়ন ও ভবযন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পেতে জন্ম নেয় মেসিয়া প্রত্যাশা। সেলুসিড রাজা অ্যান্টিওকাস এপিফেনিসের[৩] বিরুদ্ধে ইজরায়েলকে রুখে দাঁড়াবার উৎসাহ দানে রচিত 'বুক অফ ড্যানিয়েল' তখনও ইহুদিদের হাতে হাতে ঘোরে। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে দীর্ঘকাল তাদের বিধর্মী শাসকের কুক্ষীগত করে রাখবেন না প্রভু জিহোভা।

১৭০-৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের বিভিন্ন সময়ে রচিত 'বুক অফ এনখ' মেসিয়া-র আসন্ন আবির্ভাব, মানুষের দুর্দশা মুক্তি ও স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জিইয়ে রাখে।

পরিত্রাতা ভগবানের ধারণা সম্ভবত এসেছিল পশ্চিম এশিয়ার পারস্য, ব্যাবিলন থেকে। অগ্নি উপাসক জরোথুস্টবাদীরা নিখিলসৃষ্টিতে আলো অন্ধকারের বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব দেখেছে। তারা বিশ্বাস করত একদিন শুভের প্রতীক পরিত্রাতা শায়োস্যান্ত বা মিথ্রাস আবির্ভূত হয়ে সকল মানুষের বিচার শেষে চিরশান্তি ও ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। অনেক ইহুদি রোমান শাসনকে অশুভের সাময়িক বিজয় হিসেবে দেখেছে। বিধর্মী সভ্যতার লোভ, নিষ্ঠুরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মূর্তি উপসনা, ভোগবাদী দুনিয়ার ঈশ্বর অবিশ্বাস তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। অনুজ্ঞা পুস্তকে উচ্চারিত হচ্ছিল এই সঙ্কটে ঈশ্বর স্বয়ং অনাচার রোধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন অথবা তাঁর পার্থিব পুত্র বা প্রতিনিধি 'মেসিয়া' আবির্ভূত হবেন। 'মেসিয়া' হিব্রু শব্দ। পরে তার গ্রিক অনুবাদ হল 'ক্রিসটোস'। অর্থাৎ যার মাথা পবিত্র তৈলসিক্ত করা হয়েছে। ইংরেজিতে 'অ্যানয়েন্টেড ওয়ান'। 'ক্রিসটোস' থেকেই ক্রাইস্ট, ক্রিশ্চান উদ্ভূত। পয়গম্বর আইজেয়া বহুকাল আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন: 'আমাদের মধ্যে জন্ম নেবে এক শিশু যার কাঁধে অর্পিত হবে শাসনভার এবং যে হবে শান্তির রাজপুত্র। দুঃখের সঙ্গে পরিচিত সে... আমাদের দুঃখভার বহন করবে... আমরা বিধি লঙ্ঘন করলে শাস্তি পাবে, আমাদের ভেদাভেদ তাকে ক্ষতবিক্ষত করবে... তার উপর বর্ষিত কশাঘাত আমাদের আরোগ্য দেবে... প্রভু তার উপর আমাদের সকল অনৈক্যর বোঝা ন্যস্ত করেছেন... বহু মানুষের পাপভার সে বহন করবে, পাপীর হয়ে মধ্যস্থতাও করবে সে' (Book of Isaiah, ix,6-lii)। অনেক ইহুদিই পয়গম্বর আইজেয়ার সঙ্গে সহমত ছিল যে মেসিয়া হবেন এক পার্থিব মানুষ। তিনি জন্মাবেন রাজা ডেভিডের বংশে। 'উইজডম অফ সলোমন' গ্রন্থে মেসিয়াকে বর্ণনা করা হয়েছে জ্ঞানের অবতংশ, ঈশ্বরের প্রথম পুত্র রূপে। সম্ভবত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'থিয়োরি অফ আইডিয়াস' (অন্যনাম 'থিয়রি অফ ফর্মস') অথবা গ্রিক স্টোয়িক দর্শনের 'অ্যানিমা মান্ডি'[৬] দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন 'উইজডম'-এর রচয়িতা। সবাই একমত যে মেসিয়া বিধর্মীদের দমন করে ইজরায়েলকে মুক্ত করবেন। জেরুজালেম হবে রাজধানী এবং মেসিয়ার সকলকে উদ্বুদ্ধ করবেন জিহোভাকে মেনে মোজেস নির্দেশিত পথে চলতে। পৃথিবীর সুদিন ফিরে আসবে। শস্যশ্যামল হবে ধরণী। দারিদ্র্য থাকবে না। সব মানুষ স্বাস্থ্যবান, ধার্মিক হবে। ন্যায়, সম্প্রীতি ও শান্তি বিরাজ করবে। কিছু ত্রিকালজ্ঞ অবশ্য বললেন এই শান্তি চিরস্থায়ী হবে না। অশুভ শক্তি ফের আঘাত হানবে। পৃথিবী প্রলয় আগুনে পুড়ে ছাই হবে। শেষে আসবে 'ঈশ্বরের দিন'। সেদিন মৃতদের পুনরুত্থান হবে। তাদের বিচার করবেন অতীত দিনের ধর্মগুরুরা অথবা 'মানবপুত্র'। দুরাত্মারা নিক্ষিপ্ত হবে নরকে। পূণ্যবান অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে।

যে ইহুদি একসময় রাষ্ট্রের অদৃষ্টের সঙ্গে নিজের ভবিষ্যত যুক্ত করেছিল রোমান শাসনের টানাপোড়েনে সে বিশ্বাস এখন শিথিল। রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাস হারিয়ে তাই আধ্যাত্মবাদে মুক্তি খোঁজে সে। জুডার মতো আর কোথাও এত তীব্র হয়ে ওঠেনি মেসিয়া বা পরিত্রাতার প্রত্যাশা। তার প্রয়োজনীয়তাও অন্যত্র এত তীব্র অনুভূত হয়নি। দরিদ্র, দলিত মানুষ তাদের দাসত্ব যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে দৈব হস্তক্ষেপের মুখাপেক্ষী হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ সন্তরা জিহোভা মন্দিরে উপবাসব্রত শুরু করেন। তাদের একটাই প্রার্থনা– মৃত্যুর আগে যেন সেই মানবপুত্র, মুক্তিদাতাকে দেখে যেতে পারেন।

১. *প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বাহুল্যবর্জিত জীবন যাপন এককথায় এটাই পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দের অন্তিম পর্বের সিনিক দর্শন। প্রথম প্রবক্তা সক্রেটিস শিষ্য অ্যান্টিস্থেনিস। দ্বিতীয়জন সিনোপের (অধুনা তুরস্কের শহর) ডায়োজেনিস আরও এক ধাপ এগিয়ে দারিদ্র্যকে ভূষণ করলেন। ডায়োজেনিসের নিবাস ছিল এ্যাথেনসের রাস্তায় মন্দিরের পরিত্যক্ত মাটির টবের ভিতর। প্রকাশ্যে গালিগালাজ করতেন মহাবলী আলেকজান্ডারকে। পানভোজন থেকে হস্তমৈথুন সবাই তার রাস্তায়।*

২. *www.gnosis.org/library/grs-mead/appollonius*

৩. *অ্যান্টিওকাস এপিফেনিস বা চতুর্থ অ্যান্টিওকাস (২১৫-১৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) জুডা শাসন করেন ১৭৫-১৬৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তিনি নিজেকে ঈশ্বর মনে করতেন। 'এপিফেনিস' বা মূর্ত ঈশ্বর অভিধাটি তাই নিজের নামের পরে যুক্ত করেন।*

৪. *'অ্যানিমা মান্ডি' গ্রিক স্টোয়িক দর্শনের বিশ্ব-আত্মা। হিন্দুধর্মে আত্মা, বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ-প্রকৃতি, তাও এবং নব কনফুসিয়দের ইন-ইয়াং (Yin-Yiang)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রিক দার্শনিক জেনো 'স্টোয়িসিজম'-এর প্রবক্তা। স্টোয়িসিজম বলে ক্ষতিকর আবেগ জন্ম নেয় ভুল বিচার থেকে। যে মানুষ আত্মিক ও বৌদ্ধিক পরাকাষ্ঠা অর্জন করেন তিনি এই ক্ষতিকর আবেগ থেকে মুক্ত।*

তেরো

রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চারিদিকে-সিমন বার কখবা-রোম সম্রাট হাড্রিয়ানের জেরুজালেম দখল-জিহোভা মন্দির ধ্বংস-জেরুজালেম হল এলিয়া কাপিটোলিনা

হেরডের মৃত্যু ৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুডার জেরিকোয়। টিটাস ভেসপাসিয়ানাসের হাতে (৩৯-৮১ খ্রিস্টাব্দ) জেরুজালেম ধ্বংস হল ৭০ খ্রিস্টাব্দে। এই পঁচাত্তর বছরে অগুন্তি ইহুদি বিদ্রোহ দেখেছে জেরুজালেম। হেরডের উত্তরাধিকারী আর্কেলাস সিংহাসনে বসা মাত্র বৃদ্ধ হিলেলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ইহুদি চরমপন্থীরা বিদ্রোহী হয়। তারা জিহোভার মন্দিরের পাশে তাঁবু খাটিয়ে প্রতিরোধ গড়ে। আর্কেলাসের সেনা তিন হাজার ইহুদিকে খুন করে। অনেকে এসেছিল জেরুজালেমে পাস ওভার উৎসব কাটাতে। এরপর পেন্টেকস্ট উৎসবে[১] বিদ্রোহীরা ফের জিহোভা মন্দিরে জড়ো হলে আবার তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্কেলাসের বাহিনী। নিহত হয় অনেক ইহুদি। মন্দিরের আচ্ছাদিত অংশ ভেঙে ফেলা হল। লুঠ হল সম্পদ। হতাশায় আত্মহত্যা করে অনেকে। গ্রামে গ্রামে জাতীয়বাদী ইহুদি দল তৈরি হল। তারা রোম সমর্থকদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। সিরিয়ার লাটসাহেব (গভর্নর) ভারাস প্যালেস্টাইনে ঢোকেন কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে। বহু ইহুদি নগর জ্বালিয়ে দেওয়া হল। দু'হাজার বিদ্রোহীকে ক্রুশে লটকালেন লাটসাহেব। তিরিশ হাজার ইহুদিকে বেচে দেওয়া হল দাস বাজারে। ইহুদি নেতাদের একটি দল রোমে গিয়ে জুডা থেকে রাজতন্ত্র তুলে দেবার আবেদন করে সম্রাট অগস্টাসকে। আবেদন মঞ্জুর করে আর্কেলাসকে সরিয়ে দিলেন অগস্টাস। জুডা হল দ্বিতীয় শ্রেণির রোমান প্রদেশ। সিরিয় লাটসাহেবের অধীন তার শাসনকর্তা। ১৮ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট টাইবেরিয়াস ক্লডিয়াস নেরো। ক্ষণিক শান্তি এল জুডায়। রাজা বদল হল রোমে। এবার এলেন ক্যালিগুলা (৩৭-৪১ খ্রিস্টাব্দ)। এসেই হুকুম দেন সম্রাটপুজো চালু করতে হবে রোমান শাসনাধীন সব প্রদেশে। তার মত ওটাই রোম সাম্রাজ্যের বন্ধন মজবুত করবে। সব ধর্মের রোমান নাগরিককে বলা হল সম্রাটের মূর্তির সামনে বলি চড়ান আবশ্যিক। জেরুজালেমের রাজকর্মচারীদের উদ্দেশে সম্রাটের নির্দেশ তার মূর্তি গড়ে জিহোভা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অগস্টাস থেকে টাইবেরিয়াস অবধি ইহুদিরা অনেক সমঝোতা করেছে। এবার তাদের ধৈর্যর বাঁধ ভাঙে। সিরিয় লাটের কাছে গিয়ে তারা বলে তিনি বরং তাদের ঠান্ডা মাথায় খুন করুন, তারা রোমের এ আদেশ মানতে পারবে না। ভাগ্য ভালো, ইতিমধ্যে ক্যালিগুলার মৃত্যু হয়েছে। পরের সম্রাট ক্লডিয়াস হেরডের নাতি আগ্রিপ্পাকে পুরো প্যালেস্টাইনের রাজা

বানালেন। আগ্রিপ্পার আকস্মিক মৃত্যুতে জুডায় ফের তত্ত্বাবধায়ক শাসন চালু করেন ক্লডিয়াস। এই পদের জন্য যাদের বাছা হয়েছিল তাদের অধিকাংশ হয় অযোগ্য নয়তো বদমাশ। রোমান সিনেটর এবং ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস (৫৬-১১৭ খ্রিস্টাব্দ) এরকমই একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেলিক্স সম্পর্কে লেখেন: 'হাতে রাজার ক্ষমতা পেলে কি হবে লোকটার অন্তর ছিল ক্রীতদাসের'। পরের জন আলবিনাস মহাচোর। রাজস্ব থেকে চুরি তো করেই উপরন্তু কয়েদখানা থেকে দাগি আসামীদের ছেড়ে দেয় চুরি ছিনতাইয়ের ভাগ পেতে। ফ্লোরাস তৃতীয় জন। ইনি একাধারে চোর এবং কসাই। রাজ্য শাসনের চেয়ে মানুষ মারায় অধিক রুচি। এদের সকলেই একমত যে ইহুদিরা অতি নচ্ছার। এদের দাবিয়ে রাখা কঠিন। তৈরি হল ইহুদি 'জিলট' দল। আক্ষরিক অর্থে ঘাতক বাহিনী। ল্যাটিনে Sicarii। বিশ্বাসঘাতক ইহুদিকে দেখা মাত্র মেরে ফেলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল এরা। ভিড়ে মিশে থেকে অপরাধীকে ঠিক খুঁজে নিত। তাকে পিছন থেকে ছুরি মেরে ভিড়েই অদৃশ্য হত। ফ্লোরাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জমায়েত জনতা ঝুড়ি হাতে ভিক্ষে করতে থাকে। আবেদন রাখে রাজা বড়ই গরীব তাকে সাহায্য করুন। ক্ষিপ্ত ফ্লোরাস একদিনে সাড়ে তিন হাজার ইহুদি নিকেশ করেন। বয়স্ক, ধনী ইহুদিরা বিদ্রোহীদের শান্ত হবার আবেদন জানায়। বিদ্রোহীরা তাদের কাপুরুষ, চক্রান্তকারী বলে গালি দেয়। দু'ভাগে ভাগ হল জেরুজালেম। উত্তর জেরুজালেম শান্তিকামীদের দখলে। বিদ্রোহীরা কব্জা করে দক্ষিণ জেরুজালেম। ৬৮ খ্রিস্টাব্দে দু'দলের খণ্ডযুদ্ধে জয়ী হল বিদ্রোহীরা। তাদের হাতে মারা পড়ে বারো হাজার বিত্তবান ইহুদি। খণ্ডযুদ্ধ অবশেষে বিপ্লবের চেহারা নেয়। রোমান সেনাদের ঘিরে ফেলে অস্ত্রসমর্পণ করতে বলে বিদ্রোহীরা। তারপর তাদের কচুকাটা করে। ভূমধ্যসাগর তীরে হেরড নির্মিত সিজারা মারিটিমা বন্দর শহরের অ-ইহুদি জনতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিহত হয় কুড়ি হাজার ইহুদি। আরও হাজার খানেক ইহুদিকে দাস হিসেবে বেচে দেওয়া হয়। দামাস্কাসের ইহুদি বিরোধী দাঙ্গায় একদিনে মারা পরে দশ হাজার ইহুদি। ঐতিহাসিক জোসেফাস লিখেছেন: ''শহরের পথেঘাটে বৃদ্ধ, শিশু, মহিলাদের অনাবৃত পচা গলা লাশ পড়ে থাকতে দেখা খুব স্বাভাবিক ছিল। হতভাগ্যদের কবর দেবারও কেউ ছিল না।" ৬৬ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম ও প্যালেস্টাইন প্রায় পুরোটাই দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা। শান্তি বাহিনী বাতিল হল। সকলেই বিপ্লবী দলে নাম লেখায়। এদের একজন অল্পবয়সী, বুদ্ধিমান জোসেফাস। রোমান সেনাপতি ভেস্পাসিয়ানের (৬৯-৭৯ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট হন) আগুয়ান সেনাবাহিনীর হাত থেকে গ্যালিলি রক্ষার দায়িত্ব তাকে দেয় বিপ্লবীরা। তীব্র লড়াই শেষে দেখা গেল মাত্র চল্লিশজন ইহুদি বেঁচে আছে। জোসেফাস তাদের পরামর্শ দেয় আত্মসমর্পণ করতে। তারা বলে এরকম চেষ্টা করলে তাদের হাতেই খুন হবে জোসেফাস। চল্লিশজন আত্মঘাতী হবার সিদ্ধান্ত নেয়। লটারিতে

স্থির হল কে কাকে আগে মারবে। সবশেষে বাকি থাকে জোসেফাস ও আর এক বিদ্রোহী ইহুদি সেনা। এবার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। জোসেফাস তার সঙ্গীটিকে সহজেই আত্মসমর্পণে রাজি করিয়ে ফেলে। যখন তাদের দুজনকে শিকল পরিয়ে রোমান জাহাজে তোলা হবে আচমকা জোসেফাস ভবিষ্যতবাণী করে বসে ভেস্পাসিয়ান রোমের সম্রাট হবেন। মুক্ত করে দেওয়া হল জোসেফাস ও তার সঙ্গীকে। এরপর যতদিন ভেস্পাসিয়ান জেরুজালেমে থেকেছেন ততদিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মন্ত্রণাদাতার কাজ করে জোসেফাস। ভেস্পাসিয়ান সত্যি সত্যি রোমান সম্রাট হয়ে ফিরে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়া। জোসেফাস রোম সেনাপতি টিটাসের (ইনিও রোমান সম্রাট হন ৭৯-৮১ খ্রিস্টাব্দে) সঙ্গে চলে জেরুজালেম বিজয়ে। জেরুজালেম অবরুদ্ধ হলে জোসেফাস তার জ্ঞাতিভাইদের আত্মসমর্পণ করতে বলে। ইহুদিরা তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে গালি দেয়। ঘোর যুদ্ধ শুরু হল। রোমান আক্রমণের তীব্রতা সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। ভেঙে পড়ে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ। ধরা পড়া অসংখ্য ইহুদিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। সংখ্যাটা এতই বেশি ছিল যে পাশাপাশি দুজনকে ক্রুশে ঝোলানোর জায়গা ছিল না। ক্রুশের সংখ্যাও কম পড়ে। শহর ছেড়ে যারা পালাচ্ছিল তারা সোনাদানা গিলে নেয় রাহাজানি থেকে বাঁচতে। তাদের রাস্তায় ধরে ফেলে রোমান আর সিরিয়ানরা। পেট চিরে বার করে নেয় গলঃধকরণ করা সম্পদ। নগর দখল করে জিহোভা মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয় রোমান সেনা। মন্দিরের কারুকার্য অধিকাংশই ছিল কাঠে খোদাই করা। সেগুলো খুব দ্রুত ভস্মীভূত হয়। যে সামান্য সংখ্যক প্রতিরোধকারী তখনও বেঁচে তারা মরণপণ লড়ে। মন্দির চত্বরে শহীদ হবার দুর্লভ গৌরব ছাড়তে চায় না তারা। কিছু ইহুদি সেনা পরস্পরকে হত্যা করে। কেউ ঝাঁপায় মন্দিরের আগুনে কেউ নিজের তলোয়ারের উপর। সাতানব্বই হাজার ইহুদিকে বিক্রি করা হল দাস বাজারে। জোসেফাসের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী বারো লাখ ইহুদি নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধে। ট্যাসিটাসের তথ্য বলছে সংখ্যাটা ছয় লাখ। মন্দির ধ্বংস হওয়ায় ইহুদি বিদ্রোহের সমাপ্তি এবং সেই সঙ্গে জেরুজালেমের পতন চূড়ান্ত হল। এরপরও যে অল্প সংখ্যক ইহুদি নাগরিক কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হল। ইহুদি ধর্মের যে চেহারা এরপর দাঁড়ায় আজও সেটাই টিঁকে আছে। এ ধর্মের কোনো মূল উপাসনা স্থল রইল না, রইল না পুরোহিততন্ত্রের দাপট, বলি প্রথাও অবলুপ্ত হল। সাডইয়ুসিরা হারিয়ে গেলেন। সিনাগগ আর বাঁচার দুর্মর আশাটুকু ছাড়া যাদের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না সেই ছিন্নমূল মানুষদের ভরসা হয়ে উঠলেন ফারিসি ও র‍্যাবাইরা।

ছড়িয়ে পড়া

রক্তাক্ত জেরুজালেম ছেড়ে পালানো এবং বিজেতা রোমানদের হাতে ধরা পড়ে

দাস বাজারে বিক্রি হয়ে যাওয়া জীবিত ইহুদিরা দ্রুত ছড়িয়ে যায় ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টাইগ্রিস নদী পাড়ের বিখ্যাত হেলেনীয় নগর সেলুউসিয়া (অধুনা ইরাক) ও অন্যান্য পার্থিয়ান শহরে কয়েক হাজার ইহুদির বাস। আরবেও তাদের সংখ্যা প্রচুর। আরব ছাড়িয়ে আফ্রিকার ইথিওপিয়া, সিরিয়া, ফিনিশিয়ায় (অধুনা লেবাননের উপকূলভাগ) চলে আসে ইহুদি ছিন্নমূল মানুষ। দক্ষিণ-মধ্য তুরস্কের টারসাস, অ্যান্টিওক (তুরস্ক), মিলেটাস (তুরস্কের প্রাচীননগর), এফেসাস (তুরস্কের প্রাচীন গ্রিক শহর), সার্ডিস (অধুনা তুরস্কের মানিসা প্রদেশ), স্মিরনা (অধুনা তুরস্কের ইজমির শহর) সর্বত্র তাদের কলোনি গড়ে ওঠে। গ্রিসের করিন্থ, ডেলোস, এথেন্স, ফিলিপ্পি ইত্যাদি শহরেও তুলনায় অল্পসংখ্যায় হাজির তারা। কার্থেজ, পম্পাই, রোম–সব মিলিয়ে রোম সাম্রাজ্যে ইহুদি জনসংখ্যা সে সময় সত্তর লক্ষ। তাদের পোশাক, খাদ্য, সুন্নতপ্রথা, দারিদ্র্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, মূর্তি পূজায় ঘৃণা এবং শুক্রবারের মতো একটি দিন বিশ্রামের জন্য বাছাই করে অন্যের অসুবিধা তৈরি করা, সমস্তটাই ইহুদি বিদ্বেষের কারণ হয়ে ওঠে। যার প্রতিফলন রোমান কবি জুভেনালের ব্যাঙ্গাত্মক কবিতায়, ট্যাসিটাসের রচনায়, সমকালীন রোমান থিয়েটারের রসিকতায়। রাস্তাঘাটে ইহুদি হত্যার বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিত্যদিনের রোজনামচা হয়ে ওঠে। এদিকে প্যালেস্টাইনের মুষ্টিমেয় সংখ্যক জীবিত ইহুদি তাদের স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য, মরার আগে না মরার অনমনীয় মনোভাব নিয়ে ফের উঠে দাঁড়ায়। মুমূর্ষু সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। রোমান সেনারা জেরুজালেম অবরোধ করলে হিলেলের এক প্রবীণ শিষ্য জোহানন বেন জাক্কাই ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী আঙুর খেতে পালিয়ে গিয়ে একটি স্কুল খোলেন। জেরুজালেম পতনের পর সেখানে নতুন করে তৈরি হল ইহুদি সংসদ স্যানহিড্রিন। পুরোহিত, রাজনীতিবিদ, অভিজাতদের নিয়ে নয়। যেমন ছিল হেরড এবং তৎপরবর্তীকালের ইহুদি বরিষ্ঠ সংসদ গাজিথ। নতুন স্যানহিড্রিন সদস্য ফারিসি এবং আইন শিক্ষক র‍্যাবাইরা। জোহানন চেয়েছিলেন চতুর্দিকের ধ্বংসলীলা, তাণ্ডবে জিহোভা মন্দিরের মতোই যদি বিনষ্ট হয় ইহুদি ধর্মীয় পুঁথি তবু যেন বেঁচে থাকে হাজার বছর ধরে লোকমুখে ফেরা ইহুদি শাস্ত্রকারদের প্রবচন, নির্দেশ। যেন চিরজীবি হয় শাস্ত্রচর্চার বহু প্রাচীন মৌখিক ঘরানা। ছড়িয়ে পড়া ইহুদিদের ফের পরম্পরার অদৃশ্য সুতোয় গাঁথার প্রয়াস চলে। এই নতুন সমাজপতিদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না কিন্তু প্যালেস্টেনীয় ইহুদিদের অধিকাংশ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তাদের নির্দেশ মেনে চলত। সব ইহুদি গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচন করত স্যানহিড্রিন। আইন ভঙ্গকারীদের সমাজচ্যুত করার অধিকার ছিল সংসদের। ছিন্নমূল, ছত্রাকার, রাজ্যপাটহীন, ইহুদিদের অপরিহার্য বন্ধনসূত্র হয়ে দাঁড়ায় ধর্মীয় কানুন। সিনাগগের দায়িত্ব হল এই কানুন অবিকৃত রক্ষা করা। মন্দিরের স্থান নিল সিনাগগ। পুরোহিতের জায়গা নিলেন র‍্যাবাই। প্রার্থনা এল বলির পরিবর্তে।

রোমের একগুঁয়েমি ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতায় ১১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে মিশর, সাইপ্রাস, সিরিন (লিবিয়া), মেসোপটেমিয়ায় নতুন করে শুরু হল ইহুদি বিদ্রোহ। যথারীতি বিদ্রোহ দমন করে রোম। রোমানদের বিরুদ্ধে প্রথম ইহুদি বিদ্রোহ ৬৩ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দ, সাত বছর চলেছিল। শেষে রোমানরা জিহোভা মন্দির ধ্বংস করে ইহুদিদের নির্বাসিত করে। দ্বিতীয়টি ১১০ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই পাপ্পাস ও লুলিয়ানাসের পরিকল্পিত। লদ শহরে ঘাঁটি ছিল বিদ্রোহীদের। রোমান সৈন্য তা দখল করে প্রতিটি বিদ্রোহীকে মেরে ফেলে। রোমানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় এবং শেষ ইহুদি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন সিমন বার কখবা (মৃত্যু ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে)। অত্যন্ত শক্তিধর রণনায়ক ছিলেন সিমন। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসে এক হাতে বড় গাছ উপড়ে ফেলতে পারতেন। তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার প্রাথমিক শর্ত ছিল নিজের কড়ে আঙুল কেটে ফেলতে হবে প্রার্থীকে। র‍্যাবাইরা এই নিষ্ঠুর আইন রদ করতে বলেন সিমনকে। পরিবর্তে গাছ উপড়ে ফেলার দক্ষতা প্রাথমিক শর্ত হিসেবে মঞ্জুর হল। সিমনের শারিরীক ও বৌদ্ধিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে র‍্যাবাই আকিভা তাকে 'কখবা' বা তারা উপাধি দিলেন। মেসিয়ার পর্যায়ে উন্নীত হলেন সিমন। রোমানদের সমুদ্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে প্রথমেই গ্যালিলি দখল করলেন সিমন। জেরুজালেম অবরোধ করে তাদের বাধ্য করেন বেরিয়ে আসতে। সিমনের সহায় র‍্যাবাইয়রা। সিমনের জনপ্রিয়তা তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। অ-ইহুদিরাও সিমনের বাহিনীতে যোগ দেয়। তারা বিশ্বাস করত জুডা থেকে রোমানদের তাড়াবার এটাই সেরা সুযোগ। কথিত, প্রায় সাড়ে তিন লাখ সেনা সংগ্রহ করেন সিমন। অন্তিম লড়াইয়ে মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ সম্রাট হাড্রিয়ান ও সিমন বার কখবা যাকে পরিত্রাতা মেসিয়া ঘোষণা করেছেন বৃদ্ধ র‍্যাবাই আকিবা। হাড্রিয়ান (৭৬-১৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বোঝেন লড়াই কঠিন হতে চলেছে। ইংল্যান্ড, গল[২], জার্মানি থেকে সেনা সরিয়ে আনেন তিনি। জেরুজালেম দখল করেন সিমন এবং জিহোভা মন্দির আবার নির্মাণে উদ্যোগী হন। যদিও রোমানদের নিরন্তর চাপ ও ইহুদি গোষ্ঠী কলহে শেষ অবধি সে পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়েছিল তাকে। বছর চারেক জেরুজালেমের শাসক ছিলেন সিমন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি। ক্রমে তিনি র‍্যাবাইদের বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। তার ধারণা হয় র‍্যাবাইরা গুপ্তচর হয়ে রোমানদের গোপন খবর যোগাচ্ছে। সন্দেহ বশে র‍্যাবাই ইলাজারকে হত্যা করেন সিমন। এবার তার বিরুদ্ধে জনরোষ তীব্র হতে থাকে। রোমানদের হাতে ১৩৫ খ্রিস্টাব্দে পরাস্ত হয় সিমনের বাহিনী। বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে হত্যা করে হাড্রিয়ানের সেনারা। সিমন বার কখবার বিদ্রোহ দমন করে প্যালেস্টাইনে ৯৮৫টি নগর ধ্বংস করে রোমান সৈন্য। এত সংখ্যক ইহুদি দাস বাজারে বিক্রির জন্য আনা হয় যে তাদের দাম উঠেছিল গোরু, ঘোড়ার চেয়েও কম। জুডাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন হাড্রিয়ান। জেরুজালেমে ইহুদি ধর্ম নিষিদ্ধ হল। নিষিদ্ধ হল সাবাথ অন্যান্য ইহুদি উৎসব, সুন্নত প্রথা। নিষিদ্ধ হল

স্যানহিড্রিন। দেবতা জুপিটার ও দেবী ভেনাসের মন্দির তৈরি হল। বছরের একটি মাত্র দিন জেরুজালেমে ঢুকে জিহোভার ভগ্ন দেউলের সামনে চোখের জল ফেলার অনুমতি মিলত ইহুদিদের। জনসমক্ষে র‍্যাবাইদের শাস্ত্র ব্যাখ্যা বারণ। আইন অমান্যকারীদের জন্য বরাদ্দ মৃত্যুদণ্ড। জেরুজালেমের নাম এলিয়া কাপিটোলিনা (Aelia Capitolina) রাখলেন সম্রাট হাড্রিয়ান।

হাড্রিয়ানের কড়াকড়ি পরবর্তী সম্রাট অ্যান্টোনাইনাস পায়াস (১৩৮-১৬১ খ্রিস্টাব্দ) শিথিল করলেও বার কখবা বিদ্রোহের বিপর্যয় সামলে উঠতে বহু শতাব্দী কেটে গেছে ইহুদিদের। এইসময় থেকে তারা যেন অনেকটাই সংকীর্ণচেতা। আত্মরক্ষার তাগিদে সীমাবদ্ধ। চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়া বাকি সব ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বর্জন করছে। বর্জন করছে হেলেনীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া। তাদের সান্ত্বনা ও ঐক্যসূত্র তাদের র‍্যাবাই, অতীন্দ্রিয়বাদী কবিকুল, তাদের ধর্মীয়কানুন। জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের অনেকে বাধ্য হয় প্রথমে ভিন্নধর্ম পরে খ্রিস্টধর্মের শরণ নিতে। রোম সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং সে সীমারও বাইরে ছড়িয়ে পড়ে হতদরিদ্র, নিগৃহীত, নির্বান্ধব ইহুদি। দার্শনিক ও সন্তরাও চোখ তুলে দেখে না। জনজীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে এসে সে বেছে নেয় ঘরের নিভৃত কোণ। সেখানে তার একাকী পঠন, একাকী সাধনা। নিভৃত রোমন্থন শাস্ত্রজ্ঞদের ধর্মব্যাখ্যা, নির্দেশ। ব্যাবিলন নির্বাসনে যে ট্যালমুড সংকলিত হয়েছিল তা পরিবর্ধিত হতে থাকে। ইহুদিধর্মের আতঙ্কিত অজ্ঞাতবাসে খ্রিস্টধর্মের নবোদয়। ৭০ খ্রিস্টাব্দে জিহোভা মন্দির ধ্বংস হওয়া এবং ১৩২ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে হাড্রিয়ানের ধ্বংসলীলা পাঁচ যুগের ব্যবধানে পরপর দুটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ধাক্কা বুঝিয়ে দেয় যে ইহুদিধর্ম বাঁচিয়ে রাখতে র‍্যাবাইদের শিক্ষা লিপিবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরি। দুই বিপর্যয়ের পর প্যালেস্টাইনের নতুন অঞ্চল এবং ইহুদি প্রবাসে স্থানান্তরিত হল ইহুদি শিক্ষাকেন্দ্রগুলি। ইহুদি পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদ ২০০ থেকে ৭০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইহুদিধর্মের দ্রুত বিকাশ ঘটায়। আদি র‍্যাবাইদের শিক্ষা, ধর্মব্যাখ্যা, তাদের স্মরণীয় উক্তিগুলি সংকলিত করে তৈরি হয় 'মিশনা'। শিক্ষায়তনগুলি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। একের পর এক আসতে থাকেন নতুন র‍্যাবাইরা। এইসব নতুন র‍্যাবাইদের শিক্ষা সংকলিত হল ট্যালমুডে। মিশনা-র টীকাভাষ্যে বর্দ্ধিত কলেবর ট্যালমুড মানবজীবনের সর্বাত্মক পথনির্দেশিকা হিসেবে গৃহীত হয়। ট্যালমুডের দুটি সংস্করণ আছে। প্রথমটি খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে প্যালেস্টাইনে সংকলিত। তুলনায় উন্নত দ্বিতীয় সংস্করণ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে ব্যাবিলনে সংকলিত হয়। ৫৮৯ থেকে ১০৩৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি ব্যাবিলনের ট্যালমুড শিক্ষাকেন্দ্রগুলি ইহুদি শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিতদের আখড়া ছিল।

১. *পেন্টেকস্ট গ্রিক নাম। অর্থ পঞ্চাশতম দিন। প্রাচীন ইজরায়েলে এটি ছিল ইহুদিদের 'ফিস্ট অফ*

উইকস’। সিনাই পর্বতে মোজেসকে ঈশ্বর যে অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী দেন সেই ঘটনার স্মারক এই উৎসব। এখন ‘শাভুয়ট’ (Shavout) নামে পালিত হয়।

২. রোমান যুগের গল ছিল ফ্রান্স, লুক্সেনবার্গ, বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, উত্তর ইটালি নিয়ে গঠিত পশ্চিম ইউরোপের অংশ।

চোদ্দো

ন্যাজারেথের যিশু

মোজেস থেকে যিশু, বাইবেল বর্ণিত ইতিহাসের কাল সরণি অনুযায়ী আনুমানিক তেরশো পঁচানব্বই বছরের দূরত্ব। বাইবেলের মতে মোজেসের মৃত্যু চোদ্দশো খ্রিস্টপূর্বাব্দে। যিশুর জন্মের আনুমানিক পঞ্চম অথবা চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে[১]। এ দীর্ঘ ব্যবধানে ইহুদি একেশ্বরবাদ খণ্ডিত হয়ে জন্ম নিচ্ছে খ্রিস্টধর্ম। এই নবাগতের মোকাবিলা বস্তুত কঠিন হয়ে যায় ইহুদি ধর্মের পক্ষে। জন্মসূত্রে যিশু ইহুদি। সন্ত ম্যাথু এবং লুক উভয়ই তাঁকে রাজা ডেভিডের বংশোদ্ভূত বলছেন। ম্যাথু ইহুদি ধর্মীয় পরম্পরা কল্পিত পরিত্রাতা মেসিয়া হিসেবে যিশুকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, লুক তাকে দেখাতে চান আদর্শত্রাতারূপী মানবপুত্র হিসেবে। যিশুর জন্মকালে রোমান শাসন-পীড়িত ইহুদিরা মেসিয়াকে কল্পনা করছিল রাজা ডেভিডের মতোই একজন দক্ষ, সক্ষম রাজনৈতিক নেতারূপে যিনি অত্যাচারীর কবল থেকে বাহুবলে মুক্ত করবেন তাদের। আগে বলেছি পশ্চিম এশিয়ায় এই মেসিয়া ভাবনার উদ্ভব সম্ভবত পারস্যের জরোথুস্ট বর্ণিত শায়োস্যান্ত বা মিথ্রাসের অনুকরণে। যিনি পৃথিবীতে চিরশান্তি ও ন্যায় ফিরিয়ে আনবেন। বাস্তব যিশু নম্র, নির্বিবাদী। মহিলাদের গুরুত্ব দেন। পতিতদের সঙ্গে অধিকাংশ সময় কাটে তাঁর। তিনি ভেকধারী ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন। আমজনতাকে উৎসাহিত করেন পরস্পরকে ভালোবাসতে, পরস্পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে। এই যিশু জনপ্রিয় নন, অহংশূন্য। মানুষটির কোন্য আকর্ষণী শক্তি নেই। রোমান শাসনের সমালোচনা করেন না। অংশ নেন না ইহুদি মুক্তি সংগ্রামে। মানুষকে বলেন শান্ত, সংযত, আনুগত্য বজায় রাখতে। স্মরণীয় তাঁর বিখ্যাত বাণী: 'সিজারকে সিজারের প্রাপ্য দাও, ঈশ্বরকে ঈশ্বরের'। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার নেই তাঁর। উলটে দাস প্রভুর উক্তির আড়ালে তাঁকে বলতে শুনি– 'যার ধন আছে সে আরও পাবে। যে নির্ধন তার শেষ কপর্দকও থাকবে না।' বাজার অর্থনীতির নিখুঁত বিশ্লেষণ হলেও আপাতদৃষ্টিতে যা যথেষ্ট বিতর্কিত মনে হবে। দারিদ্র্যকে যেন মেনেই নিয়েছেন তিনি: 'দরিদ্র মানুষ সে ত চিরকালই তোমার চারপাশে ছিল'। প্রচলিত আর্থিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করার কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই। বিপ্লবের ঝড় বইয়ে 'স্বর্গ-রাজ্য' জয়ে উন্মুখ যারা তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি যে বিপ্লবের কথা বলেন গভীরতর তার অর্থ। সে বিপ্লব সম্পন্ন না হলে সব সংস্কার কৃত্রিম, ক্ষণস্থায়ী হবে বলে সতর্ক করেন যিশু। তিনি মানব হৃদয় থেকে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা, লালসা উপড়ে ফেলতে চান। তবেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সব নিপীড়ক আইন বিলোপ সম্ভব। তাঁর বন্ধু রোমান শাসকের চর ম্যাথু। ইহুদিরা প্রবল ঘৃণা করে ম্যাথুকে। ইহুদি পয়গম্বরদের মতো

তপস্বীও নন যিশু। পারিবারিক বিবাহভোজে জলকে মদে পরিণত করছেন অলৌকিক ক্ষমতায়। কখনও ধনীগৃহে ভোজে যোগ দিচ্ছেন। জীবনের সাধারণ আনন্দ উচ্ছ্বলতা বিরোধী ছিলেন না। আবার পুরুষের নারীসঙ্গ লিপ্সার বিরুদ্ধে অস্বাভাবিক তাঁর ক্রোধ। এহেন যিশুর উদ্ভাবনী দৃষ্টি আচারনিষ্ঠ এসসিনস ছাড়া অন্য সব ইহুদিদের মাথাব্যাথার কারণ। ঈশ্বরের নামে সাধারণ মানুষের পাপ ক্ষমা করার দায়িত্ব নিয়েছেন যিশু, ইহুদিদের চোখে যা চরম ঔদ্ধত্য। পতিত ও বারবণিতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা মেনে নিতে পারে না তারা। যিশুকে সন্দেহের চোখে দেখে ইহুদি মন্দির পুরোহিত, ইহুদি বরিষ্ঠ সংসদ স্যানহিড্রিন সদস্যরা। তারা আতঙ্কিত ভেবে যে যিশুর এসব বিতর্কিত আচরণ আসলে রাজনৈতিক বিদ্রোহ তৈরির ফন্দি। তাদের আশঙ্কা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যর্থতার দায় এবার স্যানহিড্রিনের ঘাড়ে চাপাবে রোমান গভর্নর। যিশু হুমকি দিয়েছেন জিহোভা মন্দির ভেঙে ফেলবেন। ইহুদিরা বুঝতে পারে না সত্যিই তিনি তা চান নাকি নিছক কথার কথা তাঁর হুমকি। সামাজিক ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে যিশু যাকিছু বলেন মুগ্ধ হয়ে শোনে নিপীড়িত জনতা।

এসসিনস, ফারিসিরা যিশু পূর্ববর্তী প্রজন্মের জুডায় মুখ্য ধর্মীয় গোষ্ঠী। যিশুকে অনেকে এসসিন বলেন। সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে থাকা এসসিন নির্জনবাসী, শুদ্ধাচারী। বরিষ্ঠ সংসদ বা স্যানহিড্রিন সদস্য ফারিসিরা বিশেষ সুবিধাভোগী পুরোহিত পরিবার যারা জিহোভা মন্দিরের কানুন অথবা রাষ্ট্রীয় বিধি নিয়ন্ত্রিত ছিল না। এরা বিত্তবান, ভূসম্পত্তির মালিক। যিশু এদের ভেকধারী বলেন। তাঁর অভিযোগ ফারিসিরা সাধারণ মানুষের উপর ধর্মবিধির জোয়াল চাপিয়ে নিজেরা যথেচ্চার করে। অথচ ফারিসিদের একাংশ যিশুর বিষয়ে সহানুভূতিশীল। সকলেই তারা যে স্বেচ্ছাচারী, ক্ষমতালিপ্সু, ভোগী এমন নয়। তারাও মনে করে সাধারণের সুবিধার্থে কট্টর ইহুদি ধর্মীয় আইন কানুন শিথিল করা প্রয়োজন। তারা যিশুকে সতর্ক করে যে-কোনো সময় বিপন্ন হতে পারে তাঁর জীবন। এই ফারিসিদের মধ্যে নিখডমাস নামে এক ধনী ব্যক্তি যিশুর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। যিশু তবু অনড়। সমস্ত জুডা জুড়ে তখন ধর্মোন্মাদনা। ইজরায়েলের পরিত্রাতার অপেক্ষায় দিন গুনছে ইহুদিরা। জাদু, ডাইনিতন্ত্র, পিশাচ, দেবদূত, ভর হওয়া, ঝাড়ফুঁক জ্যোতিষচর্চার ব্যাপক পসার। অলৌকিকের কারবারিরা দেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায়। বৌদ্ধদের অনুকরণে আধা মঠবাসী এসসিনদের কাছ থেকে সম্ভবত কিছু শিখে থাকবেন যিশু। জর্ডন নদী ছাড়িয়ে পেরিয়ার বাসকারী ন্যাজারিন যারা ধর্মীয় নিয়মের কড়াকড়ি অস্বীকার করে মন্দির উপাসনা বর্জন করেছিল অনুমান তাদের বিষয়েও অবগত ছিলেন যিশু। কিন্তু মা মেরির বোন এলিজাবেথের ছেলে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের বাণী যিশুর ধর্মচিন্তাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। অনুমান যিশুর প্রায় সমবয়সী ছিলেন জন। সম্ভবত এসসিনস বা স্নানকারীর সমার্থক গ্রিক ব্যাপ্টিস্ট শব্দটি। জন উটের লোমে তৈরি কর্কশ বস্ত্র

পরিধান করেন। তাঁর খাদ্য শুকনো পঙ্গপাল ও মধু। জর্ডন নদীতীরে দাঁড়িয়ে আপমর মানুষকে আহ্বান করেন কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করতে। প্রতীকী শুদ্ধিকরণের সময় ভণ্ডামি, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাকে অভিশাপ দেন। পাপীকে বলেন শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুত থাকতে। বলেন সমস্ত জুডা যদি কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করে পাপমুক্ত হয় তবে মেসিয়া-র আবির্ভাব ত্বরান্বিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ঈশ্বরের শাসন। একদিন যিশু এলেন জর্ডন তীরে জনের কাছে। তাঁর দীক্ষা বা ব্যাপটিজম হল। যদিও জনের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক এবং অনুসৃত পদ্ধতির ফারাক অনেক তবু জনকে দীক্ষাগুরু হিসেবে মেনে নেন যিশু। তিনি নিজে কখনও 'ব্যাপটাইজ' করেননি। জনের মতো অরণ্যবাসীও হলেন না। তাঁর দীক্ষার অল্প কিছুদিন বাদেই গ্যালিলির শাসক হেরড অ্যান্টিপাস (খ্রিস্টপূর্ব ২০-৩৯ খ্রিস্টাব্দ) গ্রেপ্তার করেন জনকে। প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে সৎভাইয়ের বিবাহ অবিচ্ছিন্না স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিবাহ করায় হেরডের সমালোচনা করেছিলেন জন। কারারুদ্ধ জনের কাজ করতে থাকেন যিশু। গ্যালিলি ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের শাসন আসন্ন এই বার্তা শোনান। তাঁর প্রচার শুরু ইহুদি সিনাগগে। 'ইশ্বরের পরমাত্মা আমাতে ভর করেছে কারণ তিনিই আমাকে দীক্ষিত করেছেন দরিদ্রদের আনন্দবার্তা শোনাতে; তিনিই আমায় প্রেরণ করেছেন ভগ্নহৃদয় মানুষের শুশ্রূষায়, বন্দীর বন্দীদশা ঘোচাতে, অন্ধকে দৃষ্টিদানে, নিপীড়িতকে মুক্ত করতে'। পয়গম্বর আইজেয়ার এই বাণী যখন পড়েন যিশু সিনাগগে সমবেত জনতার দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ এই তরুণ আদর্শবাদী প্রচারকের উপর। তিনি থামেন না। বলেন 'তোমরা এ বাণী শুনছ পবিত্র পুঁথির বার্তা আজ তাই ফলবান হল'। মুগ্ধ শ্রোতাকূল। জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হলে যিশুকেই নেতা বেছে নিল জন অনুগামীরা। তাদের বিশ্বাস, মৃত জন ফিরে এসেছেন যিশুর কান্নায়।

যিশুর নৈর্ব্যক্তিক বিচার বস্তুত কঠিন। প্রথমত তাঁর বিষয়ে যা কিছু জানার সবই আমরা পাই তাঁর অনুগামীদের বর্ণনা থেকে। দ্বিতীয়ত আমাদের নিজস্ব নৈতিক সংস্কার, আদর্শ যিশুর চিন্তাধারার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত যে তাঁর চরিত্রে কোনো ত্রুটি যদি খুঁজি তবে তা যেন পরোক্ষে আমাদেরই আঘাত করে। এত প্রবল তাঁর ধর্মীয় আবেগ যে তাঁর দর্শন অমান্যকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। অবিশ্বাস ছাড়া অন্য সব ত্রুটি তিনি মার্জনা করতে প্রস্তুত। 'গসপেল' বা যিশু জীবনকাহিনিতে এমন কিছু রূঢ় আখ্যান আছে তাঁর বিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণার পাশে যেগুলি দৃশ্যত বেমানান। আমরা চমকে উঠি দেখে যিশু নির্বিচারে মেনে নিচ্ছেন অনন্ত ভয়াবহ নরকের অযৌক্তিক বিশ্বাস। বহ্নিমান চিতায় যেখানে অবিশ্বাসী এবং অনুতাপহীন পাপীরা চিরকাল দগ্ধায়। তাদের কুরে কুরে খায় অসংখ্য কীট। সে বর্ণনায় নরকে নিক্ষিপ্ত তৃষ্ণার্ত ধনীর মুখে একফোঁটা জল দেবে না স্বর্গবাসী দরিদ্র। বিনা প্রতিবাদে এইসব রোমহর্ষক বিবরণ শুধু যে মেনে নিচ্ছেন তা নয়

নিজেও সেগুলি নিঃসংকোচ প্রচার করছেন যিশু। সংবেদনশীল, মানবদরদী, পরিত্রাতা পুরুষ এহেন বিভীষিকা উগরে দিতে পারেন এটা বিশ্বাস করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। যে তিনি মহৎ উপদেশ দেন– 'অন্যের বিচার কোর না, যাতে তোমাকেও একদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে না হয়' সে তিনিই তাঁর প্রচারে কর্ণপাত না করা নগর ও নগরবাসীদের অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন বন্ধ্যা ডুমুর গাছকে। মা মেরির প্রতি তাঁর আচরণে কোথাও যেন কর্কশতা লেগে থাকে। ইহুদি সন্তের রক্ষণশীল আবেগ যিশুর। গ্রিক দার্শনিকের উদার প্রশান্তি নেই। বিশ্বাস তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায়ই নীতিনিষ্ঠাজাত বিদ্বেষে আচ্ছন্ন তাঁর গভীর মানবিকবোধ। যে তীব্র আবেগঘন বিশ্বাসে বিশ্বাসী তিনি বদলে দিলেন দুনিয়া, যেন তার মূল্য চোকায় তাঁর আকস্মিক ব্যবহারিক চ্যুতিগুলি। ক্রোধ সিজারেরও ছিল। কিন্তু নিজের আবেগ সংযত করার স্বচ্ছদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা ছিল সম্রাটের। যিশুর বুদ্ধিমত্তা প্রশ্নাতীত। ফারিসিদের ধুরন্ধর প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ জবাব দিচ্ছেন আইনজীবির দক্ষতায়। তাঁকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা নেই কারও। তীক্ষ্ণ তাঁর পর্যবেক্ষণ, নিবিড় অনুভূতি, একমুখী লক্ষ তাঁর। সর্বদ্রষ্টার অভিমান নেই, ঘটনাপ্রবাহ মাঝে মাঝেই চমকে দেয় তাঁকে। প্রবল উৎসাহে মাঝে মাঝে আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কোনো সন্দেহ থাকে না যে অনন্যসাধারণ তাঁর ক্ষমতা। তাঁর উপস্থিতি টনিকের মতো কাজ করে। তাঁর আশ্বাসবাণী দুর্বলকে সবল, রোগীকে নীরোগ করে। যে অলৌকিকের ছোঁয়া তাঁর জাদুস্পর্শে সমকালীন দুনিয়ায় সেসব নতুন কিছু মোটেই নয়। এমনকি তাঁর শিষ্যদের অনেকে এ বিদ্যায় দক্ষ। 'মিরাকেল' বা অলৌকিকের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন যিশু স্বয়ং বলেন রোগমুক্তি নির্ভর করে রোগীর বিশ্বাসের উপর এবং যখন ন্যাজারেথে তাঁর দৈব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। ন্যাজারেথের মানুষ এতকাল যিশুকে ছুতার পুত্র বলেই জেনেছে। তারা এই নতুন যিশুর দৈব ক্ষমতায় বিশ্বাস করতে পারে না। আর এ কারণেই যিশুর খেদ: 'নিজের দেশে নিজের ঘরে মান নেই পয়গম্বরের'। তবু তাঁর স্পর্শে মেরি ম্যাগডালিন সাতদানোর হাত থেকে মুক্তি পায়। বস্তুত এই মহিলা স্নায়ুরোগী। ভর হত তার। যিশুর সাহচর্য তাকে রোগমুক্ত করে। তার উন্মাদদশা ঘোচাতে যিশুর উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পরিত্রাতা যিশুকে ভালোবাসেন মেরি ম্যাগডালিন। জাইরাস একজন ইহুদি ধর্মীয় নেতা। সিনাগগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিত। লোকে তাকে মান্য করে। যিশুভক্ত জাইরাস। একবার গ্যালিলি সমুদ্র অতিক্রম করে যিশু এসেছেন। অগণিত মানুষ সমুদ্রতীরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। জাইরাসও রয়েছে তাদের দলে। যিশুর পায়ে পড়ে জাইরাস জানায় তার বারো বছরের কন্যা মৃত্যুশয্যায়। যিশু যদি করুণা করে তাকে একবার দর্শন দেন তবে হয়তো সে বেঁচে ওঠে। পিটার, জেমস, জনকে নিয়ে যিশু যখন জাইরাসের বাড়ি পৌঁছলেন ততক্ষণে সমবেত পড়শিরা জেনে গেছে যে জাইরাসের কন্যা মৃত।

সকলে তাকে ব্যঙ্গ করে বলে এখন এই সাধুকে নিয়ে এসে কী হবে, যা হবার সে তো হয়েই গেছে। যিশু ঘরে ঢুকে জানতে চান সবাই কেন কান্নাকাটি করছে। এত ভিড়ই বা কেন। সকলকে চলে যেতে বলে তিনি বালিকাটিকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর তাকে বলেন, 'আমি বলছি ওরে মেয়ে তুই উঠে দাঁড়া'। বালিকা তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর হাঁটতে শুরু করে। যিশু জানতেন মেয়েটি সংজ্ঞা হারিয়েছে মাত্র। এ রোগের নাম ক্যাটালেপসি। রোগীর শরীর শক্ত হয়ে যায়। যিশু অনুভব করতেন এ ধরনের রোগ সারাতে তাঁর অন্তরের দৈবশক্তির সাহায্য একান্ত জরুরি। অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের পর প্রায়ই মানসিক অবসাদ অনুভব করতেন তিনি। এধরনের চিকিৎসা করতে অনীহা ছিল তাঁর। নিষেধ করতেন অনুগামীদের তারা যেন এসব প্রচার না করে। তাঁর ক্ষোভ ছিল এমনকি শিষ্যরাও প্রধানত এই অলৌকিক শক্তির কারণেই তাঁকে গুরু মানে।

এক আদর্শ নীতিবোধ গড়ছেন যিশু। সেটা স্বর্গরাজ্যের প্রস্তুতিপর্ব। দারিদ্র্য, বিনয়, শান্তি, শিশুসুলভ সারল্য, সম্পদ ও রাজক্ষমতায় নিরাসক্তি, বিবাহের পরিবর্তে চিরকৌমার্য বেছে নেওয়া, সব সাংসারিক বন্ধন মুক্তি— সাধারণের জন্য নয় নির্দেশগুলি। মঠবাসী নির্দিষ্ট সংখ্যক নরনারী এভাবেই নিজেদের গড়ে নিচ্ছেন আসন্ন স্বর্গরাজ্যে ঠাঁই পেতে। সেখানে আইনি শাসন থাকবে না, বিবাহ বা নরনারীর যৌন সম্পর্ক থাকবে না, সম্পত্তি থাকবে না, যুদ্ধও নয়। সন্ন্যাসি, সন্ন্যাসিনীর জন্য হলেও সবর্জন হিতায় এসব নির্দেশ। যেমন তা মঠবাসীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনই মানতে মানা নেই বিদেশি, বিধর্মী এমনকি শত্রুরও। লক্ষ সেই আগামী দিন যখন ঈশ্বর উপাসনার জন্য আর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরতে হবে না। মানুষ আপন হৃদয়মাঝে খুঁজে নেবে আপন ঈশ্বরকে। কথায় নয় মানুষের মঙ্গল কাজে প্রকট হবে ঈশ্বর। যিশু কি নতুন কিছু বলছেন? আদপেই নয়। শুধু তিনি নতুন করে সাজিয়ে দেন পুরনো নীতিকথা। শেষ বিচার এবং স্বর্গরাজ্য যে দুই ভাবনা ঘিরে আবর্তিত যিশুর উপদেশ, দীর্ঘ শতাব্দীকাল ইহুদি ধর্মচিন্তায় সেগুলি উপস্থিত। হিব্রু বাইবেলের তৃতীয় খণ্ড 'লেভিটিকাস' (গ্রিকদের দেওয়া নাম যেহেতু প্রাচীন হিব্রু পুরোহিত সম্প্রদায় লেভাইটদের রচিত) যিশুর বহু শতাব্দী আগের রচনা। সেখানে ভ্রাতৃত্বের উদার আহ্বান দেখি আমরা। 'প্রতিবেশিকে নিজের মতো ভালোবাসো। আগন্তুক যে তোমার সঙ্গে বাস করে তাকে তোমার সহোদর ভেবে ভালোবাসো'[২]। একসোডস ইহুদিকে বলে এমনকি শত্রুরও উপকার করতে। সে যদি তোমায় ঘৃণা করে আর তার গোরু হারায়, পারলে সেটা খুঁজে এনে তুলে দিও তার হাতে[৩]। ইহুদি পয়গম্বরেরা বহু আগে শুদ্ধ সুন্দর জীবনকে আচারনিষ্ঠার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। হোসিয়া, হাবাবকাক, আইজেয়া প্রভৃতি ধর্মগুরু রুদ্রদেবতা জিহোভার রূপান্তর ঘটিয়েছেন প্রেমের ঈশ্বরে। আমরা হিলেলের সোনালি নিয়মের কথাও ইতিমধ্যে জেনেছি। স্বাভাবিকভাবেই

এই নৈতিক পরম্পরালালিত যিশু। দীর্ঘদিন নিজেকে ইহুদি ভেবেছেন। গ্রহণ করেছেন পূর্বসূরি ইহুদি নবিদের চিন্তাধারা থেকে। তাঁদের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যাচ্ছেন। ইহুদিদের মধ্যেই প্রচার করেছেন তাঁর বাণী। শিষ্যদের পাঠাচ্ছেন শুধুমাত্র ইহুদি অধ্যুষিত নগরগুলিতে। তাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন "বিধর্মীদের কাছে যেও না, স্যামারিটানদের শহরে যেও না"[৪]। স্যামারিটান রমণীর সঙ্গে কুয়ো পাড়ে দেখা হলে যিশুকে বলতে শুনি– 'মুক্তি শুধু ইহুদিদের জন্য'[৫]। ক্যানানাইট স্ত্রীলোকের অসুস্থ কন্যাকে সারিয়ে তুলতে অস্বীকার করেন প্রথমে– 'আমি প্রেরিত শুধু ইজরায়েলের পথভ্রষ্ট অনুগামীদের জন্য'[৬]। যে কুষ্ঠরোগীকে সারিয়ে তুলছেন তাকে বলেন– 'পুরোহিতের কাছে যাও। মোজেস যে উপহার পুরোহতিকে দিতে বলেছেন সেটাই দাও'[৭]। 'ফারিসি ও লিপিকররা যা বলেন শোন, মেনে চল। কিন্তু ওরা যা করে সেগুলো করতে যেও না'[৮]। চরিত্র ও অনুভূতির জোরে সবকিছু বদলে দিলেন যিশু। ইহুদি পয়গম্বরদের প্রবর্তিত নীতি নির্দেশের সঙ্গে যুক্ত হল ন্যায়পরায়ণ, দয়াবান ও সরল জীবন নির্বাহের আদেশ। যৌনতা ও বিবাহ বিচ্ছেদের নিয়ম আগের চেয়েও কঠিন করলেন। কিন্তু পূর্বসূরিদের আইনকে শিথিল করে সবার উর্ধে স্থান দিলেন ক্ষমাকে। আহার ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক কানুনের ফাঁস আলগা করে কিছু উপবাস রীতিও বাতিল করলেন। ধর্মীয় আচারবিধির বদলে গুরুত্ব দিলেন ন্যায়নিষ্ঠাকে। জাঁকজমকের পূজা প্রার্থনা, লোক দেখানো দাতব্য, শবযাত্রার আড়ম্বরের ঘোর বিরোধী ছিলেন যিশু।

ইহুদিদের সঙ্গে যিশুর দূরত্ব বাড়ে। তিনিই স্বয়ং পরিত্রাতা মেসিয়া এই বিশ্বাস যিশুর মনে প্রবল হয়ে ওঠে এবং তিনি তা ঘোষণা করেন। এতকাল অনুগামীরা তাঁকে জন দ্য ব্যাপটিস্টের উত্তরসূরী হিসেবে মেনে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে তারাও বিশ্বাস করা শুরু করে যে যিশুই সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পরিত্রাতা যিনি ইজরায়েলকে রোমান অপশাসন থেকে উদ্ধার করে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। 'প্রভু', তারা প্রশ্ন করে, 'আপনি কি এবার ইজরায়েল রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন'[১০]। যিশু তাদের নিবৃত্ত করেন– 'পরমপিতা কোন সময় কোন ঋতু তার জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন এটা তোমাদের জানার বিষয় নয়'। অনুগামীরা তাঁকে রাজনৈতিক পরিত্রাতা যাতে না ভাবে সেজন্য তিনি রাজা ডেভিডের বংশধর এমন কথা অস্বীকার করতেন যিশু। ধীরে ধীরে বাড়ে অনুগামীদের প্রত্যাশা। যিশুও তাঁর অলৌকিক মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতা আবিষ্কার করতে থাকেন। তাঁর আত্মপ্রত্যয় গভীরতর হয় যে সত্যিই তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত আপামর মানুষের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে। জুডার সার্বভৌমত্ব ফেরাতে নয়। মানবপুত্র কথাটি ব্যবহার করা শুরু করেন যিশু। তিনিই যে মানবপুত্র এমন বোঝাতে চাননি প্রথমে। পরে 'মানব-পুত্রই সাবাথ (বিশ্রামের দিন)-এর কর্তা' বলে নিজেকেই ইঙ্গিত করলেন। এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ফারিসিরা[১১]। তাদের কাছে যিশুর এই উক্তি চূড়ান্ত

ধর্মদ্রোহিতা। দীর্ঘসময় তিনি শিষ্যদের বুঝিয়েছেন তারা যেন তাঁকে মেসিয়া বা পরিত্রাতা বলে সম্বোধন না করে। সিজারা ফিলিপ্পি নগরের এক সমাবেশে শিষ্য পিটার যিশুকে সম্বোধন করে 'খ্রিস্ট, ঈশ্বরপুত্র' বলে। তিনি বিনা বাক্যব্যায়ে মেনে নেন। মৃত্যুর ঠিক আগের দিন, সেটা ছিল সোমবার, জেরুজালেমে এক সমাবেশে হাজির যিশু। সমবেত শিষ্য ও ভক্ত দল সোল্লাসে তাঁর আগমন ঘোষাণা করে– 'আমাদের রাজার জয় হোক এখানে যিনি ঈশ্বরের নামে সমাগত' "Blessed be the king who comes in the name of the Lord")[১২]। জনতার ভিড়ে হাজির ফারিসিরা ওই উল্লাস থামাতে বলে যিশুকে। যিশু উত্তর দেন: "I tell you, if they keep silence, the stones will cry out"[১৩]। চতুর্থ গসপেল বলছে, উল্লসিত জনতা 'ইজরায়েলের রাজা' বলে যিশুর জয়ধ্বনি করছে তখন। যিশু তাদের চোখে এক রাজনৈতিক পরিত্রাতা হয়ে উঠেছেন অত্যাচারী রোমান শাসন থেকে জুডিয়া উদ্ধারে প্রস্তুত যাঁর হাত।

ইহুদি পাসওভার উৎসব আসন্ন। জিহোভা মন্দিরে বলি চড়াতে অগণিত ইহুদি জমায়েত হয়েছে জেরুজালেমে। মন্দির চত্বরে পায়রা, ভেড়া অন্যান্য বলির পশুপাখি বিক্রেতাদের হাট সরগরম। রোমান মুদ্রার বদলে স্থানীয় হিব্রু মুদ্রা বিনিময়ে ব্যস্ত কারবারীরা। যিশুও এসেছেন মন্দিরে। চারপাশের বাণিজ্যিক কোলাহলে চমকে ওঠেন তিনি। তীব্র ঘৃণায়, ক্রোধে ক্ষিপ্ত যিশু মুদ্রা বিনিময়কারীদের টেবিল উলটে দেন। লাঠি নিয়ে পশু বিক্রেতাদের তাড়া করে যিশুর অনুগামীরা। এরপর বেশ কিছুদিন মন্দির চত্বরে বিনা বাধায় ধর্মোপদেশ দিলেন যিশু। গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় রাতে জেরুজালেম শহর ছেড়ে পাহাড়ে চলে যেতেন। রোমান ও ইহুদি সরকারি চরেরা যিশুকে নজর রেখেছে যেদিন থেকে জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের অসমাপ্ত কাজে ব্রতী হন তিনি। তাঁর অনুগামী সংখ্যা সামান্য বুঝে এতদিন যিশুকে উপেক্ষা করেছে তারা। কিন্তু জেরুজালেমে যিশু যা করেন এবং সে ঘটনায় যেভাবে ইহুদি আমজনতার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাতে প্রমাদ গোনে রোমান প্রশাসন। ইহুদি নেতাদের আশঙ্কা ফের রোমানদের বিরুদ্ধে নিষ্ফলা বিদ্রোহের আগুন ছড়াচ্ছেন যিশু যার কুফল ভুগতে হবে তাদের। ইহুদি স্বায়ত্ত্ব শাসন তো যাবেই উপরন্তু বাড়বে রোমান নির্যাতনের বহর। স্যানহিড্রিনের জরুরি বৈঠকে প্রধান ইহুদি পুরোহিত ঘোষণা করেন– 'জনসাধারণের প্রাণ বাঁচাতে একজন মানুষকে প্রাণ দিতে হবে। না হলে ধ্বংস হবে ইহুদিরা'[১৪]। সভা যিশুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। স্যানহিড্রিনের লঘিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য যারা যিশুকে ভালোবাসতেন তাদের মাধ্যমে যিশুর কাছে এ খবর পৌঁছে যায়।

আনুমানিক ৩০ সালের ৩ এপ্রিল যিশু ও তাঁর শিষ্যরা পাসওভার উৎসবের সান্ধ্যভোজে বসেন[১৫]। শিষ্যদের অধীর প্রত্যাশা প্রভু যিশু তাঁর অলৌকিক শক্তি দিয়ে আসন্ন বিপদ থেকে সকলকে মুক্ত করবেন। বিপরীতে যিশু নিয়তির হাতে নিজেকে

সমর্পণ করেছেন। এ বিশ্বাসে যে তাঁর মৃত্যু ইহুদি জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্তে আত্মবলিদান বিবেচিত হবে ঈশ্বরের দরবারে। তিনি খবর পেয়েছিলেন তাঁর বারো শিষ্যের একজন জুডাস ইস্কারিয়ট ষড়যন্ত্রকারী এবং সে তাঁকে ধরিয়ে দেবে। অন্তিম ভোজে তিনি সরাসরি জুডাসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। ভোজের মদ শিষ্যদের মধ্যে বিতরণ করার আগে ইহুদি প্রথা অনুযায়ী আশীর্বাদ করেন পানীয়কে। শিষ্যদের সঙ্গে ইহুদি প্রার্থনা সংগীতে যোগ দেন। তাদের বলেন তিনি তাদের সঙ্গে আর সামান্য কিছু সময় আছেন। 'আমি তোমাদের নতুন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি; তোমরা একে অপরকে ভালোবেসো... তোমাদের হৃদয়ে যেন উৎকণ্ঠা না থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো, বিশ্বাস রেখো আমার উপর। আমার পিতার প্রাসাদে অনেক ঘর... আমি যাচ্ছি তোমাদের জায়গা তৈরি রাখতে'[১৬]। সম্ভবত ইহুদি প্রথা মেনে এই সান্ধ্যভোজ পর্যায়ক্রমে করার আদেশ শিষ্যদের দেন যিশু। প্রাচ্যের মানুষের তীব্র অনুভূতি প্রবণতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রূপকাশ্রয়ী হয়ে ওঠে যিশুর শেষবেলার সম্ভাষণ। শিষ্যদের বলেন তারা যেন ভোজের রুটিকে তাঁর মাংস এবং পানীয় মদকে তাঁর রক্ত ভেবে গ্রহণ করে। ব্যঞ্জনাময় এ অন্তিম নির্দেশ। এর অর্থ শারীরিক মৃত্যুর পর যিশু বেঁচে থাকবেন শিষ্যদের সত্তায়। সেই রাতে জেরুজালেমের এক উদ্যানে যিশুকে গ্রেপ্তার করে রোমান পুলিশ।

১. খ্রিস্ট জীবনীকার সন্ত ম্যাথু ও লুকের ভাষ্য মানলে যিশুর জন্ম রাজা হেরডের সময়ে। আর সেটা তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে।

২. লেভিটিকাস, xix, 17-18, 34.

৩. একসোডাস, xxiii, 4-5.

৪. ম্যাথু, x, 5 স্যামারিটানরা ইহুদিদের জ্ঞাতিভাই। তারা নিজেদের দুই প্রাচীন ইহুদি গোষ্ঠী মানাশ এবং এফারিম-র বংশধর বলে দাবি করে। রাজা ডেভিডের মৃত্যুর পর দু'ভাগ হয়ে যায় ইহুদি সাম্রাজ্য। উত্তরে সামারিয়া, দক্ষিণে জুডা। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। আসিরিয়রা সামারিয়া দখল করে বহু সংখ্যক মানুষকে আসিরীয়ার বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত করে। স্যামারিটানদের মধ্যে মূর্তি পূজা চালু ছিল। নির্বাসনের পর ইহুদি একেশ্বরবাদ থেকে অনেকটাই সরে যায় তারা। ফলে ইহুদিদের সঙ্গে তাদের বিরোধ তীব্র হয়। জিহোভা মন্দির পুনর্নির্মাণের সময় স্যামারিটানদের সাহায্য প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন জুডার গভর্নর।

৫. জন, iv, 22

৬. ম্যাথু, xv, 24f; মার্ক, vii, 27

৭. ম্যাথু, viii, 4

৮. ম্যাথু, xxiiv, I

৯. ম্যাথু, v, 17

১০. অ্যাক্টস, i, 6

১১. ড্যানিয়েল, vii, 13

১২. লুক, xix, 37

১৩. জন, xii, 13

১৪. জন, xi, 50

১৫. যিশুর মৃত্যুকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রচলিত মতে ৬৪ সাল।

১৬. জন, xii, 33

সূত্র: Story of Civilization: Caesar and Christ Vol.III: Will Durant.

পনেরো

যিশুর উত্তরাধিকার-সন্ত পল এবং চূড়ান্ত বিভাজন

ইহুদি ধর্মীয় প্রত্যাদেশ পরিত্রাতারূপী মেসিয়া ও আসন্ন স্বর্গরাজ্যের যে তূরীয় প্রত্যাশা গড়েছিল তার পরিণতি খ্রিস্টধর্মর উত্থান। যিশুর ব্যক্তিত্ব ও অন্তর্দৃষ্টিতে সে ছবি প্রাণ পেল। জনমনে মৃত যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস এবং অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি তার বলবর্ধক হয়ে ওঠে। তাত্ত্বিক খ্রিস্টধর্মর স্রষ্টা সন্ত পলের অধিবিদ্যা। অ-খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও আচার আত্মস্থ করে তা বেড়ে ওঠে। অন্তিমে রোমানদের সাংগঠনিক কেতা ও প্রশাসনিক প্রতিভার উত্তরসূরি হয়ে বিজয়ী চার্চরূপে তার মহা আত্মপ্রকাশ। জেরুজালেমের নবীন ইহুদি খ্রিস্টানদের আওতা থেকে রোমের হাতে সমর্পিত হয় খ্রিস্টধর্ম। যিশু যে শীঘ্রই ফিরে আসছেন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এ সম্পর্কে যিশু শিষ্যরা সকলেই একমত ছিলেন। প্রথম শিষ্য পিটার বলেন 'সব সৃষ্টির ধ্বংস আসন্ন। অতএব সাবধান। সবাই একত্রিত হও এবং প্রার্থনা কর'[১]। 'হে সন্তানগণ, অন্তিম সময় উপস্থিত। তোমরা শুনেছ অ্যান্টিক্রাইস্টের কথা। নিরো, ভেস্পাসিয়ান, ডোমিশিয়ান এরা সকলেই অ্যান্টিক্রাইস্টরূপে আজ আবির্ভূত। সুতরাং আমরা নিশ্চিত বলতে পারি শেষ সময় এসে গেছে[২]। মেসিয়ার ক্রিয়াকাণ্ড, খ্রিস্টের শারিরীক পুনরুত্থান এবং তাঁর জাগতিক প্রত্যাবর্তন এইসব বিশ্বাস কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে থাকে খ্রিস্টধর্ম। নবদীক্ষিত ইহুদিরা তাদের পুরনো ধর্মাচার বজায় রাখলে আপত্তি করে না নবীন চার্চ। তারা জিহোভা মন্দিরে যায়। আহারাদি ও উৎসব সংক্রান্ত ইহুদি ধর্মীয় বিধি সবই মানে। ওই মন্দির চত্বরেই ইহুদিদের মাঝে সর্বাগ্রে নতুন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। ইহুদি স্যানহিড্রিন সদস্যরা প্রথমে এদের আমল দেয়নি। যখন দেখে 'ন্যাজারিন'-দের[৩] সংখ্যাটা একশো থেকে আট হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পিটার ও অন্যাদের গ্রেপ্তার করে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্যানহিড্রিন। সদস্যদের একাংশ ন্যাজারিনদের ক্রুশে লটকানোর পক্ষে সওয়াল করলে বাদ সাধেন গামালিয়েল নামের জনৈক ফারিসি। পরিবর্তে বেত্রাঘাতের পর ছেড়ে দেওয়া হল বন্দীদের। কিছুদিন পরে ন্যাজারিন স্টিফেনকে ডেকে পাঠায় স্যানহিড্রিন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে মোজেস এবং ঈশ্বর সম্পর্কে কুকথা বলেছে। লোকটি তীব্র ভাষায় ইহুদিদের সমালোচনা করে বলে তারা চিরকাল ঈশ্বরের অবমাননা ও বিরোধীতাই করে এসেছে। তাদের পূর্বপুরুষরা হিব্রু সন্তদের নিপীড়ন করেছে। যে ত্রিকালদর্শী সন্তরা মহাপুরুষের আগমনবার্তা শুনিয়েছেন তাদের মেরে ফেলা হয়েছে। একজন ইহুদিই যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেয়। এই ভৎর্সনা সহ্য না করতে পেরে ক্ষিপ্ত স্যানহিড্রিন স্টিফেনকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলে। যারা পাথর ছোঁড়ে তাদের দলে ছিল সল

নামে এক তরুণ ফারিসি। এরপর ওই সল জেরুজালেমের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে খ্রিস্ট অনুগামীদের খুঁজে বার করে হাজতে পোরে। ৪০ থেকে ৬২ সালের দু'দশকে ইহুদি ও খ্রিস্ট অনুরাগীদের বিরোধ তীব্র হতে থাকে। ৬২ সালে রোমের বিরুদ্ধে ইহুদি বিদ্রোহ হলে জেরুজালেমবাসী খ্রিস্টানরা জর্ডন নদীর দূরবর্তী তীরের রোমান কলোনিতে আশ্রয় নেয়। এই ঘটনায় ইহুদিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পাকাপাকিভাবে ছিন্ন হল। খ্রিস্টানদের বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ বলে ধিক্কার দেয় ইহুদিরা। পক্ষান্তরে ৭০ সালে জিহোভা মন্দির রোমানদের হাতে ধ্বংস হলে খ্রিস্টানরা তাকে যিশুর ভবিষ্যতবাণী ফলে যাওয়া বলে স্বাগত জানায়। পারস্পরিক ঘৃণা দুটি শিবিরকে উত্তপ্ত করে তোলে। এ থেকেই সৃষ্টি দুই যুযুধান পক্ষের পবিত্র ধর্মীয় সাহিত্যের কিছু অংশ। স্যানহিড্রিন দলে যে সল স্টিফেন নামের যিশু অনুগামীকে ঢিল ছুঁড়ে মারে, যে সল জেরুজালেমের ঘরে ঘরে ঢুকে খ্রিস্টানদের টেনে বের করে কারারুদ্ধ করে, ঘটনাচক্রে সেই সল পরবর্তীকালের সন্ত পল। জন্মসূত্রে ফারিসি সল যখন শোনে নব্য খ্রিস্টানরা দামাস্কাসের মানুষকে নতুন ধর্মে দীক্ষিত করছে তখন সে ইহুদি প্রধান পুরোহিতের বিশেষ অনুমোদন নিয়ে দামাস্কাস ছোটে খ্রিস্টানদের জেরুজালেমে বেঁধে এনে বিচার করতে। কথিত দামস্কাসের পথে মরুভূমিতে সলকে দেখা দিয়ে যিশু প্রশ্ন করেন কেন খ্রিস্টানদের উপর অত্যাচার করতে চায় সে। সল ও তার সঙ্গীরা এই দৈব ঘটনায় বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তিনদিন সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল সল। চতুর্থ দিনে সলের দৃষ্টি ফেরে এক ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানের স্পর্শে। এরপরেই সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। দীক্ষান্তে তার গ্রিক নাম বদলে হল পল। দামাস্কাসে সিনাগগের সমাবেশে ধর্মান্তরিত পল যিশুকেই ঈশ্বরপুত্র বলে ঘোষণা করে। ক্ষুব্ধ ইহুদিদের অভিযোগ পেয়ে দামাস্কাসের গভর্নর পলের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে পলের বন্ধুরা তাকে ঝুড়িতে ভরে নগর প্রাচীরের বাইরে টপকে দেয়। পরবর্তী তিন বছর আরবে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে জেরুজালেম ফিরে আসে পল। জেরুজালেমের অধিকাংশ খ্রিস্টান পল বিরোধী হলেও এক নব্য খ্রিস্টান বারনাবাস জেরুজালেম চার্চকে অনুরোধ করে একদা খ্রিস্ট বিরোধী পলকে যেন মেসিয়ার আগমন বার্তাবহ নিযুক্ত করা হয়। গ্রিকভাষী ইহুদিরা পলকে হত্যার চেষ্টা করে। অবশেষে টারসাস নগরে পাঠানো হয় তাকে। পনেরো থেকে কুড়ি বছর পল গ্রেকো-রোমান দুনিয়ায় খ্রিস্টবাণী প্রচার করে। রোমে তাকে হত্যা করা হয়। মৃত্যুকালে খ্রিস্টধর্মের এক অনড় বুনিয়াদ রেখে যায় ইতিহাসের স্মরণীয় চরিত্র পল। তার চিন্তা প্রভাবিত হয়ে থাকবে প্রাচীন দ্বৈতবাদের দ্বারা। যেমন দেখি জরোথুস্টর দর্শনে আলো অন্ধকার, ভালো মন্দ, শুভ অশুভের চিরন্তন লড়াইয়ে। এ তত্ত্ব বহু আগে পরিত্যাগ করেছে ইহুদিধর্ম। জন্মসূত্রে ইহুদি এবং অত্যন্ত গোঁড়া ফারিসি পল যে নতুন ধর্মপ্রচার করে তা তার পূর্বসূরী ইহুদি র‍্যাবাই হিলেল প্রচারিত ধর্মের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হিলেল

বিশ্বাস করতেন জীবে প্রেমের মাধ্যমেই ঈশ্বরসেবা পূর্ণতা পায়। 'তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতোই ভালোবাসো'– হিলেল-র এই বিখ্যাত উক্তি আমরা জেনেছি। পলের মতে অন্ধ বিশ্বাসে হোক অথবা জ্ঞানত, একমাত্র যিশুকে গ্রহণ করেই মানুষের মুক্তি সম্ভব। উল্লেখনীয়, ইহুদিধর্মে মুক্তির ধারণা অনুপস্থিত। ইহজীবন কখনোই অসীম যন্ত্রণার উৎস রূপে চিত্রিত হয়নি সেখানে। পলের ব্যাখ্যায় মানুষ মূলত নষ্ট চরিত্র। আদমের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ায় যে পাপ জন্মায় তা তার সন্ততিদের রক্তেও প্রবাহিত। মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি, শারিরীক চাহিদা সবই শয়তানের খেল এবং তা পাপ। পল প্রচার করে যিশু মাহাত্ম্য মেনে নিলে পুরস্কার স্বরূপ অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়া যায়। এ বাবদ খ্রিস্টানদের প্রাপ্য অনন্ত স্বর্গসুখ আর অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ অনন্ত নরক। মানুষের বিচার তার কর্মে হবে না শুধু তার অনুসৃত মত তা নির্ধারণ করবে। ইহুদি ধর্মে মানুষের সঠিক কোন পথে চলা উচিত তার একটা স্পষ্ট রূপরেখা গড়ে দেওয়া হয়েছে। তার অনুসরণ বা প্রত্যাখান মানুষের জাগতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। পল প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম ঈশ্বরের করুণা বা 'গ্রেস'-এর কথা শোনায় পাপীতাপীর জন্য যা পরম আশ্বাস বয়ে আনে। পল যুক্তি অথবা জ্ঞানকে (গ্রিক Logos, Philos) দোষ বলছে। তার দাওয়াই অতীন্দ্রিয়বাদ। এককালে গোঁড়া ইহুদি নব্য খ্রিস্টান পল ইহুদিদের 'ঘৃণার পাত্র, যাদের ধ্বংস হওয়া উচিত' ("Vessels of wrath, fit for destruction") চিহ্নিত করে খ্রিস্টধর্মের ইহুদি বিদ্বেষের গোড়াপত্তন করে, যা প্রাক পল পর্যায়ে ছিল না। এর বিষক্রিয়া ছড়াল পরবর্তী দু'হাজার বছরের ইহুদি-খ্রিস্টান সম্পর্কে[৪]।

দুই ধর্মমতের ফারাকটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। যাকে 'অরিজিনাল সিন' বলছে বাইবেল অর্থাৎ আদমের জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ, সেই পাপে যিশুর মৃত্যু বলে খ্রিস্টধর্মীদের বিশ্বাস। অপরপক্ষে ইহুদি ধর্ম বলে একের পাপে অন্যের মৃত্যু হয় না। খ্রিস্টধর্মের বক্তব্য, মানুষ জন্ম থেকেই পাপগ্রস্ত। ইহুদি মতে সব মানুষ পবিত্র এবং নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে যিশুর 'সেকেন্ড কামিং' বা পুনরাবির্ভাবে। ইহুদিরা বলে কোনো মানুষের পুনর্জন্ম হয় না। নিউ টেস্টামেন্টে যিশু নিজেকে ঈশ্বর ও মানুষের একমাত্র যোগসূত্র বলছেন। ইহুদি মতে মানুষ সরাসরি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। খ্রিস্টধর্ম পিতা (Father), পুত্র (Son), হোলি স্পিরিট (Holy Ghost) এই ত্রিমূর্তি (Holy Trinity)-র কথা বলে। ইহুদি বিশ্বাসে ঈশ্বর এক ও অবিভাজ্য। খ্রিস্টধর্মে যিশু ঈশ্বরপুত্র। ইহুদি মতে সব মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। খ্রিস্টধর্মে পাপীদের নরকের উল্লেখ আছে। ইহুদিধর্মে নরকের অস্তিত্ব নেই। খ্রিস্টধর্মে পতিত দেবদূত 'স্যাটান' (শয়তান), ডেভিলের কথা আছে। ইহুদিধর্মে 'স্যাটান' ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত এক সাধারণ দেবদূত। খ্রিস্টধর্মমতে 'মেসিয়া' যিশু ফিরে এসে মানব জাতিকে উদ্ধার করনে। ইহুদি বিশ্বাস 'মেসিয়া' এক মরণশীল

মানুষ যিনি জীবদ্দশাতেই ত্রাতার ভূমিকা পালন করেন। খ্রিস্টধর্ম বলে কেবল খ্রিস্ট অনুরাগীই 'গার্ডেন অফ ইডেন'-এ প্রবেশ করবে। ইহুদি বিশ্বাস, সবধর্মের পূণ্যবানের জন্য ঈশ্বরের বাগান খোলা। শেষ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, খ্রিস্টধর্ম ভিন্ন মতবাদের মানুষকে ধর্মান্তরিত করায় উৎসাহ দিয়েছে। ইহুদিধর্মে তা নিষিদ্ধ।

১. *I Peter, iv, 7*

২. *I John, ii, 18. অ্যান্টিক্রাইস্ট কল্পনার উৎপত্তি বাইবেলের নিউ টেস্টমেন্ট পুস্তকে। জন ১ এবং জন ২-তে চরিত্রটির উল্লেখ। পুনরুত্থিত যিশু মহা প্রলয়ের দিন যখন মানবজাতির পরিত্রাণে অবতীর্ণ হবেন সেদিন বিরুদ্ধ শক্তিরূপী অ্যান্টক্রাইস্টের আবির্ভাব হবে। শয়তান যেমন ঈশ্বর বিরোধী অশুভ শক্তিরূপে কল্পিত অ্যান্টিক্রাইস্টও তাই। নিরো (৩৭-৬৮ খ্রিস্টাব্দ), ভেস্পাসিয়ান (১৭-৭৯ খ্রিস্টাব্দ), ডোমিশিয়ান (৫১-৯৬ খ্রিস্টাব্দ) সকলেই রোমান সম্রাট।*

৩. *মাতা মেরি ন্যাজারেথেই যিশুর জন্ম দেন বলে অনেক গবেষকের ধারণা। ন্যাজারেথের যিশুর শিষ্যদের ন্যাজারিন বলত ইহুদিরা।*

৪. *Howard Fast: The Jews Story of A People: Dell Publishing Company, 1982, PP-138-146.*

তৃতীয় পর্ব:
সম্রাট কনস্টান্টাইন থেকে ফরাসি বিপ্লব ও নাপোলিয়ন
(খ্রিস্টীয় ৩১২-১৮০৪)

সম্রাট কনস্টান্টাইন-রাজধর্ম খ্রিস্টধর্ম

সন্ত পলের মৃত্যুর আগে অবধি প্যালেস্টেনীয় খ্রিস্টানরা নিজেদের যিশুর পুনরাগমন এবং আসন্ন শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাসী আর এক ইহুদি গোষ্ঠী বলেই পরিচয় দিয়েছে। প্রথম পর্বের খ্রিস্টানুরাগীরা ইহুদিদের মতোই যুদ্ধকে ঘৃণা করেছে, বর্জন করেছে পৌত্তলিকতা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষে নব্য খ্রিস্টানদের উপর রোমের অত্যাচারের মাত্রা কমতে থাকে। পরিশ্রম ও পারস্পরিক সহযোগিতায় বহু রোমান শহরে খ্রিস্টানদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হল। বিধর্মীদের খ্রিস্টধর্মে আকর্ষণ বাড়ে। দুঃস্থ, অনাথ, অভুক্তের সেবায় কোনো ভেদাভেদ ছিল না নব্য খ্রিস্টানদের। যিশু অসহায় মানুষের ভরসা হয়ে দাঁড়ালেন। অন্যদিকে আর্থিক প্রভাব ও কূটনৈতিক বুদ্ধি খাটিয়ে রোমানদের সঙ্গে এক ভিন্ন বোঝাপড়া সেরে নেয় ইহুদিরা। রোমান সামরিকবাহিনীতে বাধ্যতামূলক নাম লেখানো থেকে অব্যাহতি পেল তারা। রোম সম্রাটের মূর্তিপূজাও বাধ্যতামূলক হয় না তাদের জন্য। এই সুবিধাগুলি নব্য খ্রিস্টানদের ছিল না। কনস্টানন্টাইনের রোমে অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষের সমর্থন মেলে খ্রিস্টধর্মের। ইহুদি ও খ্রিস্টান দু'তরফের কাছেই সমান গুরুত্বের রোমান সম্রাট ফ্লাভিয়াস ভ্যালেরিয়াস কনস্টান্টাইনাস (২৭৪-৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ)-এর শাসন কাল। ৩০৬ খ্রিস্টাব্দে তার অভিষেক। প্রথম সমর অভিযান প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাক্সেন্টিয়াসের বিরুদ্ধে ৩১২ খ্রিস্টাব্দে। এই যুদ্ধ জয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল খ্রিস্টান সেনার। তারা ক্রুশ, নোঙর, মাছ চিহ্নিত ধ্বজা নিয়ে কনস্টান্টাইনের সেনাদলে যোগ দিল। নব খ্রিস্টানদের উপর যতদিন রোমের অত্যাচার চলেছে ততদিন খ্রিস্টান-ইহুদি পারস্পরিক বিদ্বেষ স্তিমিত ছিল। ধনেপ্রাণে বাঁচতে ইহুদিদের সাহায্য তখন প্রয়োজন খ্রিস্টানদের। খ্রিস্টধর্ম রাজধর্ম হল। চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি বদলে গেল ছবিটা। গোড়ায় খ্রিস্টান নিগ্রহ বন্ধ করে তাদের রাজসভায় ডেকে নেন কনস্টান্টাইন। পশ্চিম রোমান সম্রাট লিসিনাসকে পরাজিত করার পর পূর্ণ সমান অধিকার দিলেন খ্রিস্টানদের। এরপরই খুব কৌশলে শুরু করেন অ-খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক দমন। ৩২৫ সালে খ্রিস্টানদের মহাসম্মেলন হল নাইসিয়ায়। এর চার বছর বাদে বেশ কিছু আইনি ব্যবস্থা নেন কনস্টান্টাইন যা থেকে তার ইহুদি বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়ে যায়। ক্রীতদাস যদি ইহুদি ধর্ম নিতে চায় তবে তাকে সুন্নত করতে পারবে না ইহুদি মালিক। ইহুদিরা খ্রিস্টান দাস রাখতে পারবে না। খ্রিস্টানদের যদিও খ্রিস্টান ও ইহুদি দু'ধরনের দাস রাখার অনুমতি দেওয়া হল। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় কোনো নাগরিক ইহুদি ধর্মগ্রহণ করতে পারবে না। কেউ তা করলে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। যেসব ইহুদি ধর্মযাজক বিধর্মীদের ইহুদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ শিক্ষা

দেবে তাদেরও মৃত্যুদণ্ড চালু করেন কনস্টান্টাইন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা ইহুদিদের জন্য বিশেষ সুবিধা ও পুরস্কার চালু হল। কোনো ইহুদি ভিন্নধর্মীবলম্বীকে বিবাহ করলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে। ইহুদি অ-ইহুদি বিবাহ নিষিদ্ধ হল। রাজার আইনে ইহুদিধর্ম 'অকথ্য ধর্ম', 'পাশবিক ধর্ম' (secta nefaria/secta feral) ঘোষিত হল। রোম সাম্রাজ্যের রাজধর্মের তকমা পেল খ্রিস্টধর্ম। ইহুদি বিদ্বেষী সম্রাট হাড্রিয়ান বার কখবা বিদ্রোহ দমনের পর যে আইন প্রণয়ন করে ইহুদিদের জেরুজালেম প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন অন্তিমে সেটিকেই ফের লাগু করেন সম্রাট কনস্টান্টাইন।

ইহুদি ডায়াস্পোরা বিশ্বজুড়ে-মোজেস মেইমনিডস

ছিন্নমূল ইহুদি-পরিযানের পথ
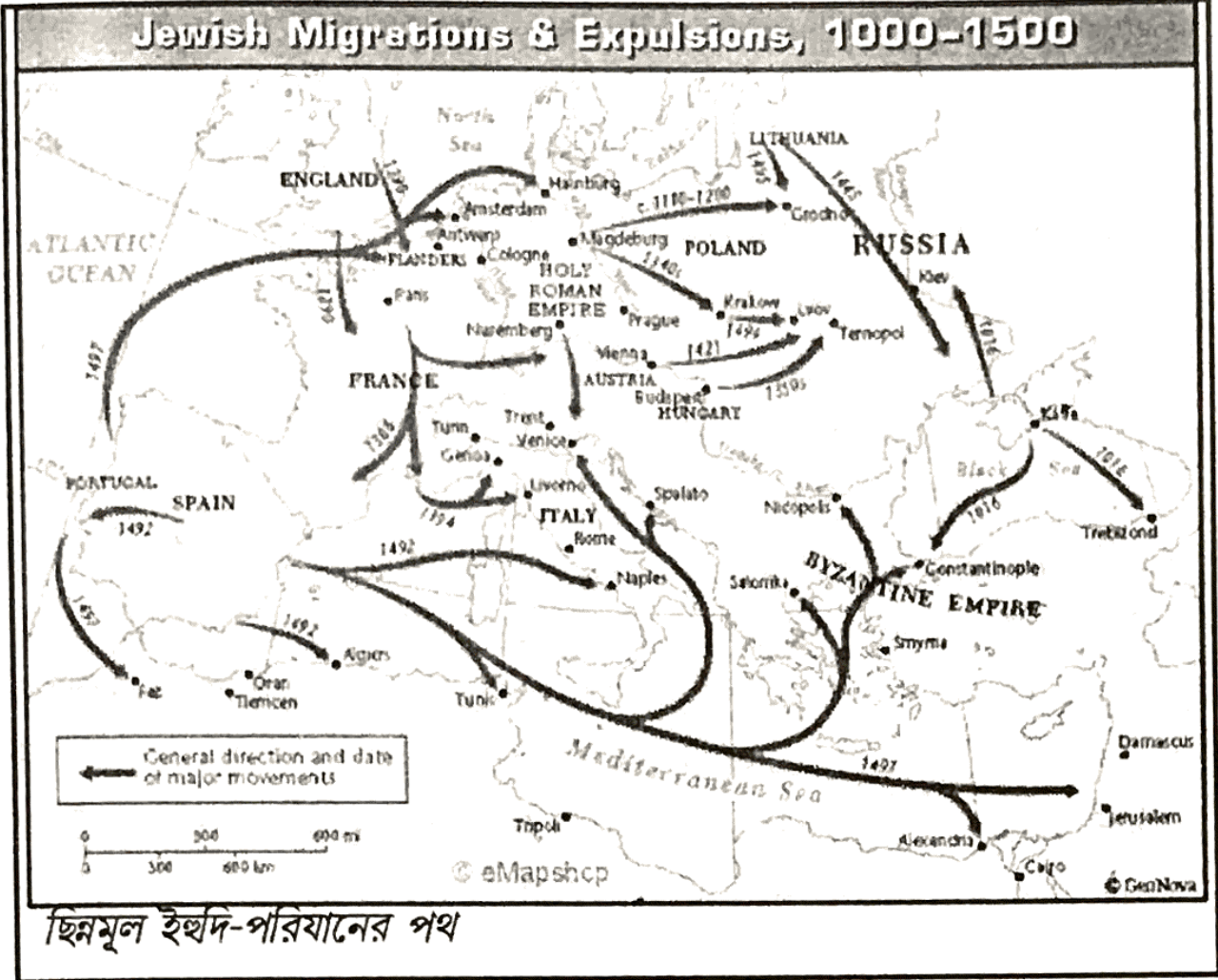
ইহুদি সংস্কৃতি পরম্পরা গড়েছে দেশে দেশে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়। তাদের নিজস্ব রাজ্যপাট ছিল না। ব্যাবিলনের জেরুজালেম বিজয়ে শুরু যে ইহুদি 'ডায়াস্পোরা' রোমানদের প্যালেস্টাইন ধ্বংসে তার পরিধি ছড়ায় আবিশ্ব। গ্রিক শব্দ 'ডায়াস্পোরা'। ইংরেজি 'ডিসপারসাল'। হিব্রু 'গালুট'। সবেরই অর্থ ছিন্নমূল ছড়িয়ে যাওয়া। আড়াই হাজার বছর যাযাবর জীবনে সর্বত্রগামী ইহুদি। ছড়িয়ে পড়া, ছিন্নমূল মানুষ আশ্রয় খোঁজে। সামাজিক নিরাপত্তার আশ্বাস, আর্থিক স্থিতিশীলতা খোঁজে। একই সঙ্গে তার আপন সত্তার স্বীকৃতি দাবি করে নতুন পৃথিবীর কাছে। গ্রহণ বর্জন টানাপোড়েনের এক দীর্ঘপথ পেরিয়ে তার পুনর্জন্ম। যে কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস লালিত জীবন থেকে সে উৎপাটিত তাকে জিইয়ে রাখবে না মিলিয়ে যেতে দেবে নতুন দেশাচারের স্রোতে এই মৌলিক বোধ পীড়িত করে। জন্ম নেয় তৃতীয় সংস্কৃতি। সমীকরণটা সবক্ষেত্রেই সহজ তা নয়। ইহুদিদের ক্ষেত্রেও তা হয়নি। ধর্মীয় সংস্কৃতির বাঁধনটুকু ছাড়া বিশ্বের নানা প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ছড়িয়ে যাওয়া ছিন্নমূল ভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদিদের রক্ষাকবচ আর কিছুই ছিল না। ইহুদি জাতির বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হয়েছে তাদের ধর্ম। মধ্যযুগের খ্রিস্টান আমজনতার অশিক্ষা যখন চরম তখনও— দেখা গেছে ইহুদিদের

শতকরা নব্বই জন শিক্ষিত। এটা সম্ভব করেছিল 'সিনাগগ' নির্দেশে বাধ্যতামূলক ধর্মগ্রন্থ পাঠ। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হওয়া ইহুদির সঙ্গে তার ঈশ্বরের যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যদি সে নিরক্ষর থাকে। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা যাচ্ছে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ইহুদি যাদের কাছে ইহুদি ধর্মশাস্ত্রের নিয়মকানুন দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তারা ভিন্নধর্ম গ্রহণ করে মিশ্র সংস্কৃতির স্রোতে হারিয়েছে।

৩৫২ খ্রিস্টাব্দে ফের এক দফা বিদ্রোহ করে প্যালেস্টেনীয় ইহুদিরা। রোমানরা নির্মমভাবে দমন করে বিদ্রোহ। গ্যালিলি সাগর লাগোয়া সেফোরিস, টাইবেরিয়াস শহরগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়। নিহত হয় বহু হাজার ইহুদি, আরও বহুসংখ্যক বিক্রি হয়ে যায় দাস বাজারে। ইহুদি জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় প্যালেস্টাইনে। সম্রাট জুলিয়ানের রাজ্যকালে (৩৬১-৬৩) ক্ষণিক স্বস্তি মেলে। ৪২৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব রোম সম্রাট দ্বিতীয় থিওডিসিয়াসের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হল গোষ্ঠীপতি নিয়ন্ত্রিত ইহুদি সমাজ ব্যবস্থা। ইহুদি সিনাগগ ও শিক্ষাকেন্দ্রের জায়গা নিল গ্রিক চার্চ। ভিসিগথ আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হলে শুরু ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ'। সমকালীন ইহুদি এবং তার সমাজ সম্পর্কে খুব স্পষ্ট কিছু জানতে পারি না আমরা। এটুকু জানা যাচ্ছে যে প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত হওয়া ইহুদিরা ছড়িয়ে পড়ছে পারস্য, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, আরব উপদ্বীপে, তাদের আত্মীয় সেমাইট গোষ্ঠীদের মাঝে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে খাইবার পাস অবধি। লোহিত সাগর পেরিয়ে আবিসিনিয়া (আধুনিক ইথিওপিয়া), ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে উত্তর আফ্রিকা, সিসিলি, সার্ডিনিয়া, স্পেন, ফ্রান্স সর্বত্রগামী তারা[১]। ভারতে ইহুদি আগমন আরও আগে। আনুমানিক ৫৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কোচিন পৌঁছেছিল ইহুদি বণিক। ৩৭৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দের 'শাসনম' তাম্রলিপিতে কোচিন-ইহুদিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। জিহোভার দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস হবার পর ৭০ খ্রিস্টাব্দে আরও একদল ইহুদি কোচিনে আসে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের একাংশও দক্ষিণ ভারতীয় উপকূলবর্তী শহরগুলিতে আশ্রয় নেয়। কোঙ্কন, মুম্বাই, পুণে, আমেদাবাদ, করাচিতে বসতকারী বেইনি-ইজরায়েলি গোষ্ঠীর দাবি, ২১০০ বছর আগে এক জাহাজডুবির পর মুম্বাইয়ের দক্ষিণে আলিবাগে আশ্রয় নেওয়া জুডার সাতটি ইহুদি পরিবার তাদের পূর্বপুরুষ[২]। উল্লেখ্য, আধুনিক ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি নিসিম এডিকিয়েল জন্মসূত্রে ইহুদি। খ্রিস্টীয় ৬০-৭০ সালের মধ্যে চিনে প্রথম ইহুদি সিনাগগ স্থাপিত হয়। ঠিক কোন সময়ে কোন পথে ইহুদিরা চিনে পৌঁছেছিল তা জানা যায় না। তবে অনুমান যে আড়াই হাজার বছর আগে রেশম বা চিনাংশুকের ব্যবসায় চিন দেশের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি হয় ইহুদি বণিকদের। ত্রয়োদশ শতকে পর্যটক মার্কোপোলো চিন প্রবাসী ইহুদিদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তির কথা উল্লেখ করেন। যেসব

ইহুদি বণিক মধ্যযুগের ইউরোপ ও চিনের সঙ্গে দীর্ঘ শতাব্দী বাণিজ্য লেনদেন বজায় রেখেছিল তারা চিনের পথনির্দেশ ও চিনে তাদের উপস্থিতি গোপন রেখেছে। সপ্তদশ শতকে ক্যাথলিক মিশনারিরা চিনের হোনান প্রদেশে সুন্দর ইহুদি সিনাগগের কথা প্রথম জানতে পারে। হেলেনীয় সভ্যতায় আধা-দীক্ষিত মিশরীয়রা ইহুদি উদ্বাস্তুদের বিশেষ সুনজরে দেখেনি। তারা ওদের সম্পদ ও প্রতিপত্তিকে ঈর্ষা করেছে। মিশরীয়দের বিচারে ইহুদিরা দাম্ভিক। তবুও ৪১৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি মিশরে ইহুদিদের সামজিক গুরুত্ব ছিল। এই সময় বিশপ সিরিল নামে এক ধর্মযাজক প্ররোচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মিশরে কয়েক হাজার ইহুদি নিধন হয় খ্রিস্টানদের হাতে। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আরব মুসলমানরা মিশর দখল করে। মিশরে তখন ইহুদি সংখ্যা কমে কয়েক হাজারে দাঁড়িয়েছে। আরব শাসনে স্থিতাবস্থা ফেরে। ইহুদিরা ফের ঘুরে দাঁড়ায়। মিশর প্রবাসী ইহুদিদের কাছে দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে দেবদূত হয়ে দেখা দিলেন চিকিৎসক দার্শনিক– মোজেস বেন মেইমন (১১৩৫-১২০৪)। মোজেস মেইমনিডস নামে যিনি অধিক খ্যাত। এঁর বিষয়ে ইহুদিদের মধ্যে একটি চালু প্রবচন হল– ‘মোজেস থেকে মোজেসের মধ্যে মোজেসের মতো আর কেউ আবির্ভূত হননি’। এই মোজেসের জন্ম স্পেনের করডোভায়। উত্তর আফ্রিকার মুসলিম উগ্রবাদী বারবার গোষ্ঠী ১১৪৮ কারডোভা দখল করে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ফতোয়া দেয় মুসলিম ধর্মগ্রহণ করো নয়তো স্পেন ছাড়ো। ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দে মেইমন পরিবার বহু পথ ঘুরে অবশেষে আলেকজান্ড্রিয়া চলে আসে। ইতিমধ্যে প্রাণ বাঁচাতে দায়সারা মুসলমান হয়েছেন মেইমনিডস। রাজচিকিৎসক হিসেবে কায়রোর রাজ দরবারে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হল তাঁর। মিশরের ইহুদিদের রক্ষাকবচ হয়ে উঠলেন তিনি। কায়রোর মুসলিম শাসক সালাদিন প্যালেস্টাইন দখল করলে সেখানে ইহুদিদের পুনর্বাসনে বাদশাকে বুঝিয়ে রাজি করান মেইমনিডস। একবার কাজির বিচারে মৃত্যুদণ্ড হল মেইমনিডসের। তাঁকে বাঁচান এক উজির এই যুক্তি দর্শিয়ে যে জোর করে মুসলমান করা হয়েছে এমন মানুষ সঠিক মুসলমান নয়। কায়রোয় বসে যে মহাকীর্তি মেইমনিডস পরবর্তী সময়ে রেখে যান তা থেকে প্রভূত উপকৃত হয় আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক যাঁকে বলা হয় সেই গ্রিক চিকিৎসক হিপ্পোক্রেটস, গ্যালেন, মেটিরিয়া মেডিকা প্রণেতা ডিয়োসকরিডস, আভিসেন্না, আলরাজি প্রমুখ নামি চিকিৎসকদের চিকিৎসাবিধি যা আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল সেগুলিকে হিব্রু ও ল্যাটিনে অনুবাদ করেন মেইমনডিস। বিষ, হাঁপানি, অর্শ, স্নায়ুরোগ, যৌন পরিচ্ছন্নতা, যৌন দুর্বলতা বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা পুস্তিকাগুলিও খ্যাতি পায়। বিশেষ করে ‘গ্লসারি অফ ড্রাগস’। অতিভোজনের অপকারিতা সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেছেন মেইমনিডস। শারিরীক অসুস্থতা প্রশমনে আজকাল যোগ, প্রাণায়ামের উপযোগিতার কথা বলা হচ্ছে। মেইমনিডস নিদান দিলেন দর্শনচর্চার যাতে মানসিক

ও নৈতিক ভারসাম্য এবং প্রশান্তি বজায় রাখা যায়। হিব্রু ভাষায় তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মিশনা টোর‍্যা' বা ইহুদি ধর্মীয় কানুনের নব সংস্করণ লিখলেন মেইমনিডস। সহজ যুক্তিগ্রাহ্য করে সাজালেন আদি হিব্রু ধর্মগ্রন্থ 'পেন্টাটুক', 'মিশনা', 'জেমারা'। 'ট্যালমুড'-এর অশুভ ভবিষ্যতবাণী, কবচ-তাবিজ, জ্যোতিষশাস্ত্র ছেঁটে ফেললেন। তিনি সেই মুষ্টিমেয় মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদদের একজন যিনি জ্যোতিষচর্চাকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। ঠিক যে মুক্তচিন্তাশীল ছিলেন মেইমনিডস তা নয়, তিনি চেষ্টা করেছেন ধর্মগ্রন্থ বর্ণিত অলৌকিকের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিতে। একইসঙ্গে দৈব প্রেরণা ও মোজেসের নির্দেশনামায় অবিচল আস্থা রেখেছেন মেইমনিডস। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে এই প্রাচীন নিয়মের বাঁধন ছাড়া প্রবাসী ইহুদি সমাজ টিঁকিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। মেইমনিডসের যুক্তিবাদ ইহুদি প্রাচীনপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধাচারী হয়ে ওঠে। এক পরম বৌদ্ধিক সত্তা যে বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্তা, প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই তার প্রমাণ বলে মনে করতেন তিনি। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি শুধুমাত্র মানুষের কথা ভেবে সৃষ্ট এই সংকীর্ণ চিন্তাকে উপহাস করেছেন মেইমনিডস। তাঁর মতে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণবায়ুরূপী ঈশ্বর রয়েছেন তাই সকল প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। যদি ভাবা যেত যে ঈশ্বর নেই তবে বিশ্বপ্রকৃতির অস্তিত্বও বিলীন হত[৩]।

১. *A History of the Jews: Revised Edition: Cecil Roth, Schocken Books, New York.*

২. *History of the Jews in India: en.wikiedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_India*

৩. *The story of Civilization: Will Durant Vol.IV. The Age of Faith. Simon & Schuster.*

ইসলাম, ধর্মযুদ্ধ ও ইহুদি

৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু হল। তার পাঁচ বছর বাদে বিশ্বের বৃহত্তম উপদ্বীপ যাযাবর অধ্যুষিত আরব মরুতে এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মালেন মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ)। মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। কেই বা ভেবেছিল যে একশো বছর পেরোতে ওই যাযাবর গোষ্ঠী বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত অর্ধেক এশিয়া, পারস্য, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠবে। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং শ্বশুর, ইসলামের প্রথম খালিফা, আবু বকর (৫৭৩-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ) ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ উক্ত দৈব আদেশ বা 'কোরা', যা সবই নবির জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে ভূর্জপত্র, চামড়া, পাথরে লিখিত, সেগুলির সংকলন প্রকাশের আদেশ দেন। এই কাজ শেষ হয় ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রসার এবং প্রতিপত্তি ক্রমে বাড়তে থাকে। ধর্মান্তরিত আরব উপজাতিগুলি ইসলামের বশ্যতা মানতে বাধ্য হলেও কখনোই নিশ্ছিদ্র হয়নি তাদের আনুগত্য। বিদ্রোহ লেগেই থাকত। তাদের পুরোপুরি বাগে আনতে আবু বকরকে আরব সেনাপতিদের মধ্যে নির্মমতম খালিদ ইবন আলওয়ালিদ-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী পাঠাতে হয়। মহম্মদ পরবর্তী আরব দুনিয়ায় ক্ষমতার লড়াই এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা লেগেই ছিল। এই অন্তর্কলহ উত্তপ্ত পরিবেশ পশ্চিম এশিয়ায় আরব বিজয় অভিযান ত্বরান্বিত করে থাকবে। এছাড়াও মহম্মদ পূর্ববর্তী আরবে প্রশাসনিক শৈথিল্যের কারণে সেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। দারিদ্র্য, অনাহার নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। আরব মরুচারী গোষ্ঠীগুলিকে এক ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে এল ইসলাম। মুসলিম শক্তির লোভনীয় সামরিক লক্ষ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত, দুর্বল বাইজেন্টাইন ও পারস্য। জাতিগত নৈকট্যও আর এক কারণ। মেসোপটেমিয়া ও সিরিয়াবাসী আরবদের কাছে আক্রমণকারী মুসলিম আরবদের ধর্ম সহজ গ্রহণীয় মনে হয়েছিল। পাশাপাশি ধর্মীয় আবেগও কাজ করে। নেসটরিয়ান খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীদের উপর বাইজেন্টাইন প্রশাসনের অত্যাচার সিরিয়া ও মিশরের এক বিপুল সংখ্যক জনতা এমনকি বাইজেন্টাইন সেনাদলের মধ্যেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ছিল নৈতিকতার প্রশ্নও। খ্রিস্টধর্মের নীতি ও সন্ন্যাসজীবন মধ্যপ্রাচ্যবাসী স্বভাব-যোদ্ধা আরবদের যুদ্ধের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ হ্রাস করে। তারা বর্বর নয়, সুশৃঙ্খল, কষ্টসহিষ্ণু যোদ্ধা। আবু বকর তাদের একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প দিলেন। তিনি তাদের ধর্মযোদ্ধা গড়তে চাইলেন। তাদের বললেন শৌর্যবান, মৃত্যুভয়হীন হতে। দরিদ্র, শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ, সন্ন্যাসব্রতী নিরীহ মানুষকে হত্যা না করতে। বললেন

শস্যক্ষেত্র, ফলবান বৃক্ষ, গবাদি পশু যেন তারা ধ্বংস না করে। মুসলমান যোদ্ধাকে বললেন তারা যেন এমনকি শত্রুকে দেওয়া প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে। বাকিদের হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা, নয় তো কর দিতে, অন্যথা হত্যা করতে নির্দেশ দেন আবু বকর। এভাবেই মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছর বাদে আরব দুনিয়া থেকে সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ জুড়ে ইসলামের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি বিশ্ব সভ্যতা গড়ে ওঠে। ইসলামের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পরবর্তী ছ'শো বছর অর্থাৎ ক্রুসেডের প্রায় অন্তিম লগ্ন অবধি নিরঙ্কুশ। ক্রুসেড শেষ হবার পরও স্প্যানিশ মুর ও অটোমন তুর্কি মুসলমান কৃষ্টির প্রভাব রয়ে যায় ইউরোপের জীবনচর্চায়[১]।

নবি মহম্মদের সঙ্গে আরবে বাসকারী ইহুদিদের সুসম্পর্ক নষ্ট হয় যখন ইহুদিরা মহম্মদকে তাদের পয়গম্বর মানতে অস্বীকার করে। যা একসময় তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সমগোত্রীয় মনে হয়েছিল সেই ইসলামের রণং- দেহি রূপ মদিনাবাসী ইহুদিরা পছন্দ করেনি। ইহুদি নবিদের প্রতিশ্রুত মেসিয়া বা পরিত্রাতা হিসেবেও মহম্মদকে ভাবতে রাজি ছিল না তারা। ইহুদিরা মহম্মদের শাস্ত্র ব্যাখ্যাকে বিদ্রুপ করে। জবাবে মহম্মদ ইহুদিদের শাস্ত্র অপব্যাখ্যাকারী ও পয়গম্বরদের হত্যাকারী বলে চিহ্নিত করেন। ইহুদিরা প্রত্যাঘাত করে মহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে যে তিনি পৌত্তলিকতার পুনর্জন্ম দিচ্ছেন। দুই ধর্মের সম্পর্কে এভাবেই একটি ফাটল তৈরি হয়। একথা যদিও অনস্বীকার্য যে ছিন্নমূল ইহুদির সামাজিক নিরাপত্তা পরবর্তীকালে ইসলামি দুনিয়ায় যতটা নিশ্চিত হয়েছে খ্রিস্টধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রে তা হয়নি। মূলত আর্থিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণেই মহম্মদ পরবর্তী ছ'শো বছর মধ্যপ্রাচ্যজাত তিন একেশ্বরবাদী ধর্মের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। দুশো বছরের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ তারই পরিণতি।

ক্রুসেড

ক্রুসেডের ম্যাপ

১০৯৫ থেকে ১২৯১ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। ধর্মযুদ্ধের অনেক কারণের প্রথমটি হল সেলজুক তুর্কিদের জেরুজালেম দখল ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য জেরুজালেমের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। কাস্পিয়ান সাগর, আরাল সাগর সংলগ্ন এলাকাবাসী সেলজুক নামের একটি তুর্কি জনগোষ্ঠী মুসলিম ধর্মগ্রহণ করে দশম শতকে। একাদশ শতকে তারা আদি বাসভূমি ছেড়ে পারস্যের খুরসানে চলে আসে এবং

পারসি সংস্কৃতি আত্মস্থ করে। এই তুর্কি-পারসি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় হিন্দুকুশ থেকে এশিয়া মাইনর এবং মধ্য এশিয়া থেকে পারস্য পর্যন্ত। ১০৭০ সালে জেরুজালেম দখল করে সেলজুক তুর্কিরা[২]। এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা ও মূল ইউরোপ ভূখণ্ডের সংযোগবিন্দু জেরুজালেম মধ্যযুগীয় আন্তর্জাতিক স্থলবাণিজ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেটি করায়ত্ত করার অর্থ রেশম, মশলা, সুগন্ধি, মূল্যবান পাথরের বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রণে একচ্ছত্র অধিকার পাওয়া। অবশ্যই সমকালীন বাজার অর্থনীতি সমান গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি, সুন্নি মুসলমানদের কাছে জেরুজালেম বিশ্বের তৃতীয় পবিত্র ধর্মস্থান। সেলজুক তুর্কিরা সুন্নি মুসলমান এবং জেরুজালেম সেসময় শিয়া মুসলিম ফতিমিদদের দখলে। ক্রুসেডের দ্বিতীয় কারণ বাইজেন্টাইন রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস। টানা সাতশো বছর ইউরোপ, এশিয়ার মিলনবিন্দুর উপর নজরদারি করে এশিয়ার সামরিক উচ্চাকাঙ্খা এবং মধ্য এশীয় তৃণভূমির হানাদারদের ঠেকিয়ে রেখে অন্তর্কলহে বিধ্বস্ত, দুর্বল বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য। তৃতীয় কারণ পিসা, জেনোয়া, ভেনিসের উঠতি বণিক সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান উচ্চাশা। তাদের বন্দরগুলি তখন ইটালি এবং আল্পসের অপরপ্রান্তের ইউরোপীয় দেশগুলির পণ্যবাহী জলপথ। তাদের আর্থিক প্রতিপত্তি বেড়েছে। ভূমধ্যসাগর এলাকায় বাড়তে থাকা মুসলমান আধিপত্য ঘুচিয়ে নিকট প্রাচ্যে পশ্চিম ইউরোপের পণ্য বাজার উন্মুক্ত করতে চায় তারা। তাদের কথা পোপ আরবান দ্বিতীয়র কানে পৌঁছেছিল কিনা জানা যায় না। তবে ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের সিদ্ধান্ত অন্তিমে তিনিই নেন। খামতি ছিল না অপপ্রচারে। রটে যায় প্যালেস্টাইনে মুসলিমরা খ্রিস্টানদের অকথ্য নির্যাতন করছে, মহম্মদ আসলে মূর্তি উপাসক ইত্যাদি। আর এক ধর্মীয় যুক্তি এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রুসডের রক্তলোলুপতা বাড়িয়েছিল। ক্রুসেড যদি ধর্মযুদ্ধ হয় তবে শুধু মুসলমান কেন যে কোনো বিধর্মীই খ্রিস্টানের শত্রু। যে পথ দিয়ে ক্রুসেডের শুরু সেই পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানির ধর্মযোদ্ধাদের কাছে মধ্যপ্রাচ্যের জেরুজালেম দখল করে থাকা মুসলমানদের তুলনায় অনেক সহজলভ্য ঘৃণিত শত্রু প্রতিবেশী বিধর্মী ইহুদি যাদেরকে খ্রিস্টান সমাজ একরকম দায়সারা গোছের মেনে নিয়েছিল। খ্রিস্ট হত্যাকারী এই অপবাদ দুষ্ট ইহুদিদের বিরুদ্ধে চোরা বিদ্বেষ সর্বদা কাজ করেছে মধ্যযুগে। 'ব্ল্যাক ডেথ'-র মতো অজানা মহামারির জন্য দায়ী করা হত ইহুদিকে। হয় সে 'কুয়োর জলে বিষ ঢেলেছে' নয় তার মারণ উচাটনে ঘায়েল করেছে, এই ছিল প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের অন্ধ বিশ্বাস। ইউরোপের কিছু এলাকায় চার্চের আরক্ষণ পেয়েছে ইহুদিরা। সেটাও যেহেতু চার্চের দৃষ্টিতে তারা ছিল 'অবিশ্বাসের জীবন্ত নমুনা' 'খ্রিস্টধর্মের সত্যতার প্রমাণ'। তবে সে সংরক্ষণ যে অনেকটা ফাঁকা বুলি গোত্রের তার নজির প্রথম ক্রুসেড। ইউরোপ জুড়ে দশ হাজারের বেশি ইহুদিকে হত্যা করা হয়[৩]।

প্রথম ক্রুসেড (১০৯৫-৯৯ খ্রিস্টাব্দ) ইউরোপীয় ইহুদির জীবন আমুল পরিবর্তিত করে দেয়। বদলে যায় খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি। ১০৫৪ সালে বাইজেনটিয়ামের চার্চ এবং গ্রিক অর্থডক্স চার্চ রোমান ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। ইতিমধ্যে তুরস্কে মুসলমান আক্রমণ হয়েছে। বিপন্ন আলবানিয়া, বুলগেরিয়া এবং গ্রিসের চার্চগুলি বাধ্য হয়ে ফের রোমান ক্যাথলিক চার্চের শরণাপন্ন হয়। পোপ দ্বিতীয় আরবান দেখলেন গ্রিক অর্থডক্স চার্চ এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের সমঝোতার এই সুযোগ। তিনি তার নিয়ন্ত্রণাধীন একটি খ্রিস্টান সেনাদল তৈরি করলেন। দ্বিতীয় আরবানের সিদ্ধান্ত উসকে দিয়েছিল যাজক পিটার দ্য হারমিটের প্রচার। পিটারের ব্যাখ্যায় পৃথিবীর তাবত সমস্যার কারণ মুসলমানদের জেরুজালেম দখল করে রাখা। জেরুজালেম মুক্ত হলেই মানুষের জীবনে সুখ শান্তি ফিরবে। উত্তর ফ্রান্সের আমিয়েন নিবাসী পিটার একবার স্বয়ং জেরুজালেমে ঢুকতে গিয়ে সেলজুক তুর্কিদের হাতে বাধা পায়। তার পক্ষে মুসলিম বিরোধী হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ধর্মীয় আবেগ উস্কে দিয়ে খ্রিস্টান উদ্দীপনা পুনর্জাগরণের হোতা হয়ে যায় পিটার[৫]। পোপ দ্বিতীয় আরবান তাঁর বাহিনী পাঠালেন তুর্কি মুসলমানদের যুদ্ধে হারিয়ে জেরুজালেমের খ্রিস্টান তীর্থগুলি মুসলিম কব্জামুক্ত করে প্যালেস্টাইনকে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করতে। মূলত ফরাসি নাইট ও সেনাদল নিয়ে গঠিত প্রথম ক্রুসেড চলেছিল চার বছর। সন্ন্যাসী ও যোদ্ধার মিশ্রণ গডফ্রে অফ বুলিয়ানের নেতৃত্বাধীন যাট হাজার ক্রুসেডারের অধিকাংশ ছিল কৃষক, ভাগ্যান্বেষী হতদরিদ্র। দলে নাইট বা যোদ্ধার সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। মধ্যযুগের ইউরোপে এক অভিনব চরিত্র নাইট। ইউরোপের সমাজ তখন চার ধাপ বা 'এস্টেটে' বিভক্ত। প্রথম ধাপ নির্দিষ্ট অভিজাত বা নাইটের জন্য। দ্বিতীয় স্থান যাজকের। তৃতীয় স্থানাধিকারী সাধারণ মানুষ। চতুর্থজন কৃষক বা 'সার্ফ'রা আবার কোনো 'এস্টেট'-ভুক্ত নয়। নাইটদের কাজ শুধু যুদ্ধ করা। ফলে যখন যুদ্ধ নেই তখন তারা কার্যত বেকার। এই তথাকথিত 'অভিজাতদের' রুজিরোজগার জোগাতে মধ্যযুগের ইউরোপকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে যেতে হয়েছে অবিশ্রাম। ১০৯৯ সালে বারো হাজার ক্রুসেডারের দল জেরুজালেমে হাজির হল। ইতিহাস বড়ই রসিক। যে সেলজুক তুর্কিদের হটাতে ক্রুসেডের শুরু দেখা গেল একবছর আগেই ১০৯৮ সালে তাদের জেরুজালেম থেকে বিতাড়িত করেছে ফতিমিদ শিয়া মুসলিমরা। খ্রিস্টানদের দুর্ব্যবহারে অনেক আগে থেকে ক্ষুব্ধ ইহুদিরা জেরুজালেম রক্ষার লড়াইয়ে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। গডফ্রে অফ বুলিয়ান জেরুজালেম দখলের পর হত্যা করা হয় মসজিদ এবং সিনাগগে আশ্রয় নেওয়া মুসলমান এবং ইহুদিদের। ইউরোপের রাইন ও দানিয়ুব অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু ইহুদি সম্প্রদায় নির্মূল হয়ে যায় ফরাসি ধর্মযোদ্ধাদের হাতে। জার্মানির স্পেয়ার, মেইনজ, ওয়ার্মর্স প্রভৃতি শহরে খ্রিস্টীয় দশম, একাদশ শতক থেকে ইহুদি বণিকের দল বাস করেছে। চার্চের বিরোধীতা

উপেক্ষা করে প্রথম ক্রুসেডের ফরাসি বাহিনী ওইসব এলাকায় তাদের ব্যাপক নিধনে মাতে। অবশিষ্টদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়। ইউরোপের ইতিহাসে বলপ্রয়োগ করে ইহুদিদের ধর্মান্তকরণের এটাই প্রথম বড় নজির[৫]। প্রথম ক্রুসেডের ফলে পরবর্তী একশো বছর ফ্রান্সে ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্বেষ তৈরি হয়। ইহুদিদের বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ ছিল তারা খ্রিস্টান শিশুদের হত্যা করে তাদের রক্তে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ক্রুসেডের (১১৪৬-৮ খ্রিস্টাব্দে) চার দশক বাদে ১১৮১ সালে ফিলিপ অগস্টাস ফ্রান্সের রাজা হবার একবছরের মধ্যেই ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত হয় ইহুদিরা। আশ্রয়ের খোঁজে যে দেশে সব শেষে পৌঁছেছিল ইহুদিরা (আনুমানিক ১০৭০ খ্রিস্টাব্দ) সেই ইংল্যান্ড থেকে ক্রুসেডের প্রায় অন্তিম লগ্নে ১২৯০ সালে প্রথম এডওয়ার্ডের আদেশে নির্বাসিত হল তারা। রোমান ক্যাথলিক চার্চের নাগাল ছাড়িয়ে খ্রিস্টধর্মের একেবারে প্রান্তিক বিন্দুতে পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, রাশিয়ায় ছড়াতে থাকে ইহুদিরা। এইসব দেশের সমকালীন সমাজে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের উপস্থিতি আনুপাতিক হারে নগণ্য থাকায় ইহুদি বিদ্বেষ এবং নির্যাতন তুলনায় অনেক কম ছিল। তাছাড়া বাণিজ্যের সম্ভাবনাও বেশি ছিল। ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকের পোলিশ সমাজে ইহুদিদের অবস্থান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে ওই আমলের বহু পোলিশ মুদ্রায় হিব্রু ও পোলিশ দুটি ভাষারই হরফ খোদিত দেখতে পাওয়া যায়[৬]।

ক্রুসেডের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। দু'শো বছরের লড়াই শেষে জেরুজালেম এবার এক দুর্ধর্ষ মুসলিম রাজশক্তির করায়ত্ত হল। এই মিশরি দাসবংশীয় মামলুকরা দিল্লির কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২৯০)-এর স্বগোত্রীয়। জেরুজালেম খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায় এবং সীমিত সংখ্যক তীর্থযাত্রীরা প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। জেরুজালেমের পূর্ববর্তী ফতিমিদ এবং আয়ুবিদ প্রশাসকরা নানা ধর্মসমন্বয় মেনে নিলেও ক্রুসেডারের অতীত আক্রমণের দুঃস্মৃতি জেরুজালেমের নতুন মামলুক প্রশাসকদের স্বাভাবিকভাবেই আরও কঠোর মনোভাবাপন্ন করে তোলে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে প্রতিপত্তি ও সম্মান প্রথম ক্রুসেডের সাফল্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল পরবর্তী ক্রুসেডগুলি তা ধাপে ধাপে নষ্ট করে। ক্রুসেডের ব্যর্থতা চার্চের সম্মান ও খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে দুর্বল করে। মুসলিম বাণিজ্য এবং শিল্পের সঙ্গে পরিচয় ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

১. *The Story of Civillization Vol.IV, The age of Faith: Will Durant: Simon & Schuster.*

২. *en.wikipedia.org/wiki/seljuq_dynasty (Wikipedia org/wiki/seljuq_dynasty.*

৩. *www.jewishhistory,org/the First crusdae*

৪. *ওই*

৫. *aitzhayim.com/jewish-life-in medievaleurope.*

৬. *The Jews: Story of A People: Howard Fast: A Laurel Book.*

স্পেনের স্বর্ণযুগ-সেফারডিক ইহুদি-স্পেন ও পর্তুগাল থেকে বহিষ্কার

আব্রাহামের মেসোপটেমিয়া থেকে মোজেসের মিশর, ডেভিড, সলোমনের রাজ্যপাট থেকে ব্যাবিলন নির্বাসন, পরে আইবেরীয় উপদ্বীপে স্পেন, পর্তুগাল এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চল– এই বৃত্তে আবর্তিত হতে থাকা ইহুদি ইতিহাস বিগত কয়েক শতাব্দী বাদে পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় সংস্কৃতির ইতিহাস যাকে আজকের সেফারডিক সংস্কৃতি বলা হচ্ছে। সপ্তদশ শতকের আগে অবধি ইহুদি জনসংখ্যার বেশিরভাগ সেফারডিক এবং ইহুদি কৃষ্টির মূলকেন্দ্রগুলিও সেফারডিক ছিল। গত তিন চার শতকে ইউরোপীয় ইহুদিদের সংখ্যা এবং তাদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বাড়ে যার কারণে অনেকটা ম্রিয়মান দেখিয়েছে সেফারডিক সংস্কৃতিকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা আইবেরিয় উপদ্বীপে[১] ইহুদিদের প্রথম আসা রোমান সৈন্যদের অনুগামী বণিক হয়ে। দ্বিতীয় দলটা এসেছিল ৭০ খ্রিস্টাব্দে জিহোভার দ্বিতীয় মন্দির রোমানদের হাতে ধ্বংস হলে। তৃতীয় খ্রিস্টীয় শতকের সালমনুল্লা (Salomonulla) নামে এক অল্পবয়সী ইহুদি মেয়ের কবর আবিষ্কৃত হয়েছে স্পেনের আডরায় (Adra)। যেটা স্পেনে হিব্রু উপস্থিতির প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। স্প্যানিশ সেফারডিক ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজারের হাতে প্রথম জিহোভা মন্দির ধ্বংস হবার সময়ই আইবেরীয় উপদ্বীপে হাজির হয়েছিল তাদের পূর্বপুরুষ। আর এক দলের মত, খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সলোমনের আমলে ফিনিশীয় সমুদ্র বণিকদের সঙ্গে স্পেনে পৌছয় হিব্রুরা। কিছু স্প্যানিশ পরিবারের দাবি তারা রাজা ডেভিডের বংশধর। এ দাবির সমর্থনে তারা ওবাডিয়া-র (Obadiah/আরবি আবদুললা অথবা ওবাইদুললা)[২] ভবিষ্যতবাণী উল্লেখ করে। ট্যালমুডে নবি ওবাডিয়ার ভবিষ্যতবাণীতে 'সেফারাড' ভূখণ্ডের উল্লেখ আছে যেখানে জেরুজালেম থেকে নির্বাসিত ইহুদিরা আশ্রয় নেবে বলে পূর্বাভাস দেন নবি[৩]। পরবর্তী সময় স্পেনীয় ও পর্তুগিজ ইহুদিরা সেফারডিক ইহুদি হিসাবে পরিচিত হল। ইউরোপের অন্য ইহুদিদের বলা হয় আস্কেনাজিম (হিব্রু আস্কেনাজ অর্থ জার্মানি, রাইন নদীর উপত্যকায় ক্রুসেডের কাল অবধি বাসকারী ইহুদি)।

ভূমধ্যসাগরীয় স্পেনের সংস্কৃতি বহুমাত্রিক। কার্থেজীয়, রোমান ও ভিসিগথ শাসন এবং অষ্টম শতকে আরব মুসলমানদের স্পেন বিজয় প্রভাবিত করে স্পেনের সমাজ ও সংস্কৃতিকে। কার্থেজীয় সাম্রাজ্যে দক্ষিণ স্পেনের শহরগুলিতে ইহুদি প্রভাব

ছিল কার্থেজ ধ্বংস হতে যা নষ্ট হয়। পরবর্তী শাসক রোমানদের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ছিল ইহুদিদের। কৃষিকাজ ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিল রোমান স্পেনের ইহুদি। খ্রিস্টধর্ম রোমের সরকারি ধর্মের স্বীকৃতি পাবার আগে পর্যন্ত স্পেনের অর্থনীতি এবং সমাজ জীবনে ইহুদি প্রভাব বজায় থাকে। অ-ইহুদি জনসমষ্টির সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল তাদের। ক্যাথলিক রোমান শাসনে ইহুদিদের উপর নির্যাতন শুরু হল। রোমান ক্যাথলিক শাসকের চোখে অন্য বিধর্মীদের তুলনায় স্পেনের ইহুদিরা অনেক বেশি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ইহুদি ও অন্যান্য বিধর্মীদের সঙ্গে খ্রিস্টান বিবাহ, একত্র ভোজন নিষিদ্ধ কর রোমান ক্যাথলিক চার্চ। পঞ্চম শতকে ভিসিগথরা আইবেরিয় উপদ্বীপের দখল করে। ভিসিগথরা ছিল আরিয়ন খ্রিস্টান। আলেকজান্ড্রিয়ার খ্রিস্টান পুরোহিত আরিয়াসের (২৫০-৩৩৬ খ্রিস্টাব্দ) প্রবর্তিত আরিয়ান খ্রিস্টধর্ম ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নিকাসিয়ায় অনুষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের প্রথম সভায় অগ্রাহ্য হয় এবং আরিয়াসকে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে বহিষ্কার করে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। পশ্চিম ইউরোপে আরিয়নিজম ছড়ায় আরিয়ান মিশনারি উলফিলাদের (Ulfilas) মাধ্যমে। গথ, ভ্যান্ডালরা আরিয়ান খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে এরা ক্যাথলিক হয়ে যায়। ভ্যান্ডাল, ভিসিগথদের প্রতাপে ইউরোপের পশ্চিমে প্রথমদিকে ঠিক জাঁকিয়ে বসতে পারেনি রোমান ক্যাথলিক চার্চ। এরা রোমের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবকে একরকম ধসিয়ে দেয়। এর ফলে বেশ কিছু শতাব্দী এই এলাকার ইহুদিরা নিরাপদে ছিল। ভিসিগথরা উত্তর আফ্রিকা, স্পেন দখল করলে ইহুদিদের সামাজিক সম্মান উভয় অঞ্চলেই বাড়ে। রোমান ক্যাথলিকদের রোম সাম্রাজ্যের প্রতিভূ মনে করত ভিসিগথরা। ফলে রোমান ক্যাথলিকদের উপর খড়্গহস্ত হলেও অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীদের সম্পর্কে তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। ভিসিগথদের কাছে ইহুদিরা ছিল সভ্যতার অপরিহার্য অংশ। তারা ইহুদিদের কাছে পেল চিকিৎসক, ল্যাটিন শেখার শিক্ষক, রেশম, সুগন্ধি, হিরে-জহরত, মশলার বণিক, প্রাসাদ তৈরির স্থপতি, বাণিজ্যপোত। ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ শাসক আরিয়ান খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করে ক্যাথলিক খ্রিস্টান হবার পর থেকে অবস্থা বদলে গেল[৬]। রাজ্যের ভিত মজবুত করতে সদ্য ক্যাথলিক ভিসিগথ শাসক ইহুদিদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে ওঠে। ইহুদি ধর্মাচার আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ইহুদি ও অ-ইহুদি মিশ্র বিবাহজাতদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হল ৬২০ খ্রিস্টাব্দে। ভিসিগথ রাজা ইহুদিদের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ অথবা স্পেন পরিত্যাগ যে কোনো একটা তাদের বেছে নিতে হবে। কিছু ইহুদি গল এবং উত্তর আফ্রিকায় পালায়। প্রায় নব্বই হাজার ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ভিসিগথ শাসিত স্পেনে ইহুদিদের চরম দুর্দশা ভোগ করতে হয়। সমস্ত ধরনের ইহুদি ধর্মাচার নিষিদ্ধ হল। ধর্মান্তরিত ইহুদিদের মুচলেকা দিতে হয় যে তাদের পরিবার বা গোষ্ঠীর কোনো সদস্য গোপনে

ফের ইহুদি হবার চেষ্টা করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে অথবা পুড়িয়ে মেরে ফেলতে বাধ্য থাকবে তারা। কোনো রাজকর্মচারী, রাজ অমাত্য ইহুদিদের ধর্মাচরণে সাহায্য করলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে বলেও আদেশ জারি হল। জারি হল বাড়তি কর, খ্রিস্টানদের কাছে কেনা সম্পত্তি অল্প দামে বাধ্যতামূলক বিক্রি ইত্যাদি অর্থনৈতিক শাস্তি। ৭১১ সালে আরব মুসলিম সেনার দক্ষিণ ও মধ্য স্পেন বিজয়ের পিছনে ইহুদি মদত কতটা ছিল তা স্পষ্ট না হলেও একথা সত্যি যে ক্যাথলিক চার্চের পীড়ন ও অত্যাচার স্পেনের অবশিষ্ট ইহুদিদের ভিসিগথ শাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। মরক্কোর উত্তর উপকূল থেকে স্পেন অভিযানে আসা মুর সেনা নায়ক তারিক ইবন জিয়া ইহুদিদের চোখে খুব স্বাভাবিক কারণেই পরিত্রাতা হয়ে ওঠেন[৫]। যে শহরে মুর সৈন্যবাহিনী গেছে ইহুদিরা তাদের সোল্লাসে স্বাগত জানিয়েছে, সাহায্য করেছে। টলেডো, গ্রানাডা, মালাগা শহরগুলি একে একে দখল করে মুর সেনা। ইহুদি এবং মুর সৈন্য যৌথভাবে পাহারা দেয় সেগুলি। এভাবেই শুরু স্পেনীয় ইহুদিদের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। স্পেন বিজয়ের পর মুররা ইহুদিদের আলাদা থাকার জায়গা বা 'ধিম্মি' নির্দিষ্ট করে দেয়। মুসলিম স্পেনে ইহুদিরা অনেক সুবিধা পেয়েছে। সমকালীন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিদের মুর শাসিত স্পেনে চলে আসাই তার প্রমাণ। খ্রিস্টীয় অথবা মুসলিম যে কোনো দেশে বসোবাসকারী ইহুদিদের কাছেই মুর স্পেন তখন স্বর্গরাজ্য। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আবদ আর রহমান শাসক হবার পর ইউরোপ, মরক্কো, ব্যাবিলন, আরব দুনিয়া থেকে দলে দলে স্পেনে আসতে থাকে ইহুদিরা। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা ইহুদি কৃষ্টির সমন্বয় সেফারডিক ইহুদির সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক মানোন্নয়নে সহায়ক হয়। সুবর্ণযুগ বস্তুত ভালো মন্দর মিশ্রণ। দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ের ইউরোপে ইহুদির জীবনকে হাওয়ার্ড ফাস্ট মজা করে তুলনা করেছেন বারোমেসে দাঁত ব্যাথার সঙ্গে। যখন থাকে না তখন জীবন বড়ই সুন্দর। যখন চাগাড় দেয় তখন সে মৃত্যুযন্ত্রণাতূল্য[৬]। তিনশো বছরের মুর শাসনে স্পেনের ইহুদি পেয়েছে নির্বিচারে খুন না হবার ভরসা, সামান্য হলেও আইনি সুবিধা, ভ্রমণের অধিকার, ভিসিগথদের ভেঙে দেওয়া সিনাগগ তৈরির অনুমোদন। বিনিময়ে মুর স্পেনকে ইহুদির দান সমকালীন দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানসম্মত ভেষজ ও চিকিৎসা পদ্ধতি। ইহুদি চিকিৎসাবিদদের যাবতীয় জ্ঞান আরবি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ইহুদি বাস্তুবিদ তৈরি করেছে জল সরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থা। ইহুদি বণিক ছকে দিয়েছে বাণিজ্য পথ স্পেনের সামনে যা গোটা দুনিয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। ইউরোপে চিনা রেশম বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে স্পেন। হিব্রু ও আরবি ভাষায় লেখা হয় সমৃদ্ধ ইহুদি সাহিত্য। কবিতা, নাটক, ভ্রমণ কাহিনি। বেশ কিছু সংখ্যক ইহুদি মুর রাজদরবারে রাজা, রাজপুত্রদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য হাসাদাই ইবন-শাপ্রুট এবং স্যামুয়েল ইবন-নাগ্রেলার

নাম। সমকালীন বিশ্বে খ্যাতনামা শাপ্রুট করডোভা খালিফের উজির ছিলেন। গ্রানাডার রাজার উজির ছিলেন স্যামুয়েল ইবননাগ্রেলা।

১১৪৮ সালে স্পেন আল মোহাদ মুসলিমদের দখলে আসার পর ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ফরমান জারি হল, হয় মুসলিম ধর্মগ্রহণ কর নয়তো স্পেন ছাড়। আগে উল্লেখ করেছি এই সময় মোজেস মেইমনডিসের মতো বিখ্যাত চিকিৎসক এবং দার্শনিককে স্পেন ছেড়ে যেতে হয়। উত্তর স্পেনের খ্রিস্টান রাজারা এতদিন মুসলিম স্পেনে ইহুদিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবদান চাক্ষুষ করে হাত কামড়েছে। কিছু ইহুদি চিকিৎসককে আমন্ত্রণও জানান কাস্টিলের রাজা সেখানে বসবাস করার জন্য। আলমোহাদিদের ইহুদি নিগ্রহ খ্রিস্টান শাসকদের সামনে বড় সুযোগ এনে দেয়। ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করা হল খ্রিস্টান স্পেন ও খ্রিস্টান পর্তুগালের দরজা। কাস্টিলের রাজা যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম আলফানসোর আইন খ্রিস্টান ও ইহুদিকে সমমর্যাদা দিল। ১১০৭ সালে টোলেডোর ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা কঠোর হাতে দমন করা হল। উত্তর স্পেনের অপর রাজ্য আরাগনের রাজা প্রথম জেমস ইহুদিদের আহ্বান করলেন মাজরোকা, কাটালোনিয়া, ভ্যালেন্সিয়ায় এসে থাকতে। বহুক্ষেত্রে ইহুদিদের জমি ও বাসস্থান দেওয়া হল। খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের মধ্যে পরবর্তী একশো বছর শান্তি বজায় রইল। দ্বাদশ শতকে বার্সিলোনার বাণিজ্যে ইহুদি অধিপত্য একচ্ছত্র এবং বার্সিলোনার এক তৃতীয়াংশ জমি ইহুদিরা ভোগ করছে। স্পেনের ইহুদিদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপান হলেও, তাদের আর্থিক বিকাশ এবং অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন অক্ষুন্ন থেকেছে। খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুরের ত্রিপাক্ষিক বাণিজ্য অবাধ ছিল। তারা উৎসবে, অনুষ্ঠানে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, সৌজন্য, উপহার বিনিময় চলে। কোনো কোনো খ্রিস্টান রাজা সিনাগগ তৈরির জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ১০৮৫ থেকে ১৪৯২ অবধি খ্রিস্টান স্পেনে আর্থিক প্রতিনিধি, কূটনীতিক, মন্ত্রী ইত্যাদি পদে বহাল ইহুদিরা। ইহুদিদের অন্তর্কলহ নতুন বিপর্যয় ডেকে আনে। ১১৪৯-এ লিওন এবং কাস্টিলের রাজা ষষ্ঠ আলফানসোর প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক জেহুদা বেন এজরা টোলেডোর ইহুদিদের উপর অত্যাচার চালাতে রাজাকে প্ররোচিত করে। এর ফলে টোলেডোর কোয়ারাইট ইহুদি গোষ্ঠী নির্মূল হয়ে যায়। ১২১২ সালে ক্রুসেড বাহিনী স্পেনে ঢোকে মুরদের তাড়াতে। এদের একাংশ ইহুদি নিধনে মাতলে বাধা দেয় প্রতিবেশী খ্রিস্টানরা। দশম আলফানসো আইন ব্যবস্থায় ইহুদি বিরোধী কানুন প্রবর্তন করলেও তা চালু হয় প্রায় একশো বছর বাদে। আলফানসোর ব্যক্তিগত চিকিৎসক, কোষাধ্যক্ষ দুজনই ছিল ইহুদি। সেভিলে মুসলমানদের বিতাড়িত করে পাওয়া তিনটি মসজিদ সিনাগগ তৈরি করতে ইহুদিদের হাতে তুলে দেন দশম আলফানসো। আলফানসো স্বয়ং মুসলিম ও ইহুদি পাণ্ডিত্যের কদর করতেন। তাঁর আস্থা ছিল যে ব্যবসায়িক কারণে বিশ্ব

পরিভ্রমণকারী ইহুদিরাই একমাত্র গোটা দুনিয়ার মানচিত্র আঁকতে সক্ষম, যে মানচিত্রে থাকবে চিন, রাশিয়া, ভারত, মধ্য এশিয়া, স্ক্যান্ডিনেভিয়া বিষয়ে যাবতীয় তথ্য। তারা মণিমাণিক্য থেকে সুগন্ধির মতো দুষ্প্রাপ্য জিনিসের ব্যবসা করে। অধিকাংশ ভাষা তারা জানে এবং অনুবাদের কাজে তাদের দক্ষতা আছে। তারা নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে প্রয়োজনীয় যন্ত্র বানাতে সক্ষম। মধ্যযুগের সদ্য সভ্য ইউরোপীয় রাজদরবারে তখন খুব কদর জ্যোতির্বিদ্যার। সব মিলিয়ে কাস্টিলের রাজসভায় ইহুদিদের তখন রমরমা। ১৩১৩ সালে জামোরার খ্রিস্ট ধর্মসম্মেলন রায় দেয় ইহুদিদের আলাদা ব্যাজ ধারণ করতে হবে। খ্রিস্টান ইহুদি অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে দুই সম্প্রদায়কে আলাদা করা হবে। খ্রিস্টানরা ইহুদি চিকিৎসক রাখতে পারবে না অথবা কোনো ইহুদি খ্রিস্টান ভৃত্য রাখতে পারবে না। তাত্ত্বিকভাবে ইহুদিদের সরাসরি আক্রমণের অধিকার স্পেনের ডমিনিকান খ্রিস্টানদের ছিল না। তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত ছিল কেবলমাত্র খ্রিস্টানরা। এবার তারা ইহুদি বিরোধী প্রচার শুরু করল। তাদের ধর্মোপদেশগুলি পরিকল্পিতভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ঘৃণা উসকে দিতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা খ্রিস্টান স্পেনকে স্পেনীয় ইহুদিদের গণনিধন শুরু করতে রাজি করায়। ধর্মান্তরিত হবার বিকল্পটুকু ইহুদিদের দেওয়া হল। সেটা ১৩৯১ সাল। একই নির্দেশ জারি হল পর্তুগালের ইহুদিদের জন্য। ধর্মান্তর অথবা মৃত্যু এ দুইয়ের মাঝে বেছে নিতে গিয়ে অধিকাংশ স্পেনীয় ইহুদি ধর্মান্তরিত হয়। স্পেন ও পর্তুগালে এদের বলা হত 'মাররানো'। স্প্যানিশ ভাষায় তর্জমা করলে শুয়োর। ইহুদি ইতিহাসে গণধর্মান্তকরণের এমন দ্বিতীয় নজির নেই। সংখ্যাটা তিন থেকে দেড় লক্ষের আশেপাশে ছিল বলে অনুমান। খ্রিস্টধর্মের রীতি অনুযায়ী তাদের ব্যাপটিজম হলেও বস্তুত বেশিরভাগ ধর্মান্তরিত ইহুদি ইহুদিই থেকে যায়। নিভৃত গৃহকোণ, আত্মীয় পরিজনের মধ্যে সংগোপনে তারা তাদের পুরনো ইহুদি প্রার্থনাই করত, সাবাথ উৎসবের আগের রাতে মোমবাতি জ্বালিয়ে উপাসনা করত। তাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে লুকনো থাকত পবিত্র টোর‍্যার পাণ্ডুলিপি। এর মধ্যে 'মাররানো'দের উপর ডমিনিকান খ্রিস্টানদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে। ষড়যন্ত্রকারী অপবাদে তাদের বেঁধে পুড়িয়ে মারা, সম্পত্তি ক্রোক করা চলতে থাকে। একসময় যে দেশ নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল ছিল সেই স্পেন ইহুদির দুঃস্বপ্নের রাজ্য হয়ে দাঁড়ায়। বহু ইহুদি প্রাণভয়ে দক্ষিণের মুসলিম দেশ, উত্তর আফ্রিকায় পাড়ি দেয়। ১৪৭৮ কাস্টিলের রানি ইজাবেলা এবং আরাগনের রাজা দ্বিতীয় ফার্দিনান্দ ট্রাইবুনাল অফ দি হোলি অফিস অফ ইনক্যুইজিশন চালু করলেন স্পেনে। এই ইনক্যুইজিশন পোপের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। এর মূল লক্ষ ছিল স্পেনের ধর্মান্তরিত ইহুদি ও মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্য পরীক্ষা। তথাকথিত এই পরীক্ষায় ধর্মদ্রোহীতার সাজানো অভিযোগে তিন থেকে পাঁচ হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়। ১৪৯২ সালে রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি

ইজাবেলা স্পেনের ইহুদিদের বহিষ্কারের হুকুম দিলেন। স্পেনে তখন দেড়লক্ষ ইহুদির বাস। এই সেফারডিক ইহুদিরা তাদের প্রাচীন স্প্যানিশ-হিব্রু ভাষা ল্যাডিনো ভাষা ও সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে চলে ভূমধ্যসাগরীয় জগতের সর্বত্র এবং দক্ষিণ আমেরিকায়। দেড়শো বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে স্প্যানিশ ইনকুইজিশনের পরবর্তী প্রজন্ম ১৬৯২-তে উত্তর আমেরিকার ম্যানহাটন দ্বীপে পৌঁছয়। সেখানে প্রথম সিনাগগ স্থাপিত হয়। স্পেন, পর্তুগাল এবং ফ্রান্সের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমের আইবেরিয় উপদ্বীপ অবশেষে ইহুদি শূন্য হয়ে যায়। আইবেরিয়ায় ইহুদিদের দু'হাজার বছরের উপস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ টানে স্প্যানিশ ইনক্যুইজিশন।

১. *দক্ষিণ-পূর্ব এবং পূর্বে ভূমধ্যসাগর, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক বেষ্টিত তিন প্রধান ইউরোপীয় উপদ্বীপের (আইবেরীয়, ইটালিয়ানস বল্কান) পশ্চিমভাগ আইবেরীয় উপদ্বীপ। উত্তর-পূর্ব থেকে উঠে আসা পিরানিজ পর্বতমালা ইউরোপের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে আইবেরীয় উপদ্বীপকে। এর দক্ষিণ চূড়া আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূল ঘেঁষা। ছেদবিন্দু জিব্রাল্টার প্রণালী। বর্তমানে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, জিব্রাল্টারের রাজনৈতিক সীমানা রয়েছে আইবেরীয় উপদ্বীপে। মাদ্রিদ, বার্সিলোনা (স্পেন), লিসবন, পোর্টো (পর্তুগাল), ভ্যালেন্সিয়া (স্পেন) প্রভৃতি শহর অবস্থিত।*

২. *ওবাডিয়া (জিহোভার ভৃত্য অর্থে) কে ছিলেন সঠিক জানা যায় না। তার সময় কাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি। ধর্মান্তরিত ইহুদি ওবাডিয়াকে ওল্ড টেস্টামেন্ট বর্ণিত জোব-এর বন্ধু বলা হচ্ছে। পশ্চিমী চার্চগুলি ওবাডিয়াকে সন্তের মর্যাদা দেয়।*

৩. *http://www.jewishgen.org/sefardsig/seph_who.htm*

৪. *৩২৬ খ্রিস্টাব্দে নিকসিয়ায় (সাইপ্রাসের রাজধানী শহর) রাজা প্রথম কনস্টানটাইন আয়োজিত প্রথম খ্রিস্টধর্ম সম্মেলন আরিয়াসকে বিধর্মী ঘোষণা করে। সূত্র: http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaa*

৫. *মরক্কো, আলজেরিয়া, পশ্চিম সাহারার মধ্যযুগীয় মুসলিমদের মুর বলা হত।*

৬. *The Jews: Story of A People: Howard Fast: A Laurel Book p.211*

কুড়ি

সেফারডিক ও আস্কেনাজি ইহুদি

বিশ্বের বিভিন্ন কোণে ছড়িয়ে যাওয়া ইহুদিদের মধ্যে ভাষা ও কৃষ্টির ফারাক স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। ধর্মের বাঁধন সত্ত্বেও তা কখনোই মোছেনি বরং ইহুদি সংস্কৃতিকে বৈচিত্রময় করেছে। এশীয় ইহুদি ও ইউরোপীয় ইহুদিদের মধ্যে ফারাক যেমন হয়েছে তেমনই ফারাক ইউরোপের পূর্ব ও পশ্চিমের ইহুদির মধ্যে। ইহুদি 'ডায়াস্পোরা'র দীর্ঘ ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এমনই দুই গোষ্ঠী সেফারডিক এবং আস্কেনাজি। এছাড়াও রয়েছে ইয়েমেনি, ইথিওপিয়, উত্তর আফ্রিকার মিজরাহি, বেইট আভ্রাহাম ইহুদি ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সামগ্রিকভাবে ইহুদি সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। ইহুদি ধর্মে সেফারডিক ও আস্কেনাজির ফারাকের উৎস ধরা হয় খ্রিস্টীয় হাজার শতকে র‍্যাবাই গারশম বেন জুডার বহুবিবাহ বিরোধী নির্দেশকে যা আস্কেনাজি ইহুদিরা মেনে নিলেও সেফারডিক ইহুদিরা মানেনি। সেফারডিক ইহুদি সনাতনপন্থী। ইহুদি ধর্মীয় আইনের সেফারডিক ব্যাখ্যা আস্কেনাজিদের থেকে আলাদা। সেফারডিক ইহুদিরা হিব্রু ভাষার কিছু স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে। সেফারডিক প্রার্থনায় বিভিন্ন সুর ব্যবহার হয় এবং ওদের প্রার্থনার ধরন আস্কেনাজিদের থেকে ভিন্ন। সেফারডিকদের উৎসব পালন রীতি আলাদা। উৎসবের দিন ওদের মধ্যে সনাতন খাবারের চল রয়েছে। 'পাসওভার' উৎসবে সেফারডিক ইহুদির ভোজ্য ভাত, ভুট্টা, বাদাম, বিনস। আস্কেনাজি ইহুদি এগুলি ছোঁবে না। সেফারডিক ইহুদির ভাষা স্প্যানিশ ও হিব্রুর মিশেল ল্যাডিনো। আস্কেনাজির ভাষা জার্মান ও হিব্রুর মিশ্রণে তৈরি ইডিশ। আস্কেনাজি ইহুদির তুলনায় সেফারডিক ইহুদি স্থানীয় অ-ইহুদি সংস্কৃতি বেশি আত্মস্থ করে। তার কারণও খুব স্পষ্ট। দুটি গোষ্ঠীর সামাজিক প্রেক্ষিত ভিন্ন। আস্কেনাজি ইহুদি সংস্কৃতি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে ইউরোপের সেইসব দেশে যেখানকার সমাজে খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল ও সঙ্কটময় ছিল। ইচ্ছায় হোক অথবা বাধ্য হয়ে আস্কেনাজি ইহুদিকে খ্রিস্টান প্রতিবেশীর সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হত। অপরপক্ষে সেফারডিক ইহুদিরা স্পেন, পতুর্গালের মতো ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনামূলকভাবে উদারপন্থী ইসলামিক আবহে বেড়ে ওঠার কারণে মুসলিম দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন অপ্রতিরোধ্য ছিল। সেফারডিক ইহুদি ভাবধারায় আরব ও গ্রিক দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রভাব অনেকখানি[১]। আস্কেনাজি বলতে মধ্যযুগের ফ্রান্স, জার্মানি, পূর্ব ইউরোপের ইহুদি ও তাদের আধুনিক প্রজন্ম বোঝায়। হিব্রু 'আস্কেনাজ'-র অর্থ জার্মানি। জার্মানিতে প্রথম ইহুদি বসতির নিদর্শন আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর। এরা পেশায় বণিক ছিল। রাইন উপত্যকায় অস্ট্রোগথ

ভিসিগথ, ভ্যান্ডাল, ফ্রাঙ্ক, টিউটন যাযাবর গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে রোমান সেনা অভিযানে ইহুদি বণিকদলও ছিল। তারা যেমন রোমান সৈন্যদের সোনা, রূপো, সুগন্ধি বেচত, তেমনই তাদের খদ্দের ছিল ওই যাযাবরেরা। হাজার বছরের বেশি সময় জার্মানি ও ফ্রান্সের সমাজে অপরিহার্য অঙ্গ ছিল আস্কেনাজি ইহুদি। রাইন উপত্যকার যাযাবর গোষ্ঠীপতিরা তখন সবেমাত্র অলোকপ্রাপ্ত এবং ধনী। বাইজেন্টিয়াম, পারস্য, ভারতীয়, চিনা, গ্রিক সভ্যতার মিশ্রণ ইহুদি বণিক দুনিয়ার সেরা ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতির বার্তাবাহক হয়ে আসে তাদের কাছে। গথিক যাযাবররা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পরও তাদের সমাজ ইহুদিদের জন্য মুক্ত থেকেছে। ক্রুসেডের পর এই অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে[২]।

১. *www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/Ashkenazim.html*

২. *Judaism 101 www.jewfaq.org/ashkseph*

মধ্যযুগের ইহুদি বৈদ্য

ধর্মীয় মতপার্থক্য পারস্পরিক সম্পর্ককে যতই তিক্ত করে থাক, চিকিৎসা, আর্থিক সহায়তা, দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মধ্যযুগের খ্রিস্টান ও মুসলমান সমাজ ইহুদি নির্ভরশীলতা কাটাতে পারেনি। ইহুদিদের চিকিৎসাচর্চা দীর্ঘদিনের। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধিকাংশ তথ্য ইহুদি ধর্মগ্রন্থ টোর‍্যায় সংকলিত হয়েছিল। তার চর্চা পুরুষানুক্রমে বজায় থেকেছে। লাশকাটা খ্রিস্টানধর্মে নিষিদ্ধ হলেও ইহুদিধর্মে ছিল না। ব্যাপারটা অবশ্য খুব সুনজরেও দেখা হয়নি। শিশুপুত্রের সুন্নত প্রথায় ইহুদি শল্য চিকিৎসার সূত্রপাত। খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক থেকে ইহুদি বৈদ্য অনেক রকমের কাটা ছেঁড়ায় হাত পাকিয়েছে, বিশেষ করে যুদ্ধে আহত সেনাদের উপর। জীবাণু নিরোধক হিসেবে মদের ব্যবহার, শল্যচিকিৎসায় রোগীকে অজ্ঞান করার ওষুধ তারা জানত। খ্রিস্টীয় শতকে সিজারিয়ান ও অ্যাপেন্ডিসাইটিস অস্ত্রোপচারের দক্ষতাও অর্জন করে ইহুদি শল্য চিকিৎসক। শল্যচিকিৎসা পদ্ধতির পুস্তক লেখে, শল্য চিকিৎসার চমৎকার যন্ত্রপাতি তৈরি করে। হার্টের অসুখ সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল এবং হৃৎপিণ্ডের ফুটো মেরামতি করার অসফল শল্যচিকিৎসাও ইতিমধ্যে করেছে। ঈশ্বরের উদ্দেশে যে পশুবলি হত তার অর্ধেক ভোজ্য ছিল। এই পশুবলি সম্পূর্ণ ধর্মীয় আচার মেনে করা হত ফলে নির্দেশ ছিল যে একমাত্র সুস্থ সবল পশুই বলি দেওয়া যাবে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলিদাতা থাকত। কসাইদের অবগতির জন্য বিস্তারিত বর্ণনাসহ পশুদের বিভিন্ন রোগ নথিভুক্ত হয়। পশুরোগ নির্ণয়ে কাঁটাছেঁড়ায় হাত পাকানো ইহুদি বৈদ্য বোঝে রোগের বাহ্যিক লক্ষণগুলি আসলে শরীরের অভ্যন্তরীণ কোষকলার পরিবর্তন অথবা ক্ষয়ের ফল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই অভিনব তত্ত্বের প্রথম বিকাশ ইহুদি র‍্যাবাইদের হাতে। ইহুদি বৈদ্যরা যাকে নিবিড় অধ্যয়ন করেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রেটসও এমন বৈপ্লবিক তত্ত্ব লিখে যাননি। প্রাচীন ইহুদিরা কাটাছেঁড়া সেলাইয়ে অত্যন্ত পটু ছিল। তারা ছিন্ন ধমনী ও শিরা জোড়া দেবার দক্ষতাও অর্জন করে। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ ট্যালমুডে ফুসফুসে ছত্রাক গজানো নিয়ে র‍্যাবাইদের আলোচনা আছে। দু'হাজার বছর আগে র‍্যাবি জেকব আলোচনা করছেন মেরুদণ্ডের আঘাত সম্পর্কে। আলোচনা রয়েছে পুঁজ তার রং ও তার অর্থ বিষয়ে। যকৃতের কাজ, অসুখ, মস্তিষ্কের অসুখ, বিকলাঙ্গতা ইত্যাদি নানাবিধ রোগের নিখুঁত বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা টোরা ও ট্যালমুডে পাওয়া যায়। জোঁক দিয়ে রক্তমোক্ষণ, রক্তমোক্ষণ কাচের ব্যবহার, প্লীহা, রুগ্ন অন্ডকোষ বাদ দেওয়া, ক্ষত সেলাইয়ের সময় শরীরের নষ্ট মাংস বাদ দেওয়া, আঘাতের ফলে পেট চিরে বেরিয়ে আসা পাকস্থলী পুনর্স্থাপন, নাকের ভিতরের মাংসপিণ্ড বাদ দেওয়া এসবই জানত ইহুদি বৈদ্য। এছাড়া তলোয়ার ও বর্শার আঘাতের চিকিৎসা যিশুর আমল থেকেই ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। খ্রিস্টান ও মুসলমানের চিকিৎসক ইহুদি তার পেশাকে সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। চিকিৎসক সর্বদা নিরপেক্ষ বিবেচিত হয়েছে এবং সে কারণে দূতেরই

মতো অবধ্য। চিকিৎসক হত্যা প্রকারান্তরে আত্মহত্যা। মধ্যযুগের চিকিৎসক দেবতুল্য। যৌনতা বিষয়ে খ্রিস্টধর্মের মাত্রাছাড়া স্পর্শকাতরতা মানবদেহের উপর যে-কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব করে তুলেছিল। ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের অশিক্ষিত খ্রিস্টান চিকিৎসক বা হাতুড়ে বস্তুত নাপিত ছাড়া অন্য কিছু নয়। অপরপক্ষে ইহুদি বৈদ্যের হাতেখড়ি হিপ্পোক্রেটসের চিকিৎসাশাস্ত্র দিয়ে। হিপ্পোক্রেটসের লেখা বই আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ইহুদিদের অধিকাংশ গ্রিক, ল্যাটিন, আর্মায়িক, আরবি ভাষা জানত। গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের রচনার সঙ্গেও তারা পরিচিত ছিল। বিখ্যাত চিকিৎসাগ্রন্থ 'মেডিকেল ক্যানন'-এর রচয়িতা একাদশ শতকের আরবি চিকিৎসক আভিসেন্না-র বিষয়েও অবগত ছিল ইহুদি বৈদ্য। দ্বাদশ শতকে চার্চের ভাষা ল্যাটিন হবার কারণে ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ভাষা অজানা ছিল ইউরোপে। ইহুদি ছাড়া হিপ্পোক্রেটস, গ্যালেনের নাম অন্য কেউ শোনেনি। অষ্টাদশ থেকে দ্বাদশ শতক অবধি বাগদাদ ও অন্যান্য মুসলিম শহরে আরব চিকিৎসকদের সমমর্যাদা পেয়েছে ইহুদি চিকিৎসক। হারুন আল রশিদ (৭৬৩-৮০৯ খ্রিস্টাব্দ) বাগদাদে প্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে আরবি ও ইহুদি চিকিৎসকরা একসঙ্গে চিকিৎসা করেছে। মুসলমান শাসিত স্পেনে অন্তত একশো নামি ইহুদি চিকিৎসকের কথা জানা যায়। এদের একজন আবু মেরওয়ান চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থও লেখেন। ১৪৯২-তে রানি ইসাবেলা মুসলিমদের হাত থেকে স্পেনের ক্ষমতা দখল করে ইহুদিদের বিতাড়িত করেন। ইহুদি চিকিৎসকরা চলে যায় ইটালি, আফ্রিকা, তুরস্ক, পর্তুগাল, জার্মানি, হল্যান্ড এবং আমেরিকায়। সম্ভবত কলম্বাসের ঐতিহাসিক সমুদ্রযাত্রায় সঙ্গী ছিল ইহুদি বৈদ্য। পর্তুগিজ রাজপরিবারের লোকজন ইহুদি বৈদ্য ছাড়া হাঁচি কাশি সর্দি জ্বরের চিকিৎসাও করাত না। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত ইটালির প্রতি শহরে ইহুদি চিকিৎসক পাওয়া যেত। ফ্রান্সে ইহুদি চিকিৎসকদের উপর চার্চের বিবিধ আইনি নিষেধ চাপানো হয়। নিজেদের মধ্যে ডুয়েল ও নানারকমের মারদাঙ্গায় হরহামেশা ক্ষতবিক্ষত ফরাসি অভিজাতকূল সেসব বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে ইহুদি চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হত অস্ত্রোপচার, সেলাই ফোঁড়াইয়ের জন্য। জাল ধর্মান্তকরণ, মিথ্যাভাষণ, লুকিয়ে রাখা, ছদ্মবেশ দেওয়া এমন নানাবিধ কৌশলে ইহুদি চিকিৎসকদের গণনির্বাসন থেকে রক্ষা করত ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানির অভিজাতরা। সবক্ষেত্রেই যে নিস্তার মিলত তা নয়। মধ্যযুগের ইউরোপে বিউবনিক প্লেগের মতো কালন্তক মহামারি প্রায়ই ছড়াত। আর যখনই তা হত ইহুদি চিকিৎসকদের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠত যে তারা কুয়োর জলে বিষ মিশিয়েছে। জার্মানিতে বহু ইহুদি চিকিৎসক ছিল। বেলজিয়াম, হল্যান্ডে তাদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হত। পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়ার অ-খ্রিস্টানদের চোখে ইহুদি চিকিৎসক ছিল জাদু ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ত। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে একচেটিয়া ঔষধ ব্যবস ছিল ইহুদিদের। তারা ছিল ওষুধ তৈরির যাবতীয় কলাকৌশল জানা ইউরোপের একমাত্র ফার্মাসিস্ট।

ইহুদি ব্যবসায়ী, সুদের কারবারি

মধ্যযুগের ক্যাথলিক চার্চ ইহুদি ব্যক্তিমালিকানায় জমি রাখা, শিল্প তৈরির অধিকার বাতিল করলে ইহুদি হয়ে ওঠে পেশাজীবি এবং বণিক। কারিগরি দক্ষতা যেমন সে লগ্নি করে পাশাপাশি গড়ে দেশি ও বিদেশি বাণিজ্য এবং সুদের বিনিময়ে টাকা খাটায়। গেটো বা রাষ্ট্রনির্দিষ্ট ইহুদি বসতিগুলিতে ইহুদি, কসাই, মৃৎশিল্পী, চর্মকার, সোনা ও তামার কারিগর, তাঁতি, ছুতার, দরজি, চিকিৎসক সব পেশার মানুষ পাওয়া যেত। তবে এদের মধ্যে স্বর্ণকার, রত্নব্যবসায়ী ও চিকিৎসকই কেবল সকলের জন্য কাজ করতে পারত। বাকিদের পেশা সীমিত ছিল ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে। নিকট ও দূর প্রাচ্যের বাণিজ্যিক যোগসূত্র ইহুদি ব্যবসায়ী ইউরোপের কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মুসলিম আরবের দুর্বার অগ্রগতি সমকালীন বিশ্বকে খ্রিস্টান পাশ্চাত্য এবং মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু, জোরস্ট্রিয় প্রাচ্য এই দুভাগে ভাগ করে প্রায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় দাঁড় করায় ইহুদিকে। মুসলমান ইহুদি সম্পর্ক মোটামুটি স্থিতিশীল থাকা এবং মুসলমানদের প্রবল খ্রিস্টান বিদ্বেষ এ দুই কারণে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রধরের কাজ করেছে ইহুদি বণিক। স্থল এবং নৌবাণিজ্য সর্বত্র ছড়ানো ছিল ইহুদির। পারস্যের তেহেরান শহর তখন বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র। আর্মেনিয়া, খোরসান বণিক ক্যারাভানের সংযোগকারী স্টেশন। ইহুদিরা সেখান থেকে পশম, ফার সংগ্রহ করে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলিতে পশম ও ফারের ব্যাপক চাহিদা ছিল। দ্বাদশ শতকে বালটিক সাগরের উপকূলে অস্থায়ী বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তোলে ইহুদিরা। সেখানে ভাইকিং জলদস্যু জাহাজ ভিড়িয়ে পশম ও ফার কিনত। বিনিময়ে উৎকৃষ্ট সামুদ্রিক সুগন্ধি অ্যাম্বারগ্রেস, নোনা মাছ এবং লুঠ করা সোনাদানা বিক্রি করত ইহুদিদের। অ্যাম্বারগ্রেস ব্যবসা ইহুদি বণিকের একচেটিয়া ছিল। এতটাই প্রসার লাভ করে এ ব্যবসা যে স্ক্যান্ডিনেভিয় দেশগুলোয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতকে স্বদেশি মুদ্রার তুলনায় আরবি মুদ্রার ব্যবহার বেশি হত। ক্রুসেডাররা দক্ষিণ ইউরোপে ইহুদিদের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করলে ভাইকিংদের সঙ্গে ইহুদি বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়ে। পূর্ব-পশ্চিমের মশলার ব্যবসাও ক্রুসেডের সময় অবধি ইহুদিদের দখলে ছিল। ক্রুসেড শুরু হলে ভেনিসীয় ব্যবসায়ীরা ইহুদিদের হটিয়ে দেয়। ইংল্যান্ড, ইটালি, ফ্রান্সে একের পর এক বন্দরে ইহুদি পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিছু দেশ তাদের বন্দরে ইহুদি পণ্যবাহী জাহাজ ঢোকা নিষিদ্ধ করে। পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত মার্সেলিস বন্দরে কিছু বড় ইহুদি ব্যবসায়ী এরপরও টিঁকে ছিল। কিন্তু ইহুদি সমুদ্র বাণিজ্যের বৃহৎ অংশ বিনষ্ট হয়। নিজের পক্ষে বহনযোগ্য পণ্যটুকু শেষ সম্বল করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিঁকে থাকে ইহুদি

বণিক বা ফেরিওয়ালা। রেশম ব্যবসার ক্ষেত্রে ছবিটা একটু আলাদা ছিল। রেশম উৎপাদক চিনের সঙ্গে ইহুদি বণিকের দীর্ঘ যোগসূত্র। ইহুদি বণিকের জাহাজ যৌথভাবে ব্যবহারের চুক্তি করে খ্রিস্টান বণিক। মুসলিম বন্দরে পৌঁছানোর মুখে জাহাজগুলির পতাকা বদলে ফেলা হত। আঠারো শতকের আগে পর্যন্ত এভাবে চলেছে। মণিমুক্তো এবং সুগন্ধি পণ্য সহজে বহনযোগ্য এবং একজনই তা করতে পারে। ফলে 'ওয়ান্ডারিং জু' বা ইহুদি ফেরিওয়ালা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রগামী হয়ে গেল। মধ্যযুগের ইউরোপ অপরিচ্ছন্নতার নিরিখে সর্বকালের সেরা। স্নানের জল ও বাথরুম দুর্লভ। ফলে প্রাচ্যের সুগন্ধির চাহিদা ছিল আকাশ ছোঁয়া। এক আউন্স সুগন্ধি যে দামে বিক্রি হত তা একটি পরিবারের সারা বছরের আহার্য জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া ছিল মুক্তার চাহিদা।

তেজারতি কারবার অবশ্য উল্লেখ্য। সুদখোর, অমানবিক ইহুদির বহু কাহিনি প্রচলিত। 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকের ইহুদি শাইলক ঘৃণিত চরিত্র। ইহুদি যদি এতই নির্মম সুদখোর তবে খ্রিস্টান খাতক তার কাছে যায় কেন? খ্রিস্টান মহাজন দশ থেকে বিশ গুণ বেশি সুদ নিত তাই। এ ব্যাপারে মধ্যযুগের চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা দু'মুখো। সুদের ব্যবসা বেঠিক বললেও তাকে মারাত্মক অপরাধ বলেনি চার্চ। তেজারতি কারবার নিয়ে মধ্যযুগের চার্চের যত না উদ্বেগ তার চেয়ে বেশি উদ্বেগ খ্রিস্টান মহাজনের দু'শো, তিনশো, চারশো, পাঁচশো শতাংশ হারে সুদ আদায় করা নিয়ে। বিশেষ করে ইটালিতে এভাবে অস্বাভাবিক চড়া হারে সুদ নিয়ে ঋণগ্রহীতাকে সর্বস্বান্ত করা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। ক্যাথলিক চার্চ তাই অল্প সুদের কারবারকে তেমন আমল না দিয়ে চড়া সুদের কারবার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়। চতুর্থ থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত খ্রিস্টান খাতক ইহুদি মহাজনের কাছে হাত পেতেছে। যেহেতু ইহুদি মহাজন খ্রিস্টান মহাজনের তুলনায় অনেক নীতিনিষ্ঠ ছিল। রাষ্ট্রনির্ধারিত সুদের হার দেশভেদে সত্তর থেকে তিরিশ শতাংশ হলেও যদি কোনো জার্মান জমিদার তার সমগোত্রের কোনো জমিদারের কাছে অর্থ ঋণ করতেন তবে তাকে তিনশো থেকে চারশো শতাংশ হারে সুদ দিতে হত। সেক্ষেত্রে ইহুদি মহাজনের সুদের হার ছিল দশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ।

'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' লেখা হয় আনুমানিক ১৫৯৪-৯৮-এর মধ্যে। ১২৯০ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ইহুদিদের ব্রিটেন থেকে বহিষ্কার করেন। ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে আর এক দফা বহিষ্কার করা হল ছদ্মবেশী মাররানো ইহুদিদের। খুব সম্ভব ইংল্যান্ডে ইহুদিদের চাক্ষুষই করেননি শেক্সপিয়র। দ্বিতীয়ত ভেনিসে ইহুদি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন শুরু ১৫৯৮ নাগাদ। উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে আসার সরাসরি জলপথ আবিষ্কার পূর্ব ভূমধ্যসাগরে রিপাবলিক অফ ভেনিসের বাণিজ্যিক প্রাধান্য খর্ব করে। ফলে তাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সময় ড্যানিয়েল রড্রিগা

নামে এর প্রভাবশালী ইহুদি ব্যবসায়ী ভেনিসের কর্তৃপক্ষকে বোঝায় শহরের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থে ভেনিসে ইহুদি ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন জরুরি। ১৫৯৮ সালে দশ বছর মেয়াদী প্রথম দফার অনুমোদন দেওয়া হল। তাতে সুফল মেলায় ভেনিসের প্রশাসক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফার অনুমোদন দেয়। শেষোক্তটি চালু ছিল ১৭৯৭ অবধি। এরকম প্রেক্ষিতে এটা ভাবা অযৌক্তিক হয় না যে 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটক রচনাকালে 'সুদখোর ইহুদি' ভেনিসে পসার জমিয়ে উঠতে পারেনি।

১. *jepa.org/wp-content/uploads/2012/11/jewish_merchants_of_venice. pdf The Third Charter of The Jewish Merchant of Venice, 1611 A Casestudy... Benjamin Ravid*

তেইশ

রেনেসাঁ রিফরমেশন এবং ইহুদি

পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে অতীত রোম সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। অটোমান তুর্কিরা গ্রিসের সব ভূখণ্ড দখল করে। কনস্টান্টিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতরা চলে এলেন সমকালীন ইউরোপের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু শহর ইটালির ফ্লোরেন্সে। সঙ্গে আনলেন ক্লাসিক্যাল গ্রিক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের মহামূল্যবান প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ এতকাল যা পশ্চিম ইউরোপের অজ্ঞাত থেকেছে। গ্রিক ও রোমান যুক্তিবাদী শিক্ষার আলোয় ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের নতুন অন্বেষা কেন্দ্রীভূত হল মানুষকে ঘিরে। গুরুত্ব পায় পার্থিব অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি মানুষের অনুভূতি। মুক্তচিন্তার প্রকাশ পেত্রার্কের সাহিত্যে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির শিল্পে, বিজ্ঞানচর্চায়, মাইকেলেঞ্জেলোর শিল্পসৃষ্টিতে। মানবতাবাদীদের পীঠস্থান ফ্লোরেন্স, ভেনিস, নেপলস, রোম, জেনোয়া। ছাপাখানা আবিষ্কার ও কাগজের ব্যবহার রেনেসাঁর প্রভাব ছড়ালেও ইউরোপে তা সর্বত্রগামী হয়নি। ১৪০০ থেকে ১৭০০ শতক অবধি স্থায়ী হয় রেনেসাঁর প্রভাব। নব্য প্লেটোবাদী রেনেসাঁ হিউম্যানিস্টরা চার্চকে অস্বীকার করেননি। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের মূলানুসন্ধান ইউরোপের পণ্ডিতমহলে গ্রিক ও হিব্রু ভাষাচর্চার প্রসার ইহুদি দার্শনিক ও র‍্যাবাইদের চাহিদা বৃদ্ধি করছিল। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিফলিত মানবধর্মের অনুসন্ধানও হিউম্যানিস্টরা করেছেন। উদার ভাবনার অভ্যুদয়ে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। একইসঙ্গে ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ ইউরোপে তিরিশ বছরের রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধ শুরু করে প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশন। পঞ্চদশ শতকের ইটালির রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা, আর্থিক বিকাশ, বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ, উন্নত নগরসভ্যতা, মিলিতভাবে নবজাগরণের ধাত্রী হয়েছে। রেনেসাঁ ইটালির ইহুদিদের সামাজিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। তারা নাটক লিখছে, পরিচালনা করছে। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধে ধর্মশাস্ত্রের নিদান ও ব্যাখ্যার যুক্তিবাদী সমালোচনা করছে। ধ্রুপদি সংগীত, নৃত্যের স্কুল খুলেছে, যেখানে খ্রিস্টান ছাত্রছাত্রীরা আসে সংগীত শিক্ষালাভে। এ বাবদ খুবই অখুশি খ্রিস্টান সমাজপতিরা। ইহুদি নিপীড়নের রাষ্ট্রীয় হুকুমনামা নেই। গণহিংসার ঘটনা বিক্ষিপ্ত। অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ। ইউরোপের অন্যত্র ইহুদিদের বিরুদ্ধে 'Blood Libel' আনা হচ্ছে, মিথ্যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তারা অল্পবয়সী বালক খুন করে তার রক্ত ধর্মীয় উপচারে ব্যবহার করে। ইটালিতে এই আজগুবি প্রচার সরকারি মদত না পেয়ে ঝিমিয়ে যায়। ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা অন্তত কিছুসময় ইটালির বিভিন্ন শহরে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পায়। পেশাগত বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও ইটালির ইহুদি তার

নিজস্ব সংস্কৃতিচর্চা নির্বিঘ্নে করেছে। উল্লেখযোগ্য হল, রেনেসাঁ ইটালির পরিমণ্ডলে সনাতন ইহুদি ধর্মসংস্কৃতি বনাম সদ্য উন্মেষিত ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার অবিরাম টানাপোড়েন। ত্রয়োদশ শতক থেকেই ইটালির ইহুদি সে দেশের ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছে। রেনেসাঁ বুদ্ধিজীবি ক্রিয়াকলাপে প্রত্যাশিতভাবে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ফ্লোরেন্স শহরের ছাত্ররা যে-কোনো বৌদ্ধিক প্রশ্নে ইহুদি পণ্ডিতদের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করত না। দাড়িওয়ালা র‍্যাবাইয়ের সংখ্যাধিক্য ছিল ফ্লোরেন্সের মানবতাবাদী সংগঠনগুলিতে। তাঁরা প্রত্যেকেই সুনাম অর্জন করেন। এদের একজন ক্রিটের এলিজা দেল মেডিগো (১৪৬১-৯৭) একাধারে সুচিকিৎসক, দার্শনিক এবং অনুবাদক। রেনেসাঁ হিউম্যানিজমের পুরোধা পুরুষ পিকো দেলা মিরান্দোলা-র শিক্ষক ছিলেন এলিজা। তাকে অ্যারিস্টটল থেকে ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'কাবালা'-র অতীন্দ্রিয়বাদ সবই শেখান এলিজা। ইটালির অন্য শহরেও ক্যাথলিক চার্চের বহু যাজক বিশপ, ধর্মনিরপেক্ষ আঞ্চলিক শাসকের নিজস্ব ইহুদি চিকিৎসক ছিল। ইহুদি বিজ্ঞানীরা খ্রিস্টান পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণা করে সেগুলি প্রকাশ করতেন। রেনেসাঁ ইহুদির আর এক উদাহরণ ডন জুডা আব্রাবানেল, যার 'ডায়লগস অন লাভ' যোড়শ শতকের অতি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক রচনা হিসেবে খ্যাত হয়। ডন জুডার মেলামেশা ছিল সমকালীন ইটালির পরিশীলিত, সংস্কৃতিমনস্ক সমাজের সঙ্গে। সমকালীন হিব্রু সাহিত্যেও রেনেসাঁর প্রভাব পড়ে। আজারিয়া রোসি'র (১৫১৪-১৫৭৮) 'দ্য এনলাইটেনমেন্ট অফ দ্য আইজ' ওই সময়ের একটি আকর গ্রন্থ যা ইহুদি তত্ত্বচর্চার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্মাণের প্রথম প্রয়াস বলে বিবেচিত হয়। জোসেফ হাকোহেন, জেডালিয়া ইবন জাহিয়ার মতো ইহুদি ঐতিহাসিকদের রচনা সমকালীন হিব্রু সমাজে ইতিহাস চর্চার উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে। দশম লিও (১৫১৩-২১) এবং সপ্তম ক্লেমেন্ট (১৫২৩-৩৩)-এর মতো রেনেসাঁ পোপেরা ইহুদি প্রতিভার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। ইহুদি জ্ঞানচর্চাকে তারা বৌদ্ধিক অনুসন্ধানে অপরিহার্য মনে করেছেন। ছাপাখানা আবিষ্কারের গুরুত্ব ইহুদিরা খুব সহজেই অনুধাবন করে। ১৪৭৫ সালে ইটালির উত্তর দক্ষিণে দুটি মাত্র ছাপাখানা। তার প্রথমটি থেকে হিব্রু ধর্মপুস্তক 'পেন্টাটুক' প্রকাশিত হল। কিছুদিনের মধ্যেই চালু হয় হিব্রু ছাপাখানা। পরিচালনায় জার্মানি পলাতক দক্ষ ইহুদি উদ্বাস্তু কারিগর। বিদ্যাভ্যাস ইহুদি সমাজে আগাগোড়া সবচেয়ে পবিত্র কাজ বলে গণ্য হয়েছে। ছাপাখানা আবিষ্কার তাতে নতুন উদ্দীপনা জোগায়। এরপর থেকেই দরিদ্রতম ইহুদিও একটি ছোটখাটো গ্রন্থাগারের মালিক হয়ে ওঠে। আসিরীয় লিপির ব্যবহার যেমন ব্যাবিলন নির্বাসনে হিব্রু ধর্মপুস্তকের সর্বজনীন ব্যবহার সহজ করেছিল তেমনই ধর্মগ্রন্থের প্রচার বৃদ্ধি এবং সেইসঙ্গে ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসনের নির্দিষ্ট মান তৈরি করতে সহায়ক হল ছাপখানা আবিষ্কার।

গ্রিক ভাষায় রচিত বাইবেল কথ্য জার্মানে অনুবাদ করে রোমান ক্যাথলিক চার্চের

সঙ্গে ভাঙনের রাস্তা উন্মুক্ত করলেন মার্টিন লুথার। দীর্ঘদিন এটা তাঁর দাবি ছিল। যা ছিল প্রথম পর্বে হিব্রু রচনা সেই বাইবেলের গ্রিক অনুবাদ প্রয়োজন হয়ে পড়ে ডায়াস্পোরা বা পরবাসী ছিন্নমূল ইহুদিদের। মিশরের আলেকজান্ড্রা অথবা ইজিয়ন সাগরের গ্রিক দ্বীপমালায় বহু প্রজন্ম প্রবাসে তারা ভুলেছে হিব্রু ভাষা। এরপর যখন রোম পশ্চিম ইউরোপের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা এবং ল্যাটিন আমজনতার বুলি সেসময় ৩৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ডামাসাস (Damasus) সন্ত জেরোমকে আদেশ করেন ল্যাটিনে বাইবেল অনুবাদ করতে। রোম সাম্রাজ্যও একদিন ইতিহাস হল। ল্যাটিন আর সাধারণের বুলি থাকে না। খ্রিস্টান যাজক ও চার্চের বিদ্বজ্জনের সীমিত পরিসরে যখের ধনের মতো সংরক্ষিত হয় ল্যাটিনে অনুদিত বাইবেল। সেটা সর্বসাধারণ পাঠ্য হলে পাদ্রিদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নষ্ট হয়। হোলি স্ক্রিপচারস, পবিত্র ধর্মগ্রন্থে রোমান ক্যাথলিক চার্চের একচেটিয়া খবরদারি ভেঙে তার সর্বময় ক্ষমতা খর্ব করতে চাইলেন লুথার[১]। প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশনে ইউরোপের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং চার্চের আধিপত্য দুটোই একসঙ্গে ধাক্কা খেল।

মার্টিন লুথারের রিফরমেশন বা নয়া প্রোটেস্ট্যান্ট তত্ত্ব গোড়ায় আশান্বিত করে ইউরোপের ইহুদিদের। রোমান ক্যাথলিক চার্চকে আক্রমণ করে মার্টিন লুথার বললেন, ইহুদিদের সঙ্গে চার্চের অমানবিক ব্যবহারের প্রতিবাদে বহু ভালো খ্রিস্টান নিজ ধর্মত্যাগ করে ইহুদি ধর্ম গ্রহণের চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছে। লুথারের মতে যে ধর্ম তাদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করেছে সে ধর্মে স্বাভাবিক কারণেই ইহুদিদের কোনো আকর্ষণ জন্মায়নি। লুথার ভেবেছিলেন, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম যিশুর জীবন কাহিনি মার্জিত, আদিরূপে প্রকাশ করায়, ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হবে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনিই পারবেন ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করতে। যখন দেখলেন বস্তুত তা অসম্ভব, লুথারের ইহুদি প্রীতি রাতারাতি ঘৃণায় পরিণত হল। তাঁর কলম শানিত হল ইহুদি বিদ্বেষী প্রচারে। ১৫৪৩ সালে লেখা লুথারের পুস্তিকা "On The Jews And Their Lies"। চারশো বছর বাদেও এই বই নাৎসি জার্মানির ইহুদি হত্যায় ইন্ধন জুগিয়েছে। ভীষণ হতাশ লুথার তাঁর অনুগামীদের প্ররোচিত করলেন ইহুদিদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করতে, সিনাগগ পুড়িয়ে দিতে। মৃত্যুর কিছু আগে সব খ্রিস্টান রাজাকে তাদের দেশ থেকে ইহুদি বিতাড়নের নির্দেশ দিয়ে গেলেন লুথার।

প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ তৈরির পিছনেও ইহুদি চক্রান্ত দেখেছে রোমান ক্যাথলিক চার্চ। ইহুদি ধর্মতত্ত্বই যে খ্রিস্টান চার্চে ভাঙন ধরাবার মূলে এই রায় দিয়ে ইহুদিদের ইউরোপের জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার ডাক দেয় ক্যাথলিক চার্চ। প্রোটেস্ট্যান্ট সংস্কার বিরোধী কাউন্টার রিফরমেশন শুরু হওয়া মাত্র ক্যাথলিক দুনিয়ায় ইহুদিদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। রেনেসাঁ পোপদের দায়সারা

সহনশীলতাও আর রইল না। ফিরে আসে মধ্যযুগের অন্ধকারের দুর্বিষহ দিন। কাউন্টার রিফরমেশনের ধর্মান্ধতার সূত্রপাত যার হাতে পোপের সভায় সেই প্রতাপশালী কার্ডিনাল কারাফফা ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'ট্যালমুড'কে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিলেন। নামমাত্র অভিযোগের একটা তদন্ত করল চার্চ। অভিযুক্ত হল 'ট্যালমুড'। পোপ দশম লিও'র বদান্যতায় যে 'ট্যালমুড' কিছুকাল আগেই প্রকাশিত হয়েছিল, সেই গ্রন্থ আগুনে পুড়ল। ১৫৫৩-র হেমন্তে ইহুদি নববর্ষের সূচনায় খুঁজে পেতে 'ট্যালমুড'-এর সমস্ত কপি প্রকাশ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হল রোমে। ইটালিতে ছাড় দেওয়া হয়নি হিব্রু বাইবেলকেও। ১৫৫৫ সালে পোপ চতুর্থ পল হলেন কার্ডিনাল কারাফফা। পূর্বসূরি পোপেরা ইহুদি প্রশ্নে নরমসরম নীতি নিয়ে পর্তুগালের 'মাররানো' উদ্বাস্তুদের রোমে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এবার তাদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হলেন নতুন পোপ। নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে অনড় চব্বিশজন ইহুদি পুরুষ এবং একজন মহিলাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। ১৫৫৫-র জুলাই মাসে নতুন পোপ ভেনিসের 'গেটো'র অনুকরণে ইহুদিদের জন্য পৃথক বস্তি 'গেটো' নির্মাণের আদেশ দিলেন। বস্তিগুলি উঁচু দেয়াল ঘেরা থাকত। প্রবেশ দরজা রাতে এবং খ্রিস্টান উৎসবের দিন বন্ধ রাখা হত। সব ধরনের পেশা ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ হল। বন্ধ হল ব্যবসা বাণিজ্য। সবচেয়ে নীচু পেশা ছাড়া অন্য কিছুতেই নিযুক্ত হবার অনুমতি ছিল না ইহুদিদের। সামাজিক পৃথকীকরণের জন্য বাধ্যতামূলক হল তাদের হলুদ টুপি পরা। কোনো স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারত না ইহুদিরা। ১৫৫৯ মারা যান পোপ চতুর্থ পল। উৎসবে মাতে রোমান ইহুদিরা। প্রাক্তন পোপের মূর্তিতে হলুদ টুপি চাপিয়ে শোধ নেয়।

চতুর্থ পলের মৃত্যু ইহুদিদের সামাজিক দুর্দশা লাঘব করেনি। বরং কাউন্টার রিফরমেশনের প্রতিবিপ্লবী অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসে। পরবর্তী ক্যাথালিক ধর্মগুরু অষ্টম ক্লেমেন্ট ইহুদিদের বিরুদ্ধে ১৫৯২ সালে একগুচ্ছ বিধিনিষেধ জারি করেন যেটি উনিশ শতক অবধি জারি থাকে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এভাবেই ইহুদির পুরনো স্বর্গরাজ্য ইটালির অবলুপ্তি ঘটে যায়[২]।

১. *www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp*

২. *A History Of The Jews From Earliest Times Through The Six Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books, New York*

চব্বিশ

ষোড়শ শতকের ভবঘুরে ইহুদি-গেটোর জীবন-মালটার ইহুদি ক্রীতদাস

১৪৯২ স্পেন, ১৪৯৭ পর্তুগাল থেকে বহিষ্কার ইহুদি দুনিয়ার কেন্দ্র বদল করে। পশ্চিম ইউরোপের শেষ আশ্রয়টুকু খুইয়ে এবার তাদের নয়া ঠিকানা ভূমধ্যসাগর সংলগ্ন ওই কাস্তে চাঁদের নীচে। আইবেরীয় সংস্কৃতি নামে খ্যাত, পতুর্গাল, স্পেন, জিব্রালটারের কৃষ্টি ভূমধ্যসাগরের ছোট দ্বীপগুলিতে উদ্বাস্তু ইহুদি বংশ- পরম্পরায় রয়ে যায়। শতাব্দী পেরিয়ে স্পেনের ভ্রামণিক পূর্ব ভূমধ্যসাগর উপকূলের ইহুদি শিশুদে মুখে খাঁটি কাস্টিলিয়ন (স্পেনের ভাষা) শুনে অবাক। পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে উত্তর আফ্রিকার ভৌগোলিক নৈকট্য প্রায় এ বাড়ি ও বাড়ির। মাঝের উঠোন বলতে ভূমধ্যসাগর। মরক্কোর টাঞ্জিয়ারস থেকে মিশরের কায়রো অবধি ছড়ায় হাজার গৃহহীন ইহুদি। তাদের অনেকে সমুদ্রে ডোবে, কেউ মরে উপকূলের উপজাতীয়দের হাতে, অথবা দাস বাজারে পৌঁছে যায়। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অগ্নিকাণ্ড পিছু ছাড়ে না। নতুন দেশে তাদের থাকার অনুমতি মেলে অনেক কঠিন মূল্যে। আফ্রিকার মুসলমান শাসকরা ইউরোপীয় রাজা রানিদের মতোই কড়ায় গণ্ডায় মাশুল গুণে নিতে তৎপর। দফায় দফায় আশ্রিত ইহুদিদের শেষ কপর্দক নিয়ে নেওয়া হয়। গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে লেগে থেকেছে মুসলিমদের ইহুদি বিদ্বেষ। মুসলমানদের কিছু বিশেষ পবিত্র নগরে ইহুদির প্রবেশাধিকার ছিল না। পরিবর্তে তাদের থাকার জন্য তৈরি হল 'মেল্লা'। ইউরোপের 'গেটো'-র অনুকরণে। সংখ্যাগুরুর মর্জিমাফিক যখন খুশি সেগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া চলত। সাদা অথবা রঙিন পোশাক পরা বারণ হল ইহুদিদের। সেই যে কালো জোব্বা, গোল ফেজ তার অঙ্গে উঠল সেটাই হয়ে গেল ইহুদির বাহ্যিক পরিচয়। কিছু মুসলিম শাসক কয়েকজন রোমান পোপের মতো সহিষ্ণুতা দেখিয়েছে। ইহুদিকে চাঙ্গা করতে এটুকু দাক্ষিণ্য যথেষ্ট। রাতারাতি সে দক্ষ কারিগর, সচ্ছল বণিক বনে যায়। এমনকি হল্যান্ড, ইংল্যান্ডে উত্তর আফ্রিকার কোনো সুলতানের রাজদূতের পদ, মন্ত্রী, আমলার লোভনীয় পদও মেলে।

১৪৫৩ সালে অটোমন তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করলে ইহুদিরা তাকে মেসিয়ার আগমনী সংকেত ভেবে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। স্পেন, পর্তুগালের উদ্বাস্তু ইহুদিদের জন্য দরজা খোলা রাখে তুরস্ক। শুধু বাড়তি বাণিজ্যের সম্ভাবনা নয়, তুরস্কের এশিয়া-ইউরোপ মিশ্র কৃষ্টির পরিমণ্ডলে স্প্যানিশ ইহুদি উদ্বাস্তুদের মূল্যবান ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা, ভাষাজ্ঞান সমাদর পেল। তুরস্কের জাতীয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয় তারা। সুলতানের দরবারে জোসেফ হ্যামন অথবা

তার ছেলে মোজেসের মতো চিকিৎসক, রাজনৈতিক উপদেষ্টার কদর বাড়ে। সুলতানের হারেমের দেখভাল করেন ইহুদি মহিলা এসথার চিয়েরা। কালেদিনে তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অসীম হয়। আরব্য রজনীর গল্পের মতো আকর্ষণীয় জোসেফ নাসির জীবন। পর্তুগালের সম্পন্ন 'মাররানো'[১] পরিবারে জন্ম নাসির। তার পরিবারের পর্তুগাল থেকে ইটালি হয়ে তুরস্কে পালিয়ে আসার বৃত্তান্ত রোমাঞ্চকর। তুরস্কে পৌঁছেই ক্যাথলিক ভেক ছেড়ে ফের ইহুদি বনে যান তারা। তুরস্ক রাজসভায় নাসির উত্থান অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, গোটা ইউরোপে নাসির প্রতিপত্তি বাড়ে। পোল্যান্ডে নতুন রাজা নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয় নাসির নির্দেশে। নেদারল্যান্ডে বিদ্রোহ উস্কে দিয়ে স্পেনের উপর প্রতিশোধ নিলেন নাসি[২]। ভেনিসে তার পরিবারের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তারও শোধ তোলেন ১৫৭০ অটোমান তুরস্ককে ভেনিসের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিয়ে। এই যুদ্ধে সাইপ্রাস দখল করে নেয় তুরস্ক। সুপণ্ডিত নাসি'র নিজের ছাপাখানায় বহু হিব্রু পুস্তক ছাপা হত। ইউরোপের যে-কোনো অঞ্চলে সহধর্মীদের বিপদ থেকে বাঁচাতে সদা প্রস্তুত ছিলেন নাসি।

১৫৭৪ সুলতান দ্বিতীয় সেলিমের মৃত্যুর পর অটোমন সাম্রাজ্য দুর্বল হল। তুরস্কের ইহুদিদের অবস্থা বদল হলেও ইহুদি নিপীড়ন বা বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি। উল্লেখনীয়, ষোড়শ শতকের তুরস্ক রাজসভার ইহুদি রাজনীতিকদের চেষ্টায় নতুন করে শুরু হয় প্যালেস্টাইনের হৃত গৌরব ফেরানোর চেষ্টা।

পূর্ব ইউরোপের স্লাভ ভূমিতে[৩] ইহুদিদের বাস খ্রিস্টীয় শতকের গোড়া থেকে। খ্রিস্টধর্মের প্রসার এই এলাকায় তুলনায় ধীর গতিতে হয়েছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ইহুদি জনবসতি। এলাকার আধা-বর্বর জনগোষ্ঠী ও তাদের রাজ্যপাটে ইহুদিধর্মের প্রভাব পড়েছিল। যাদের অন্যতম মোঙ্গল রক্তের মিশ্র জনজাতি খাজার। ককেশাস পর্বতমালা, ভোলগা এবং ডন নদীর মধ্যস্থ এলাকা অধুনা ইউক্রেনের বাসিন্দা খাজাররা অষ্টম শতকে ইহুদিধর্ম গ্রহণ করে। ১২৪১-র বিধ্বংসী তাতার আক্রমণ পূর্ব ইউরোপের ইতিহাসের মোড় ঘুড়িয়ে দিল। বিধ্বস্ত হয় গোটা পূর্ব ইউরোপ। একের পর এক নগর জ্বালিয়ে দেয় তাতার বাহিনী। মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবলুপ্ত হয়। এই বিপর্যয়ের পর শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে প্রতিবেশি জার্মানি থেকে ব্যবসায়ী, কারিগরদের আমন্ত্রণ জানান পোলিশ রাজারা। জার্মানদের সঙ্গে এল ইহুদিরাও। জার্মানরা হস্তশিল্প, ভারী শিল্প চালু করে। পাশাপাশি ইহুদিরা অর্থলগ্নী এবং বাণিজ্য প্রসারে উদ্যোগী হয়। পোল্যান্ডের ইহুদি জার্মান অভিবাসীদের উন্নত সংস্কৃতি বেশভূষা, কৃষ্টি মায় ভাষা আত্মস্থ করে। রাশিয়া, পোল্যান্ডের বিপুল সংখ্যক ইহুদি এমনকি ভিনদেশবাসী তাদের উত্তরপুরুষ আজও মিডল হাই জার্মান ভাষা ব্যবহার করে। পোলিশ শাসকরা বন্ধুভাবাপন্ন হলেও পোলিশ বণিকদের ঈর্ষা এবং চার্চের ধর্মোন্মাদনা ইহুদিদের স্বস্তি দেয়নি। জার্মান খ্রিস্টান অভিবাসীরা অতীতে নিজের

দেশে ইহুদিবিদ্বেষী ছিল। পোল্যান্ডের ইহুদিদের বিষয়েও একইরকম খড়্গাহস্ত হয়ে ওঠে তারা। তাদেরই একজন জন অফ ক্যাপিস্ট্রানো পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পোল্যান্ডে ইহুদি বিদ্বেষ উসকে দেয়। পোল্যান্ড ইহুদিদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল আর্থিক সুযোগ সুবিধার কারণে। ফলে পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইহুদিদের পোল্যান্ডে চলে আসা বজায় থাকে। সমস্ত ধরনের ব্যবসায়িক সুবিধা ইহুদিরা পেত। সম্ভ্রান্ত পোলিশ পরিবার অথবা যাজকের সম্পত্তি ভাড়া অথবা লিজ নেবার অনুমোদনও তাদের দেওয়া হয়। ইহুদি ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ হস্তশিল্প নির্মাতা ছিল। ব্যবসায়িক কারবারের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল পোল্যান্ডের মেলাগুলি। এসব মেলায় ইহুদিদের একচেটিয়া প্রাধান্য গড়ে ওঠে। ১৫৫১ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের রাজা সিগিসমান্ড অগস্টাস ইহুদিদের স্বশাসনের পূর্ণ অধিকার দেন। তারা তাদের প্রধান র‍্যাবাই ও অন্যান্য ধর্মীয় বিচারক নির্বাচন করতে পারত। এই মুখ্য র‍্যাবাই ও বিচারপতিদের হাতে ইহুদি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়। এদের কাজের জবাবদিহি করতে হত কেবল মাত্র রাজার কাছে। কাউন্সিল কোনো ইহুদিকে অশিষ্টাচারের জন্য সমাজচ্যুত করলে রাজার আইন তা অনুমোদন করেছে। এই কাউন্সিল প্রায় ইহুদি পার্লামেন্টের সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়। জার্মান ইহুদি বুদ্ধিজীবিদের ক্রমান্বয় পোল্যান্ড পাড়ি দেবার কারণে সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন প্রতিটি বিভাগে পোল্যান্ডের ইহুদি সংস্কৃতি সম্পদবান হয়ে ওঠে। ক্র্যাকাও, লুবলিন, পোসেন ইত্যাদি বড় শহরে প্রাচীর ঘেরা ইহুদি আবাসন, ইহুদি শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি হয়। ষোড়শ, সপ্তদশ শতকের পোলিশ ইহুদির কাছে শিক্ষা কেবল বাধ্যতামূলক নয়, গভীর গর্বের বস্তু। পঞ্চদশ শতকে পোলিশ ইহুদির সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। স্পেন থেকে বিতাড়িত সেফারডিক ইহুদিরা যেমন দলে দলে তুরস্ক, পোল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিল, ঠিক তেমন ষোড়শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি থেকে আস্কেনাজি ইহুদিরা পোল্যান্ড পাড়ি দিতে থাকে। দেড়শো বছর বাদে পোল্যান্ডের ইহুদি জনসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ হয়ে যায়। আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ ইহুদি পোল্যান্ড ও সংলগ্ন স্লাভিক দেশগুলি থেকে উদ্ভুত।

ইউরোপের অনেক শহরে ছিন্নমূল, আর্থিক বিধ্বস্ত ইহুদিদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। তাদের বৃহৎ অংশ ভাত কাপড়ের সংস্থানে ফেরিওয়ালা বনে যায়। জন্ম নিল 'ওয়ান্ডারিং জু', দাড়িওয়ালা, অতিবৃদ্ধ, জীর্ণ পোশাক, বিষণ্ণ ভবঘুরে ইহুদির মিথ। অভিশপ্ত 'ওয়ান্ডারিং জু' দুর্ভাগ্যের প্রতীক। কাহিনিটির উৎস গ্রিক বাইবেল। যিশু তাঁর ক্রুশ বহন করে বধ্যভূমির দিকে হেঁটে গিয়েছিলেন যে পথে, পুরনো জেরুজালেম শহরের সে পথই খ্রিস্টানুরাগীদের দুঃখের সরণী 'ভায়া ডোলোরোসা' (Viadolorosa)। কথিত, পথে তিনবার মাটিতে পড়ে যান যিশু। দম নেবার জন্য শ্রান্ত যিশু এক ইহুদি চর্মকারের বাড়ির উঠোনে বসেন। গ্রিক বাইবেল অনুযায়ী,

ওই চর্মকার যিশুকে আঘাত করে এবং গালি দেয়। যিশু তাকে শাপ দেন যে তার মৃত্যু হবে না। হতদরিদ্র, জরাগ্রস্ত সে যুগযুগান্ত এক দেশ থেকে অন্যদেশ ঘুরে ফিরবে। কোথাও তার বিশ্রাম মিলবে না, মাথা গোঁজার ঠাঁই হবে না। ইহুদি বিরোধী এ কাহিনির সত্যতা স্বীকার করে না যিশুর জীবনপঞ্জী 'গসপেল'। ঘটনাটি মধ্যযুগের প্রক্ষেপণ বলে মত গবেষকদের। যখন ফেরিওয়ালা বৃত্তি গ্রহণ করা নিরুপায় ইহুদিরা এক রাষ্ট্রীয় সীমান্তহীন ভবঘুরে জনগোষ্ঠী হয়ে যায়। এমনই এক ভবঘুরে সলমন ইবন ভারগা (১৪২৫-১৫২৫)। স্পেনের মালাগা শহরের বাসিন্দা ইহুদি ভারগা রেনেসাঁর এক ব্যতিক্রমী জ্যোতিষ্ক। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত সংশয়বাদী, স্বকীয় ভাবনায় উদ্দীপিত। ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'ট্যালমুড'-এর কঠোর সমালোচক ভারগা এমনকি মোজেস মেইমনিডস-এর মতো পণ্ডিতকেও ব্যঙ্গ করেছেন। অস্বীকার করেছেন তাবত ইহুদি পাণ্ডিত্য। প্রথমে স্পেন পরে পর্তুগাল থেকে বিতাড়িত ভারগা ইটালি পৌঁছন ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে। কিছুকাল রোমে কাটান। তার শেষ জীবন কোথায় কেটেছিল সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। 'রড অফ জুডা' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন ভারগা যাতে তিনি একটি মৌলিক প্রশ্ন তোলেন– কেন মানুষ ইহুদিবিদ্বেষী। বইটিকে প্রথম খ্রিস্টীয় শতকের রোমান-ইহুদি ঐতিহাসিক ফ্লাভিয়াস জোসেফাসের 'অ্যান্টিকুইটিস'-এর চোদ্দশো বছর পরে লেখা প্রথম ইহুদি ইতিহাস বলা হয়। চৌষট্টিজন নির্যাতিত ইহুদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন ভারগা। তার জীবদ্দশায় বইটি প্রকাশ হয়নি। ১৫৫৪-য় তুরস্কে প্রথম মুদ্রিত হল 'রড অফ জুডা'। সমকালীন ইউরোপীয় সমাজে ইহুদির দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণে আশ্চর্য নৈর্ব্যক্তিক ভারগা উলটে ইহুদিদেরই দায়ী করেন। তাদের স্বাজাত্যবোধ যতই প্রখর হোক, ভারগার মতে, তারা অতি নিষ্ক্রিয় এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী থেকেছে। আশাবাদী ও অতি অনুগত হবার জন্য ইহুদিরা সমকালীন রাজনীতি এবং সমর বিজ্ঞান দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই উপেক্ষা করে নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। ভারগা দেখিয়েছেন, খ্রিস্টান যদি অসহিষ্ণু ইহুদি তবে মানিয়ে নিতে অক্ষম। তিনি আরও বলেন, স্পেন বা ফ্রান্সের অভিজাতরা কখনোই ইহুদিবিদ্বেষী ছিল না। খ্রিস্টানদের ইহুদি বিদ্বেষ নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত, অনগ্রসর শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ থেকেছে। ভারগার মতে ইহুদি ঔদ্ধত্য সাধারণ মানুষের মনে ইহুদিদের সম্পর্কে ঘৃণা বাড়িয়েছে। ইহুদি কখনো নিজেকে আশ্রিত ভাবেনি। বরং প্রবাসে পররাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়েও নিজেকে শাসক মনে করেছে। ইহুদির উদ্দেশে ভারগার প্রশ্ন, কেন তারা অন্ধবিশ্বাস ভুলে বিনীত হয় না, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা চর্চা করে না। ভারগার বিশ্লেষণের সততা বিস্ময়কর হলেও ইহুদিদের অসহিষ্ণু ঔদ্ধত্যই তাদের দুর্ভাগ্যর একমাত্র কারণ ছিল না[৫]। বস্তুত ছিন্নমূল ইহুদির বর্ধিত সংখ্যা যখনই দেশীয় জনতার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইহুদি বিদ্বেষ এবং নির্যাতন তখনই বেড়েছে। ভেনিসের কথাই ধরা যাক। দশম শতক থেকে

বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র ভেনিসে ইহুদি বণিকদের বড় সংখ্যক উপস্থিতি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ইটালির বণিকদের ঈর্ষার কারণ হয়েছে। যদিও তাদের সামাজিকভাবে পৃথক করেনি প্রশাসন। ত্রয়োদশ শতকে স্পিনালুঙ্গা দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হল ইহুদিদের। আলাদা করার জন্য তাদের প্রথমে হলুদ ব্যাজ, পরে হলুদ এবং লাল টুপি পড়া বাধ্যতামূলক হয়। তবু ইহুদিদের সামাজিক অবস্থার তেমন হেরফের হয়নি। করের মোটা আর্থিক অঙ্ক ছাড়াও ভেনিসের অর্থনীতি পুষ্ট হয়েছে তাদের অবদানে। ১৫০৯ সালে ফ্রান্স, ইটালি উপদ্বীপে পোপের অধীনস্থ রাজ্যগুলি[৫] এবং ভেনিস রিপাবলিকের মিলিত শক্তি ভেনিস দখল করলে ইটালির মূল ভূখণ্ড থেকে সংলগ্ন দ্বীপগুলিতে পালিয়ে আসে মূলত স্পেন ও পর্তুগাল ছেড়ে ইটালিতে আশ্রয় নেওয়া হাজার পাঁচেক আতঙ্কিত ইহুদি। দু'বছর বাদে তাদের বহিষ্কারের দাবি ওঠে। ১৫১৫-১৬ সালে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায়কে শহরের একটি কোণে রাখা হবে। 'Gheto nuovo' (নতুন কারখানা) নামে একটি কামান কারখানার জমিতে চারদিকে উঁচু পাঁচিল ঘেরা দুটি গেটযুক্ত ইহুদি বসতি নির্মিত হল। ইটালির 'গেটো' নামটাই পরবর্তী সময় ইহুদি বসতির সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। দুই ফটকের দুই খ্রিস্টান পাহারাদার তৎসহ দ্বীপের সুরক্ষায় নিযুক্ত দুটি নজরদারি নৌকার ছয় মাঝির মাস মাইনে ইহুদিদেরই দিতে হত। অন্ধকার যুগের ইউরোপে অনেক ক্ষেত্রে কোনো শহরে বসতি করার শর্ত হিসেবে পাঁচিল দেওয়া পৃথক্‌ এলাকা দাবি করেছে ইহুদিরা। কিন্তু ভেনিসে গেটোর তীব্র বিরোধিতা করে ইহুদিরা। তারা বুঝতে পারে সমাজের মূলস্রোত থেকে সরিয়ে রেখে তাদের আর্থিক স্বাচ্ছল্যকে দেশের অর্থভাণ্ডারের পুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে চায় ভেনিস। ইহুদিদের শুধু দিনমানে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে বাণিজ্য করতে দেওয়া হত। রাতে তাদের গেটোর প্রাচীরের বাইরে থাকার অনুমতি ছিল না। ইহুদিদের আপত্তি গ্রাহ্য করেনি ভেনিস। শাপে বর হয়ে এই ব্যবস্থা ইহুদিদের আর এক দফা নির্বাসনের হাত থেকে বাঁচায়। এই চার দেয়ালের নিরাপত্তার জন্য আড়াই লক্ষ ভেনিসীয় স্বর্ণমুদ্রা ড্যুকাট দিতে হত গেটোর ইহুদিদের। কেন ইহুদিরা এই বৈষম্যমূলক আচরণ নির্বিবাদে মেনে নিতে বাধ্য হয় তার ব্যাখ্যা করেছেন সিমহা লুজ্জাত্তো (১৫৮৩-১৬৬৩) ভেনিসের ইহুদিদের নিয়ে লেখা তার একটি বইতে। লুজ্জাত্তো দীর্ঘ অর্ধশতক ভেনিসে ইহুদি র‍্যাবাই ছিলেন। তিনি বলেন, ইহুদিদের নিষ্ক্রিয়তা, ইবন ভারগাকে যা একইভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল, বস্তুত এক পরম বিশ্বাসের প্রতিফলন। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে যে তাদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঐশ্বরিক কারণ জাত, মানুষের তৈরি করা নয়।

ভেনিসের গেটোতে আনন্দ উৎসবের অভাব হয়নি। সিনগগগুলি সামাজিক মিলন কেন্দ্রের কাজ করেছে। বিভিন্ন উৎসবে আত্মপরিচয় আড়াল করতে মুখোশ পরিহিতা ইহুদি মহিলারা সিনাগগে আসতেন। তাদের দেখতে উৎসাহী খ্রিস্টান

দর্শকদের ভিড় হত। স্পেনীয়, পর্তুগিজ, ইটালিয়ান, গ্রিক, জার্মান দর্শকদের বহুজাতিক উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে উঠত উৎসব প্রাঙ্গণ। নাচগান হত। গানে অনুষঙ্গ হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিল র‍্যাবাইদের। পরিবর্তে করতালি 'পার্কাসান'-এর কাজ করত। যন্ত্রানুষঙ্গ বিরোধী র‍্যাবাইদের যুক্তি ছিল প্রার্থনা গীতিতে যন্ত্রের ব্যবহারে প্রার্থনার পবিত্র শব্দগুলি বহু উচ্চারিত হতে থাকে, বিশেষ করে ঈশ্বরের নাম। তাদের বক্তব্য এর ফলে সরলমতি প্রার্থনাকারীর মনে হতে পারে ঈশ্বর এক নন একাধিক। সিসিল রথ রেনেসাঁ ভেনিসের ইহুদি বিষয়ে তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে ইহুদি সংরক্ষণপন্থীরা অনেক ক্ষেত্রেই গেটো জীবনের পার্থিব বিলাসব্যসন এবং হিব্রুর পরিবর্তে ইটালিয়ান ভাষায় গেটোবাসী ইহুদির অনুরাগ নিয়ে অভিযোগ করছেন। প্রার্থনা গীতও স্থানীয় কথ্য ভাষায় চালু করার দাবি উঠেছে। ইহুদিরা নাটক, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, অর্থনীতির বই লিখছেন ইটালিয়ান ভাষায়। সাবাথ হিব্রু মতে পূর্ণবিশ্রামের দিন। এ দিনেও নৌকা (গন্ডোলা) বিহারের পক্ষে সওয়াল করেছে গেটোর ইহুদি। গেটোর নিজস্ব বিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও, পাডুয়ার মেডিকেল স্কুলে পড়ে ডিগ্রিধারী হবার ইচ্ছে গোপন রাখেনি। স্বাভাবিকভাবেই অনেক র‍্যাবাই চাইতেন গেটোর দেয়ালের উচ্চতা আরও বাড়ানো হোক। গেটোর বৃত্তে ইহুদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি মণ্ডল গড়ে ওঠে। খ্রিস্টান-ইহুদি দুই ধর্মবিশ্বাসের পারস্পরিক আদান প্রদান বন্ধ হয় না। গেটো তৈরি হওয়ার সময়েই খ্রিস্টান মুদ্রক ড্যানিয়েল বুম্বার্গ ভেনিসে একটি হিব্রু ছাপাখানা তৈরি করেন, সেখানে খ্রিস্টান, ইহুদি এবং ধর্মান্তরিত ইহুদি কর্মীরা মিলে 'ট্যালমুড'-এর দুটি সংস্করণ প্রকাশ করে (১৫২০-২৩)। ইহুদি টাইপ-সেটার এবং প্রুফরিডারদের সেখানে হলুদ টুপি পড়া বাধ্যতামূলক ছিল না। দেখাদেখি আরও হিব্রু ছাপাখানা চালু হল। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, ছাপা হতে থাকে সমকালীন ইহুদি সাহিত্যও। সরকারি নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও স্পেন, তুরস্ক, জার্মানির ইহুদি মিলে ভেনিসে ইহুদি সম্প্রদায়ের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। একমাত্র এদেরই তেজারতি কারবার করতে দেওয়া হত। এরা ইটালিয়ান ভাষাও জানত। তবে ভেনিসের নাগরিকত্ব এদের দেওয়া হয়নি। অষ্টাদশ শতক অবধি চালু থেকেছে এই নিয়ম। সফল ইহুদি তেজারতি ব্যবসায়ীরা বাজেয়াপ্ত বন্ধকি মণিমাণিক্যর বিশাল ভাণ্ডারের মালিক হয়ে ওঠে। ইহুদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব আইন অনুযায়ী এসব রত্ন কোনো ব্যবসায়ী ব্যবহার করতে পারত না। পোপ শাসিত রাজ্যগুলিতে আঠারো শতক অবধি গেটোবাসী ইহুদিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ ছিল না। থাকার অনুমতি দেওয়া হত স্বল্প সময়ের জন্য। মেয়াদ ফুরোলে তা পুনর্নবীকরণ করতে হত। অনেক সময় নতুন অনুমতি মিলত না। গাড়ি চড়ার অনুমতি ছিল না ইহুদির। অনুমতি ছিল না খ্রিস্টান ভৃত্য রাখার। ১২১৫ সালে ইহুদিদের ব্যাজ পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সেই পুরনো প্রথা নতুন করে চালু হয় গেটোয়।

ইটালিতে ছিল হলুদ বা লাল টুপি। জার্মানিতে হলুদ গোলাকার ব্যাজ পোশাকের উপর পরতে হত। এই ব্যাজ না পরে গেটোর বাইরে চলাচল করলে আইন অমান্যকারীকে কঠিন সাজা পেতে হত। একই ধরনের ব্যাজ পরা আবশ্যিক ছিল মধ্যযুগের বারবনিতাদের। গোড়ায় ইহুদিরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। পরবর্তীকালে এই অসম্মানের ভূষণ তাদের আত্মাভিমানের প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। এই কুপ্রথা উঠে যাবার বহু পরেও অতি রক্ষণশীল ইহুদি এই ব্যাজ তার অপরিহার্য আভরণ করে নেয়। ইহুদিদের পৃথক জনবসতি 'গেটো' চালু হয় জার্মানি, ফ্রান্স, বোহেমিয়ায়। স্থানভেদে কেবল নাম বদলায়, ব্যবস্থা একইরকম থেকে যায়। আধুনিক দুনিয়ায় এই সামাজিক পৃথকীকরণ যতটা নির্মম মনে হয়, গেটোবাসীদের কাছে ততটা ছিল না। ইহুদিরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে গেটোর চার দেয়াল ইহুদিকে তার প্রতিবেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষাকারী। আরও বোঝা যায় যে অমানবিক হলেও এই পৃথকীকরণ ইহুদি সংহতি ও সংস্কৃতি অনেকটাই অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছে। ক্ষেত্র বিশেষে ইহুদি গেটোগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ, আলো বাতাসহীন পরিবেশে তৈরি হলেও রোম, ভেনিস, লুবলিন অথবা প্রাগে বহু রাস্তা, সুসজ্জিত বাড়িসহ গেটো শহরের মধ্যে পৃথক শহরের চেহারা পায়। গেটোর আয়তন নির্দিষ্ট মাপের হবার জন্য প্রস্থে তা বাড়ানো যেত না। ফলে ক্রমে বেড়ে ওঠা ইহুদি জনসংখ্যাকে ঠাঁই দিতে বাড়িগুলি আজকের বহুতল আবাসনের আকার নিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নির্মাণ মজবুত না হওয়ায় বাড়তি উচ্চতা সামাল দিতে না পারা বাড়িগুলি ভেঙে হতাহত হত বহু লোক। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও হরহামেশাই লেগে থাকত। ফ্রাঙ্কফোর্ট, নিকলসবার্গ, ভেরোনার ইহুদি গেটোর বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জার্মানির গেটোতে থাকার অনুমতি মিলত সীমিত সংখ্যক ইহুদি পরিবারের। ইহুদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যত অসম্ভব হবার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল বিবাহে। সরকারি অনুমোদন ছাড়া জার্মান গেটোর কোনো ইহুদি বিবাহ হতে পারত না। অনুমতি মিলত কেবল পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বা জ্যেষ্ঠা কন্যার। ফলে এমন দেখা গেছে যে একটি বৃহৎ ইহুদি পরিবারের সদস্যদের অধিকাংশ আজীবন অবিবাহিত থেকে গেছে। ইহুদি ব্যবসায়ীদের নতুন পণ্য বিক্রয়ের অধিকার ছিল না। অনুমোদন ছিল না বস্ত্র ব্যবসার। ছাড় ছিল শুধু দরজির কাজ, মুচির কাজে। রত্ন ব্যবসায় তাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেনি খ্রিস্টান বণিক। এক্ষেত্রে তারা টেক্কা দিয়েছে প্রতিপক্ষকে। এছাড়াও তেজারতি ও বন্ধকির কারবার করতে পারত ইহুদিরা। সর্বত্রগামী ছিল মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইহুদি চিকিৎসক[৬]। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, আমলা, যাজক যে যখন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে তার বাড়িতে হলুদ ব্যাজ, অথবা হলুদ কিংবা লাল টুপি পরিহিত ইহুদি বৈদ্যর প্রবেশ অবারিত ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা কিনতে ইহুদিরা নির্যাতন ও দ্বিতীয় শ্রেণির

নাগরিকত্বও মেনে নিয়েছে। অনিশ্চয়তাকে ভয় পেত তারা। তুলনায় গেটোর নিরাপদ বেষ্টনীতে সংঘবদ্ধ ইহুদি তাদের নিজস্ব আচার আচরণ অনেক সহজে পালন করতে পেরেছে। চার্চের কাছে গেটো ছিল ইহুদি ছোঁয়া থেকে বাঁচার রক্ষা কবচ। ইহুদি রক্ষণশীলরা গেটোকে ধর্মনিরপেক্ষতার ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ভেবেছে।

ভূমধ্যসাগরে অটোমান তুর্কি বনাম খ্রিস্টান নৌবহরের হরহামেশা যুদ্ধে বন্দী ইহুদি বণিকরা ক্রীতদাস বাজারে বিক্রি হয়ে যেত। ইহুদি নীতি ছিল তুর্কি মুসলিম ও খ্রিস্টান উভয়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। স্পেন, পর্তুগাল থেকে বিতাড়িত ইহুদিরা কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় পায়। বিনিময়ে তারা অটোমন তুর্কিদের যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে সাহায্য করে। এ্যাড্রিয়াটিক ও ইজিয়ান সমুদ্রে বহু ইহুদি বণিক ছিল। ভেনিসের ইহুদিদের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির বাণিজ্যিক সুসম্পর্ক ভেনিসের বাণিজ্যে তাদের গুরুত্ব বাড়ায়। নেপলস, জেনোয়া, লেগহর্ন প্রভৃতি বন্দর থেকে বাণিজ্য করেছে ইটালির ইহুদিরা। এমন বাণিজ্যতরী খুব কম ছিল যাতে ইহুদি বণিক থাকত না। মাঝ দরিয়ায় এইসব বণিক বিপন্ন হত তুর্কি এবং খ্রিস্টান নৌবহরের যুদ্ধে। উভয়পক্ষের কাছেই যুদ্ধবন্দী হিসেবে ইহুদির দাম বেশি ছিল। তারা জানত বন্দী ইহুদি বণিকের আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক, তাকে ছাড়িয়ে নিতে ইহুদি সম্প্রদায় মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দিতে প্রস্তুত। খ্রিস্টান জাহাজ থেকে বন্দী করা ইহুদি বণিকের মুক্তিপণ নিয়ে দর কষাকষি হত কনস্টান্টিনোপলে। তুর্কি জাহাজ থেকে বন্দী ইহুদির মুক্তিপণ দিত ভেনিসে ইটালি ও পর্তুগালের ইহুদিদের যুগ্ম সংস্থা যাদের কাজই ছিল পণবন্দী ইহুদিকে মুক্ত করা। এই ইহুদি কেনাবেচায় মুখ্য ভূমিকায় ছিল সেন্ট জনের নাইটরা। তাদের দাস বাজার ছিল মালটা। ওরা বেছে বেছে ইহুদি বণিক তুলে নিত। এমনকি খ্রিস্টান জাহাজ থেকেও। যুক্তি ছিল, ওই ইহুদিরা অটোমন তুরস্কের প্রজা। নাইটরা বন্দী ইহুদিদের ব্যারাকে আটকে রাখত যতদিন না ভালো খদ্দের পাওয়া যায়। ভেনিসের ইহুদি সংগঠনের একজন এজেন্ট সর্বদা মজুত থাকত যার কাজ ছিল মালটায় নিয়ে আসা ইহুদি যুদ্ধবন্দীদের হিসেব রাখা এবং পর্যাপ্ত অর্থ মজুত থাকলে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া। এই দাসদের খ্রিস্টান মালিকরা ইহুদি মুক্তি সংগঠনগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করে চড়া অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করত। পঁচাত্তর বছরের জুডা সারনাগোকে একটি ছোট সেলে মাসাধিক কাল আটকে রাখে তার মালিক। বৃদ্ধ অন্ধ হয়ে যায়। উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না তার। তার খ্রিস্টান মালিক হুমকি দেয় দু'শো ডুকাট যদি ইহুদি এজেন্ট না দেয় তবে লোকটির দাড়ি এবং চোখের পাতা উপড়ে নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দু'শো ডুকাট দিতে হয় ইহুদি এজেন্টকে। দর বাড়াবার অন্য এক কৌশল ছিল এজেন্টের সামনে বন্দী ইহুদিকে চাবুক মারা। এভাবে মৃত্যু হত অনেক বন্দীর। তিনশো বছর মালটার এই নিষ্ঠুর

ইহুদি দাস বাজার টিঁকে ছিল। পুরনো নথি থেকে জানা যায় ১৭৬৮ সালে ইংল্যান্ডের ইহুদিরা মালটায় ইহুদি ক্রীতদাসের একটি দলকে মুক্ত করতে আশি পাউন্ড পাঠাচ্ছে। তিরিশ বছর বাদে নাপোলিয়ান এই অমানবিক ব্যবসা বন্ধ করেন।

১. *ষোড়শ শতকের স্পেন ও পর্তুগালে নির্বাসন এড়াতে যেসব ইহুদি ধর্মান্তরিত হয় তারা মাররানো। এদের বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।*

২. *স্পেনের রোমান ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনস্থ উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের 'Low Countries' বেলজিয়াম, লুক্সেনবুর্গ, নেদারল্যান্ডকে নিয়ে গঠিত প্রোটেস্ট্যান্ট ডাচ রিপাবলিকে ১৫৬৮-১৬৪৮ সালে স্পেনের ক্যাথলিক শাসনের বিরুদ্ধে সফল বিদ্রোহ হয়।*

৩. *মধ্য ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়ার ইন্দ-ইউরোপীয় স্লাভিক ভাষাভাষী প্রাচীন জনগোষ্ঠী স্লাভ।*

৪. *Paul Johnson: A History of the Jews.*

৫. *৫০০ থেকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইটালির কিছু অঞ্চলে পোপের রাজ্যপাট বজায় ছিল।*

৬. *A History Of The Jews From Earliest Times Through The Sixty Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books, New York.*

পঁচিশ

স্প্যানিশ ইনক্যুইজিশন-মাররানো ইহুদি-মেকি 'মেসিয়া'-পোলিশ হাসিডিজম-ফরাসি বিপ্লব

ভিনধর্মীদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের জিহাদ কুখ্যাত ইনক্যুইজিশনে পরিণত হল যথাক্রমে ১৪৭৮ সালে স্পেনে রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইজাবেলার রাজত্বে এবং পর্তুগালে ১৫৩৬ নাগাদ। ইনক্যুইজিশন রোমান ক্যাথলিক চার্চের আইনি আওতাভুক্ত স্থানীয় প্রশাসকদের কিছু সংগঠন যেগুলির হাতে তথাকথিত ধর্মদ্রোহীদের বিচারভার ন্যস্ত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকে ফরাসি দেশে ধর্মীয় বিদ্রোহ দমনে প্রথম চালু হয় ইনক্যুইজিশন। মধ্যযুগের শেষ ধাপে প্রোটেস্টান্ট সংশোধনবাদ ও তার প্রতিক্রিয়ায় ক্যাথলিকদের পালটা সংশোধনবাদ ইনক্যুইজিশেনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। রেনেসাঁ মানবতাবাদী থেকে ভিনধর্মী ইহুদি অথবা মুসলমান কেউ এই নারকীয় বিচারের হাত থেকে অব্যহতি পায়নি। স্পেন এবং পর্তুগাল এমনকি আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় তাদের সাম্রাজ্যগুলিতেও ইনক্যুইজিশন চালু করেছিল। ধর্মদ্রোহিতা, ডাইনি উপাসনার অভিযোগে হাজার নিরাপরাধের মৃত্যুদণ্ড দেয় ইনক্যুইজিশন। আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষীণ সুযোগ থাকলেও তারা জানতে পারত না তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সঠিক কি। তারা এও জানত না কে বা কারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। বিচার চলাকালীন দৈহিক অত্যাচারও করা হত। একমাস পরে 'অটো ডা ফে'-তে' রায় ঘোষণা হত। একমাস ধরে নরমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি চলত সাড়ম্বরে। যেন এক জাতীয় উৎসব পালনের তোড়জোড় চলেছে। নির্দিষ্ট দিনে শহরের কেন্দ্রস্থলে প্রশাসনিক কর্তারা, চার্চের যাজক, বিশপ অভিজাত মানুষজন হাজির হতেন। সারারাত প্রার্থনা গীত গাওয়া হত, সকালে প্রার্থনা সভার পর প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকত। এরপর বন্দীদের সারিবদ্ধভাবে নিয়ে আসা হত। প্রত্যেকের শরীরে তার অপরাধ অনুপাতে হলুদ কাপড়ের ব্যাজ পরানো থাকত। হতভাগ্য বন্দীরা তখনও জানে না কোন চরম দণ্ড তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এরপর শহরের বাইরে এক দহন ভূমিতে তাদের নিয়ে যাওয়া হত। সেখানেই ঘোষিত হত বিচারের রায়। যে ভাগ্যবানরা নির্দোষ সাব্যস্ত হত নতজানু হয়ে চার্চের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান তাদের বাধ্যতামূলক ছিল। বেঁধে পোড়ানো হত দোষীদের। স্প্যানিশ ইনক্যুইজিশনে সঠিক কত সংখ্যক ইহুদি ও অন্য ধর্মের মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তার হিসাব নিয়ে বিতর্ক আছে। সংখ্যাটা তিরিশ থেকে পঁচিশ হাজারের মধে ওঠানামা করেছে। যদিও আধুনিক গবেষকদের ধারণা হাজার তিনেক মানুষকে এভাবে খুন করা হয়। বাঁচার একমাত্র খোলা রাস্তা ছিল ধর্মান্তরিত হওয়া। স্পেন ও পর্তুগালবাসী বহু ইহুদি

সেটাই করে। এরাই 'মাররানো'। 'মাররানো'দের পরবর্তী প্রজন্ম দুই দেশেই সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি পেয়েছিল। অনেকে ক্যাথলিক চার্চের গুরুত্বপূর্ণ পদও পায়। অধিকাংশ মাররানোই মনেপ্রাণে তাদের পুরনো ধর্মীয় বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল। ফলে একটা সময় আসে যখন এই নব্য খ্রিস্টানরা ভূমধ্যসাগরীয় ক্যাথলিক দেশগুলি থেকে উত্তর আফ্রিকা, তুরস্ক, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের 'লো কান্ট্রিজ', বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পালানো শুরু করে। খুব সহজ ছিল না এই পলায়ন। কারণ তা ছিল আইনত দণ্ডনীয়। তা সত্ত্বেও পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকে নব্য খ্রিস্টানদের আইবেরীয় উপদ্বীপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশত্যাগ অব্যাহত থাকে। ওরা খুঁজছিল সেই দেশ যেখানে ওদের বংশানুক্রমিক ধর্মাচরণ প্রকাশ্যে করা যায়। ইতিমধ্যে আমেরিকা আবিষ্কার হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আর্থিক অগ্রগতি ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। বাণিজ্য, নৌপরিবহণ, সম্পদ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জোয়ার লেগেছে উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্রে। নব্য খ্রিস্টান ওরফে ছদ্মবেশী ইহুদিদের মধ্যে যারা উচ্চাকাঙ্খী এবং অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় তারা বেছে নেয় নতুন দুনিয়া। পশ্চিম ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র লন্ডন শহরেও গড়ে ওঠে ছদ্মবেশী ইহুদিদের কলোনি। ১৬০৯ সালে রানি হেনরিয়েটা মারিয়ার রাজত্বে গোপনে ইহুদি ধর্মাচার করার অপরাধে ছদ্মবেশী ইহুদি মাররানোদের ইংল্যান্ড থেকে বহিষ্কার করা হল। কমনওয়েলথের প্রবর্তক অলিভার ক্রমওয়েল (১৫৯৯-১৬৫৮) উপলব্ধি করেন মাররানো ইহুদি বণিকদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব। কথিত, ক্রমওয়েল রাজনৈতিক শলা পরামর্শ করতেন মাররানো বণিকদের সঙ্গে। ফলে মাররানো ইহুদিরা আবার ইংল্যান্ডে ফিরতে থাকে। ফরাসি সমুদ্র বন্দরগুলিতেও মাররানো ইহুদি উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ক্যাথলিক দেশ ফ্রান্সের ইহুদি-নীতি স্পেন ও পর্তুগালের মতোই কঠিন হওয়াতে সেদেশে খাঁটি ইহুদিদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ১৭৩০ সালে পঞ্চদশ লুইয়ের আমলে দু'শো বছরের ক্যাথলিক নিয়মের কড়াকড়ি তুলে নেওয়া হলে দক্ষিণ ফ্রান্সের নব্য-খ্রিস্টানরা অবশেষে সরকারিভাবে ইহুদি স্বীকৃতি পায়। দূর-প্রাচ্যে ভারত এবং সদ্য আবিষ্কৃত আমেরিকা অবধি ছড়ানো এই মাররানো বসতিগুলি সপ্তদশ শতকে এক নয়া বিশ্ববাণিজ্য যোগসূত্র তৈরি করে। প্রবাল, চিনি, তামাক ব্যবসায় একচেটিয়া দখল নেয় মাররানো ইহুদি।

প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদি র‍্যাবাইদের বদ্ধমূল বিশ্বাস উষার আগে যেমন নিশ্ছিদ্র আঁধার, তেমনই ইতিহাসের চরম সঙ্কট মুহূর্তে ইহুদি জাতির ত্রাণকর্তা 'মেসিয়া' আবির্ভূত হবেন। ইহুদি ইতিহাসে একের পর এক দুঃসময় ঘনিয়েছে এবং প্রতিবারই মেসিয়ার আগমন বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে মেকি ত্রাণকর্তারা। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ ইহুদি ইতিহাসে চূড়ান্ত দুঃসময়। গোটা বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলেছে। ইনক্যুইজিশনের আগুন তখনও নেভেনি ক্যাথলিক স্পেন ও পর্তুগালে। পূর্ব

ইউরোপে পোল্যান্ড, ইউক্রেনে বোহডান খেমলনিটস্কির (১৫৯৫-১৬৫৭) কসাকদের হাতে প্রায় নির্মূল হয় ইহুদিরা। সারা ইউরোপ সর্বস্বান্ত উদ্বাস্তুতে ভরে ওঠে। অতীন্দ্রিয়বাদী গুপ্তসাধক কাবালিস্ট ইহুদিরা তখন রাত্রিদিন তপস্যামগ্ন মেসিয়ার আগমনের দিনক্ষণ নির্ধারণে। বিপর্যস্ত ইহুদি জনতাও তাদের উপর আস্থাশীল। এই সময় এশিয়া মাইনরের স্মিরনায় সাব্বাটাই জেভি (১৬২৬) নামে কাবালিস্ট সাধনায় গভীর প্রভাবিত এক দিব্যকান্তি যুবক জেরুজালেম থেকে তীর্থ করে ফিরে ১৬৬৫ সালে জনসমক্ষে নিজেকে মেসিয়া বলে ঘোষণা করে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকায় সে আনন্দবার্তা রটে যায়। জনগণের উন্মাদনা বাড়ে। সিনাগগগুলিতে 'পূণ্যাত্মা প্রভু সাব্বাটাই জেভি'র নামে প্রার্থনার হিড়িক পড়ে। শেষের সে দিন আগত ধরে নিয়ে সাধারণ মানুষ কৃত পাপের জন্য সিনাগগে অনুতাপ প্রকাশ করে। শিশুদের বিয়ে দেওয়ার ধুম পড়ে যায়। ধনী বণিক, বিশিষ্ট অভিজাতরা সাব্বাটাই জেভিকে সমর্থন জানিয়ে আবেদনপত্র পাঠায়। উৎসাহিত জেভি কনস্টান্টিনোপল যাত্রা করে সেখানকার মুসলমান শাসকের জন্য দৈববার্তা নিয়ে। কনস্টান্টিনোপলে পা রাখা মাত্র উজিরের আদেশে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কারাবাস অবশ্য রাজকীয় ছিল, এতটাই যে কারাগারে বসেই সনাতন ইহুদি ধর্মীয় আচার নসাৎ করে নতুন আমোদ প্রমোদের ফতোয়া জারি করতে থাকে সাব্বাটাই জেভি। উপবাসের দিনকে পানভোজনের দিন বলে জাতভাইদের উদ্দেশে নয়া নির্দেশ জারি করে সে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সুলতানের দরবারে ডাক পড়ল মেকি মেসিয়ার। তাকে স্পষ্ট বলা হল ধর্মান্তর অথবা মৃত্যু যে কোনো একটি বেছে নিতে হবে। সাব্বাটাই জেভি মুসলিম ধর্মগ্রহণ করে। সুলতানের ভাতাভোগী হিসেবে বাকি জীবন সুখে কাটিয়েছিল জেভি। মজার বিষয় এরপরও সারা পৃথিবী জুড়ে সাব্বাটাই জেভির অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। মানুষ তখনও তাকে পরিত্রাতা হিসেবে দেখে। সেও ভক্তবৃন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নানাবিধ অতীন্দ্রিয় চর্চা করে। ১৬৭৬ সালে জেভির মৃত্যু হলে তার অধিকাংশ অনুগামী যারা গুরুর দেখাদেখি মুসলমান ধর্মগ্রহণ করছিল তারা ফের ইহুদি হয়ে যায়। তবে প্রকাশ্যে নয়, গোপনে নিজের ঘরে। এদের নাম হল ডমনে। বহু বিশিষ্ট র‍্যাবাই গোপনে সাব্বাটাই জেভির অনুগামী হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের মধ্যে সাব্বাটাই জেভির অতীন্দ্রিয় সাধনা বিশেষ জনপ্রিয় হয়।[২]

মেসিয়া উন্মাদনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আঠারো শতকের পোল্যান্ডে জন্ম নিল হাসিডিজম। বাল শেম টভ নামে অধিক পরিচিত ইজরায়েল বেন এলিজার (১৬৯৮-১৭৬০) ইহুদি ধর্মের মাত্রাতিরিক্ত অনুশাসনের বিকল্প হিসেবে প্রেম, দয়ালুতা ও ইহুদি অতীন্দ্রিয়বাদের মিশ্রণ হাসিডিজম প্রবর্তন করেন। এককথায়, অক্ষরজ্ঞানহীন সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা এবং সুপ্ত ঐশীত্বকে শাস্ত্রজ্ঞদের জ্ঞানের

সমমর্যাদা দিল হাসিডিজম। দয়ালু অতীন্দ্রিয়বাদী নতুন শিক্ষক বাল শেম টভ শেখালেন, দয়াবান মানুষ যিনি সকলকে ভালোবাসেন তার মূল্য একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের তুলনায় বেশি। মানুষ যত দরিদ্র যত অজ্ঞই হোক ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগের জন্মগত অধিকার তার আছে। শরীরকে যন্ত্রণা দিয়ে মোক্ষলাভ হয় না, আধ্যাত্মিক বিকাশ এবং অহং নিবৃত্তি পৃথিবী ও স্বর্গের ফারাক মুছে দেয়। ধীরে ধীরে বাড়ে বাল শেম টভ (Master of the Good Name) অনুগামী ভক্ত দল। পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের আধ্যাত্মিক নবজাগরণ ঘটাল হাসিডিজম। অপরদিকে পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদিদের চূড়ান্ত মোহভঙ্গ হয়েছে। মেকি মেসিয়া সাব্বাটাই জেভি কাণ্ডে সবচেয়ে আহত হয়েছে তাদের আত্মাভিমান। পরবর্তী সময় ভুয়া মেসিয়ার খপ্পরে পড়ার বাসনা তাদের আর রইল না। ইহুদি মধ্যযুগের অবসান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে গেটোর দেয়ালে ফাটল ধরে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে আবার যখন ফিরছে ইহুদিরা তখন আর গেটো প্রয়োজনীয় নয়। পোপের অধীনস্থ রাজ্যগুলি ছাড়া ইটালির অন্যত্র শিথিল হয়েছে ইহুদিদের সামাজিক পৃথকীকরণ। মধ্য ইটালির টাস্কানির মতো আলোকপ্রাপ্ত শহরে কিছু ইহুদি গেটোর বাইরে বসবাস করলে কেউ আপত্তি তোলে না। গেটোর সিংহদরজা রাতে বন্ধ থাকল কি না তা নিয়েও তেমন মাথা ব্যাথা নেই কারও। জার্মানিতে ইহুদি বসতি জুডেনগাস গুরুত্ব হারিয়েছে। বিশেষ সুবিধাভোগী ইহুদিরা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে, সমাজের উঁচুতলার জার্মানদের সঙ্গে একসারিতে ওঠা বসার সুযোগ পাচ্ছে। বার্লিনের সংরক্ষিত ইহুদিদের সামাজিক প্রভাব ফ্রাঙ্কফোর্টের মতো প্রাচীনপন্থী জার্মান শহরগুলির তুলনায় অনেক ভালো। জার্মান ইহুদির নব্য সামাজিক গুরুত্বের প্রতীক হয়ে ওঠেন খ্যাতনামা জার্মান ইহুদি দার্শনিক মোজেস মেন্ডেলসন (১৭২৯-১৭৮৬)। মেন্ডেলসনের মেধা ও পাণ্ডিত্যর স্বীকৃতি হিসেবে প্রুসিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স ১৭৬১ সালে তাঁকে পুরস্কৃত করে। উল্লেখ্য, এই পুরস্কারের অপর দাবিদার বিখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের ওই নিবন্ধ প্রতিযোগিতায় মেন্ডেলসনের কাছে হেরে যান। জার্মান গেটো 'জুডেনগাস'-এর আধ্যাত্মিক এবং সাহিত্য জগতে নতুন দিশা হয়ে এল হিব্রু ভাষ্যসহ চমৎকার জার্মানে অনুদিত মেন্ডলসনের 'পেন্টাটুক'। জার্মান ইহুদির মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা উন্মোচিত হল। রাজনৈতিক ভাবনাতেও মোজেস মেন্ডেলসনের উত্থান প্রভাব ফেলে। আঠারো শতকের জার্মান রাজা দ্বিতীয় ফ্রেড্ররিক (১৭১২-১৭৮৬), রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট (১৬৭২-১৭২৫), রুশ সাম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭২৯-১৭৯৬), অস্ট্রিয়ার রাজা দ্বিতীয় জোসেফদের (১৭৪১-১৭৯০) মতো মুক্তচিন্তার আলোকপ্রাপ্ত একনায়করা যে নতুন ধরনের শাসন চালু করেন সেখানে আইন, শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার প্রাধান্য পেল। এরা উপলব্ধি করলেন ইহুদি এবং খ্রিস্টানে ফারাকটা

দুরতিক্রম্য নয়। মোজেস মেন্ডেলসনের দর্শনে প্রভাবিত দ্বিতীয় জোসেফ খ্রিস্টান ও ইহুদিকে রাতারাতি একই আসনে না বসিয়েও ক্যাথলিক রাষ্ট্রে ইহুদিদের নাগরিক বাঁধনমুক্তির পক্ষে তাঁর বিখ্যাত লেখা 'টলারাঞ্জপ্যাটেন্ট'-এ (Toleranzpatent) জোর সওয়াল করেন। ছ'বছর বাদে সরকারি নির্দেশ হল বাইবেলের পূর্বপুরুষের গোত্রনামের বদলে শনাক্ত করা যায় এমন পদবি ব্যবহার করুক ইহুদিরা। ফ্রান্সে এক শহর থেকে অন্য শহরে চলাচলের জন্য গরু ছাগলের সঙ্গে ইহুদিকেও টোল ট্যাক্স দিতে হত। ১৭৮৪ এই কর দেবার অবমাননা থেকে মুক্তি পায় ইহুদিরা।

এতসব পরীক্ষা নিরীক্ষার মাঝে ফরাসি বিপ্লবের দামামা বাজে। ফরাসি বিপ্লবের সদর্প ঘোষণা মানবাধিকারের দাবির সমার্থক হয়ে ওঠে ইহুদি সামাজিক সমানাধিকারের জটিল প্রশ্ন। ইউরোপের অন্য ক্যাথলিক দেশগুলির মতোই এযাবৎ টানাপোড়েনের কেটেছে ফরাসি ইহুদিদের। সতেরো বার তারা বিতাড়িত হয়েছে। সতেরো বার তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর্থিক লোভের অভিযোগে অভিযুক্ত ইহুদিদের এক সময় ফ্রান্স ছাড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছিল। ফরাসি শাসকরা বারবার ঠেকে শেখে যে ইহুদি বণিক বিনা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে অর্থাগম অসম্ভব। আর্থিক উন্নয়নই ফ্রান্সে ইহুদিদের ফিরিয়ে নেবার স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হয়ে ওঠে। ফরাসি পার্লামেন্টে ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ ইহুদিদের নাগরিকত্ব প্রদান নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। বিতর্কের বিষয় ব্যক্তি বনাম জাতি। চরমপন্থী থেকে মধ্যমপন্থী সকলের দাবি জাতি একটাই হবে। এক জাতির মধ্যে আর এক জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব। তাদের যুক্তি ইহুদি জাতিসত্তার পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করে ব্যক্তি ইহুদিকে সব ধরনের নাগরিক অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। অ-ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্ট হোক অথবা ইহুদি সকলেই আদতে ফরাসি। সুতরাং সমানাধিকারের যোগ্য দাবিদার। এবার প্রশ্ন, ইহুদি স্বয়ং যদি ফরাসি নাগরিকত্ব নিতে আগ্রহী না হয়? জবাবে ফরাসি পার্লামেন্ট সদস্য Clermont-Tonnerre-র স্পষ্ট বলেন সেক্ষেত্রে তাদের ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত করা উচিত। তাকে সমর্থন জানালেন রবস্পিয়্যর[৩]। ১৭৯০ জানুয়ারি ২৮, সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনে পাশ হল ইহুদি নাগরিকত্ব বিল। যদিও সেটা ফরাসি দেশের সব ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, কেবল পর্তুগিজ ও আভিগননিজ ইহুদিরা এর আওতাভুক্ত হল। ফরাসি পার্লামেন্ট ভেঙে যাবার কিছুদিন আগে ১৭৯১ সেপ্টেম্বরে সব ইহুদির নাগরিকত্ব আইনগত স্বীকৃতি পায়। ফরাসি দেশে ইহুদিধর্ম একটি পৃথক ধর্মের নাম হিসেবে পরিচিত হল। প্রতিদানে দেশপ্রেমের প্রমাণ হিসেবে রিপাবলিক সেনা ফরাসি ইহুদি ইউরোপের রণাঙ্গনে প্রাণ দিল। যুদ্ধ তহবিলে অর্থ জোগাতে বিক্রি করা হল সিনাগগের অনেক মুল্যবান সম্পদ। ইহুদির মুক্তিবার্তা বয়ে আনে ফরাসি বিপ্লব। নাপোলিয়ন তাঁর বিজয় অভিযানে সেটিকে ছড়িয়ে দিলেন ইউরোপময়। ১৮০৬ থেকে তাঁর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যে ইহুদিদের সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে সহায়ক

বেশকিছু নতুন ব্যবস্থা নিলেন নাপোলিয়ন। এটা অবশ্য স্পষ্ট নয়, নাপোলিয়ন স্বয়ং ইহুদিদের পছন্দ করতেন অথবা ফরাসি সাম্রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নে তাদের ব্যবহার করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কারণ দেখা গেল স্রোতের বিপরীতে হেঁটেই ১৮০৮ সালে তিনি আদেশ দিচ্ছেন ইহুদিদের থেকে নেওয়া যাবতীয় ঋণের ফেরতযোগ্য পরিমাণ কমিয়ে দেবার, ক্ষেত্র বিশেষে গোটা ঋণ বাতিল করার। এই নির্দেশ ইহুদি সম্প্রদায়কে আর্থিকভাবে ধসিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নাপোলিয়ানের পতন ও নির্বাসনের পর ইহুদি বিরোধীদের আশা ছিল ফরাসি সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত বরবঁ নৃপতি (BOURBON) অষ্টাদশ লুই নিশ্চয়ই ফরাসি বিপ্লবে ইহুদিদের দেওয়া নয়া অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেবেন। বস্তুত তা ঘটে না। কারণ ইতিমধ্যে স্বাধীন ফরাসি নাগরিক ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গির এতটাই ফারাক ঘটে গেছে যে কোনো চার্চপন্থী রাজার পক্ষেও তাদের নাগরিকত্ব হরণের অজুহাত খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।

ফরাসি বিপ্লবে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া ইউরোপীয় রাজনীতি পরিকাঠামো জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করার চেষ্টা হল ১৮১৪ এবং ১৮১৫ পরপর দু'বছর ভিয়েনাতে ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের মাসাধিককালের সম্মেলনে। এই মহাসম্মেলনে প্রতিনিধি পাঠায় ইহুদিরাও। তারা সঠিকই অনুমান করে যে সম্মেলনের আলোচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে। ফরাসি বিপ্লব ইহুদিদের যে নাগরিক সমানাধিকারের স্বীকৃতি দেয় তারই অনুসরণে সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলি স্থির করে তাদের দেশেও একইরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মধ্য ইউরোপের উনচল্লিশটি জার্মান রাজ্য নিয়ে নবগঠিত জার্মান কনফেডারেশন ইহুদিদের সবধরনের নাগরিক সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও এ সিদ্ধান্ত কার্যকারী করায় সমান আগ্রহী ছিল না কনফেডারেশনভুক্ত সব সদস্য দেশ। মন্দের ভালো যাও বা কিছু মিলল সম্মেলন থেকে ইটালি ও জার্মানিতে ফের জাগে ইহুদি বিদ্বেষ। ফরাসি বিপ্লব চলাকালীন ১৭৯৭ সালে ইটালির গেটোর দেয়ালগুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো আবার তৈরি হয়। জার্মানিতে দাঙ্গা বাধে। আত্মরক্ষার্থে ধর্মান্তরিত হলেন জন্মসূত্রে ইহুদি হাইনরিখ হাইনের মতো বিখ্যাত জার্মান কবি। এসব বিক্ষিপ্তির মধ্যেও দৃষ্টিভঙ্গির কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছিল। এখন আর পোশাকে, ভাষায়, পেশায়, আগের মতো ঘৃণ্যজীব নয় ইহুদি। অন্তত তাকে মানুষ বলে মেনেছে ইউরোপ। বাকি থাকে নাগরিকত্ব অর্জন। ইউরোপে সামাজিক বৈষম্য দুর করার একমাত্র দাওয়াই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে নয়া সংসদীয় ব্যবস্থা, সাংবিধানিক সরকার। সংবিধানদত্ত সে অধিকার আদায় না করা অবধি ইহুদির আত্মবিকাশ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। মধ্য ইউরোপে উনিশ শতকের বিপ্লবী আন্দোলনগুলোতে তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ইহুদি। বালটিক সাগর থেকে ভূমধ্যসাগর, রাইন নদীতট থেকে দানিয়ুব, সংসদীয়

শাসন ও সংবিধানের বিজয়যাত্রা চলতে থাকে। ইহুদির পূর্ণ সামাজিক মুক্তির সূচনা এভাবেই। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইউরোপের অর্থনৈতিক ও বৌদ্ধিক বৃত্তে ব্যক্তি ইহুদির প্রভাব। আমরা শুনি জার্মানির ধনকুবের রথসচাইল্ড-এর কথা। ইউরোপের মূলধন বাজারে যার পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় ছিল। শিল্প বাণিজ্যের সব বিভাগেই ইহুদিরা প্রবেশ করে। পেশার ক্ষেত্রেও তাই। রাজনীতিক, লেখক, অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, দার্শনিক, নাট্যকার, যোদ্ধা–সব পেশায় যুক্ত হল ইহুদিরা। গেটো জীবন থেকে ছাড় পাওয়া তাদের জানার ক্ষুধা অসীম। জানার বিষয়ও অফুরান জগৎ সভায়। প্রত্যাশিতভাবেই ইহুদি বুদ্ধিজীবি তার দীর্ঘ একাকীত্ব কাটিয়ে উঠছে। পশ্চিম ইউরোপের আলোকপ্রাপ্তরা চেষ্টা করছে আধুনিক ইহুদি অভিজ্ঞা কথ্য ভাষায় সবার পাঠের উপযোগী করে হাজির করতে। অপরদিকে পূর্ব ইউরোপে হিব্রুতে রচিত ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। এই নতুন প্রয়াসকে বলা হল 'হাসকালা' (Haskalah) বা আলোকপ্রাপ্তি। আধুনিক কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাসের বিপুল সম্ভার নিয়ে পূর্ব ইউরোপে জন্ম নিচ্ছে সম্ভাবনাময় 'ইডিশ' (Yiddish) সাহিত্য[৪]। ছোট ছোট পরিবর্তন ঘটে যায় আলোকপ্রাপ্ত ইহুদির সনাতন ধর্মাচরণে। সংস্কার অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ১৮০১ সালে জনৈক জার্মান ধনী ইহুদি ইজরায়েল জ্যাকবসন একটি আবাসিক স্কুল খুললেন যেখানে খ্রিস্টান ও ইহুদি ছাত্ররা পারস্পরিক সহনশীলতা এবং সৌহার্দ্যর পরিবেশে শিক্ষিত হবে। ১৮১০ সালে যে সিনাগগ চালু করলে জ্যাকবসন সেখানে প্রথম প্রার্থনা গীতের সঙ্গে অর্গ্যানের ব্যবহার এবং জার্মান ও হিব্রু দ্বিভাষী প্রার্থনার সুযোগ থাকল। স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল। জ্যাকবসন যেটি বাহ্যিক পরিবর্তন 'কসমেটিক চেঞ্জ' হিসেবে চালু করলেন ইউরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে যেতে যেতে তার উত্তাপ এসে লাগে ট্যালমুড সর্বস্ব ইহুদি ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও আচরণে। বিদ্রোহ এবার সনাতনপন্থার বিরুদ্ধে। পুরনো ধর্মীয় উৎসব বাতিল হতে থাকে। র‍্যাবাইদের অধিপত্য নিন্দিত হয়। মেসিয়া ভাবনা ছুঁড়ে ফেলে বিকল্প 'মিশন ইজরায়েল' হয়ে ওঠে ইহুদির নতুন স্বপ্ন।[৫]

১. *'অটো ডা ফে' বা 'অ্যাক্ট অফ ফেথ' ষোড়শ শতকের স্পেন ও পর্তুগালে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত তথাকথিত 'ধর্মদ্রোহীদের' প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ যা উন্মুক্ত জনস্থানে করা হত।*

২. *A History Of The Jews From Ealiest Times Through The Sixty Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books. New York.*

৩. *THE JEWS, THE MASONS AND THE FRENCH REVOLUTION: Vladimir Moss: http://www.orthodoxchristianbooks.com/articles/336/jews,-masons-french-revolution/*

৪. *'ইডিশ' আস্কানেজি ইহুদিদের ব্যবহৃত 'হাই জার্মান' ভাষা। পনেরশো শতকের আগেই যা জার্মান ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হিব্রু এবং আর্মায়িকের মিশ্র ভাষায় রূপান্তরিত হয়। পরে পূর্ব ইউরোপে বিশেষ করে পোল্যান্ডে ইডিশ ভাষা এক সমৃদ্ধশালী ইহুদি সাহিত্যের জন্ম দেয়।*

৫. *A History Of The Jews From Ealiest Times Through The Sixty Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books. New York.*

চতুর্থ পর্ব:
কলম্বাসের আমেরিকা থেকে ক্যাম্প ডেভিড
(খ্রিস্টাব্দ ১৪৯২-১৯৭৮)

আমেরিকা আমেরিকা

ক্রিস্টোফার কলাম্বাস স্বয়ং ধর্মান্তরিত ইহুদি ছিলেন কিনা অথবা তাঁর জাহাজের নাবিকদের কত জন মাররানো ইহুদি ছিল এ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। ভাবা কষ্ট যে কলাম্বাস মহাসমুদ্র আটলান্টিক পার হলেন স্রেফ দুঃসাহস আর দৈবে ভর করে। অন্ধের মতো ভেসে গেলেন কখন তাঁর জাহাজ নয় থেকে বার হাজার মাইল দূরের বন্দরে ভেড়ে সেই অপেক্ষায়। বস্তুত দক্ষ কার্টোগ্রাফার বা মানচিত্র আঁকিয়ে ছাড়া সে সময়ে এধরনের অভিযান সম্ভব ছিল না। নৌবিদ্যায় কলাম্বাসের নিজের যেমন জ্ঞান ছিল, তার সহযোগী নাবিকরাও ছিল সমান পারদর্শী। বাণিজ্য সুবাদে ভারতীয় উপমহাদেশ ও চিন উপকূল বহুশত বছর আগেই যে ইহুদি নাবিকদের পরিচিত ছিল একথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। প্রাচীন নাবিকদের মতো তারাও জেনেছিল পৃথিবী আসলে গোলাকার। সুতরাং এটা ধরে নেওয়া সঙ্গত যে কলাম্বাস ও তাঁর যাত্রাসঙ্গীরা জানত তারা কোথায় চলেছে। কলাম্বাসের সমস্ত ম্যাপ ইহুদি নাবিকদের আঁকা। ১৪৯২ সালে এ কাজে তাদের চেয়ে দক্ষ, যোগ্যতর কেউ ছিল না। চতুর্দশ শতকে Judah Cresques, Jacomo de Majorca নামে দুই স্পেনীয়কে 'ম্যাপ ইহুদি' বলে চিনত ইউরোপ। ইহুদিরা কলাম্বাসের সঙ্গে ছিল এবং পরবর্তী আমেরিকা অভিযানেও থেকেছে।

স্পেন, পর্তুগালের ইনক্যুইজিশন ধ্বস্ত ইহুদিদের প্রাণ বাঁচাতে এবং সদ্য আবিষ্কৃত ভূখণ্ডের মুক্ত পরিবেশে নতুন করে জীবন শুরু করতে হাতছানি দেয় আমেরিকা। বহু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির রসায়ন জারিত আমেরিকান মিশ্র সমাজ বা 'মেলটিং পট' সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য উদার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আবহ তৈরি করে অভিবাসীদের জন্য। আমেরিকায় প্রথম পৌঁছনো ইহুদিরা অধিকাংশ স্প্যানিশ ও পর্তুগিজভাষী সেফারডিক ইহুদি। পোল্যান্ডের ইডিশভাষী, ইংল্যান্ড ও হল্যান্ড থেকে আসা আস্কেনাজি ইহুদিরাও স্বল্পসংখ্যক ছিল। শেষোক্তরা খুঁজছিল পেশাগত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তাসহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আশঙ্কামুক্ত কোনো দেশ। এরা দল বেঁধে আসেনি। একে একে হাজির হয়েছে। আমেরিকায় বিপ্লব শুরুর সময় (১৭৬৫-১৭৮৩) সেফারডিকদের তুলনায় এই আস্কেনাজি ইহুদিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেফারডিক স্প্যানিশ ইহুদি চলনেবলনে খাস স্পেনীয়দের থেকেও বেশি কেতাদুরস্ত। আস্কেনাজিরা দাড়ি রাখে, খাঁটি ইহুদি পোশাক পরে। জাতভাই সেফারডিক ইহুদিরা তাদের চোখে অবাক বিস্ময়। প্রায় দেবতুল্য। আমেরিকান বিপ্লবের একশো বছর আগে পৌঁছে সেফারডিকরা ইতিমধ্যে ইংরেজি বুলি পুরো রপ্ত করেছে। তারা ঝাঁ চকচক প্রাসাদোপম বাড়িতে থাকে। প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের

সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করেছে। ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র শুধু ওই সিনাগগ। সেফারডিকরা পূর্ব ইউরোপের ইডিশভাষী 'গাঁইয়া' আস্কেনাজিদের দেখে বিরক্তই হয়। তবে আগন্তুকদের বিমুখ করে না তারা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমেরিকান বিপ্লবের সময় আস্কেনাজি ইহুদিরাও ব্যবসা বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং খুব হাতেগোনা কিছুসংখ্যক ছাড়া সকলেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকান উপনিবেশের পক্ষে লড়ছে। তাদের বুলিও আগের খাঁটি ইডিশ নয়। ফিকে হয়ে এসেছে। বিপ্লবের সময় আনুমানিক আড়াই থেকে তিন হাজার ইহুদির বাস আমেরিকান উপনিবেশে। আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তাদের ব্যাবসায়িক লেনদেনও চলে। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র অথবা হুইস্কির বোতল ছাড়াই। দরকার শুধু একটি ভারবাহী খচ্চর অথবা গাধা এবং একবস্তা মণিহারি পণ্য। বিনিময়ে আমেরিকান ইন্ডিয়ানদের থেকে মূল্যবান ফার কেনে তারা[১]।

১৮৪৮ সালের আগে বিরাট সংখ্যায় আমেরিকায় আসেনি ইহুদিরা। মাত্রাতিরিক্ত করের বোঝা এবং রাজনৈতিক দমন পীড়নের বিরুদ্ধে জার্মান কনফেডারেশনে ওই বছর ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়। গণবিক্ষোভ ছড়াচ্ছিল ইউরোপের অন্যান্য দেশে। অধিকাংশ তরুণ প্রজন্মের জার্মান আমেরিকা পাড়ি দেয়। তাদের সঙ্গে আসে জার্মান ইহুদিরাও। ১৮৭১ অবধি জারি থাকে এই অভিবাসন। আমেরিকান ইহুদিদের সংখ্যা বেড়ে পঞ্চাশ হাজার ছুঁয়ে ফেলে। উদ্যমী, সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল এই জার্মান ইহুদিরা অধিকাংশ ফ্রাঙ্কফোর্ট, ওয়ামর্জ প্রভৃতি জার্মান শহরের গেটোবাসী ইহুদিদের বংশধর। ১৮৫৯ সালে এরা তৈরি করে 'বোর্ড অফ ডেলিগেটস অফ আমেরিকান ইজরায়েলাইটস'। তৈরি হয় বিভিন্ন দাতব্য প্রকল্প, নিরাশ্রয় দরিদ্র বয়স্ক ইহুদিদের জন্য বৃদ্ধাশ্রম, ক্লিনিক, হাসপাতাল। প্রতিষ্ঠিত হল হিব্রু ইউনিয়ন কলেজ। এরা বুঝতে পেরেছিল যে পুরনো ধাঁচের ইহুদি উদ্বাস্তু সমাজ আমেরিকাতে গড়ে তোলা সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি জীবনের ভবিষ্যত চেহারাটা এরাই গড়ে দিল। প্রথমে জার্মান পরে ইংরেজিতে সংবাদপত্র, পত্রিকা প্রকাশ শুরু করে এরা। ১৮৭১-এর শেষে জার্মান ইহুদি অভিবাসনের শেষ পর্যায়ে আমেরিকান ইহুদি সমাজের বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ঊর্ধগামী।

১৯১৪-তে শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইউরোপের পূর্ব সীমান্তের এপার ওপার পোলিশ প্রদেশগুলি থেকে বহুসংখ্যক ইহুদি উদ্বাস্তুর আমেরিকা পাড়ি দেবার যে ঢল নেমেছিল ১৮৮১ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগুপিছু গতিতে স্বাভাবিকভাবেই তা হ্রাস পেল। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী তাণ্ডবে অসহায় আটকে পড়া পোলিশ ইহুদিদের বহু গোষ্ঠী নির্মূল হয়। অপরদিকে ১৯১৭-র রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের বিপ্লব জারতন্ত্রের উৎখাত চূড়ান্ত করলে নতুন ক্ষমতায় আসা মধ্যমপন্থীরা জাতি ধর্মনির্বিশেষে সমানাধিকার দেবার কথা ঘোষণা করে। রাশিয়ান ইহুদিদের ক্ষণিক

আনন্দ অবশ্য মিলিয়ে যায় ৭ নভেম্বরের বলশেভিক বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্যের পর। রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে তাদের তখন ত্রিশঙ্কু দশা। বলশেভিকদের চোখে ইহুদিরা প্রতিবিপ্লবী, মেনশেভিকরা তাদের ষড়যন্ত্রকারী ঠাওরায়। যুদ্ধ শেষে পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক সীমান্ত পরিবর্তন হল। ১৯১৪-র আগে অবধি বিশ্বের বৃহৎ অংশ ইহুদির ঠিকানা ছিল জারের রাশিয়া। বিশ্বযুদ্ধের পর মালিকানা হস্তান্তরের ফলে তার অর্ধেকের বেশি পোল্যান্ডের আওতায় এল। ইউরোপীয় ইহুদিদের সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি সাবেক প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক সম্পর্ক পুনর্স্থাপিত হল। ইউরোপ জুড়ে জাতীয়তাবাদের ক্রম বিচ্ছুরণ ইহুদি তাত্ত্বিক নেতাদের চোখেও রং ধরায়। তাদের কয়েকজন ইটালি, ফ্ল্যান্ডারস ও বল্কান রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ঘটনাবলির গতিপ্রকৃতি দেখে স্বাধীন ইহুদি জাতীয়তাবাদের সম্ভাবনায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন প্রথম। বিশ্বযুদ্ধ শেষে নিকট প্রাচ্য বিশেষ করে প্যালেস্টাইনের উন্নয়নে আগ্রহ বাড়ে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির। ইহুদি, অ-ইহুদি বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা যৌথভাবে নানা প্রকল্প তৈরি করতে থাকে যার মাধ্যমে জেরুজালেমসহ অন্যান্য শহরের দরিদ্র ইহুদি জনতাকে ভূমি সংস্কারের কাজে লাগানো শুরু হল। অ্যালায়েন্স ইজরায়েলায়ইট নামে সংস্থা জাফায় একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করে। এদিকে রক্ষণশীল র‍্যাবাইদের প্রচার অব্যাহত থাকে যে ইহুদি প্যালেস্টাইন পুনর্নির্মাণের আগেই ত্রাণকর্তা মেসিয়া আবির্ভূত হবেন[২]।

১. *The Jews: Story of A People: Howard Fast: A Laurel Book*

২. *A History Of The Jews From Ealiest Times Through The Sixty Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books. New York.*

জাইয়নিজম, থিওডর হার্জেল, স্বাধীন ইজরায়েলের দাবি

শুরুটা জার্মান চিন্তাবিদ মোজেস হেসকে দিয়ে। ১৮৬২ সালে 'Rome and Jerusalem' নামে একটি বই লিখলেন হেস। বিষয় ইউরোপের সমাজে ইহুদি সহাবস্থানের জটিলতা। হেস দেখালেন ধর্মীয় সংস্কার মুক্তিই খ্রিস্টান সমাজের মূলস্রোতলগ্ন হতে আগ্রহী ইউরোপীয় ইহুদির একমাত্র লক্ষ হতে পারে না। তার দরকার প্যালেস্টাইনে একটি রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদ নতুন করে গড়ে তোলা। কুড়ি বছর বাদে জার শাসিত রাশিয়ায় ইহুদিদের অস্তিত্ব সংকট ঘনালে রাশিয়ান ইহুদি নেতৃত্বের চিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে হেসের দর্শন। এরপরেই প্রকাশিত হয় ওডেসার চিকিৎসক লিও পিনস্কারের 'Auto Emancipation'। পিনস্কার বললেন ইউরোপের ইহুদি বিশেষ করে রাশিয়ান ইহুদির মনে এক গভীর দুরাশা রয়েছে। তারা ভাবছে একদিন ইউরোপীয় খ্রিস্টান প্রতিবেশিদের সঙ্গে একাত্ম হবে। এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলা পরবাসী ইহুদির আত্মমর্যাদা রক্ষার একমাত্র উপায় বলে রায় দেন পিনস্কার। শুধু পিনস্কার নন, তাঁর সমভাবনায় ভাবিত ইহুদিরা পূর্ব ইউরোপে 'Hovevei Zion' বা জাইয়নপ্রেমী সংগঠন তৈরি করতে থাকে১। ইতিমধ্যে রাশিয়া থেকে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন শুরু হয়েছে। জাফায় 'Hovevei Zion'-এর সহযোগিতায় কিছু কৃষি উপনিবেশ গড়ে উঠেছে।

১৮৯৪-র হেমন্তে চৌত্রিশ বছরের অস্ট্রীয় ইহুদি সাংবাদিক থিওডর হার্জেল এসেছেন দেশদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত ফরাসি ইহুদি সামরিক অফিসার অ্যালফ্রেড ড্রিফাসের কোর্ট মার্শালের খবর করতে। ইউরোপে গভীর আলোড়ন ফেলে ড্রিফাস মামলা। হার্জেলরই সমবয়সী ড্রিফাস আলোকপ্রাপ্ত উনিশ শতকের ইহুদি নিজেকে যে ফরাসি বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। ড্রিফাসের বিরুদ্ধে ফরাসি সরকারের গোপন নথি জার্মানিতে পাচার করার অভিযোগ। ক্যাপ্টেন ড্রিফাসকে আসলে ফাঁসায় ফরাসি সেনাবাহিনীর মদ্যপ, মেরুদণ্ডহীন মেজর এস্তারহেজি যে নিজে জার্মানির মাইনে করা গুপ্তচর ছিল। এই মামলায় ফরাসি বুদ্ধিজীবি মহল আগ্রহী হয়ে ওঠে। এমিল জোলার মতো বিখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক ড্রিফাসকে নৈতিক সমর্থন জানান। ড্রিফাসের বিচার শুধু যে ফরাসি চার্চকে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাই নয়, সে দেশে সাম্যবাদী ভাবনার ইন্ধন জোগায়।

থিওডর হার্জেল এই মামলায় উৎসাহিত হন মামলাটির সামগ্রিক গুরুত্বের কারণে। আলোকপ্রাপ্ত অস্ট্রীয় ইহুদি পরিবারজাত হার্জেল নিজে আইনের স্নাতক হন ভিয়েনা থেকে। মুক্তমনা তাঁর এ পর্যন্ত কোনো ইহুদি পক্ষপাতিত্ব ছিল না।

হার্জেলের ছবি

ভিয়েনার সংবাদপত্রের সাংবাদিক হিসেবে ড্রিফাসের বিচারপর্ব পর্যায়ক্রমে দেখে এবং তা নথিবদ্ধ করতে গিয়ে হার্জেল উপলব্ধি করেন যিশুর মতোই ইহুদিকে হেনস্থা করেছে ইউরোপ। প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, প্রয়োজন মিটলে জঞ্জালে ছুঁড়ে দিয়েছে। সমস্যার গভীরে তলিয়ে ইহুদিদের জন্য নিজের যুক্তিসিদ্ধ সমাধান বার করেন হার্জেল। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ইহুদির আশু প্রয়োজন নিজের জমিতে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। দিবারাত্রি এই ভাবনা তাড়িত হার্জেল বিষয়টি নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেন বন্ধুদের সঙ্গে। তাঁর চিন্তাকে ছড়িয়ে দেন উপর মহলে। ব্যারন দ্য হার্শ সমকালীন বিত্তবান ইহুদি ব্যবসায়ী। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় ইহুদি কৃষি উপনিবেশ গড়তে অর্থ সাহায্য করেছেন। হার্জেল তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। হার্জেলের সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও পৃথক ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের ভাবনায় সহমত হন না ব্যারন। এমন নয় যে হার্জেলের চিন্তা একেবারে অভিনব। ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদিরা 'আলিয়া' বা নির্বাসিত ইহুদিদের একটি কেন্দ্রে মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে তাত্ত্বিক তর্ক চালিয়েছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। পশ্চিম ইউরোপের স্বচ্ছল, প্রভাবশালী ইহুদিরা স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্রের ভাবনাকে পোলিশ হাসিড ইহুদিদের খ্যাপামি বলে নস্যাৎ করে। পোলিশ হাসিডদের তারা বিন্দুবিসর্গ বোঝে না। উলটে তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় হাসিডরা। ওরা অনুকম্পা, ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে ধনী, ক্ষমতাবান ইহুদিদের চোখে। মার্কিন দেশে শরণার্থী বহু হাজার

ইহুদিদের মধ্যে পোলিশ হাসিডদের সংখ্যা তখন নগণ্য নয়। ওদের জগৎ একেবারেই আলাদা। ওরা দিনে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা কাপড়ের কলের দমবন্ধ পরিবেশে ঘাম ঝরায় ছেলেমেয়ের অন্ন জোগাতে। ওরা ইংরেজি বোলচালে ধাতস্থ নয়। ওরা নামমাত্র শিক্ষিত। ওদের লম্বা দাড়ি। কিম্ভূত জবরজং পোশাক। জার্মানি, ফ্রান্সের ইহুদি আর্থিক স্বচ্ছল, সমাজের তালেবর। তারা প্রত্যায়ী উনিশ শতকের ক্রম প্রসারমান দিগন্ত এক মুক্তমনা, সহিষ্ণু ইউরোপীয় সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান সুনিশ্চিত করবে। তারা শঙ্কিত পাছে হার্জেলের চরমপন্থী ভাবনাচিন্তা নতুন করে ছড়ায় ইহুদি বিদ্বেষ। তারা হার্জেলকে বোঝায় ইহুদির সঙ্গে প্যালেস্টাইনের সম্পর্ক প্রাকপুরাণিক, ক্ষয়িত এবং অর্থহীন উন্মাদনা মাত্র। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই স্বাধীন ইজরায়েল গঠিত হোক না কেন, ইহুদি সমস্যা অপরিবর্তিত রইবে। অপরপক্ষে, হার্জেলের চোখে অ্যালফ্রেড ড্রিফাসের বিচার ইহুদি সমস্যার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো বিরোধী যুক্তিকেই আমল না দেওয়া হার্জেল ১৮৯৬ সালে প্রকাশ করেন তাঁর বই 'Der Judenstat' (The Jewish State)। বহুভাষায় অনূদিত হল সে বই। ইউরোপের খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে ইহুদির একাত্মীভূত হবার সমস্ত অবাস্তব প্রয়াসকে নস্যাৎ করে হার্জেল ডাক দিলেন একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের। অন্তত কিছুসংখ্যক বিত্তবান ইহুদিকে দলে টানতে হার্জেল বললেন অ-প্যালেস্টেনীয় এলাকাতেও স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তিনি রাজি এই শর্তে যে উদ্বাস্তু ইহুদিদের অধিকার থাকবে তাদের পছন্দের এলাকা বেছে নেবার।

১৮৯৬ সালে ছত্রিশ বছর বয়সী হার্জেল হৃদরোগে আক্রান্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য। এরপর মাত্র আট বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। ওই আট বছর একটি দিনের জন্যও নিজেকে বিশ্রাম দেননি। বিশ্বের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত দৌড়ে বেরিয়েছেন নিজের বক্তব্য পেশ করতে। বাডেনের জার্মান ডিউক উদারচেতা, সুশিক্ষিত অভিজাত পুরুষ, যাঁর ইহুদি প্রীতি সুবিদিত। তাঁকে ইহুদিদের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে বুঝিয়ে রাজি করান গেল। ডিউকের সম্মতি হার্জেলের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন রূপায়ণে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বিশেষ করে তুরস্কে। প্যালেস্টাইন তখন অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীন। হার্জেলের একনিষ্ঠায় মুগ্ধ জার্মান-ইহুদি ব্যবসায়ীরা স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্রের যুক্তিগ্রাহ্যতা মেনে নিয়ে সব কথা শোনেন। তিনি আস্কেনাজি ইহুদি শরণার্থীদের তুরস্কে জায়গা দিতে রাজি। এমনকি তাদের স্বায়ত্বশাসন দিতেও তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু স্বাধীন ইজরায়েলের জন্য প্যালেস্টাইনের জমি ছাড়তে নারাজ সুলতান। হার্জেল সুলতানের প্রস্তাব মানতে রাজি নন। পরবর্তী সময়ে বহুবার হার্জেলকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সিনাই উপদ্বীপ অথবা আফ্রিকায় ইজরায়েলের জন্য জমি নেবার। কিন্তু প্যালেস্টাইন ছাড়া অন্য কিছুই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না হার্জেলের পক্ষে।

তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রবার্ট সিসিলের ভাষায় একটি অবাস্তব স্বপ্নকে

কেবলমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে 'তাঁর সময়ের মার্জিত দাবি' করে তুললেন হার্জেল। সুইটজারল্যান্ডের বাসেলে ১৮৯৭-তে প্রথম জাইয়নিস্ট কংগ্রেসে ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট অর্গ্যানাইজেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন থিওডর হার্জেল। আমৃত্যু ওই পদে বহাল ছিলেন। থিওডর হার্জেলকেই আধুনিক ইজরায়েল রাষ্ট্রের জনক বলা যায়। তিনি না থাকলেও হয়তো একই ঘটনা ঘটত। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এক অনন্য চরিত্র থিওডোরের আবির্ভাব ইহুদি ইতিহাসের সন্ধিলগ্নে। ইতিহাসের ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেন।

১৯০৪ মারা যান হার্জেল। জাইয়নিস্ট আন্দোলনের গতি মন্থর হলেও সচল থাকে। পূর্ব ইউরোপ থেকে একটি দুটি করে আস্কেনাজি ইহুদি পরিবার প্যালেস্টাইন পৌঁছতে থাকে। এদের অধিকাংশ শক্তসমর্থ, উদ্যমী যুবক যারা রাশিয়া থেকে পায়ে হেঁটে তুরস্ক হয়ে প্যালেস্টাইন পৌঁছয়। প্যালেস্টাইন তখন রুক্ষ, প্রায় পরিত্যক্ত উষরভূমি। উদ্বাস্তু রাশিয়ান ইহুদি ছাত্রদের শ্রম, ধৈর্যে তারই উপর গড়ে ওঠে অনেকগুলি কৃষি উপনিবেশ। অর্থ সাহায্য কম বা বেশি তা নিয়ে ভাবার সময় ছিল না এই উদ্যমী তরুণদের। হার্জেলের ভাবনা চারিয়ে যায় পৃথিবীর অন্য প্রান্তের ইহুদিদের মধ্যে। তারা প্যালেস্টাইনের আহ্বান শোনে। ব্যাবিলন নির্বাসনের সময় থেকে আড়াই হাজার বছর ধরে প্রতি পাসওভার উৎসবে এক ইহুদি আর এক ইহুদির সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করে কামনা করেছে 'আগামী বছর জেরুজালেমে'। রাশিয়ার ঝঞ্ঝাতাড়িত বৃক্ষহীন তৃণভূমিতে জার নির্দিষ্ট ইহুদি 'পেল অফ সেটেলমেন্টের' দারিদ্র্য, হতাশা, গ্লানি এবং প্রতিমুহূর্তে জীবনহানির আশঙ্কা জেরুজালেমকে নিছক মিথে পরিণত করেছিল। জেরুজালেম ওই ইহুদিদের কাছে অধরা ছিল। ১৮৯৮ থেকে ১৯১৪, রাশিয়ান ইহুদিদের নতুন প্রজন্ম তিন হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে ভাগ্য অন্বেষণে এল প্যালেস্টাইনে। ওডেসা থেকে কৃষ্ণসাগর তীরের শহর রস্টভ, সেখান থেকে সোচি, বাটুমি পেরিয়ে তুরস্কের বন্য, পার্বত্য প্রান্তর অতিক্রম করে সিরিয়া, দামাস্কাস হয়ে প্যালেস্টাইন—এই দীর্ঘ কষ্টসাধ্য পথ পায়ে হেঁটে সবাই পৌঁছতে পারেনি। রাস্তাতেই মৃত্যু হয়েছিল অনেকের।

মোজেসের সময় থেকে উনিশ শতক অবধি প্যালেস্টাইন কখনও ইহুদি শূন্য ছিল না। এখানে ওখানে একটি দুটি পরিবার, একটি দুটি ছোট গোষ্ঠী গোপনে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করেছে। এর সমর্থনে বেশ কিছু তথ্যও পাওয়া যায়। ১৪৯৫ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদি পরিবারের সংখ্যা দুশোর বেশি। ১৫২০-তে দেখা যাচ্ছে সাফেদে দু'হাজার ইহুদি পরিবার রয়েছে। ১৬০০ সালে সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে দু'লক্ষের মধ্যে। আঠারো শতকে প্যালেস্টাইনে ইহুদি সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৮৩৭ সালে জেরুজালেমে মাত্র তিন হাজার ইহুদির বসতি। যুদ্ধ, মড়ক ও দেশত্যাগ যার কারণ। ১৮৯২ সংখ্যাটা পঁচিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৮৯৫ সালে জেরুজালেমের

মোট একান্ন হাজার জনসমষ্টির মধ্যে একত্রিশ হাজার ইহুদি, অর্ধেকের কম আরব। এ পরিসংখ্যানের উল্লেখ এজন্য যে অনেকে যুক্তি খাড়া করেন প্যালেস্টাইনে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় পূর্ব ইউরোপ থেকে আসা ছিন্নমূল ইহুদিরা ছিল পুরোপুরি আগন্তুক।

১৯১১ জাইয়নিস্ট কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় প্যালেস্টাইনই হবে ইহুদিদের নয়া বাসভূমি। সে বছর থেকে ইহুদি অভিবাসনের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া শুরু হয়। জাফাতে খোলা হল প্যালেস্টাইন অফিস। প্যালেস্টাইনে কৃষি উপনিবেশ আরও বাড়াতে উদ্যোগ নেয় জায়নিস্ট সংস্থাগুলি। দু'হাজার বছর আগের প্যালেস্টাইন আর নেই। রোমান শাসকের লোভ তার আঙ্গুর খেত, সিডার গাছের সারি নির্মূল করেছে। ক্রমাগত বৃক্ষ নিধন পাহাড়ের মাটি আলগা করে ধস নামিয়েছে। বেদুইনদের ছাগলের পাল গাছেরা চারা মুড়ে খেয়েছে। নতুন করে গাছ জন্মায় না। ধসের মাটি বুজিয়ে দিয়েছে নীচের ছোট ছোট পাহাড়ি ঝোরার খাত। সেখানে বছরের পর বছর আটকে পরা বর্ষার জল জমে তৈরি হয়েছে বাদা। ম্যালেরিয়ার মশার আতুর। সামরিক অভিযানে ক্ষতবিক্ষত প্যালেস্টাইনে ফলের বাগান, শস্যখেত তৈরির অবকাশ ছিল না। পোলিশ এবং রাশিয়ান আস্কেনাজি কৃষকের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য যা ছিল তা দিয়ে প্যালেস্টাইনের পাহাড়তলির জলাভূমি, ম্যালেরিয়া প্রবণ উপত্যকা, ন্যাড়া রুক্ষ পাহাড়ে ফসল ফলানো অসম্ভব। এমনকি বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের পক্ষেও অযোগ্য সে জমি। আধা উষ্ণমণ্ডলীয় প্যালেস্টাইনের পরিবেশ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ পূর্ব ইউরোপীয় আস্কেনাজি ইহুদিদের কৃষি বিপ্লব ঘটাবার প্রয়াস গোড়ায় বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে। তুলনায় আরবদের অবস্থা অনেক ভালো।

১৯১০ মুষ্টিমেয় ইহুদি মিলে জাফার বাইরে একটি নুনের খনিতে ভিত খোঁড়া শুরু করল। খ্যাপাটে স্বপ্ন তাদের। তারা এক শহর গড়তে চায় সেখানে। শহরের নামও ঠিক হল। তেল আভিভ। থিওডর হার্জেলের স্মৃতিতে নিবেদিত সে নাম। হার্জেল একটি উপন্যাস লেখেন "Altneuland' (Old New Land)। উপন্যাসটির হিব্রু অনুবাদ প্রকাশের সময় প্রকাশক নাম রাখলেন 'তেল আভিভ' হিব্রু বাণিজ্যিক এবং কৃষি নগরী। উপন্যাসের নামে কোনো শহরের নামকরণের নজির বিশ্বে বোধহয় বিরল[২]।

১৯১১ থেকে ১৯১৫ চার বছরে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসীদের সংখ্যা এতটাই বাড়ে যে অত্যুৎসাহী জাইয়নিস্টদের তা চমকে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে প্যালেস্টাইনে একলক্ষ ইহুদির মধ্যে পূর্ব ইউরোপের আস্কেনাজিরা ছাড়াও ইয়েমেন, সিরিয়া, মরক্কো, কুর্দ, পারস্য, আমেরিকান, ক্যানাডিয়ান, ফরাসি ইহুদিরাও রয়েছে। নানাভাষার জটিলতা কাটিয়ে একটি ভাষার সূত্রে সকলকে বাঁধতে পুরনো হিব্রুভাষা পুনরুদ্ধার করে একটি জাতীয় ভাষা তৈরির চেষ্টা চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কারণ একদিকে

রাশিয়া অন্যদিকে ব্রিটেন দুপক্ষরই শত্রুদেশ তুরস্ক। যুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তি পরাস্ত হলে প্যালেস্টাইনের ক্ষমতা তুরস্কের হাত থেকে ব্রিটিশদের হাতে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন ইংল্যান্ডে প্রভাবশালী ইহুদি নেতা এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের দফায় দফায় আলোচনা চলে স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র তৈরির বিষয়ে। যুদ্ধে ব্রিটিশদের ইহুদিরা প্রচুর সাহায্য করে। ১৯০২ থেকে ১৯০৫ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রক্ষণশীল দলের লর্ড আর্থার জেমস বালফোর আকৃষ্ট করে থিওডোর হার্জেলের জাইনিস্ট মতবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে জাইয়নিজম নিয়ে বালফোরের আগ্রহ বাড়ে। ১৯০৬ সালে জাইয়নিস্ট নেতা চেম উইজম্যানের সঙ্গে প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে আলোচনায় বসেন বালফোর। উইজম্যানকে তিনি প্রশ্ন করেন কেন শুধু প্যালেস্টাইনকেই গুরুত্ব দিচ্ছে জাইয়নিস্টরা। উইজম্যান জবাবে বলেন প্যালেস্টাইন ছাড়া বাকি সব তাদের কাছে মূর্তিপূজার মতোই পরিত্যাজ্য। উইজম্যান পাল্টা প্রশ্ন রাখেন—'মিঃ বালফোর আমি যদি আপনাকে লন্ডনের বদলে প্যারিস দিতে চাই আপনি নিতে রাজি?' 'কিন্তু লন্ডন তো আমাদের রয়েইছে'—বালফোর বলেন। উইজম্যান জবাব দেন—'সেকথা ঠিক। আর এটাও ঠিক লন্ডন যখন বাদাবন সেসময় জেরুজালেম ইহুদিদের ছিল।' জাইয়নিস্ট ফেডারেশনের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে জাইয়নিস্টদের রাজনৈতিক লক্ষের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সহানুভূতির কথা জানান বালফোর। ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনকে সম্ভাব্য ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে তৈরি করতে সব ধরনের সাহায্য করবে বলেও আশ্বস্ত করেন বালফোর। এই চিঠি থিওডর হার্জেলের গুণমুগ্ধ এক আবেগপ্রবণ ব্রিটিশ রাজনীতিকের লেখা। কিন্তু ঘটনা হল, এটাই ইজরায়েলের প্রথম রাজনৈতিক স্বীকৃতির দলিল। স্কটম্যান বালফোর ইহুদিপ্রেমের কারণে তাঁর নিজের দেশেই বিস্তর সমালোচিত হন। ১৯২৫ তিনি যেবার প্যালেস্টাইন সফরে যান সেবার ইহুদিরা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা দিলেও আরবরা কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখায়[৩]।

বালফোর্ডের বিখ্যাত চিঠি ইতিহাসের মহাফেজখানায় জায়গা পেলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকারের প্যালেস্টাইন নীতি একেবারে সমকালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কেতায় হেঁটেছে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে প্যালেস্টাইনে ইহুদি পরিযান এক লাফে প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। ব্রিটেন এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেনি, উলটে বাধা দিয়েছে। প্যালেস্টাইনের ঐতিহাসিক এলাকাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে এক পৃথক ঔপনিবেশিক চেহারা দেওয়া হল। তার একটি বিতর্কিত নামও রাখা হল—ট্রান্সজর্ডন। ওই এলাকায় আরব সেনাদল তৈরি এবং তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চলল। পরবর্তীকালে এই সেনাকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয় ব্রিটেন। ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা বেড়ে চারলক্ষ হয়। ইত্যবসরে নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইটালি আরব সন্ত্রাসবাদীদের মদত করা এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে। পরবর্তী একযুগ জার্মান মদতপ্রাপ্ত আরব সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে ইহুদিদের লড়াই কখনও ঢিমে কখনও

প্রবল হয়েছে। এসব কাণ্ডের মধ্যেও থেমে থাকে না তেল আভিভ নির্মাণ। বহু হাজার বছর আগে যুদ্ধ ও হিংসার পথ ছেড়েছে ইহুদি। পররাজ্য বাসিন্দা তার আড়াই হাজার বছরের জীবনচর্চা ছিল মাথা গোঁজার ঠাঁই, বেঁচে থাকার উপায় উপকরণ খুঁজে ফেরা। ইতিহাসের পরিহাসে যে জমি উদ্ধার ও রক্ষার লড়াইয়ে নতুন করে তাকে দিনরাত অস্ত্রহাতে সজাগ থাকতে হয় সে জমি তার দূরতম পিতৃপুরুষের একদা ভিটেমাটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ছিন্নমূল ইহুদি পরিযান রোখার মরিয়া চেষ্টা চালালেও বে-আইনি পরিযানের রাস্তা খোলা রেখেছিল প্যালেস্টাইনবাসী ইহুদি।

১. *A History Of The Jews From Ealiest Times Through The Sixty Day War: Revised Edition: Cecil Roth: Shocken Books. New York.*

২. *The Jews: Story of A People: Howard Fast: A Laurel Book Published by Dell Publishing Co., Inc*

৩. *www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Balfour.html*

অন্তিম সমাধান: হিটলার

'মাইন কাম্ফ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে হিটলার লেখে 'যদি যুদ্ধের শুরুতে এবং যুদ্ধ চলাকালীন মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বারো পনেরো হাজার ভ্রষ্টাচারী হিব্রুকে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে মেরে ফেলা হত, যা আমাদের বহু হাজার সেরা জার্মান সৈন্যর ক্ষেত্রে ঘটেছে, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ওইসব বীর জার্মানের আত্মবলিদান বিফলে যায় না'[১]। হিটলারের আপশোশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির শোচনীয় বিপর্যয় নিয়ে। যুদ্ধ শেষে ভার্সাই চুক্তিতে চূড়ান্ত অপদস্থ হল জার্মানি। তার রাজনৈতিক সীমানা সংকুচিত করা হয়। সামরিক বাহিনীর আয়তন ছেঁটে ফেলতে বাধ্য করে মিত্রশক্তি। পরিশেষে মিত্রশক্তিকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হল জার্মানিকে। পর্যদুস্ত, বিধ্বস্ত জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করা হিটলারের নাৎসি দল জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে একটাই বলির পাঁঠা খুঁজে পায়— সে হল ইহুদি। 'মাইন কাম্ফ'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ ১৯২৫। দ্বিতীয় ১৯২৬ সালে। দেশদ্রোহিতার দায়ে মিউনিখ গণ আদালতের বিচারে ১৯২৪ সালে পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয় হিটলারের। যদিও একবছর সে আটক ছিল। জেলে থাকার সময় হিটলারের মুখে শুনে বইটি লেখে তার কারাসঙ্গী রুডলফ হেস। ১৯৪১-এর নাৎসি 'অন্তিম সমাধান' বর্বরতার নীল নকশা তৈরি হয়েছিল ষোলো বছর আগে এক কারাকক্ষে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ছয় থেকে আট কোটি মানুষ নিহত হয় সারা বিশ্বে। অসুউইৎজ, ট্রেবলিঙ্কা, বেলজেক মতো বারশো নারকীয় নাৎসি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছিল ষাট লক্ষ ইহুদিকে, যা সে সময়ের বিশ্ব ইহুদি জনসংখ্যার (প্রায় নব্বই লক্ষ) ৬৭ শতাংশ[২]। এর মধ্যে দশ লক্ষ শিশু ছিল। শুধু তাই নয়, ইহুদি বন্দীদের উপর নানান রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষাও চালায় জার্মানরা। তাদের চর্বি দিয়ে বানানো সাবান আজও নিউইয়র্ক মিউজিয়ামে রক্ষিত। অধিকৃত সোভিয়েত ইউনিয়নের কিয়েভের বাইরে বাবি ইয়ার গিরিখাতে ১৯৪১ সেপ্টেম্বর দুদিনে চৌত্রিশ হাজার ইহুদিকে মেরে ফেলে জার্মান সেনাপতি মেজর জেনারেল ফ্রেড্রিখ এবারহারৎ। এই ইহুদিরা সাধারণ নাগরিক, যুদ্ধের সঙ্গে যাদের কোনোরকম প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল না। কোন অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব-তাড়িত এই নজিরহীন নরমেধ, আজও যা মানুষের ইতিহাসে দুরপনেয় কলঙ্ক হয়ে লেগে আছে, সে অনুসন্ধান এখনও সমাজ গবেষকদের কাছে জটিল প্রহেলিকা। একদিনে এই মাপের গণহত্যা করে ফেলা সম্ভব নয়। তার জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি, পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে হিটলারকে যে বছর জার্মানির চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেন জার্মান প্রেসিডেন্ট পল হিন্ডেনবার্গ। মাইকেল বেরেনবম এক গবেষণায় দেখিয়েছেন ওই সময় থেকেই জার্মানি একটি গণহন্তারক রাষ্ট্র 'জেনোসাইডাল স্টেট' হয়ে উঠছে।

তিনি লেখেন: "দেশের পরিশীলিত ব্যুরোক্রেসির প্রতিটি হাত এই নিধনযজ্ঞে অংশীদার হয়ে যায়। জেলার প্রতিটি চার্চ এবং অভ্যন্তরীণ মন্ত্রক নবজাতকদের নথি সরকারকে নিয়মিত সরবরাহ করেছে। কারা ইহুদি কারা নয় ওই নথি থেকেই তা নির্ণয় করা সহজ ছিল। পোস্ট অফিসগুলো দ্বীপান্তর ও নাগরিকত্ব কেড়ে নেবার সরকারি আদেশ বিলি করেছে। অর্থমন্ত্রক কেড়ে নিয়েছে ইহুদি সম্পত্তি। জার্মান শিল্পসংস্থাগুলো ইহুদি শ্রমিকদের ছাঁটাই করে, ইহুদি শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার বাজেয়াপ্ত করে"। জার্মানিসহ গোটা ইউরোপের কোনো সমাজসংস্থা, কোনো ধর্মীয় সংস্থা, কোনো বুদ্ধিজীবি সংগঠন অথবা পেশাদারসংস্থা এর প্রতিবাদ করেনি।

স্বীকারোক্তির ঢঙে লেখা আত্মজীবনী 'মাইন কাম্ফ' সাহিত্যগুণহীন, অত্যন্ত নীরস, অসংলগ্ন এবং পুনরাবৃত্তিতে ভরা। হিটলারের জীবন ও তার ভাবনাচিন্তার যাবতীয় তথ্য এ বইতে পাওয়া যায়। আমরা লক্ষ করি সময় কীভাবে হিটলারের মতো নরপিশাচ গড়ে তুলছে। বইয়ের প্রতি ছত্রে লেখকের আত্মম্ভরিতা ফুটে ওঠে। যুগের সেরা বুদ্ধিজীবি এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে হিটলার। এই আত্মশ্লাঘা কখনো তার পিছু ছাড়েনি। ফলে তার জীবনে প্রভাব ফেলা সব ঘটনা ও মানুষের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে হিটলার। শত্রুমিত্র তার সম্পর্কে তথ্য কিছু জুগিয়েছে যা পরবর্তী সময়ে গবেষকদের হাতে পৌঁছয়। সব মিলিয়ে রহস্যে ঢাকা পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম এই নরঘাতকের জীবন।

অ্যালয়স হিটলারের চতুর্থ সন্তান হিটলারের জন্ম (১৮৮৯) অস্ট্রো-জার্মান সীমান্ত শহর ব্রাউনাউয়ে। হিটলারের ঠাকুরদাকে ঘিরে আর এক রহস্য। অ্যালয়সের পাঁচ বছর বয়সে জোহানন জর্জ হাউডলার নামে জনৈক জার্মানের সঙ্গে বিয়ে হয় তার মার। অ্যালয়সকে পালন করে তার কাকা, মতান্তরে তার আসল বাবা। একটি অসমর্থিত খবর অনুযায়ী, অ্যালয়স জনৈক ইহুদির ঔরসজাত। জার্মান শুল্কবিভাগের কর্মী অ্যালয়স অবসর নেবার পর বিষয় সম্পত্তি কেনাবেচার কাজ করত। আর্যত্বের অহমিকা পরবর্তীকালে যার অস্ত্র হয়েছে সেই লোকের বংশ পরিচয় অন্ধকারে ঢাকা। কে বলতে পারে এই কলঙ্কের জ্বালাই হিটলারকে উন্মাদ ঘাতকে পরিণত করেছিল কিনা। কুৎসিত দর্শন, একগুঁয়ে, নিম্নমেধার হিটলার কোনো স্কুলেই সুবিধে করতে পারেনি। একটি বিষয়ই তাকে আকৃষ্ট করত– ছবি আঁকা। বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত ছিল। মিলিটারি মেজাজের বাবার অনিচ্ছায় সে চেয়েছিল শিল্পী হতে। তাতেও তার নিম্নমেধা বাদ সাধে। বাবার মৃত্যুর পর ১৯০৭ সালে হিটলার ভিয়েনার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। মায়ের মৃত্যুর পর ভিয়েনার রাস্তায় বিখ্যাত চিত্রকরদের ছবির নকল বিক্রি করে কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করেছে হিটলার। হিটলারের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ভিয়েনাই তাকে ইহুদি বিদ্বেষী করে তোলে। 'আমার আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল এই সময়।

আমি হাঁটু কাঁপা কসমোপলিটন নাগরিক থেকে ইহুদি বিদ্বেষী হয়ে যাই।' ভিয়েনার পরিবেশে ইহুদিদের সম্পর্কে তার ধারণা গড়ে ওঠে এবং এখানেই জাতি সংক্রান্ত তাবৎ উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করে হিটলার। ফরাসি অভিজাত আর্থার গবিন্যুর (১৮১৬-১৮৮২) 'An Essay On The Inequality Of The Human Races' (১৮৫৩-৫৫) সে সময় ইউরোপে 'আর্যপ্রভুত্ব তত্ত্ব' নিয়ে আলোড়ন ফেলেছে। তবে সে বিষয়ে হিটলার অবগত ছিল কিনা জানা যায় না। ইহুদি বিরোধী যেসব বইপত্র সে আমলে সুপরিচিত ছিল তার কোনো খবরই সে রাখত না এমন দাবি করে নাৎসি ইহুদি বিরোধীতার পুরোটা তারই মস্তিষ্কপ্রসূত বলে চালাতে চেয়েছে হিটলার।পূর্ব ইউরোপের ইহুদির সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাত ভিয়েনার রাস্তায়। হিটলার লেখে: ''হঠাৎ আমার চোখের সামনে দেখি কালো কাফতানধারী, কালো লম্বা জুলপিওয়ালা এক মানুষ। আমার মনে প্রশ্ন জাগে লোকটা কি ইহুদি নাকি জার্মান''। ভিয়েনা তখন ইহুদি বিদ্বেষী রাজনীতি, ইহুদি বিদ্বেষী সংগঠন, ইহুদি বিদ্বেষী লেখা এবং ইহুদি বিদ্বেষী অপপ্রচারে ছেয়ে গেছে। ভিয়েনার ইহুদি বিদ্বেষী, পুঁজিবাদী এবং মুক্তচিন্তা বিরোধী জনপ্রিয় কাগজ 'Deutsches Volksblatt'-এর নিয়মিত পাঠক হিটলার। অতীন্দ্রিয়বাদী উন্মাদ জাতিবিদ্বেষী জনৈক লানসৎ ভন লিবেনফেলস "Newsletters of the Blond Champion of Man's Rights' নামে একগুচ্ছ প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করে ১৯০৭-১৯১০-এর মধ্যে। এগুলোতে সে দেখায় সোনালি আর্যনায়কের সঙ্গে কালো, রোমশ নর-বানর গোত্রের নীচু জাতের লড়াই। লিবেনফেলসের বক্তব্য ছিল মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই লড়াইয়ের পরিণতির উপর। সোনালি আর্যর গুরুদায় আর্য মহিলাদের ওইসব কালো, নর-বানরদের দানবীয় যৌনলিপ্সার হাত থেকে রক্ষা করে আর্যজাতির বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখা। লিবেনফেলসের ওই প্রচার পত্রিকা জোগাড় করে পড়ে হিটলার। তাতে সে এতই মুগ্ধ হয় যে লিবেনফেলসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরনো কপিগুলোও চেয়ে নেয়। লানসৎ জানত তার লেখা হিটলারের মতো ভিয়েনার বেকার, ভবঘুরে, দরিদ্র যুবকদের উজ্জীবিত করবে। ইহুদি প্রসঙ্গে লানসৎ-এর বক্তব্য ছিল একটু আলাদা। সে ইহুদি নিধনের পক্ষপাতী ছিল না। তার মতে ওতে সাধারণ মানুষ উৎসাহিত হবে না। বরং ভালো ইহুদিকে নির্বীয করা। তাতে ওদের বংশবৃদ্ধি ঠেকানো যাবে। এই লোকটি ছাড়াও Sconerer নামের জনৈক ভিয়েনার রাজনীতিবিদের 'প্যান জার্মান' তত্ত্ব এবং Karl Lueger-এর Christian Socials দলও আকৃষ্ট করেছিল হিটলারকে। ১৮৮০-র পর থেকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে ইহুদি বিরোধী আন্দোলনে যথেষ্ট মদত জুগিয়েছে ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যালস পার্টি। এইসব মৌলবাদী ধ্যানধারণা থেকে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ নিয়েও হিটলার তার বইতে এদেরকে গুরুত্ব দেয়নি।

ভিয়েনাতে কোনো রাজনৈতিক দল অথবা সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল

না বলে দাবি করেছে হিটলার। যদিও ভিয়েনার ইহুদি বিরোধী জনৈক কুবিজেক পরে জানায় যে ১৯০৮ সালে হিটলার আচমকা তাকে এসে বলে 'শোন হে, আজ আমি ইহুদি বিরোধী BUND দলের সদস্য হলাম এবং তোমাকেও সদস্য করে দিলাম'। 'মাইন কাম্ফ'-এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ভিয়েনার যে ইহুদি বিরোধী সংগঠনে নাম লিখিয়েছিল হিটলার তারা এই লোকটির ক্ষমতা বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। হিটলার তার বইতে লিখছে, "ওই ছোট গোষ্ঠীতে আমি চিল্লে গলা ফাটিয়েছি। কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। এ থেকে আমার শিক্ষা হয় এধরনের ছোট গ্রুপে যত কম বলা যায় ততই ভালো।" ভিয়েনা হিটলারকে ইহুদি সম্পর্কে দুটো ধারণা দিয়েছিল। ইহুদি মানে নোংরা পোশাক পরা মানুষ। ইহুদি মানে শারিরীক অপরিচ্ছন্ন মানুষ। ১৯১৩ সালে চব্বিশ বছরের ছিন্নমূল, নির্বান্ধব, পরিবারহীন, বেকার এবং ছন্নমতি হিটলার ভিয়েনা ছেড়ে মিউনিখ চলে আসে ভাগ্যান্বেষণে। এক দর্জির ঘর অল্প পয়সায় ভাড়া নিয়ে আগেরই মতো রাস্তায় রাস্তায় স্কেচ, ড্রয়িং ফিরি করে তার দিন চলে। তবে ভিয়েনায় যে ইহুদি বিরোধী পড়াশোনার সূত্রপাত হয়েছিল তা সে চালায় জোর কদমে। এখন সে আরও উগ্র, আরও আত্মবিশ্বাসী, বিভিন্ন পানশালায় জনসমক্ষে বক্তব্য রাখছে। ১৯১৩-১৪-তে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে হিটলার প্রচার করছে জার্মান জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত নির্ভরশীল মার্ক্সবাদ ধ্বংস হবার উপর। ন্যাশানাল সোস্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কারস পার্টি, Nationalsozialist, সংক্ষেপে নাৎসি দলের সেটা সূত্রপাত।

১৯১৮ পয়লা আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হল। হিটলার নাম লেখায় বাভারিয়ান রেজিমেন্টে। "আমার এবং সব জার্মানের পার্থিব জীবনের সেরা ও অবিস্মরণীয় সময়ের শুরু" হিটলার লেখে। ফ্রান্সের রণাঙ্গনে আহত হিটলারের মেলে দ্বিতীয় শ্রেণির আয়রন ক্রস। ফের ফ্রান্সে পাঠানো হয় তাকে। এবার লানস করপোরালে পদোন্নীত হল হিটলার। অক্টোবর ১৯১৮ ব্রিটিশ সেনার গ্যাস আক্রমণে অন্ধ হিটলারকে সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সে পেল প্রথম শ্রেণির আয়রন ক্রস। যদিও তার বীরত্বের বর্ণনা অমিল। হাসপাতালে সে ১৯১৮-র বাভারিয়ান বিপ্লবের খবর পায়। রুশ বিপ্লবের বর্ষপূর্তিতে কুর্ট আইসেনারের ইন্ডিপেন্ডান্ট সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টির নেতৃত্বে গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয় বাভারিয়ার রাজা তৃতীয় লুডুইগ। বাভারিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষিত হল। এই গণঅভ্যুত্থানে ইহুদিদের চক্রান্ত দেখে হিটলার। তখনই সে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। মিউনিখ ফিরে তার জীবনে প্রথম চাকরি হল মিউনিখ জেলা সামরিক কমান্ডের প্রেস ও প্রোপাগ্যান্ডা অফিসে। চরমপন্থার বিপদ সম্পর্কে নতুন কর্মীদের সজাগ করা ছিল জেলা সামরিক দপ্তরের লক্ষ। হিটলারের কাজ মিউনিখের সব রাজনৈতিক সংগঠনের বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করা।

ইতিমধ্যে প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠী Thule Society-র রুডলফ হেস এবং Dietrich Eckart-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে হিটলার। প্রথমজন ভাবী 'ফুয়্যর' হিটলারের যাবতীয় কুকর্মের মদতদাতা, ছায়াসঙ্গী। দ্বিতীয়জনকে নিজের পথপ্রদর্শক বলে স্বীকার করেছে হিটলার। আসলে এককার্ট হিটলারের মতোই ছিন্নমূল। ছন্নমতি, ড্রাগ ও মদে নিমজ্জিত অসংলগ্ন চরিত্র। নাট্যকার হতে চেয়ে অসফল এককার্ট তার ব্যর্থতার দায় চাপায় ইহুদির ঘাড়ে। এই এককার্টের হাত ধরেই বালটিক জার্মান আলফ্রেড রোজেনবার্গের সঙ্গে পরিচয় হিটলারের। ফিখটে, শ্যফেনহাওয়ার, নিটসে, আর্থার গবিন্যু, হাউসটন চেম্বারলেনের উনিশ শতকের পশ্চিম ইউরোপের তত্ত্বদর্শন থেকে ধার করা জাতি, জাতীয়তাবাদ, সভ্যতার ওঠা পড়া ইত্যাদি ধারণার সঙ্গে অমার্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহুদি বিদ্বেষ ও বলশেভিক বিরোধ মিশিয়ে যে মশালাদার তত্ত্ব খাড়া করে রোজেনবার্গ হিটলারকে সেটি চুম্বকের মতো টানে। ন্যাশানাল সোসালিস্ট দলের আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারিত হবার আগেই ১৯২০ সালের মধ্যে হিটলারের ইহুদি বিষয়ে চিন্তা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯১৯ সালে লেখা একটি চিঠিতে হিটলার বলছে– "রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে ইহুদি বিরোধের আবেগতাড়িত বিচার হতে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয়। বরং উচিত বাস্তব ঘটনার মূল্যায়ন করা"। এই বাস্তবগুলি কিরকম তার নমুনাও পেশ করে হিটলার: "প্রথমত ইহুদি নিঃসন্দেহে একটি জাতি এবং কোনো ধর্মীয় সঙ্ঘ নয়।" দ্বিতীয়ত ইহুদি অর্থ এবং ক্ষমতালিপ্সু। এবং সবশেষে "ইহুদি জাতি দেশের ক্ষয়রোগ সৃষ্টিকারী"। হিটলারের মতে অনর্থক ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা না করে যুক্তিসিদ্ধভাবে আইনের মাধ্যমে তাদের বিরোধীতা করা, তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান বন্ধ করা দরকার। পরিশেষে ইহুদিদের একেবারে নির্মূল করাই বিধেয়।

মিউনিখের বিয়ার পাবে ১৯১৯ সালে হিটলারের প্রথম ভাষণ জার্মান নাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের কারণ ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা এই বিশ্বাস খুব সহজেই সাধারণ মানুষের মনে গেঁথে দেয় হিটলার। পরের বছর এপ্রিল মাসের এক ভাষণে হিটলার বলে– "আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব যতদিন পর্যন্ত না জার্মান রাইখ থেকে শেষ ইহুদিকে সরানো যাচ্ছে।" ইহুদির বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাজনৈতিক সংগঠনের উপযোগিতার উপর জোর দেয় হিটলার। শুধু তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাড়লেই হবে না ইহুদি সমস্যা সমাধান করে সমাজ সংস্কার করতে প্রয়োজন ইহুদিদের সরিয়ে দেওয়া। "এজন্য নয় যে আমরা ওদের সহ্য করতে পারি না। পৃথিবীর অন্য দেশ ওদের নিয়ে সুখী হোক। কিন্তু আমাদের দেশের অস্তিত্ব কোনো ভিনজাতের অস্তিত্ত্বের চেয়ে আমাদের কাছে অধিক মূল্যবান।"

বোঝা যায় 'মাইন কাম্ফ' লেখার অনেক আগেই জাতিতত্ত্ব হিটলারের মুখ্য

উপজীব্য হয়ে উঠেছে। অস্বচ্ছ পারিবারিক জীবন, নিম্ন মেধা, আর্থিক অনটন এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদী রাজনীতির সংসর্গ হিটলারের রাজনৈতিক দর্শনকে ক্রুর, একদেশদর্শী করে তুলেছিল। 'মাইন কাম্ফ' বইতে এক জাতি তত্ত্বকে মানব অস্তিত্বের ভরকেন্দ্র হিসেবে খাড়া করে হিটলার। সে দেখায় সভ্যতার একেবারে গোড়া থেকে বিশ্বে দুই বিবাদমান গোষ্ঠী রয়েছে। একদিকে আর্য অন্যদিকে ইহুদি। হিটলার লেখে– "জাতি শুধু বিশ্ব ইতিহাস নয়, পুরো মানব সংস্কৃতির নির্ণায়ক... কারণ একমাত্র রক্তেই মানুষের যা কিছু শক্তি ও দুর্বলতা নিহিত"। এ যুক্তিতেই দেশের জাতিগত সংরক্ষণের সওয়াল করে সে। "জার্মানির পুনরুত্থান কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণ না জাতি সমস্যা বিশেষ করে ইহুদি সমস্যার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হচ্ছে... শুরু থেকে আর্যরাই ছিল মানব সংস্কৃতির উন্নয়নের বাহক। সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে আর্যর সংযোগ অচ্ছেদ্য। স্বভাব এবং রক্তের কৌলিন্যের জন্যই আর্যদের পৃথিবীর অধিপতি বেছে নেওয়া"। সুতরাং আর্যজাতির রক্ষাই জার্মানির সব সঙ্কট মুক্তির একমাত্র উপায়। হিটলার লিখছে: "আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য আমাদের জাতির সুরক্ষা, সংখ্যাবিস্তার, আমাদের শিশুদের বেড়ে ওঠা এবং জার্মান রক্ত অকলুষিত রাখা, আমাদের পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা যাতে বিশ্বপ্রকৃতি স্রষ্টা জার্মানদের যে কাজে প্রেরণ করেছেন সে কাজ তারা সম্পূর্ণ করতে পারে"।

৩০ জানুয়ারি ১৯৩৩ জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বপরিকল্পিতভাবে জার্মান সংবিধান ও আইন ধুলিসাৎ করা শুরু করে হিটলার এবং তার দল NSDAP। নির্বাচনের কিছু আগে থেকে প্রচার চালানো হয় যে NSDAP জার্মানিকে কমিউনিস্ট বিপ্লবের হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। এভাবে ৪৪ শতাংশ ভোট পায় হিটলারের দল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় কোয়ালিশন সরকার গড়তে হল হিটলারকে। জার্মান পার্লামেন্ট রাইখস্ট্যাগের উদ্‌বোধনী অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে জরুরি আইন জারির প্রস্তাব পাশ করাতে সচেষ্ট হয় হিটলার। রাইখস্ট্যাগ চালু হবার আগের দিন মন্ত্রীসভা 'এনেবলিং অ্যাক্ট' অনুমোদন করে। সেদিনই মিউনিখের কাছে ডাচাউ-তে প্রথম জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্প খোলে Schutzstaffel ("Protective Squadron") সংক্ষেপে SS নামে কুখ্যাত নাৎসিবাহিনী প্রধান হাইনরিখ হিমলার। ক্যাম্প খোলার স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হল ওখানে আন্দোলনকারী কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের রাখা হবে। 'এনেবলিং অ্যাক্ট' হিটলারকে চার বছরের জন্য একনায়ক হবার ক্ষমতা দেয়। এমনকি জার্মান সংবিধান বিরোধী আইন পাশের অধিকারও। হিটলারের মোর্চাসঙ্গী দল DNVP উঠে গিয়ে কার্যত রাজনৈতিক আত্মহত্যা করে। ৮ জুলাই ১৯৩৩ হিটলার ঘোষণা করে এবার থেকে পার্টিই রাষ্ট্র। পরবর্তী পদক্ষেপে জনচেতনা ও প্রচার বিভাগের মন্ত্রী গোয়েবলসকে জার্মানিতে সব ধরনের ইহুদি

পণ্য বর্জন করার প্রচার চালাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অশোধিত ইহুদি বিদ্বেষকে যুক্তিগ্রাহ্য ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরিণত করার দক্ষতা ছিল হিটলারের। ইহুদি পণ্য বর্জনের নামে ইহুদি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ইহুদিদের জীবন ও সম্পত্তি নাৎসি দাঙ্গাবাজদের হাতে তুলে দেওয়া হল। এই পরিকল্পিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জার্মান পণ্যবর্জন শুরু হয়। এর মোকাবিলায় হিটলার ও তার প্রচার মন্ত্রক ইহুদিদের জার্মান রাষ্ট্রের শত্রু এবং রাইখের সুশাসন বিরোধী অপপ্রচারক বলা শুরু করে। গোয়েরিং ইহুদি সংগঠনের নেতাদের ডেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয় তারা যেন বিদেশবাসী জাতভাইদের জানায় জার্মান বিরোধী অপপ্রচার এবং জার্মান পণ্য বর্জন আন্দোলনে মদত দেওয়া বন্ধ করতে। বয়কটের নির্দেশ জারির অনেক আগে থেকেই হিংসাত্মক ঘটনা ও চরমপন্থী প্রশাসনিক ব্যবস্থার চাপে ইহুদি বিচারক, আইনজীবি, সাংবাদিক, কনসার্টের যন্ত্রশিল্পী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল আইন চালু করে 'অবাঞ্ছিত পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদিদের' স্বাভাবিক নাগরিকত্ব অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। নতুন কৃষি আইন বলবৎ করে বলা হল একমাত্র যেসব কৃষকদের পূর্বপুরুষে ১৮০০ সাল অবধি ইহুদি রক্ত নেই তারাই পুরুষানুক্রমিক জমিজমা ভোগ করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি জার্মান সেনাবাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করে তাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করেছিল। ১৯৩৫ সালে সে চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মানিতে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ চালু করে হিটলার। ইউরোপীয় শক্তিগুলির উদ্বেগ বাড়ে। তাদের আশ্বস্ত করে জার্মান প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দেয় হিটলার এবং দুনিয়াকে অভয় দেয় জার্মানি শান্তিকামী। ওই বছর বসন্তে ইহুদিদের সিনেমা বা থিয়েটার দেখা, সুইমিং পুল অথবা রিসর্টে যাওয়া আইন করে নিষিদ্ধ করা হল। ইহুদি সংবাদপত্রগুলির প্রকাশনা দু'তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সেপ্টেম্বর ন্যুরেম্বার্গে NSDAP-র জাতীয় কংগ্রেসে 'ন্যুরেম্বার্গ কানুন' গৃহীত হয়। এই আইন ইহুদি বিরোধীতাকে সরকারি স্বীকৃতি দিল। 'নিষ্কলুষ জার্মান রক্ত' তত্ত্ব পেল আইনের মর্যাদা। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে সব জার্মান নাগরিককে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় কোনো জার্মান ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে তার চাকরি এবং তার সন্তানদের ভবিষ্যত বিপন্ন হবে। নর্ডিক জার্মান জাতকে কলুষমুক্ত করতে মিশ্রবিবাহ বন্ধে তৎপর হয়ে ওঠে আমজনতাও।

১৯৩৬ সালে SS বাহিনীর জন্য তৈরি ভাষণে বলা হল: ''ইহুদি এক পরগাছা। যেখানে ওদের বাড়বাড়ন্ত সেখানেই মানুষ মরে। এই ইহুদিদের জার্মান সমাজ থেকে নির্মূল করা আপৎকালীন আত্মরক্ষা বিধি হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত''। ইহুদিদের দুভাগে ভাগ করে নাৎসিরা। জাইয়নিস্ট এবং সমাজের মূলস্রোতে মিশতে চাওয়া ইহুদি। 'জাইয়নিস্ট ইহুদিরা কঠোরভাবে তাদের জাতিসত্তা বজায় রাখতে চায়। তাই

তারা প্যালেস্টাইনে গিয়ে তাদের নিজস্ব ইহুদি রাষ্ট্র গড়তে সাহায্য করছে।' কিন্তু মূল স্রোতে মিশতে আগ্রহী ইহুদিরা নিজেদের জমি এক ইঞ্চিও ছাড়তে রাজি নয়। এরা, SS-এর মতে, অনেক বেশি বিপজ্জনক। ফলে জাইয়নিস্ট এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনের পক্ষে যারা সওয়াল করছিল সেইসব ইহুদিদের জার্মান পুলিশ তেমন ঘাঁটায় না। হিটলার স্বয়ং অবশ্য বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দেয়নি। তার চোখে মুক্তমনা ইহুদি আর জাইয়নিস্টে কোনো ফারাক নেই। ভিয়েনা থাকাকালীন তার মনে হয়েছে জায়নিস্ট এবং মুক্তচিন্তায় বিশ্বাসী ইহুদিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আসলে ধোঁকাবাজি। দু'দলই, হিটলারের ভাষায়, মিথ্যেবাদী। প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি গড়া নিয়ে আন্তর্জাতিক জটিলতা এবং আরব বিরোধিতা সম্পর্কে ১৯৩৭ সালের আগে হিটলারের তেমন ধারণা ছিল না। ১৯৩৭-র মাঝামাঝি প্যালেস্টেনীয় আরবরা জার্মানির সাহায্যপ্রার্থী হলে হিটলারের বিদেশমন্ত্রী কনস্টানটিন নিউরাথ এক অভিনব ব্যাখ্যা তৈরি করে। বলা হল একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র জার্মানির পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ ওই রাষ্ট্র তৈরি হলে ভ্যাটিকান স্টেটের রাজনৈতিক ক্যাথলিসিজম বা মস্কোর নজরদারিতে কমিন্টার্ন গড়ে ওঠার মতো ব্যাপার হবে। বিশ্বের সব ইহুদি একত্র হয়ে প্যালেস্টাইনে একটি জার্মানি বিরোধী শক্ত ঘাঁটি গড়ে ষড়যন্ত্র চালাবে। হিটলার অবশ্য চাইত ইহুদিরা প্যালেস্টাইনেই শুধু যাক। অন্য কোনো দেশে নয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদি খতম করা অনেক অসুবিধার। ১৯৩৬ অলিম্পিক গেমসের পর চার বছরের পরিকল্পনা চালু করে হিটলার। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়, জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি, সিন্থেটিক রাবার, আকরিক লোহার ব্যাপক উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়। এসবই চার বছরের মধ্যে জার্মানিকে স্বনির্ভর, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখার উদ্দেশে। এর যে সাফাই হিটলার গায় তা হল— আর এক নতুন সংঘর্ষ বিশ্বে ঘনায়মান। "নতুন বিভীষিকা বলশেভিজম, যার একমাত্র লক্ষ মানবজাতির সেই অংশকে নির্মূল করা যারা এতকাল মানব সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছে। পরিবর্তে তারা ইহুদিদের ওই স্থলাভিষিক্ত করতে চায়"। বলশেভিকরা জয়ী হলে জার্মানজাতি ধ্বংস হবে। আসন্ন বিপর্যয় রুখতে বাকি সব অপ্রাসঙ্গিক যুক্তিতর্ক বিসর্জন দেবার আহ্বান জানায় হিটলার। ইহুদি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আসন্ন ধর্মযুদ্ধে জার্মানির মূল শত্রু ইহুদি বিনাশ করে জার্মানদের জন্য বাসযোগ্য আরও জায়গা ('লেবেনস্রাউম') পাওয়া যাবে।

৫ অক্টোবর ১৯৩৮ জার্মান ইহুদিদের পাসপোর্ট জমা দিতে বলা হল। বছরের শুরুতে বলশেভিক বিপ্লবের সময় থেকে জার্মানিতে বাস করা রাশিয়ান ইহুদিদের জার্মানি ছেড়ে যাবার হুকুম দেয় হিটলার। জার্মানির রাস্তায় রাস্তায় ইহুদিদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। নভেম্বর ১৯৩৮ প্যারিসে সতেরো বছরের একটি পোলিশ ইহুদি ছাত্র জার্মান দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি নাৎসি কর্মী ভন রথকে হত্যা করে। তার ভয়াবহ পরিণতি নেমে এল জার্মান ইহুদিদের উপর। গোটা জার্মানিতে ইহুদি বিরোধী

দাঙ্গায় ইহুদি সম্পত্তি, সিনাগগ ধ্বংস এবং ইহুদি হত্যায় মেতে ওঠে জার্মান সিক্রেট স্টেট পুলিশ জেস্টাপো। ইতিমধ্যে সতেরশো ইহুদি আইনজীবি এবং অবশিষ্ট চার হাজার ইহুদি ডাক্তারের পেশাচর্চা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দেড় হাজার ইহুদিকে 'সমাজ বিরোধী' আখ্যা দিয়ে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হওয়া ইহুদিদের জেস্টাপো ছেড়ে দিতে রাজি যদি তারা অনতিবিলম্বে জার্মানি ছেড়ে চলে যাবার ব্যবস্থা করতে পারে।

১৯৩৯ জানুয়ারিতে হিটলার চেক বিদেশমন্ত্রীকে বলে: ''আমরা ইহুদিদের শেষ করব। নভেম্বর ১৯১৮ জার্মানদের সঙ্গে ওরা যা করেছে তা থেকে এবার আর নিষ্কৃতি নেই ওদের। হিসেব চোকাবার সময় এসেছে ওদের।'' সঠিক কবে ইহুদি নিধনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এ বিষয়ে মতান্তর আছে। স্বীকৃত তথ্য হল ১৯৩৯ হিটলারের নিজস্ব রেলগাড়িতে ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনায় গৃহীত হয়েছিল হিটলারের 'ফাইনাল সলিউশন'। আর একটি তথ্য বলছে ১৯৪১ মে মাসে হিমলার SS লেফটান্যান্ট কর্নেল রুডলফ হেসকে বার্লিনে ডেকে এনে জানায় ''ফুয়্যর (হিটলার) ইহুদি বিষয়ে 'অন্তিম সমাধানের আদেশ' দিয়েছেন। SS কর্মীদের সে আদেশ অবশ্য পালনীয়''। ১৯৩৯ সালেই 'রাইখ কমিটি ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইনটু হেরিডিটারি অ্যান্ড সিভিয়ার কনস্টিটিউশনাল ডিজিসেস' এই ভুয়ো নামের নরঘাতক সংস্থার হাতে শারিরীক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের মেরে ফেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এদের মারা হত ইঞ্জেকশন দিয়ে। ইউথানাসিয়া বলতে আমরা এখন স্বেচ্ছামৃত্যু বুঝি। ওইসব হতভাগ্য শিশুদের মেরে ফেলারও একই নাম দেয় নাৎসিরা। হিটলারের ভাষায় ওরা সবাই ''জাতিগতভাবে মূল্যহীন''। এরপর চালু হয় আরও উন্নত কারিগরির টি-৪ প্রকল্প। রাইখ নেতা ব্যুলার ও ডাক্তার ব্র্যান্ডের নজরদারিতে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে আগস্ট ১৯৪১ পর্যন্ত আশি হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। কীভাবে বন্দীদের সন্দেহ উদ্রেক না করে গণনিধন সফল করা যায় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালায় ব্রান্ড ও তার সহকর্মীরা। বিভিন্নধরনের গ্যাস পরীক্ষা করা হয়। প্রথমে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ব্যবহার হত। পরে বোঝা গেল সায়েনাইড গ্যাস অনেক বেশি ক্ষমতা- সম্পন্ন। ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে ব্রান্ডেনবার্গে প্রথম গ্যাস ইউনিট স্থাপিত হয়। টেস্ট কেস হিসেবে চারজন উন্মাদ পুরুষকে ব্যবহার করে ডাক্তার ব্রান্ড। হিটলারকে পরীক্ষার ফলাফল জানান হলে সায়েনাইড গ্যাসকেই অনুমোদন করে সে। আরও পাঁচটি গ্যাস চেম্বার খোলা হল। খুনের খুব সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল নাৎসি চিকিৎসকরা। কুড়ি থেকে তিরিশ জন মানুষকে চেম্বারে ঢোকানো হত। বলা হত তাদের স্নান করতে হবে। স্নানঘরের মতোই সাদামাঠা ঘরে সিলকরা দরজা জানলা লাগানো। এর মধ্যে থাকত গ্যাস পাইপ। বন্দীরা ঘরে ঢোকামাত্র কর্তব্যরত ডাক্তার গ্যাস চালু করে দিত। বিষয়টা বেশিদিন চাপা থাকেনি। স্থানীয় মানুষজন রোজই চুল্লি থেকে কালো ধোঁয়া বের

হওয়া, মৃতদেহ পোড়ার তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ নিয়ে শোরগোল উঠলে টি-৪ প্রকল্প বাতিল হয়। Chelmno-তে ইহুদিদের জন্য প্রথম মৃত্যু শিবির খোলা হল। চেলমোর ষাট কিলোমিটারের মধ্যেই ছিল লৎজ (Lodz) ইহুদি গেটো। ডিসেম্বর ৮, ১৯৪১ চালু হয় চেলমো। মোবাইল ভ্যান ব্যবহার করা হত এখানে। গ্যাসট্রাকের ইঞ্জিনের এগজস্ট মরণ ছড়াতো। বেলজেক, ট্রেবলেঙ্কা, অসুইৎজ, মেডানেক একে একে গড়ে ওঠে। কিন্তু জার্মান ইঞ্জিনিয়ররা হাইনরিখ হিমলারকে বলে দ্রুত ইহুদি খতমের পক্ষে যথেষ্ট কারিগরি ব্যবস্থা এই ক্যাম্পগুলোতে নেই। ইহুদির হাড় দিয়ে সার বানাবার যে প্রকল্প হিটলার চালু করেছে তা দিয়েও এত সংখ্যক ইহুদিকে রাতারাতি খতম করা সম্ভব নয়। অন্য রাস্তা ভাবতে হবে। ইহুদির চর্বিতে তৈরি সাবান খুব জনপ্রিয় হয় না। জার্মানরা জানায় এ সাবান ব্যবহারে তাদের রুচি নেই। শেষে লেবার ক্যাম্পে সেগুলি পাঠানো হতে থাকে।

১৯৪৬ সালের ১৬ মার্চ ব্রিটিশ ওয়ার ক্রাইমস ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের কাছে দেওয়া এক জবানবন্দীতে রুডলফ হেস খুনের যে হিসেব দিয়েছিল সেটি এরকম: (১) অসুইৎজ-২,০০০,০০০ (২) বেলজেক-৬০০,০০০ (৩) চেলমো-৩৪০,০০০ (৪) মাজডানেক-১,৩৮০,০০০ (৫) সবিবর-২,৫০,০০০ (৬) ট্রেবলেঙ্কা-৮০০, ০০০। মোট নিহত-৫,৩৭০,০০০। এদের বেশির ভাগ ইহুদি। কিছু জিপসি এবং অ-ইহুদিও ছিল। সকলে জার্মান ইহুদিও নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, হল্যান্ড সহ জার্মান অধিকৃত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের ইহুদিরাও ছিল এই মৃত্যু শিবিরগুলোয়।

১. *The War Against the Jews 1933-45: Luvcy S. Dawidowicz: Pelican Books*

২. *https://www.jewishvirtuallibrary.org*

১৯৪৫ ও তারপর

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ জার্মানবাহিনী পোল্যান্ডে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রজন্মকালে দ্বিতীয়বার শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। সোভিয়েত রাশিয়া অধিকৃত বালটিক রাজ্য লিথুয়ানিয়া, লাটিভিয়া, এস্টোনিয়া ছাড়া বাকি সব এলাকা এক সপ্তাহের মধ্যে জার্মানবাহিনীর দখলে আসে। অধিকৃত এলাকাগুলিতে দু'লক্ষ-র বেশি দারিদ্র্য-পীড়িত ধর্মপ্রাণ, প্রাচীনপন্থী ইহুদিদের বাস। সামরিক আইন চালু হলে শুরু হয় এদের উপর অকথ্য নির্যাতন। নির্বিচার হত্যা, আর্থিক জরিমানা, ইহুদি মেয়েদের জার্মান সেনার মনোরঞ্জনে ব্যবহার, কোনো কিছুই বাদ যায় না। ইহুদিদের যে রেশন দেওয়া হত তা একটি পরিবারের একবেলা আহারের পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। ইহুদি-চিহ্ন 'ব্যাজ অফ শেম' পড়া বাধ্যতামূলক হল। মধ্যযুগের ইউরোপের এই কুপ্রথা ফরাসি বিপ্লবের পর উঠে গিয়েছিল। সাড়ে তিনলাখ ইহুদির জন্য তৈরি হল আট ফুট দেয়ালে ঘেরা ওয়ারশ (Warsaw) গেটো। অন্যান্য এলাকায় কাঁটাতারের বিদ্যুৎবাহী বেড়া লাগানো হল ইহুদি গেটো ঘিরে। বিশেষ অনুমতি ছাড়া এই লক্ষণরেখা পেরোলে মৃত্যু অবধারিত। ওয়ারশ গেটোয় এপ্রিল ১৯৪২ ইহুদিদের গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনী জার্মান সেনার উপর ব্যাপক হামলা চালায়। তাদের সাঁজোয়া গাড়ি উড়িয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকবার জার্মান সেনা পিছু হটে। মে মাসে ইহুদি প্রতিরোধ সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয় জার্মানবাহিনী। বেঁচে থাকা কুড়ি হাজার ইহুদি প্রতিরোধকারীকে গ্রেপ্তার করে মৃত্যু শিবিরে পাঠানো হল। ইহুদি ইতিহাসে এ এক অনন্য বীরগাথা।

১৯৪০-৪১ জার্মানবাহিনীর অপ্রতিরোধ্যতা বিশ্ববিবেক সম্পর্কে চরম উদাসী করে তোলে নাৎসিদের। ফলে শুধু পোল্যান্ড নয় গোটা ইউরোপে বিশেষ করে জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে ইহুদিদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চলতে থাকে। তাদের বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৪১ অক্টোবর থেকে শুরু হল জার্মান ইহুদিদের দ্বীপান্তর। গবাদি পশুবাহী বন্ধ মালগাড়ি বোঝাই করে অবর্ণনীয় দুর্দশায় লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নিয়ে যাওয়া হয় পূর্ব ইউরোপের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে। যাত্রাপথে যাদের মৃত্যু হত তারা ভাগ্যবান। গ্যাস চেম্বার বা ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তাদের শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়নি। ১৯৪১ সালেই ইহুদিদের 'অন্তিম সমাধান' স্থির করে ফেলেছিল নাৎসিরা। মাজডানেক, বেলজেক, অউসউইৎস, ট্রেবলেঙ্কা সহ নিত্যনতুন মৃত্যুশিবির খোলা হতে থাকে।

ফ্রান্স, নরওয়ে, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি কোথাও রক্ষা পায়নি ইহুদিরা। ক্রোয়েশিয়ান ফ্যাসিস্ট, বসনিয়ার মুসলিমদের রক্ত পিপাসা মেটাতে যুগোস্লাভিয়ার ইহুদিরা নির্মূল হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ঢুকে পড়া নাৎসি

বাহিনী রোডস, ক্রিট, সালনোসিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের সামান্যই অবশিষ্ট রাখে। জার্মান মিত্রদেশ ইটালিতে জুলাই ১৯৪৩ ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ব্যর্থ হলে রোম থেকে উত্তর ইটালি জার্মানির দখলে চলে যায়। সেখানেও শুরু হয় ইহুদি নির্যাতন। একমাত্র ডেনমার্ক-এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ সফল হয়েছিল। ১৯৪০ সালের বসন্তে জার্মান সেনা ডেনমার্ক দখল করলে সেখানকার মানুষ জাতিবৈষম্য আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ান। স্বয়ং রাজা ইহুদিদের জন্য নির্দিষ্ট 'ব্যাজ অফ শেম' পরার হুমকি দেন। তিন বছর বাদে জার্মানরা ডেনমার্কের শাসনভার কব্জা করলে ইহুদিবিরোধী অভিযান শুরু হল। ড্যানিশ জাতীয়তাবাদীরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রায় সব ইহুদি পরিবারকে সুইডেনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানায় সুইডিশ সরকার। অন্তত একবার নাৎসি নরখাদকের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১৯৪১ রাশিয়া আক্রমণ করে জার্মানি। প্রথম ধাক্কাটা লাগে জারের আমলের 'পেল অফ সেটেলমেন্ট' বা পুরনো ইহুদি বসতিগুলোতে। ওডেসা এবং কিয়েভ 'পেল অফ সেটেলমেন্ট'-এ সোভিয়েত রিপাবলিকের মোট ইহুদি জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ বাস করত। রাশিয়ান প্রতিরোধের তীব্রতা নাৎসিবাহিনীর কাছে ওই বিরাটসংখ্যক ইহুদি হত্যার সহজ অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়ান ইহুদিদের একটি বড় অংশের পেশা ছিল দালালি এবং ছোট ব্যবসা। পরিভাষায় এরাও এক নগণ্য বুর্জোয়াশ্রেণি, বলশেভিক বিপ্লব যাদের বিরুদ্ধে চালিত হয়। বাকি কিছু সরকারি চাকুরে। হতদরিদ্র ইহুদিদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা নয়া বলশেভিক জমানাতেও সামাজিক মুক্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। বলশেভিকদের ধর্মবিরোধী অভিযানে অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে ইহুদিধর্মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিনাগগ বন্ধ করে সেগুলি ক্লাবে রূপান্তরিত করা হল। নিষিদ্ধ হল জনসমক্ষে ধর্মীয় প্রশিক্ষণ। বিধিনিষেধ জারি হয় সুন্নত প্রথার উপরও। জাইয়নিজম বুর্জোয়া আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত এবং নিন্দিত হল। জারের আমলের সরকারি কমকর্তাদের অধিকাংশ রাশিয়া ছেড়ে যায়। বাকি যারা ছিল তাদের ভরসা করেনা নয়া বলশেভিক প্রশাসন। ফলে বহু রাশিয়ান ইহুদি বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল হল। রাশিয়ার বাইরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে এর ফলে ধারণা তৈরি হয় যে ইহুদিরাই বলশেভিক বিপ্লবের নাটের গুরু। ১৯১৭ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে বলশেভিক দলের তেইশ হাজার সদস্যের মধ্যে ৩৬৪ জন ইহুদি ছিল। কার্ল মার্কসের আস্কেনাজি ইহুদি বংশপরিচয় তো ছিলই (কার্লের বাবা হাইনরিখ মার্কস ইহুদিবিরোধী আইনের ঝঞ্ঝাট এড়াতে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন)। এর সঙ্গে যোগ হয় বলশেভিক দলের প্রথম সারির নেতৃত্বে ট্রটস্কি, কামেনেভ, সকোলনিকভ, জিনোভিয়েভ প্রভৃতি ইহুদি বংশজদের উপস্থিতি। সব মিলিয়ে 'অপ্রিয় ইহুদি'র বিরুদ্ধে আর একপ্রস্থ অভিযোগ

দায়ের করা সহজ হল। রক্ষণশীল, প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনার বিরোধী বলশেভিজমের সমর্থক ইহুদি। এর চেয়ে ভয়ানক আর কী হতে পারে। বলশেভিজম, জাইয়নিজম এবং ইহুদি পুঁজি– এই ত্রয়ী গোটা দুনিয়া গিলে নেবে ইউরোপ জুড়ে এমনই দুশ্চিন্তা তখন গ্রাস করেছে।

১৯৪৫ বসন্তে যুদ্ধের বারুদগন্ধ মুছলে ধ্বংসের বহর মাপতে বসে বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত ইহুদি। আশঙ্কাকে ছাপিয়ে ওঠে বাস্তব ভয়াবহতা। পোল্যান্ডের সাড়ে চৌত্রিশ লাখ ইহুদির সংখ্যা নেমে এসেছে পঞ্চান্নহাজারে। আড়াই লাখের মতো পালায় রাশিয়ায় বাকি কয়েক হাজার বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে। বাকিরা নিহত হয়। চেকস্লোভাকিয়ায় সাড়ে তিন লাখের অবশিষ্ট চল্লিশহাজার, ফ্রাঙ্কফোর্টে দেড়শো, সালনসিয়ার ছাপ্পান্ন হাজারের দু'হাজার, ভিলনার চুয়ান্নহাজারে ছশো– হিসেবটা এতটাই ভয়াবহ। ইহুদি জীবনের বৃহত্তম বিপর্যয়ই শুধু নয়, বলতে গেলে সভ্যতার আদিকাল থেকে কোনো মানবগোষ্ঠী এতবড় নৃশংসতার বলি হয়নি। ইউরোপের অন্ধকার যুগে ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা একটা বা দুটো রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ থেকেছে। এরকম বিশ্বজোড়া মারণযজ্ঞ হয়ে উঠতে পারেনি কারণ সে ভয়াল মারণ প্রযুক্তি মানুষের হাতে ছিল না। ইহুদি ইতিহাসের বহু পুরনো ইউরোপীয় অধ্যায় আচমকা ঝড়ের তাণ্ডবে ছিঁড়ে কুটিকুটি। ১৯৪৫ নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে দৈবে বেঁচে ফেরা ইহুদির জন্য রইল দুটি মাত্র জগৎ– আমেরিকা যেখানে ইতিমধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদির বাস। দ্বিতীয়টি প্যালেস্টাইন।

হোয়াইট পেপার ১৯৩৯: বেগিন, বেন গুরিয়ন, চেম উইজম্যান

ভূমধ্যসাগর ও জর্ডন নদী এবং সিরিয়া, মিশর, আরবের মধ্যবর্তী প্যালেস্টাইন। ধর্ম, সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংযোগবিন্দু সমুদ্র থেকে মরুভূমি অবধি ছড়ানো পশ্চিম এশিয়ার এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমা বহু বদলেছে সাড়ে চার হাজার বছরে। বহু পতন অভ্যুদয়ের ইতিহাস তার। আরব ইজরায়েল সাম্প্রতিক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে দু'পক্ষের ধর্মীয় বিশ্বাস, 'চোজেন পিপল', 'প্রমিসড ল্যান্ড', 'চোজেন সিটি জেরুজালেম' ইত্যাদি নানা ভিনধর্মী মতবাদের ভিত্তিতে। হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেন্টে 'এরেট ইজরায়েল' বা ইজরায়েল ভূমিকে ইহুদিদের ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশ বলা হয়েছে। ১৮৯৬ সালে 'দি জুইশ স্টেট' ম্যানিফেস্টোতে জাইয়নিজমের প্রবাদপুরুষ থিওডর হার্জেল বাইবেল কথিত প্রতিশ্রুত ভূমির উল্লেখ বারবার করেছেন। ইজরায়েলের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল লিকুড (Likud, প্রতিষ্ঠাতা ইজরায়েলের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী Menachem Begin ১৯১৩-১৯৯২) তাদের ইশতাহারে ইজরায়েলের বাইবেল বর্ণিত ভৌগোলিক সীমানাকে প্রাধান্য দেয়। হিব্রু বাইবেলের 'প্রমিসড ল্যান্ড' তত্ত্ব অনুযায়ী কেবল আব্রাহাম পুত্র আইজ্যাক এবং তার বংশের জন্য ইজরায়েলের ভূমি বরাদ্দ রাখেন ('প্রমিসড ল্যান্ড') ঈশ্বর। বিপরীতে কোরান উদ্ধৃত করে মুসলিমদের দাবি ঈশ্বর (আল্লাহ) আব্রাহামের দাসী হাগরের গর্ভজাত প্রথম পুত্র ইসমাইলকে (Ishmael) ক্যানান বা ইজরায়েল দান করেন। অর্থাৎ গোড়ায় গণ্ডগোল। আরবরা নিজেদের ইসমাইলের বংশধর বলে দাবি করে। বাইবেল বর্ণিত ইজরায়েলিদের 'কেভ অফ প্যাট্রিয়ার্ক', 'টেম্পল মাউন্ট' প্রভৃতি পূণ্যস্থান মুসলমানদেরও পবিত্র তীর্থ। জেরুজালেমে ইহুদিদের বহু পুণ্যতীর্থে আরব মুসলিমরা তাদের ধর্মীয় সৌধ নির্মাণ করেছে। উদাহরণ, টেম্পল মাউন্টে নির্মিত 'ডোম অফ দি রক', 'আল আক্সা মসজিদ'। স্বাভাবিকভাবেই জেরুজালেমের অধিকার নিয়ে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মতবিরোধ তীব্র হয়েছে। আরব মুসলিমদের দাবি জেরুজালেম হয়েই মহম্মদ স্বর্গারোহণ করেন। গাজা ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে সেই 'হামাস' গোষ্ঠী[১] গোটা ইজরায়েল ইসলামি ওয়াকফভুক্ত করতে হবে এবং সেখানে মুসলিম শাসন চালু রাখতে হবে[২] দাবি জানিয়ে এসেছে। অন্যদিকে, খ্রিস্টান জাইয়নিস্টরা ইজরায়েল রাষ্ট্রকে সমর্থন করে। তাদের মত, বাইবেল অনুযায়ী ইহুদিদের পূণ্যভূমির দাবি সঙ্গত। তারা সন্ত পলের সুসমাচার (রোমানস-১১) উদ্ধৃত করে। খ্রিস্টান জাইয়নিস্টদের যুক্তি, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের (Second

Coming of Christ) পূর্ব শর্ত হল ইহুদিদের ইজরায়েলে ফেরা[৩]।

মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার কেন্দ্রে রয়েছে আরব জাতীয়তাবাদ বা প্যান-আরব আন্দোলন ও জাইয়নিজমের সংঘাত। লক্ষ্যণীয় দুটি পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইউরোপে। ১৮৯৭ বাসেলে প্রথম জাইয়নিস্ট কংগ্রেস গঠিত হবার পরে ১৯০৬ সালে প্যারিসে তৈরি হল 'আরব ক্লাব'। দীর্ঘ চারশো বছর তুরস্কের অটোমন সাম্রাজ্যের দখলে থাকা প্যালেস্টাইন ১৯১৭ ডিসেম্বর ব্রিটিশ কব্জায় চলে যায়। উনিশ শতকের শেষদিকে তুর্কি স্বাজাত্যভিমান প্রবল সক্রিয় হয়ে আরবদের হেয় করার চেষ্টা করে। বিক্ষুব্ধ আরবদের এই সময় অটোমান তুর্কিদের বিরুদ্ধে সুচতুরভাবে ব্যবহার করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ব্রিটেন। অটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলোর রাজনৈতিক ভবিষ্যত বিষয়ে ১৯১৫ সালে মিশরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমোহন এবং মক্কার শেরিফ হুসেন বিন আলির পরস্পরকে লেখা পত্রগুচ্ছ 'ম্যাকমোহন হুসেন করসপন্ডনস' অনুযায়ী স্থির হয় যে আরবরা ব্রিটিশ মদতে জার্মান সাহায্যপ্রাপ্ত অটোমন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। বিনিময়ে ব্রিটেন স্বাধীন আরব রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে। আরব-ইংরেজ চুক্তির রাজনৈতিক লক্ষ ছিল আফ্রিকা, ভারত এবং দূরপ্রাচ্যের ব্রিটিশ শাসিত দেশগুলিতে মুসলিম জনসমর্থন আদায়। ফের ১৯১৬ সালে ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে একটি গোপন চুক্তি হয় এই মর্মে যে স্বাক্ষরকারী দুই দেশ ম্যাকমোহন-হুসেন পত্রগুচ্ছ প্রস্তাবিত আরব রাষ্ট্রকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯২২ সালে তৎকালীন লিগ অফ নেশনসের অনুমোদনে পূর্ববর্তী অটোমান শাসনভুক্ত দক্ষিণ সিরিয়ায় ম্যান্ডেটারি প্যালেস্টাইন নামে একটি ভূ-রাজনৈতিক এলাকা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। উদ্দেশ্য ছিল স্বাবলম্বী না হয়ে ওঠা অবধি ওই এলাকার আইনি শাসন জারি রাখা। 'ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন' আইনের আওতাভুক্ত দুটি প্রশাসনিক এলাকা চিহ্নিত হয়। প্রথমটি জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়, ১৯৪৮ অবধি সরাসরি ব্রিটিশ-শাসিত প্যালেস্টাইন। দ্বিতীয়টি জর্ডনের পূর্ব পাড়ে হাশেমাইট পরিবারের অধীন আধা স্বায়ত্ত্বশাসিত ট্রান্স-জর্ডন এলাকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭-র বালফোর ঘোষণায় প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র গঠন ও সেটিকে গড়ে তুলতে আলাদাভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় ব্রিটেন[৪]। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১৯১৫-১৭ পরপর তিন বছরে নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে তিন তিনটি বিতর্কিত চুক্তি করছে ব্রিটেন। এই দ্বিচারিতা মধ্যপ্রাচ্যে আরব মুসলিম এবং ইহুদিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘনীভূত করে। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেনের নেভিল চেম্বারলেন রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে তাতে প্যালেস্টাইন ভাগের ভাবনা বাতিল করে বালফোর ঘোষণাকে নিষ্ক্রিয় করা হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও ইহুদিরা ব্রিটেন এবং মিত্রশক্তিকে সমর্থন জুগিয়েছে। বস্তুত তাদের লড়াই ছিল দুটি ফ্রন্টে।

মিত্রশক্তিকে সমর্থন করে নাৎসিদের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি ব্রিটেনের শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে। তৎকালীন এগজিকিউটিভ অফ দি জুইশ কমিটির চেয়ারম্যান ডেভিড বেন গুরিয়েনের কথায়: "আমাদের হিটলারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে শ্বেতপত্র বলে কিছু নেই ভেবে আবার শ্বেতপত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে হিটলার নেই ভেবে"। ধুরন্ধর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল জাইয়নিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা চেম উইজম্যান প্রস্তাবিত ইহুদি বাহিনী গড়ে মধ্যে ইউরোপে জার্মান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবার পক্ষে ১৯৪৪, ১২ জুলাই ব্রিটিশ সেক্রেটারি ফর ওয়ারসের কাছে সওয়াল করেন। তিনি বলেন: "মধ্য ইউরোপে স্বদেশি ইহুদিদের খুনী জার্মানির বিরুদ্ধে ইহুদিসেনাকে লড়ার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি... আমি বুঝি না কেন আবিশ্ব ছড়ানো এবং এই মুহূর্তে দুনিয়ার সবচেয়ে নিপীড়িত ইহুদিদের একটি জাতীয় পতাকার মালিক হবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা হবে[৫]। দু'মাস বাদেই পঁচিশ হাজার সৈন্যের ব্রিটিশ ইহুদিবাহিনী গঠিত হল। চার্চিল ছাড়া যা সম্ভব হত না। এই যৌথ প্রয়াস চার বছর বাদে ১৯৪৮ ইহুদিরাষ্ট্র গঠন ত্বরান্বিত করে।

১৯৩৯-র শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইন ভাগের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বিকল্প হিসেবে প্যালেস্টেনীয় আরব এবং ইহুদিদের জনসংখ্যা অনুপাতে নির্ধারিত একটি যুগ্ম শাসিত স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গীকার করা হয়। এছাড়া ১৯৪০-৪৪ এই পাঁচ বছরের জন্য অভিবাসী ইহুদিদের প্যালেস্টাইন প্রবেশ বছরপিছু দশ থেকে পঁচিশ হাজার, সর্বোচ্চ পঁচাত্তরহাজারে বেঁধে দেওয়া হল। বলা হল ১৯৪৪-র পর প্যালেস্টাইনে অতিরিক্ত ইহুদি শরণার্থীর প্রবেশ নির্ভর করবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব অনুমোদনের উপর। প্যালেস্টাইনে আরবদের থেকে ইহুদিদের জমি কেনা আইন করে নিয়ন্ত্রিত হল। হিটলার ক্ষমতায় আসার পর বহুসংখ্যক ইহুদি জার্মানি ছেড়ে প্যালেস্টাইনে চলে আসতে থাকে। ন্যুরেম্বার্গ আইন চালু হওয়ায় পাঁচ লক্ষ জার্মান ইহুদি নাগরিকত্ব হারালে প্যালেস্টাইনে শরণার্থী জার্মান ইহুদির সংখ্যা বাড়ে। ফলে ১৯৩৬-৩৯ প্যালেস্টেনীয় আরবরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ থামাতে ব্রিটেন তড়িঘড়ি পিল কমিশন নামে একটি পর্যবেক্ষক দল পাঠায় পরিস্থিতি খুঁটিয়ে দেখতে। এই দল ১৯৩৭ তাদের রিপোর্টে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভাগ করে প্যালেস্টাইনে দুটি রাষ্ট্র তৈরির পরামর্শ দেয়। পরবর্তী উডহেড কমিশন ১৯৩৮ সালে প্যালেস্টাইন বিভাজনের বাস্তব রূপরেখা যাচাই করে জানায় যে স্বাধীন ইজরায়েল আয়তনে খুবই ছোট হবে এবং তাতে শুধু উপকূলবর্তী এলাকাগুলোই থাকবে। ওই বছর আমেরিকাতে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কট নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল। কিন্তু প্যালেস্টাইন ক্রমবর্ধমান ইহুদি শরণার্থীদের বিষয়ে কী করা হবে সে বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছনো গেল না। ১৯৩৯ লন্ডন সম্মেলনে ডাকা হল আরব ও ইহুদি দু'পক্ষকে। আরবরা ইহুদি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে অস্বীকার

করে যেহেতু সেটা পরোক্ষভাবে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের দাবি মেনে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ সরকার দু'পক্ষের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করলেও কোনো সুরাহা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে ইংরেজ বোঝে যে ইহুদিদের সমর্থন তারা পাচ্ছেই এবং সেটা তেমন গুরুত্বের নয়। অনেক বেশি গুরুত্বের আরবদের না চটানো। তাহলে আর-একদফা আরব বিদ্রোহের আশঙ্কা যেমন রয়ে যায় তেমনই মধ্যপ্রাচ্যে তাদের মিত্র স্বাধীন দেশগুলি মিশর, ইরাক, সৌদি আরব বেঁকে বসতে পারে। এই দ্বিতীয় রাজনৈতিক ভাবনা ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ব্রিটেন ইরাকের মতোই প্যালেস্টাইনকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বানাতে চলেছে এরকম রটন্তির বিরুদ্ধে ১৯৩৯, ২৭ ফেব্রুয়ারি আরব বিক্ষোভ হয়। ব্রিটিশ বায়ুসেনার জবাবি বোমাবর্ষণে তেত্রিশজন আরব নিহত এবং চুয়াল্লিশজন আহত হল। জাইয়নিস্টরা শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সরকারি সম্পত্তি এবং আরবদের উপর হামলা চালায়। এই হামলা দীর্ঘদিন জারি ছিল। এদিকে জাইয়নিস্ট দক্ষিণপন্থী সংগঠন ইরগান (Irgun) স্থির করে ব্রিটিশদের প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করে স্বাধীন ইজরায়েল গঠন করা হবে। বিদ্রোহের দিন ধার্য হল অক্টোবর ১৯৩৯। ইউরোপ থেকে চল্লিশহাজার ইহুদি যোদ্ধা জাহাজে প্যালেস্টাইনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৩৯-এর শ্বেতপত্র বাতিল করার প্রস্তাব নেয় ব্রিটেনের শাসক লেবার দল। প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও লেবার মন্ত্রীসভার বিদেশমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিন শ্বেতপত্র বাতিলের প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন। ১৯৪৮ ব্রিটেন প্যালেস্টাইন ছাড়া পর্যন্ত চালু ছিল শ্বেতপত্র। ব্রিটেনের দ্বিচারী নীতির আড়ালে মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভাণ্ডার কব্জায় রাখার ভাবনা সক্রিয় ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে যে কায়দায় দ্বিজাতি তত্ত্ব বুনে হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হুবহু একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যের আরব ইহুদি সংঘাতে ইন্ধন জোগায় ইংরেজরা। একদিকে আরবদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, অন্যদিকে ইহুদিদের নিরস্ত্র করার সবরকম চেষ্টা চালিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করে তোলা হল। ট্রান্স-জর্ডন আরব লিজিয়নের ব্রিটিশ কমান্ডার গ্লাব পাশা (Glubb Pasha) দাঁড়িয়ে উপভোগ করে আরব সৈন্যদের ইহুদি নিধন।

তিরিশ হাজার প্যালেস্টেনীয় ইহুদি ব্রিটিশ সেনাদলে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নাম লিখিয়েছিল। আফ্রিকার রণাঙ্গনে তারা যুদ্ধ করেছে, প্রাণ দিয়েছে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটে ইহুদি বিদ্বেষীদের মন টলানো যায়নি। ইহুদি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রশ্নে এরা হাত গুটিয়ে নিয়েছিল। ১৯৪০, ২৫ নভেম্বর নাৎসি অধিকৃত ইউরোপ থেকে আঠারশো ইহুদি উদ্বাস্তু নিয়ে প্যালেস্টাইনের জল সীমায় পৌঁছনো জাহাজ S.S.Pacific-কে আটকায় ব্রিটিশ নৌবাহিনী। শরণার্থীদের এন্ট্রি পারমিট না থাকায়

অজুহাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ একটি মানুষকেও নামতে দেয় না। তাদের ফরাসি জাহাজ S.S.Patria-তে স্থানান্তরিত করা হলে প্যালেস্টাইনের তদানীন্তন ব্রিটিশ হাইকমিশনার জাহাজটিকে মরিশাসে পাঠানোর হুকুম দেয়। পশ্চিম মরুভূমিতে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্যে উৎসাহিত ব্রিটিশ হাইকমিশন ইহুদিদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আদৌ বিচলিত ছিল না। জাইয়নিস্ট সংস্থাগুলি এই নির্দেশের তীব্র বিরোধীতা করে। জাইয়নিস্ট গুপ্ত জঙ্গী সংস্থা Haganah হাফিয়া বন্দরের অদূরে নোঙর করা S.S.Patria-কে বিকল করতে দু'কেজি ওজনের বোমা লুকিয়ে রাখে জাহাজের ইঞ্জিন-ঘরে। বিস্ফোরণের তীব্রতা সম্পর্কে তাদের হিসেব ভুল ছিল। বোমা ফাটার ষোলো মিনিটের মধ্যে S.S.Patria-র সলিল সমাধি হয়। দুশো সাতষট্টি জন নিখোঁজ, একশো বাহাত্তর জন আহত হয় ওই ঘটনায়। S.S.Struma নামের একটি জাহাজ নাৎসি অধিকৃত রুমানিয়া থেকে সাড়ে সাতশোর বেশি ইহুদি উদ্বাস্তু নিয়ে ডিসেম্বর ১৯৪১ রওনা দেয় প্যালেস্টাইন। জাহাজের ইঞ্জিন খারাপ হলে সেটিকে টেনে আনা হয় ইস্তাম্বুল বন্দরে। এরপর ফেব্রুয়ারি অবধি তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেনের দর কষাকষি চলে শরণার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ব্রিটেন জাহাজটিকে প্যালেস্টাইন বন্দরে ঢোকার অনুমতি দেবে না। একইভাবে তুরস্কও ইহুদি শরণার্থীদের নিতে রাজি নয়। এই টালবাহানায় তুরস্ক নৌসেনা S.S.Struma-কে বসফরাস প্রণালী থেকে দশ মাইল দূরে কৃষ্ণসাগরে দাঁড় করিয়ে রাখে। সোভিয়েত সাবমেরিন আক্রমণে সমস্ত যাত্রীসহ ডুবে যায় জাহাজটি।

এ দুটি মর্মান্তিক ঘটনাতেও প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ অভিবাসন নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বে ইজরায়েলি সন্ত্রাস শুরু হল ১৯৪৩ সালে। সারা বিশ্বে সন্ত্রাস শব্দটি তখনও অপরিচিত। জন্ম নিল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল লিকুড। পোলিশ ইহুদি বেগিন পোল্যান্ডে নাৎসি অত্যাচারের চরম ভুক্তভোগী। জীবনের ট্র্যাজেডি বেগিনকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছিল। তার পরিবারের সকলেই খুন হয়। তার বাবাকে নিজের কবর খোঁড়ার সময়ও দেয়নি নাৎসি বাহিনী। সোভিয়েত নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে লিথুয়ানিয়ায় ধরা পড়া পোল্যান্ড ছেড়ে পলাতক বেগিনকে স্ট্যালিনের NKVD 'পিপলস কমিসারেট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ারস' দীর্ঘদিন জেরা করে। বেগিন সেই মুষ্টিমেয়দের একজন ওই ভয়ঙ্কর জেরা নিরুত্তাপ প্রতিহত করে যিনি প্রাণে বেঁচে যান। তাকে সুমেরুতে সোভিয়েত লেবার ক্যাম্পে পাঠানো হয় কোটলাস-ভারকুটা রেলপথ নির্মাণে শ্রম দিতে। সে কঠিন পরীক্ষাও উতরে যান বেগিন। ক্যাম্পের পোলিশ শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হলে মধ্যএশিয়া পায়ে হেঁটে বেগিন চলে এলেন জেরুজালেম।

১৯৪৩ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে শুরু হল বেগিনের সশস্ত্র জিহাদ। ব্রিটেন সম্পর্কে

ইহুদি নেতৃত্বের মনোভাব তখন ত্রিমুখী। চেম উইজম্যান ইংল্যান্ডকে বিশ্বাস করেন। সংশয়বাদী বেন গুরিয়ন চাইছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা আগে জিতুক মিত্রশক্তি। তিনি অবশ্য ইহুদি প্রতিরোধ এবং ইহুদি সন্ত্রাসের মাঝখানে পরিষ্কার বিভেদরেখা টেনে দেন। তৃতীয়পক্ষ আব্রাহাম স্টার্নের উগ্রপন্থী সংগঠন Irgun, যাদের Stern Gang বলা হত। বেগিন স্টার্নের দলে নাম লেখালেন। তার কাছে গুরিয়ানের মধ্যমপন্থা নরমসরম মনে হয়। তিনি ব্রিটেনকে যতটা না দোষী ভাবেন তার চেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর। ছ'শো দলীয় কর্মী নিয়ে ওই প্রশাসকদের অপদস্থ করতে নেমে পড়লেন বেগিন। তিনি মানুষ মারার বিরোধী ছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদপ্তর, অভিবাসন ও আয়কর দপ্তরগুলো বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিতে থাকেন। ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইহুদি সংগ্রামের ভবিষ্যত চেহারা কি হবে তা নিয়ে তিন পক্ষের মতবিরোধ চূড়ান্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিহত্যার নিন্দা করলেও 'প্রমিসড ল্যান্ড' ফিরে পেতে আদর্শগত এবং শারিরীক ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন বেগিন। তিনি বাইবেলের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বোঝাতে চাইলেন সশস্ত্র প্রয়াস ছাড়া এমনকি নবি যোশুয়ার পক্ষেও প্রাচীনকালে ঈশ্বর প্রতিশ্রুত বাসভূমি দখল করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে বেগিনের নেতৃত্বে আরও দুটি সশস্ত্র হামলা টলিয়ে দেয় ব্রিটেনকে। ১৯৪৬ জুলাই সাতশো পাউন্ডের বিস্ফোরক উড়িয়ে দেয় কিং ডেভিড হোটেল। বিস্ফোরণে নিহত হয় আঠাশজন ব্রিটিশ, একচল্লিশজন আরব, সতেরোজন ইহুদি। বেগিন বিবৃতি দেন বিস্ফোরণের ব্যাপারে আগে থেকে সতর্ক করেছিল তার দল। তিনি ব্রিটেনকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী করেন। উইজম্যানসহ অন্যান্য মধ্যমপন্থী ইহুদি নেতৃত্ব ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। ইহুদি প্রতিরোধ আন্দোলন কার্যত ভেঙে গেলেও এই সশস্ত্র আন্দোলনের প্রভাব পড়ে ব্রিটেনের উপর। স্থির হয় ত্রিপাক্ষিক সমঝোতায় প্যালেস্টাইন ভাগ করা হবে। আরব এবং ইহুদি উভয় তরফই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ১৯৪৭ আর্নেস্ট বেভিন ঘোষণা করেন যে প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। যদিও খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটেন প্যালেস্টাইন থেকে পাততাড়ি গোটাবে এমন আশ্বাস ছিল না বেভিনের প্রস্তাবে। ফলে ইজরায়েলি সন্ত্রাসবাদীদের চোরাগোপ্তা হানা বজায় রইল। ব্রিটেন এর জবাবে ইরগান সদস্যদের ধরে শারিরীক নির্যাতন ও ফাঁসিতে ঝোলানো বহাল রাখে। হত্যার রাজনীতি সমর্থন না করেও বেগিন কিন্তু প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ প্রশাসকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের স্বপক্ষে রায় দেন। তার যুক্তিতে এটা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর দমনপীড়ন নীতির প্রতিবাদ মাত্র। এপ্রিল ১৯৪৭ তিনজন ইরগান সন্ত্রাসবাদীর বিচার করে ব্রিটিশ প্রশাসন। বেগিন হুমকি দেন এদের যে কারও সাজা বা ফাঁসি হলে ফল মারাত্মক হবে। ২৯ জুলাই ব্রিটেন ওই তিন বন্দীকে ফাঁসি দেয়। তার দু'ঘণ্টা বাদে ইরগানের হাতে বন্দী দুজন নিরপরাধ ব্রিটিশ পুলিশ সার্জেন্টকে

ফাঁসি দিয়ে তাদের দেহ মাইন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিলেন বেগিন। ইহুদি জনসাধারণের অধিকাংশ এবং ইহুদি রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এই জঘন্য হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানায়। জুইশ এজেন্সি বেগিন ও তার দলবলকে খুনী আখ্যা দেয়। ব্রিটেন জুড়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। লন্ডন, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার, গ্লাসগোয় ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা বাধে। হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে রাতারাতি ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন হল। দ্রুত প্যালেস্টাইন থেকে সরে এসে আরব ইহুদি দুই বিবাদী পক্ষের হাতে তাদের সমস্যা নিজেদের মতো করে মিটিয়ে নেবার দায়িত্ব অর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার।

অগ্নিগর্ভ প্যালেস্টাইন থেকে সরে আসার ঘোষিত ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের ঝুঁকি এবার দুই বৃহৎ শক্তি আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার উপর বর্তায়। ভাগ্য সহায় হল জাইয়নিস্টদের। রুজভেল্ট মারা গেলেন ১৯৪৫। তিনি বেঁচে থাকলে ইজরায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়া মুশকিল ছিল। কারণ শেষদিকে সৌদি রাজা ইবন সৌদের সঙ্গে ইয়লটা বৈঠকের পর ঘোর জায়নিস্ট বিরোধী বনে যান প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। তার উত্তরসূরী ট্রুম্যান জায়নিস্ট আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন অংশত ব্যক্তিগত আবেগ এবং বেশ কিছুটা কূটনৈতিক হিসেব নিকেশের কারণে। ১৯৪৮-এর মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে নিউইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, ইলিনয়েসের মতো কিছু অনিশ্চিত রাজ্যে নিজের ভোট সুরক্ষিত করতে ওখানকার ইহুদি সংগঠনগুলি সমর্থন অত্যন্ত জরুরি ছিল ট্রুম্যানের। মার্কিন ইহুদিদের মন জয়ের এমন সুযোগ কেমন করে হাতছাড়া করেন তিনি। ১৯৪৭ রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্যালেস্টাইন সমস্যা আলোচনার জন্য গৃহীত হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশে গঠিত বিশেষ কমিটিকে একটি পরিকল্পনা দাখিল করতে বলা হয়। কমিটি দুটি পরিকল্পনা পেশ করে। সংখ্যালঘু মতে প্যালেস্টাইনে ফেডারেটেড দুই রাষ্ট্র তৈরি করা হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠ মত প্যালেস্টাইন ভেঙে দুটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে। ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে ৩৩-১০ ভোটের ব্যবধানে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়। সোভিয়েত রাশিয়া, আরব রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক বাম শিবিরের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল যে ইজরায়েল তৈরির পিছনে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত কাজ করেছে। বস্তুত ছবিটা একেবারেই অন্য। আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্রিটিশ বিদেশ দপ্তর কেউই স্বাধীন ইজরায়েল চায়নি। তাদের আশঙ্কা ছিল ইজরায়েল গঠিত হলে মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমি দুনিয়ার ঘোর বিপদ ঘনাবে। ব্রিটিশ ওয়ার অফিস ভীষণভাবে ইজরায়েলের বিরোধিতা করেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব সিনেটের ইহুদি লবির বিরোধিতা করে বলেন আমেরিকার কোনো গোষ্ঠীকেই মার্কিন নীতি প্রভাবিত করতে দেওয়া হবে না যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান তেল কোম্পানিগুলি ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের তীব্র বিরোধিতা করে। দেখা গেল দুটি দেশেই ইজরায়েলের সমর্থক বামপন্থীরা। স্ট্যালিন স্বয়ং ১৯৪৪

সালে কিছুদিন ইজরায়েলের সমর্থক হয়ে যান। তিনি আশা করেছিলেন ইজরায়েল সমাজবাদী রাষ্ট্র হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রতিপত্তি কমাতে সহায়ক হবে। ১৯৪৭ মে মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গ প্রথম উঠলে সবাইকে অবাক করে তৎকালীন সোভিয়েত উপ বিদেশমন্ত্রী আঁদ্রেই গ্রমিকো ঘোষণা করেন তার সরকার ইজরায়েল রাষ্ট্র তৈরি সমর্থন করে। ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে পুরো সোভিয়েত ব্লক ইজরায়েলের পক্ষে ভোট দেয়। ১৪ মে ১৯৪৮ ইজরায়েল গঠিত হবার পর প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান নবজাত রাষ্ট্রকে 'ডি ফ্যাক্টো' (বাংলা তর্জমায় বাস্তবানুগ বলা চলে) স্বীকৃতি দিলে তিনদিনের মাথায় স্ট্যালিন 'ডি জুরি' (ন্যায়সম্মত/আইননানুগ) স্বীকৃতি পাঠালেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এরপরই স্ট্যালিনের নির্দেশে সাবেক চেকস্লোভাকিয়া নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েলকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। স্ট্যালিনের জাইয়নিজম বিরোধিতা প্রকট হতে থাকে ১৯৪৮-র হেমন্তে[৬]।

১. হরকত আল-মুকাওয়ামাহ আল-ইসলামিয়া সংক্ষেপে 'হামাস'। অর্থ উৎসাহ। প্যালেস্টেনীয় সুন্নি ইসলাম বা 'ইসলামিস্ট' গোষ্ঠী। প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডে এদের সামরিক শাখাও রয়েছে। ২০০৬ সালে প্যালেস্টাইন পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় হামাস। পরে বিরোধী দল ফাতাকে কয়েক দফার রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরাস্ত করে ২০০৭ থেকে গাজা ভূখণ্ডের শাসক। ইজরায়েল, জর্ডন, কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামাসকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়েছে।

২. ইসলামি আইনে নির্দিষ্ট ধর্মীয় স্থাবর সম্পত্তিকে ওয়াকফ বলা হয়।

৩. 'পারুসিয়া' (Parousia) অথবা খ্রিস্টের পুনরাগমন (Second Coming) তত্ত্ব গড়ে উঠেছে নিউ টেস্টামেন্টে 'ক্যাননিকাল' চারটি গসপেল বা পুরাকাহিনির ভিত্তিতে। ইরিনেয়স (Irenaues) সংকলিত এই চার গসপেলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় পূর্ণজ্যোতি যিশু দ্বিতীয়বার মর্তে আবির্ভূত হয়ে জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন।

৪. wikipedia.org/wiki/Mandatory_palestine & wikipedia.org/wiki/Balfour_declaration

৫. A History of the Jews: Paul Johnson

৬. ওই

ইজরায়েল

ইজরায়েলের ম্যাপ।
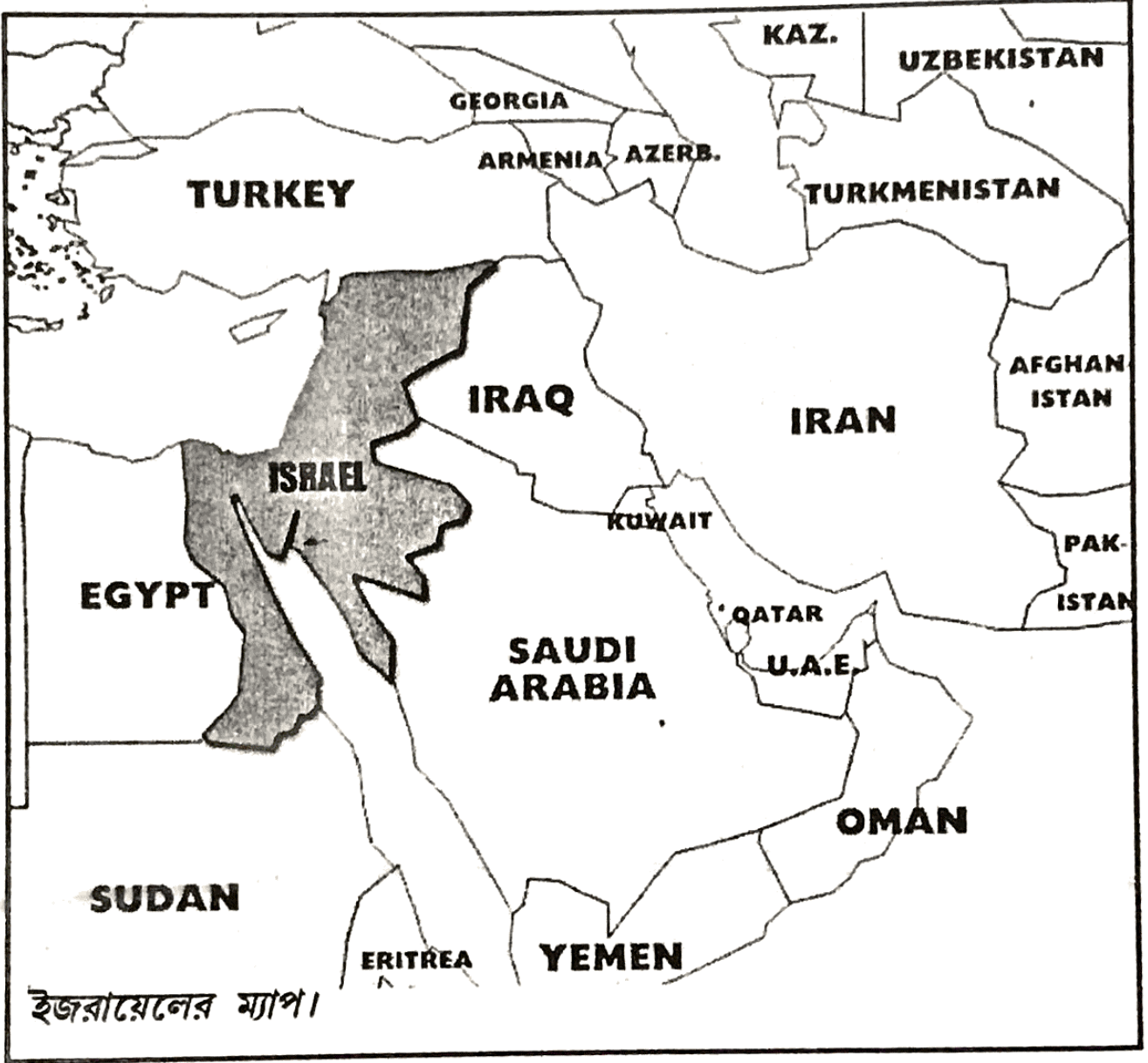
রাষ্ট্রপুঞ্জে প্যালেস্টাইন ভাগের প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি বসতিগুলির উপর হামলা শুরু করে আরবরা। আরব লিগের সেক্রেটারি জেনারেল আজ্জাম পাশা বেতার বার্তায় জানান 'রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতে চলেছে। প্রচুর মানুষ হতাহত হবে এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলবে'। যথেষ্ট প্রত্যয়ী হলেও ইহুদি কমান্ডারদের রসদ তখনও পর্যাপ্ত নয়। আরব মুক্তিবাহিনী সংখ্যায় বিপুল। নেতৃত্ব যদিও বিভিন্ন সেনানায়কে বিভক্ত। তাদের মদতকারী আরব দেশগুলির নিয়মিত সেনাদলে রয়েছে দশ হাজার মিশরীয়, সাত হাজার সিরিয়, তিন হাজার ইরাকি, তিন হাজার লেবানিজ এবং ব্রিটিশ সামরিক অফিসারদের নেতৃত্বে সাড়ে চার হাজার ট্রান্স-জর্ডন সৈন্য। মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে আরব আক্রমণে বারশো ইহুদি সেনা ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়। চেকস্লোভাকিয়া থেকে কেনা অস্ত্রসম্ভার ইতিমধ্যে ইজরায়েলে পৌঁছতে শুরু করেছে। বেন গুরিয়ন সমস্ত ইজরায়েলি রাজনৈতিক ও উগ্রপন্থী সংগঠনগুলিকে একত্র হয়ে রাষ্ট্রসংঘ নির্দেশিত ইজরায়েলি সীমানাগুলিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে

আহ্বান জানান। তিনি রাজনৈতিক ফাটকা খেলেছিলেন। এবং জিতলেন। হাফিয়া, সাফেদ, জাফা, এ্যাক্রে ইজরায়েলি বাহিনীর দখলে আসে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হল। ভালো করে শুরু হবার আগেই যুদ্ধ জিতে নিল ইজরায়েল। ১৯৪৮, ১৪ মে তেল আভিভ সংগ্রহশালায় স্বাধীনতা পত্র পাঠ করলেন বেন গুরিয়ন—"আমাদের জাতীয় এবং সহজাত অধিকার বলে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এতদ্দ্বারা আমরা প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্রস্থাপন করছি যার নাম ইজরায়েল"। একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হল। সে রাতেই মিশরি বিমানহানা শুরু হয়। পরের দিন শেষ ব্রিটিশ কর্মকর্তা প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় আরব আক্রমণ। দক্ষিণ-সীমান্তে মিশরের বাহিনী গাজা দখল করে তেল আভিভের কুড়ি মাইলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মধ্য সীমায় হানা দেয় ট্রান্স-জর্ডন[১] আরব লিগের বাহিনী। আমেরিকান ইহুদি কমান্ডার ডেভিড মার্কাসের বাহিনী আগুয়ন আরব সৈন্যদের সঠিক সময় বাধা দিতে ব্যর্থ হয়। জেরুজালেমের ইহুদি এলাকায় বোমাবর্ষণ করে অস্থায়ী রাজধানী তেল আভিভ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে আরবরা। রাজা আবদুল্লার বাহিনী পুরনো জেরুজালেম শহর দখল করলে ২৮ মে সব ইহুদি বসতি সরিয়ে নেয় ইজরায়েল। উত্তরের সংকীর্ণ উপকূলখণ্ডে এগিয়ে আসে ইরাকি সেনা। গ্যালিলির সংকট ছিল অন্যরকম। লেবাননি, সিরিয় অনুপ্রবেশের ঢল নামে। তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে গ্যালিলির ইহুদি জনবসতি প্রায় চাপা পড়ার উপক্রম। ১১ জুন একমাসের যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হল। সে অবসর আরবরা তাদের অস্ত্রভাণ্ডার আরও মজবুত করে। চেক রিপাবলিক ছাড়াও ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে ফরাসি সরকার। তাদের উদ্দেশ্য ব্রিটেনকে চটিয়ে দেওয়া। ৯ জুলাই ফের যুদ্ধ শুরু হলে ইজরায়েলি দাপট গোড়া থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধে নামে নতুন ইজরায়েলি নৌবহর এবং বিমানবাহিনী। শুরু হল শত্রু রাজধানী শহরগুলি লক্ষ করে বোমাবর্ষণ। ডুবিয়ে দেওয়া হয় মিশরি নৌবহরের পতাকাবাহী জাহাজ। আরব শহর লিডিয়া, র‍্যামলে, বিয়ারশেবা দখল করে ইজরায়েলি সেনা। ব্রিটেন হস্তক্ষেপ না করলে মিশরীয় এলাকায় ঢুকে পড়া ইজরায়েলি বাহিনী নীল নদ বদ্বীপ অবধি চলে আসত। মার্চ মাসে আকাবা উপসাগর এলাকায় পৌঁছয় ইজরায়েলি বাহিনীর একটি ছোট দল। রাজা ডেভিডের পর দু'হাজার বছর পেরিয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে পা রাখে ইহুদি সৈন্য। দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার আরবরা যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়। যদিও বিক্ষিপ্ত হামলা চলতে থাকে। অক্টোবরের মাঝামাঝি ইজরায়েল ফের আক্রমণ শানায় নেজেভ বসতি এলাকায় যাবার রাস্তা উন্মুক্ত করতে। বিয়ারশেবা কব্জা করে ইজরায়েলি বাহিনী। রোডস দ্বীপে শান্তি আলোচনা শুরু হয় ১৯৪৯, ১২ জানুয়ারি। মিশর, লেবানন, ট্রান্স-জর্ডন এবং সিরিয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ইরাক কোনো চুক্তিবদ্ধ হয় না। পাঁচটি আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইজরায়েলের সামরিক উত্তেজনা বজায়

রইল। নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েলের সীমা নির্ধারিত হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের চুক্তি নির্দিষ্ট এলাকা, ইহুদি অধ্যুষিত জেরুজালেমের অংশ, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু অধিকৃত অঞ্চল যেগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্ভাব্য আরব রাষ্ট্রের জন্য বরাদ্দ করেছিল। দক্ষিণে গাজা ভূখণ্ড মিশরের দখলে রইল। জর্ডনের উত্তর ও দক্ষিণের পাহাড়ি এলাকা, প্রাচীন সামারিয়ার পুরোটা যুক্ত হল রাজা আবদুল্লার নতুন রাষ্ট্র জর্ডনে[১]। যুদ্ধ শুরু হতেই আরব প্রশাসন ঘোষণা করেছিল ইহুদি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বাস করা যে-কোনো মানুষ স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইহুদিদের রাজনৈতিক ফন্দি মেনে নিয়েছে বলে ধরা হবে এবং এ বাবদ তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ফলে বিরাট সংখ্যায় আরব শরণার্থী ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চল থেকে জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়, ট্রান্স-জর্ডন, সিরিয়া, লেবানন, মিশর, ইরাক, গাজা ভূখণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হিসেবে প্রায় ছ'লক্ষ শরণার্থী। ইজরায়েল অবশ্য সংখ্যাটা পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ বলে পালটা দাবি জানায়। এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থী পুনর্বাসন প্রশ্নে আরব-ইজরায়েল সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। যার প্রভাব আজও রয়েছে। এদের উৎখাত হবার পিছনে চারটি কারণ দেখানো হয়: (ক) দুপক্ষের হানাহানি থেকে প্রাণ বাঁচাতে (খ) যুদ্ধ কবলিত এলাকায় আইনের শাসন ভেঙে পড়ায় (গ) আরব বেতার বার্তায় দেওয়া হুকুম, তজ্জনিত বিভ্রান্তি এবং ভুল বোঝার কারণে ভীত হয়ে পড়া (ঘ) ইজরায়েলি উগ্রপন্থী ইরগান-স্টার্ন দলের হাতে ৯ এপ্রিল, ১৯৪৮ দেয়ির ইয়াসিন (Deir Yassin) গ্রামে নরহত্যা[২]।

১৯২০ সাল থেকে '৪৮ সাল অবধি ইহুদিরা আরব জনবসতির উপর হামলা করা থেকে বিরত থেকেছে। আরবরা অবশ্য বহুক্ষেত্রে ইজরায়েলি জনবসতির উপর প্ররোচনামূলক হামলা চালায়। ১৯৪৭-৪৮ শীতে যুদ্ধ শুরুর সময় দেয়ির ইয়াসিন গ্রামের সঙ্গে পাশের ইহুদি গ্রাম গিভাৎ শাওলের (Givat Shaul) শান্তি চুক্তি হয়। ইজরায়েলের তরফে অভিযোগ ছিল যে আরবরা শান্তি চুক্তি অমান্য করে দুটি ইহুদি গ্রাম ধ্বংস করে। ইরগান মিলিশিয়ার প্রতিশোধ প্রস্তাবে বেগিন রাজি হন। তবে তিনি শর্ত দিলেন গ্রাম আক্রমণের আগে লাউড স্পিকারে ঘোষণা করে আরব মুসলিম গ্রামবাসীদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিতে হবে। ঘটনাচক্রে লাউড স্পিকারবাহী জিপটি খাদে পড়ে নষ্ট হয়। সেটি ব্যবহার করা যায়নি। আরবরা অনেক শক্তিশালী ছিল। তারা আত্মসমর্পণ না করে লড়াই শুরু করে। ইরগান এরপর ইজরায়েলি নিয়মিত সেনাকে কাজে লাগায়। মর্টার ও মেশিনগানের সামনে আরবদের প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে যায়। বেগিন সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠালেন— 'তোমাদের এই জয়ের জন্য অভিনন্দন। দেয়ির ইয়েসিনের মতো আরও জায়গায় আমাদের শত্রুকে খতম করতে হবে'। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় বিশ্ববাসী।

একইভাবে ১৯৪৮ থেকে '৬৮ আরব দুনিয়ায় বহু সহস্রাব্দের বাসিন্দা পাঁচ লক্ষ

ইহুদিকে মরক্কো, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর, লেবানন, এডেন, ইরাক, ইয়েমেন ছেড়ে ইজরায়েলে শরণার্থী হতে হয়। শরণার্থীদের সঙ্গে আরব ও ইজরায়েল দু'তরফের ব্যবহারে ফারাক গড়ে দু'পক্ষের ভিন্ন নীতি। ইজরায়েলি সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমপ্রকৃতির শরণার্থীদের নিয়মিতভাবে পুনর্বাসন দিয়েছে ইজরায়েল। এদের মধ্যে বেদুইন ছিল, ড্রুজ উপজাতীয়রা ছিল। গ্যালিলির ন্যাজারথে বহু খ্রিস্টান পুনর্বাসন পেয়েছে। অন্যদিকে আরব দেশগুলিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় শরণার্থীদের শিবিরে রাখা হল প্যালেস্টাইন পুনর্বিজয়ের অপেক্ষায়। কিন্তু প্যালেস্টাইন বিজয় আর হয়ে উঠল না। ১৯৮০-তে এইসব শিবিরগুলির আরব শরণার্থীসংখ্যা বহুগুণ বাড়ে। এই সমস্যা সমাধানে আরব ও ইহুদি মনস্তত্ত্বের ফারাক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশে দেশে আশ্রয় খুঁজে বেড়ান ইহুদিরা কখনো জোর খাটিয়ে দাবি আদায় করার অবস্থায় ছিল না। তাদের নির্ভর করতে হয়েছে আশ্রয়দাতার দাক্ষিণ্যর উপর। যে কারণে আলোচনায় মাধ্যমে সমস্যা সমাধান তাদের স্বভাবগত। বহু শতাব্দী ধরে তারা যে শুধু আপসরফা চালাতে দক্ষ হয়ে উঠেছিল তাই নয়, আপস করা তাদের একরকম জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি অসম্ভব বিরোধিতার মুখেও তারা আপস আলোচনার দরজা খোলা রেখেছে। মেনে নিয়েছে ছুঁড়ে দেওয়া দাক্ষিণ্য যত সামান্য, নিম্নমানেরই তা হোক না কেন। তারা জানত আলোচনার সুযোগ ভবিষ্যতে আরও আসবে। তারা বিশ্বাস করত সাময়িক দুর্দশা কাটিয়ে ওঠা যাবে আপন দক্ষতা, শ্রম ও অধ্যাবসায়ে। একমাত্র হিটলার তাদের অবাক করেছিল। আজও ইহুদিরা বুঝতে পারেনি কেন এই লোকটিকে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি করানো যায়নি। কেন লোকটি শুধু তাদের মৃত্যুই চেয়েছে।

অন্যদিকে বিজয়ীর ঔদ্ধত্য আরবদের। তাদের ধর্ম আপস শেখায় না। ভিন্নধর্মের মানুষদের সম্পর্কে তাদের রাজনৈতিক দর্শন সর্বত্র উগ্রবাদী। জিজিয়া কর দেওয়া ধিম্মিবাসী অ-মুসলিমদের প্রতি তারা বিরূপ মনোভাবাপন্ন। তাদের কাছে সমাধানের জন্য কোনো আলোচনায় বসার অর্থ নতি স্বীকার করা যা তাদের নীতির অবমাননাকর মনে করেছে আরবরা। যুদ্ধবিরতি ঠিক আছে। ওই সময় নিজেদের আরও গুছিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু চুক্তি করা তাদের বিচারে প্রকারান্তরে আত্মসমর্পণ। শরণার্থী পুনর্বাসনে আরব দেশগুলির তাই আগ্রহ ছিল না। আরব শরণার্থীদের একধরনের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে আরব দুনিয়া। কায়রো রেডিও-র ভাষায়: 'আরব শরণার্থীরা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামের ভিত্তিপ্রস্তর। আরব ও আরব জাতীয়তাবাদের অস্ত্র এই শরণার্থীরা'[৩]। ১৯৫০ রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রস্তাব তাই খারিজ করে আরবরা। পরবর্তী দুই দশক ইজরায়েল শরণার্থীদের ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব দিলেও তা ফিরিয়ে দেওয়া হল। এর ফলে আরব দেশগুলির অর্থনৈতিক চাপ যেমন উত্তরোত্তর বেড়েছে তেমনই কঠিন হয়েছে

শরণার্থীদের দুর্দশা। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ এই দশ বছরে আরব শরণার্থী শিবিরের চাপে লেবাননের সুসম অর্থনীতির বেহাল অবস্থা দাঁড়ায়।

নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েল গণতান্ত্রিক আদর্শেই গড়ে ওঠে। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষ চলাকালীনই ইজরায়েলি পার্লামেন্ট (Kneset) গঠিত হল ১৯৪৯ ফেব্রুয়ারিতে। চেম উইজম্যান রাষ্ট্রপতি এবং বেন গুরিয়ন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। ওই বছর বসন্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ পায় ইজরায়েল। পরের বছর ১৯৫০ তেল আভিভ থেকে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয় জেরুজালেমে। ১৯৫০ সেনেটে সর্বসম্মতিক্রমে 'ল অফ দি রিটার্ন' আইন পাস করে। বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের ইহুদির ইজরায়েলে এসে বাস করার অধিকার স্বীকৃত হল এই আইনে।

ইরাক, ইয়েমেন, দক্ষিণ ভারতের কোচিনের ইহুদিরা চলে আসে ইজরায়েলে। জনসংখ্যাবৃদ্ধি অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেললেও এই বর্ধিত চাপ সামগ্রিকভাবে ইহুদি জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে বহন করার নৈতিক দায় মেনে নেয় নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েল। আরব আক্রমণ ঠেকাতে প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় কমানো সম্ভব হয় না। ১৯৫১ সালে আরব মধ্যমপন্থার শেষ প্রতিনিধি জর্ডনের রাজা আবদুল্লাহ নিহত হলেন প্যালেস্টেনীয় উগ্রবাদীর গুলিতে। নতুন জর্ডন রাষ্ট্রকে আরব দুনিয়ার একনম্বর বানাতে আগ্রহী আবদুল্লাহের কাছে মুফতি মুসলিম প্যালেস্টেনীয়দের আলাদা রাষ্ট্রের দাবি গ্রহণযোগ্য ছিল না। কথিত, ইজরায়েলের হবু মহিলা প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়রকে আবদুল্লাহ বলেন ধৈর্য ধরতে। তার পরিকল্পনা ছিল বিতর্কিত প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের পুরোটাই নতুন জর্ডনের অধীন হবে। ইহুদিদের জন্য থাকবে আলাদা স্বায়ত্ত্বশাসিত এলাকা। আরব ইহুদি দু'পক্ষের হানাহানির কোনো প্রয়োজনই হবে না। গোলডা মেয়ারকে অবশ্য এ প্রস্তাবে রাজি করানো যায় নি। জুলাই ১৯৫২ মিশরের সামরিক অভ্যুত্থানের জনপ্রিয় একনায়ক গামাল আব্দুল নাসের মিশরের প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন। ১৯৫৩-য় মৃত্যুর একমাস আগে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন স্ট্যালিন। ১৯৫৫ চেকস্লোভাকিয়া-মিশর সামরিক চুক্তি হল। সোভিয়েত ব্লক আরবদের অস্ত্র জোগান শুরু করে। নতুন বলে বলীয়ান নাসের ১৯৫৬ সালে সৌদি আরব ও ইয়েমেনের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেন। জুলাই মাসে সুয়েজ খাল দখল করে মিশর। অক্টোবরে জর্ডন ও সিরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি করেন আফ্রো এশিয়ার প্রধান বনতে আগ্রহী নাসের। গাজা ভূখণ্ড থেকে ইজরায়েলের দক্ষিণ সীমানায় বিধ্বংসী আক্রমণ চালায় মিশর। সীমান্ত এলাকাগুলিতে মিশরি সেনা ও সমরাস্ত্রের মজুত বাড়তে থাকে। বিপদ আসন্ন দেখে ১৯৫৬ নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি রেখা পেরিয়ে সিনাই উপদ্বীপে ঢুকে পড়ে ইজরায়েলি বাহিনী। খুব তাড়াতাড়ি গোটা উপদ্বীপ কব্জা করে নেয় তারা। গাজা ভূখণ্ড অধিকৃত হয়। আরব দেশগুলির অবরোধ নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং তাদের শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য

করা যখন প্রায় সুনিশ্চিত সেই সময় ফরাসি ও ইংরেজরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের পুরনো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সুয়েজের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করে। দুই বৃহৎ শক্তি এবং ইজরায়েলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল। যদিও দুই অভিযুক্তের লক্ষ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইজরায়েল চাইছিল আরবদের বে-আইনি অবরোধ মুক্ত হতে। দুই বৃহৎ শক্তি চাইছিল মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আবহে নতুন করে নিজেদের রাজনৈতিক দখল কায়েম করতে। ইজরায়েলি সেনাবাহিনীকে অধিকৃত এলাকা থেকে সরে আসতে হল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের টহলদারি বাহিনী মোতায়েনের ফলে স্তিমিত হয় সীমান্ত উত্তেজনা। এটাকে দুই বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে তার জয় বলে আরব দুনিয়ায় ঢাক পিটিয়ে প্রচার করেন গামাল আবদেল নাসের। ১৯৬৭-র বসন্তে হঠাৎ গাজা ভূখণ্ড থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষক দলকে সরিয়ে নেবার হুকুম জারি করেন নাসের। উনিশ বছর এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে এই পর্যবেক্ষক দল। আরব নেতারা যুদ্ধ আসন্ন জেনে শুধু যে খুশি তাই নয় ইজরায়েলকে পুরোপুরি ধ্বংস করার হুমকিও দিলেন। ইজরায়েলে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে তাতে যোগ দেন বেগিন। সিনাই যুদ্ধের নায়ক মোশে দায়ানকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হল। জুন মাসে শুরু হল যুদ্ধ। ইজরায়েলি শহর ও গ্রামাঞ্চলে গোলা নিক্ষেপ ও বোমাবর্ষণ করে মিশর। ইজরায়েলের পালটা বিমান হানায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরব দেশগুলির সব প্রধান বিমানবন্দর। মিশরি বিমান বহরকে অকেজো করে দেয় ইজরায়েল। সিনাই মরুভূমিতে দু'পক্ষের সাঁজোয়া বাহিনীর তীব্র লড়াই চলে। ৮ জুন ইজরায়েলের নৌবহর মিশরের আলেকজান্ড্রিয়া ও পোর্ট সইদ বন্দরে আক্রমণ চালায়। লড়াই শুরুর আগে জর্ডনের রাজা হুসেনকে ইজরায়েল আশ্বাস দেয় যে আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া জর্ডন আক্রমণ করবে না ইজরায়েলি বাহিনী। জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন আরব কবলমুক্ত করে ইজরায়েলি সেনা। ৭ জুন ইজরায়েলি বায়ুসেনার প্যারাট্রুপার বাহিনী দেয়ালঘেরা প্রাচীন জেরুজালেম দখল করে। উত্তর সীমান্তে তীব্র লড়াইয়ের পর সিরিয়ার সৈন্য পিছু হটে। ছ'দিনের যুদ্ধে সর্বত্র জয়ী ইজরায়েল পশ্চিম জর্ডনের আরব অধিকৃত প্যালেস্টাইন, গাজা ভূ-খণ্ডের দখল নেওয়া ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ সীমানায় শত্রুপক্ষকে পর্যদুস্ত করে। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন শক্তি জেগেছে। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা পি এল ও। ১৯৪৮ থেকে ইজরায়েলের প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল ইজরায়েল গঠনের প্রয়াস বানচাল করার অভিযানে নেতৃত্ব দেবার। ফলে ঘটনার নীরব দর্শক বনে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না প্যালেস্টাইনবাসীর। ১৯৬৪ সালে আরব দেশগুলির প্রশাসকরা মিলে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গ্যানাইজেশন নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। তারা চেয়েছিল এমন এক প্যালেস্টাইন রাজ্য গড়তে যার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকবে।

প্যালেস্টেনীয়দের দাবি ছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯৬৯ পি এল ও-র চেয়ারম্যান হবার পর ইয়াসার আরাফাত প্যালেস্টেনীয়দের সেই স্বপ্নকেই বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী হন। এর পাঁচ বছর আগে আরাফাত গোপনে তৈরি করেছেন ফাতা জঙ্গী সংগঠন। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ফাতা। তারা স্লোগান দেয় বাতাস কখনও পর্বতকে নাড়াতে পারে না। ১৯৬৮ জর্ডনের কারামে-র (Karameh) সংঘর্ষে ইজরায়েলি বাহিনীর বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হল। নাসেরের মৃত্যুর পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হলেন আনোয়ার সাদাত। ক্ষমতায় বসার দু'বছরের মধ্যেই ১৯৭২ সালে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টাদের সরিয়ে দিলেন সাদাত। মিশরকে সোভিয়েত যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ অবশ্য থেমে গেল না। বাতিল হল পূর্বসুরী নাসেরের রাজনৈতিক-সামরিক সমঝোতাও। সাদাত এবার নিজের মতো পথ চলাই বেছে নিলেন। ইজরায়েল এতদিনে নিজের সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ১৯৭৩, ৬ অক্টোবর অতর্কিত ইজরায়েল আক্রমণ করে সাদাতের বাহিনী। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় ইজরায়েলি অবরোধ ভেঙে এগোয় মিশর ও সিরিয়ার যৌথবাহিনী। তাদের ট্যাঙ্ক ও বিমানধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ইজরায়েলি বিমান ও সাঁজোয়াবাহিনীর ভালোরকম ক্ষতি করে। ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হবার পঁচিশবছর বাদে এই প্রথম পরাজয় ও ধ্বংস প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে ইহুদিদের। ৯ অক্টোবর সিরিয়ার আগ্রাসন ঠেকানো গেল। ইজরায়েলের অনুরোধে তদানীন্তন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন আপৎকালীন ভিত্তিতে আধুনিক অস্ত্রসম্ভার পাঠালেন। দুদিন বাদে ইজরায়েলি সেনা মিশরের বিরুদ্ধে প্রতি আক্রমণে ঝাঁপায়। সুয়েজের পশ্চিম পাড়ে ঢুকে পড়া ইজরায়েলি বাহিনী সিনাইয়ের দিকে আগুয়ান সমস্ত মিশরি সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করার সম্ভাবনা তৈরি করে। ২৮ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হল। ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিতে। ইজরায়েলের জয় যেমন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি সুনিশ্চিত করত না তেমনই আরও অনেক যুদ্ধের পরাজয় আরব রাষ্ট্রগুলো বহনক্ষম হলেও একটি মাত্র পরাজয়ই ইজরায়েলের সর্বনাশ ডেকে আনত। মিশর পুরোপুরি আরব নয়, মিশ্র জনগোষ্ঠীর। আরব ইজরায়েল সংঘর্ষে তার জড়িয়ে পড়া মধ্যপ্রাচ্যে নেতৃত্ব দখলের বাসনায় এবং নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে। এ যুদ্ধে মিশরের কোনো জাতীয় আবেগ জড়িত ছিল না। সামরিক ক্ষমতার বিচারে আরব দেশগুলির মধ্যে ইজরায়েলের সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র মিশর। মিশরের যে অংশ ইজরায়েল দখল করে ইহুদি জাতীয় ইতিহাসে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। এতগুলি কারণে মিশরের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে ইজরায়েল রাজি হয়ে যায়।

১৯৭৭ সালে ইজরায়েল পার্লামেন্ট নির্বাচনে পূর্ববর্তী লেবার কোয়ালিশন সরকার হেরে যায়। ক্ষমতায় আসে মেনাখেম বেগিনের দক্ষিণপন্থী লিকুড দল।

এই পরিবর্তন শান্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। বাস্তববাদী আনোয়ার সাদাতের বুঝতে দেরি হয়নি যে জমির পরিবর্তে নিরাপত্তা বেগিনের কাছে তার পূর্বসূরী লেবার দলের চেয়ে অনেক বেশি দামি। ১৯৭৭ সালে শান্তি আলোচনায় বসার জন্য প্রস্তাব দিলেন সাদাত। ১৯৭৮, ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের ক্যাম্প ডেভিড গ্রীষ্মাবাসে শুরু হওয়া শান্তি আলোচনা চলে দীর্ঘ ছ'মাস। অবশেষে মিশর ইজরায়েল শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হল। মিশর ইজরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেয়। রাজি হয় ইজরায়েলের দক্ষিণ সীমানার পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে। বিনিময়ে ইজরায়েল তেলের খনি, বিমানক্ষেত্র ও জনবসতিসহ সিনাই প্রত্যার্পণ করে মিশরকে। জর্ডন নদীর পশ্চিমপাড়ের অধিকৃত এলাকার অনেকটা আলোচনা ভিত্তিক ছেড়ে দেওয়া এবং পুরনো জেরুজালেম শহরের ব্যাপারে ছাড় দিতেও সম্মত হয় ইজরায়েল। ক্যাম্প ডেভিড বৈঠক প্যালেস্টেনীয় আরবদের সামনে তাদের সমস্যা সমাধানের ভালো সুযোগ এনে দিয়েছিল। প্যালেস্টেনীয়রা এবারও আলোচনায় বসতে রাজি হয় না।

বিশ্ব ইতিহাসে যেসব ঐতিহাসিক সমঝোতা চুক্তি হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির কঠিন বিনিময়মূল্য চোকাতে হয়েছে স্বাক্ষরকারীদের। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বেলায় তার অন্যথা হয়নি। বেগিন হারালেন তার বেশ কিছু পুরনো রাজনৈতিক বন্ধু। জীবন দিতে হল প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে। রক্ষণশীল সেনানায়কদের হাতে গুলিবিদ্ধ সাদাতের মৃত্যু হয় ১৯৮১ সালে[৩]।

১. *ম্যান্ডেটরি প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত হাসেমাইট রাজা আবদুল্লার স্বায়ত্ব শাসিত পূর্ব জর্ডন বা ট্রান্স-জর্ডন ১৯৪৬ সালে লন্ডন চুক্তি অনুযায়ী একটি রাষ্ট্র হয়। ২৫ মে ১৯৪৬ ট্রান্স-জর্ডন পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবে ট্রান্স-জর্ডনের নতুন নাম হয় জর্ডন।*

২. wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre: *দেয়ির ইয়াসিন পশ্চিম জেরুজালেমের পাহাড়ে একটি সম্পন্ন প্যালেস্টাইন আরব গ্রাম। চুণা পাথরের খাদান থাকার কারণে এখানকার গ্রামবাসীরা পাথর কাটার কাজ করে ভালো উপার্জন করত। আরব মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিবেশী ইহুদিদের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হলে পার্শ্ববর্তী ইহুদি গ্রাম গিভাৎ শওলের (Givat Shaul) ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দেয়ির ইয়াসিন গ্রামের মুক্তার বা মোড়লের শান্তি চুক্তি হয়। আরব মিলিশিয়া এখানে ক্যাম্প করে জোয়ান ছেলেদের মিলিশিয়ায় নাম লেখাতে চাইলে গ্রামের বয়স্ক মানুষজন তাদের বাধা দেয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে মিলিশিয়া গুলি চালায়। ফলে একজন গ্রামবাসী মারা যায়। এরপর মিলিশিয়া ফিরে যায়। পরে গ্রামের মোড়ল বা মুক্তারকে জেরুজালেমে আরব হায়ার কমিটি ডেকে পাঠিয়ে জানতে চায় গ্রামের মানুষদের সঙ্গে ইহুদিদের সম্পর্ক কিরকম। মুক্তার জবাবে জানায় যে আরব মুসলিম গ্রামবাসী এবং ইহুদিদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় আছে। মুক্তারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না হায়ার কমিটি। তাকে শান্তি চুক্তি বাতিল করতেও বলা হল না। ১৯৪৮, ১৩ ফেব্রুয়ারি আরব মিলিশিয়া ফের গ্রামে ঢুকে প্রতিবেশী ইহুদি গ্রাম গিভাৎ শওল আক্রমণ করতে চায়। এবারও গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দেয়। মার্চ মাসে আরাব হায়ার কমিটি একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে গ্রামের মুক্তারকে অনুরোধ করে সিরিয় ও ইরাকি কিছু সেনাকে গ্রাম পাহারার জন্য বহাল করতে দিতে হবে। ফের তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মুক্তার। অবশ্য ইজরায়েলি ইরগান দল এ*

তথ্য পরে অস্বীকার করে বলে যে দিয়ের ইয়াসিন গ্রামের বাসিন্দারা আরব মিলিশিয়াকে নিয়মিত মদত দিয়েছে। গিভাৎ শওলের ইহুদিদের সঙ্গে তাদের প্রায়ই ঝামেলা লেগে থাকত। তারা এও বলে যে গ্রামে ঢুকে ইরাকি ও প্যালেস্টেনীয় গেরিলাদের তারা দেখেছে। ১৯৪৮, ৯ এপ্রিল এই গ্রামে ঢুকে জাইয়নিস্ট আধা সামারিক গোষ্ঠীর একশো কুড়ি জন কমান্ডো হামলা চালালে দুশোজন মারা যায়। এই ঘটনায় গোটা বিশ্ব উত্তাল হয়েছিল। ঘটনার পরস্পরবিরোধী ভাষ্য ইজরায়েল এবং আরব দেশগুলি দিয়েছে। এমনকি ইজরায়েলের বামপন্থী সংগঠনগুলিও এই ঘটনায় ইরগান উগ্রপন্থীদের নিন্দায় সরব হয়েছে। অস্ত্র প্রয়োগে ইহুদিরা নীতি মেনে চলে। বামপন্থীদের অভিযোগ ইরগান এবং তাদের নেতা মেনাখেম বেগিন ও দ্বিতীয় উগ্রপন্থী দল লেহি সেটি লঙ্ঘন করেছে। বিশ্বের চোখে ইজরায়েলের ভাবমূর্তি এভাবে নষ্ট করেছে তারা। জুইশ এজেন্সি ফর ইজরায়েলের তরফ থেকে জর্ডনের রাজা আবদুল্লার কাছে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে যে চিঠি পাঠানো হয় রাজা সেটি প্রত্যাখ্যান করেন। এ ব্যাপারে ১৯৮৭ সালে প্যালেস্টাইনের বিরজিয়েট (Birzeit) বিশ্ববিদ্যালয়ের করা নির্ভরযোগ্য সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে দেয়ির ইয়াসিন গ্রামের ঘটনায় ১০৭ জন মানুষ নিহত হয়। ২০১০ সালে হিব্রু দৈনিক (Haaretz) দেয়ির ইয়াসিন সংক্রান্ত সব পুরনো নথি, রিপোর্ট ও ছবি প্রকাশের জন্য ইজরায়েলি সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। কোর্ট আবেদন নাকচ করে দেয় এই যুক্তি দর্শিয়ে যে এর ফলে ইজরায়েলের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং প্যালেস্টাইন ইজরায়েল সমঝোতা আলোচনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৩. কায়রো রেডিও জুলাই ১৯, ১৯৫৭। সূত্র: Paul Johnson: A History of the Jews

ইহুদি বুধ্যাঙ্ক-জিন অথবা উন্নত সাংস্কৃতিক পরম্পরা

আব্রাহাম থেকে ক্যাম্প ডেভিড, প্রোটো-ইতিহাস থেকে ইতিহাস, আনুমানিক আটত্রিশশো বছরের অতিদীর্ঘ চালচিত্রে নানা দেশকালে ছড়ানো ইহুদি বৃত্তান্ত। নকশি কাঁথার মতোই অভিনব সে বুনটে নানা রঙের সুতোর টানাপোড়েন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ব্যাবিলন নির্বাসনকে ছেদবিন্দু ধরলে খ্রিস্টীয় বিংশশতকের মাঝামাঝি স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র নির্মাণ অবধি প্রায় আড়াই হাজার বছর একেশ্বরবাদ নির্দিষ্ট আচার ও কৃষ্টির বাঁধনে অবিচ্ছেদ্য বাঁধা আবিশ্ব ছড়ানো একটি জনগোষ্ঠী রাজ্যপাটহীন, পরাশ্রিত থেকেছে সম্পূর্ণ ভিনদেশীয়দের অনুকম্পা নির্ভর। এ নজির বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। ইতিহাসের ক্রুর রসিকতায় রাষ্ট্রহীন ইহুদির রাষ্ট্রীয় শত্রু বনে যাওয়াও সমানভাবে নজিরবিহীন। যে বীভৎসতার চরমবিন্দু নাৎসি বাহিনীর হাতে ইউরোপের ষাটলক্ষ নিরীহ ইহুদির গণহত্যা। মধ্যপ্রাচ্য ইহুদির সূতিকাঘর হলেও তার বয়ঃপ্রাপ্তি ইউরোপে। ইউরোপের নানাভাষা, নানা কৃষ্টির গায়ে অনাদৃত তার লেগে থাকা। রুটিরুজি আশ্রয় নিরাপত্তাপ্রার্থী ইহুদি তার আশ্রয়দাতার জীবনচর্চা ও দর্শনকে অমর্যাদা না করে নিজের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কৃতি টিঁকিয়ে রাখতে চেয়েছে। নোবেলজীয় মার্কিন ইহুদি সাহিত্যিক আইজ্যাক সিঙ্গারের যাকে বলেছেন কোনোক্রমে নিজেকে অবয়বহীন জনতার মাঝে গুঁজে দিয়ে বাঁচা। চামার, ছুতোর, দরজি, ফেরিওয়ালা, কসাই, রাজমিস্ত্রি ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় পেশা তার জন্য রাষ্ট্রনির্দিষ্ট ছিল। উচ্চাকাঙ্খী ইহুদি সাফল্য পেয়েছে চিকিৎসক, আইনজীবি, তেজারতি কারবারে। ইউরোপের সংস্কৃতি আত্মস্থ করার তাগিদে অনেকবার সে নিজের ধর্মীয় অনুশাসনের গণ্ডি অস্বীকার করেছে। নবজাগরণের মানবতাবাদ, ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীমন্ত্রে সে গভীর আস্থাবান হয়ে ওঠে। তার বিশ্বাস জন্মায় সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমল থেকে খ্রিস্টান-ইহুদির পরিকল্পিত বিভাজন, ইহুদি সম্পর্কে রোমান ক্যাথলিক ইউরোপীয় সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তন আসন্ন। বারবার আশাহত, বিধ্বস্ত তাকে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজতে হয়েছে। বিংশ শতকের গোড়ায় বলশেভিক বিপ্লবে রাশিয়ান ইহুদিদের সংখ্যাধিক্যে শঙ্কিত নাৎসি 'জুইশ বলশেভিজম' শব্দটি চালু করে। ইতিহাস গবেষকদের একাংশ মনে করেন বলশেভিজমের উত্থান এবং রুশ বিপ্লবের সাফল্যের পিছনে ইহুদি ব্যবসায়ীদের বিরাট অঙ্কের অর্থলগ্নী ছিল। উইনস্টন চার্চিল ইহুদি বলশেভিজমের সূচনা দেখেছেন স্পার্টাকাসের বিদ্রোহে। স্পার্টাকাস যদিও থ্রেসিয় গ্ল্যাডিয়েটর। চার্চিলের মতে সভ্যতার সর্বনাশাকাঙ্খী বলশেভিজমের ঈর্ষাকাতর শত্রুতা, অবাস্তব সাম্যবাদ ছড়িয়েছে স্পার্টাকাস, কার্ল মার্ক্স, ট্রটস্কি, রোজা লুক্সেমবুর্গদের হাত ধরে। রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সারির ইহুদি নেতাদের

মধ্যে ছিলেন লিও ট্রটস্কি, গ্রিগরি জিনোভিয়েভ (Grigory Zinoviev), ইয়াকোভ ভারডলভ (Yakov Sverdlov), লেভ কামেনেভ (Lev Kamenev), নাথান অলটম্যান, মোশে ইউরিৎস্কি (Moisei Uritsky) প্রমুখ। স্ট্যালিনের অত্যাচারী পুলিশ NKVD বা 'চেকা'র গুপ্ত ঘাতকদের অনেকে ইহুদি ছিল এ তথ্যও তুলে ধরা হয়। সম্প্রতি রাশিয়ার জার আমলের ইতিহাসে উৎসাহ বেড়েছে। নতুন গবেষকদের কারো কারো দাবি জার নিকোলাস ততটা কুশাসক ছিলেন না যতটা তাকে দেখানো হয়েছে। সকলের ধর্মাচরণের অধিকার ছিল, সামাজিক নিরাপত্তা ছিল। বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে নাকি যথেষ্ট উদার ছিলেন দ্বিতীয় জার। না হলে, এই গবেষকদের মতে, লেনিনের উত্থান অসম্ভব হত। প্রশ্ন, রাশিয়ার ইহুদিরা তবু কেন নিকোলাস দ্বিতীয়র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নিল? বিপরীত তথ্য বলবে নিকোলাসের রাশিয়ার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। এতটাই অত্যাচারী ছিলেন শেষ জার যে জনান্তিকে তাকে 'রক্তাক্ত নিকোলাস' বলা হত। ১৯০৫ রুশ বিপ্লবের প্রয়াস নির্মমভাবে দমন করে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করেন। 'পগ্রম' বা ইহুদি বিরোধী দাঙ্গায় নিহত হয় অসংখ্য ইহুদি। স্ট্যালিনের নির্দেশে লেলিনোত্তর রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে বহু ইহুদি কমিউনিস্টকে হত্যা করা হয়। দেশ ছেড়ে মেক্সিকো পলাতক ট্রটস্কি নিহত হন গুপ্তঘাতকের হাতে। রুশ বিপ্লবে অংশ নেওয়া ইহুদিদের অনেকের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

ইহুদির আলোকপ্রাপ্তি 'ইম্যান্সিপেশন' উনিশ শতকের ইউরোপে। আলোকপ্রাপ্ত ইহুদির সামাজিক অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ে, যুক্তি গবেষক রিচার্ড লিনের। তিনি দেখিয়েছেন উনিশ শতকে পূর্ব ইউরোপের ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা এড়াতে আমেরিকায় চলে আসা ইহুদি উদ্বাস্তুদের উত্তরপুরুষ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আমেরিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিতে অ-ইহুদি আমেরিকানদের টেক্কা দেয়। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও তারা ব্যতিক্রমী অবদান রেখেছে[১]। লিন বিশেষভাবে উল্লেখ করেন আস্কেনাজি ইহুদিদের সামাজিক সাফল্য এবং তাদের উন্নত বৌদ্ধ্যাঙ্কের। যদিও আমরা দেখি উনিশ শতকের অনেক আগেই ইউরোপীয় বৌদ্ধিক জগতকে সমৃদ্ধ করেছেন মোজেস মেমনিডস (১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ), বারুখ স্পিনোজা (১৬৩২), হাইরিখ হাইনে (১৭৯৭)[২] প্রমুখ বিশিষ্ট ইহুদি চিন্তাবিদ ও কবি। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে ইহুদি মনীষার অবদান বহু আলোচিত। জীববিজ্ঞানী নিরিশ্বরবাদী রিচার্ড ডকিন্স সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নোবেল বিজয়ী ইহুদি বিজ্ঞানী, সাহিত্যিকদের সংখ্যাধিক্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন এর সঙ্গে জাতি তত্ত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। পুরোটাই, তাঁর মতে, সংস্কৃতি চেতনায় জড়িত। তাঁর ধারণা, ইহুদি সংস্কৃতি শিক্ষা এবং বৌদ্ধিক অন্বেষায় অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছে দীর্ঘ সময় ধরে[৩]। ডকিন্সের ব্যাখ্যায় গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও ইহুদি ডি এন এ গঠনের বিশিষ্টতা বিষয়ে

নিউ ইয়র্কের অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অফ মেডিসিন-এর অধ্যাপক মেডিকেল জেনেটিসিস্ট হ্যারি অস্ট্রেরের একটি সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ– 'লিগ্যাসি আ জেনেটিক হিস্ট্রি অফ দি জুইশ পিপল' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অস্ট্রেরে দাবি করেন ইহুদিরা পৃথক এবং সে পার্থক্য ত্বকের অনেক গভীরে তাদের ডি এন এ কণায় নিহিত। জেনেটিসিস্ট গবেষকরা বহু আগেই লক্ষ করেন যে ইহুদিদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার এবং স্নায়ুরোগ (Tay-Sachs)-এর মতো জিন বাহিত কালান্তক ব্যাধির আধিক্য অ-ইহুদিদের তুলনায় বেশি। ইহুদিদের হোমোজিনাস বা সমপ্রকৃতির গোষ্ঠী বলেন অস্ট্রেরে। যে বৈশিষ্ট্য, তাঁর মতে, জাতি বা রেস হিসেবে পরিচিত হয়েছে। অস্ট্রেরে আরও বলেন 'ইহুদি ইতিহাসের তিন সহস্রাব্দ কাল জুড়ে ব্যতিক্রমী ইহুদির ধারণা প্রশ্নাতীত ছিল। নিজেদের মধ্যে বিবাহ এবং আরোপিত অথবা স্বেচ্ছাকৃত সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার কারণে খ্রিস্টান সমাজ ইহুদিদের একটি আলাদা জাতি হিসেবে দেখেছে। জোসেফাস থেকে বেঞ্জামিন ডিজরেইলির মতো পণ্ডিত খুব গর্বের সঙ্গে নিজেদের ইহুদি সম্প্রদায়ের সদস্য বলে দাবি করেছেন'। জেনেটিক বংশানুক্রম বিষয়ে ইহুদিদের একাংশর যথেষ্ট অস্বস্তি রয়েছে। তাদের কাছে এধরনের তত্ত্ব উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্যের জাতি উন্মাদনার স্মারক ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের মতে রক্তের উত্তরাধিকার নিয়ে সোচ্চার হওয়া বিভেদ সৃষ্টিকারী। সমাজবিজ্ঞানী এবং সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকরা 'জাতি' শব্দটিকে নিয়ে পরিহাস করে বলেন যে প্রাচীন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ফারাক নেই। এ সত্ত্বেও অস্ট্রেরে নিজের দাবি থেকে সরে আসতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, বিষয়টি যথেষ্ট স্পর্শকাতর হলেও ইহুদিত্বের 'জীববৈজ্ঞানিক ভিত' এবং তৎসহ 'ইহুদি জিনতত্ত্ব'কে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। পরিবেশ ও সংস্কৃতির গঠনমূলক প্রভাব মেনে নিয়েও অস্ট্রেরে দৃঢ় বিশ্বাসী যে ইহুদি পরিচয়ের অনেক সূত্রের মধ্যে ডি এন এ একটি। অস্ট্রেরে মনে করেন 'এনডোগেমি' বা সমগোষ্ঠীতে বিবাহের ইতিহাস ইহুদিদের বিশ্বের সবচেয়ে স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীগুলির একটি করেছে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও ইহুদিরা বিশেযত আস্কেনাজি ইহুদিরা তাদের হমোজিনিটি বা গোষ্ঠী ভারসাম্য নষ্ট হতে দেয়নি। সমীক্ষা বলছে আজকের আমেরিকা ও ইউরোপে আস্কেনাজি ইহুদিদের বুদ্ধ্যাঙ্ক অ-ইহুদিদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। অন্যদিকে স্পেন ও পর্তুগালের ইনক্যুইজিশন বিধ্বস্ত সেফারডি ইহুদিদের ভিন্নগোষ্ঠীতে বিবাহ অধিক সংখ্যায় ঘটে যাওয়ায় তুলনায় কম বিশিষ্ট তাদের ডি এন এ[৪]। গত সহস্রাব্দে নোবেলজয়ী লেখক আর্থার কোয়েসলারের বিখ্যাত বই 'থার্টিন্থ ট্রাইব' ইহুদিকে জীববৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী বা রেস না বলে একটি ধর্মীয় আদর্শ এবং প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখায়। বেস্টসেলার বইটির বিরূপ সমালোচনাও হয় নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানী মহলে। কোয়েসলারের প্রতিপাদ্য ছিল আস্কেনাজি ইহুদিরা প্রকৃতপক্ষে

আব্রাহামের বংশধর নয়। তাদের পূর্বপুরুষ আধুনিক ইউক্রেন এবং পশ্চিম রাশিয়ায় একদা গড়ে ওঠা খাজারিয়া রাজত্বে বাসকারী পৌত্তলিক পূর্ব ইউরোপীয় এবং ইউরেশীয়রা। অভিজাত খাজারিয়ারা মধ্যযুগের শুরুতে ধর্মান্তরিত হয় যখন ইউরোপীয় ইহুদি জনগোষ্ঠী সবে গড়ে উঠছে।

জিনের বৈশিষ্ট্য ইহুদিকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে আলাদা করেছে কি না সে প্রশ্নের জটিল তাত্ত্বিকতার উর্দ্ধে রিচার্ড ডকিন্সের বক্তব্য অনেক নিরাপদ এবং গ্রহণযোগ্য। জীববিজ্ঞানী ডকিন্স স্পষ্টত ইহুদি সংস্কৃতিকে ইহুদি বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন। ব্যাবিলনের নির্বাসনের সময় থেকেই ছিন্নমূল ইহুদি জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে বেঁধেছে তাদের ধর্মীয় কৃষ্টি। ট্যোরা, ট্যালমুড পাঠ বাধ্যতামূলক হওয়াতে স্বাক্ষরতা আবশ্যিক শর্ত হয়ে ওঠে। বিদ্বানের মর্যাদা ইহুদিরা চিরকাল করেছে। ধনী ইহুদি তার বিবাহযোগ্যা মেয়ের জন্য দরিদ্র পণ্ডিত পাত্রের সন্ধান করত। আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখেছি মধ্যযুগে ইউরোপে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় শিক্ষিত ইহুদির আনুপাতিক হার বেশি ছিল। ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজের মূলস্রোত থেকে নির্বাসিত ইহুদির আপন সংস্কৃতি অনুসন্ধান ও অনুধ্যান অবসরের উপজীব্য হয়ে ওঠে। এই ক্রমিক চর্চা তার বৌদ্ধিক বিকাশের পরোক্ষ সহায়ক হয়েছিল ভাবা অসঙ্গত হয় না। দ্বিতীয়ত ভিন্ন লোকাচার, ভাষা, সংস্কৃতির সান্নিধ্য ইহুদি চৈতন্যের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। পরবাসের যন্ত্রণা ও নিত্য অনিশ্চয়তার উর্ধ্বে ব্যাবিলনীয়, ফিনিশীয়, গ্রিক, রোমান, আরব মুসলিম, স্পেনের মুর সভ্যতার সংস্পর্শ ইহুদি কৃষ্টিকে সমৃদ্ধকরেছে। এটাও সমানভাবে স্বীকার্য যে প্রতিমুহূর্তে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার দক্ষতা ইহুদিকে তার প্রতিবেশী খ্রিস্টানদের তুলনায় সর্বদা এগিয়ে রেখেছে। নিজের যোগ্যতা প্রমাণে অনেক বেশি ঘাম ঝরাতে হয়েছে পরবাসী ইহুদিকে। অস্তিত্ব সংকট থেকে যে একরোখা লড়াইয়ের শুরু সেই নাছোড় মানসিকতা, নিজেকে প্রমাণ করার তাগিদ থেকেই জাত আজকের ইজরায়েল রাষ্ট্র এবং ইহুদি নোবেল প্রাপকদের বর্ধিত সংখ্যা। পরিশেষে অন্য যে গুণটি ইহুদিকে বিশিষ্ট করেছে সে বিষয়ে উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি তার কৌতুক বোধ। নিজের চরম দুর্দশা নিয়েও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি ইহুদি। জারের রাশিয়ায় ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা নিত্যসঙ্গী। একদিন এক ইহুদি বস্তিতে খবর আসে একটি খ্রিস্টান মেয়ে খুন হয়েছে। ফের দাঙ্গা শুরু হবার আশঙ্কায় বস্তিবাসী তাড়াতাড়ি ব্যাক্সপ্যাঁটরা গোছাতে থাকে। এমন সময় এলাকার র‍্যাবাই ছুটতে ছুটতে এসে সমবেত জনতার উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন– 'আনন্দ সংবাদ ভাই সকল, বড়ই আনন্দ সংবাদ, খুন হওয়া মেয়েটা আসলে ইহুদি'।

১. *The Chosen People: A Study of Jewish Intelligence: Richard Lynn.*

২. *হাইনের জন্ম জার্মান ইহুদি পরিবারে- পূর্ব নাম হ্যারি- ১৮২৫ প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন পেশার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।*

৩. *www.algemeiner.com/2013/10/29/richard-dawkins-preplexed*

৪. *www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/dna-links-prove-jews-are-a-race-says-genetic-expert*

সময় সরণী

১৮১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আব্রাহাম-মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ
১৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জেরুজালেমের প্রথম দেয়াল নির্মিত
১৭১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আইজ্যাকের জন্ম-আব্রাহামের সুন্নত
১৬৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জেকবের জন্ম
১৬৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আব্রাহামের মৃত্যু
১৫৪৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জোসেফ মিশরের ক্রীতদাস
১৫৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আইজ্যাকের মৃত্যু
১৫৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জোসেফ মিশরের বড়লাট
১৪৫২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জোসেফের মৃত্যু
১৪২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	মিশরে হিব্রু দাসত্ব
১৩৯৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	মোজেসের জন্ম
১২৮০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	একসোডাস
১২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	'প্রমিসড ল্যান্ড' বিজয়
১২০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	'পিরিয়ড অফ জাজেস'- হিব্রু নবিদের যুগ
১০৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রাজা সল
১০১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রাজা ডেভিড
৯৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রাজা সলোমান
৯৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	জিহোভার প্রথম মন্দির
৯৩১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	ইজরায়েল দ্বিখণ্ডিত
৭২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আসিরীয় আক্রমণ
৭০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আসিরীয় রাজা সেনাকেরিবের জেরুজালেম অবরোধ
৫৮৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাডনেজারের ইজরায়েল বিজয়, জিহোভার মন্দির ধ্বংস-হিব্রুদের ব্যাবিলন নির্বাসন
৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রাজা সাইরাসের আদেশে ইহুদিদের ব্যাবিলন নির্বাসন শেষে ইহুদিদের ইজরায়েলে ফেরা
৩৩৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	আলেকজান্ডার- গ্রিক বিজয়
২৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	ধর্মগ্রন্থ 'ট্যোরা'র গ্রিক অনুবাদ
১৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	ম্যাকাবি বিদ্রোহ
৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রোমান আক্রমণ
৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	রাজা হেরড
৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ	:	যিশুর জন্ম
৩০ খ্রিস্টাব্দ	:	যিশু ক্রুশবিদ্ধ হলেন

৩৬-৬৪ খ্রিস্টাব্দ	:	সন্ত পল অথবা 'পল দ্য এপোসল'
৬৭ খ্রিস্টাব্দ	:	রোমের বিরুদ্ধে হিব্রু বিদ্রোহ
৭০ খ্রিস্টাব্দ	:	রোমের জেরুজালেম জয়, জিহোভার দ্বিতীয় মন্দির ধ্বংস
১৩২ খ্রিস্টাব্দ	:	বার কখবা বিদ্রোহ
৩১২ খ্রিস্টাব্দ	:	কনস্টান্টাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ- খ্রিস্টান রোম
৫৭০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ	:	পয়গম্বর মহম্মদ
৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ	:	ইসলামের জেরুজালেম বিজয়
১০৯৬ খ্রিস্টাব্দ	:	ক্রুসেডের শুরু
১১৩৫ খ্রিস্টাব্দ	:	স্পেনে ইহুদি- মোজেস মেইমনিডস
১১৭১ খ্রিস্টাব্দ	:	ইহুদিদের বিরুদ্ধে শিশু হত্যা ও তার রক্ত ধর্মাচারে ব্যবহার, 'ব্লাড লাইবেল', অভিযোগ
১২৯০ খ্রিস্টাব্দ	:	ইংল্যান্ড থেকে ইহুদি বিতাড়ন
১৩৪৮ খ্রিস্টাব্দ	:	ইউরোপে প্লেগ মহামারি ছড়ানোর অভিযোগ ইহুদিদের বিরুদ্ধে
১৪৭২ খ্রিস্টাব্দ	:	মাররানো বা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত ইহুদিদের ধর্মদ্রোহিতা অনুসন্ধানে পোপ পঞ্চম নিকোলাসের আদেশে স্পেনে ইনক্যুইজিশন শুরু
১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ	:	স্পেনের রানি ইজাবেলা ও রাজা ফার্দিনান্দের হুকুমে ইহুদিদের স্পেন থেকে বিতাড়ন
১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ	:	স্পেন থেকে মুসলিম মুরদের বিতাড়ন
১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ	:	কলাম্বাসের সমুদ্র যাত্রা- অটোমান তুর্কিদের মধ্যপ্রাচ্য বিজয়
১৪৯৬ খ্রিস্টাব্দ	:	পর্তুগাল থেকে ইহুদি বিতাড়ন
১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ	:	ভেনিসের ইহুদিদের জন্য গেটো তৈরি হল
১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ	:	মার্টিন লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট রিফরমেশন
১৬১৫ খ্রিস্টাব্দ	:	ফরাসি রাজা ত্রয়োদশ লুই ইহুদিদের ফ্রান্স ছাড়ার আদেশ দিলেন
১৬২২-২৯ খ্রিস্টাব্দ	:	পারস্যের ইহুদিদের ইসলাম ধর্মগ্রহণে বাধ্য করা হল
১৬২৬-৭৬ খ্রিস্টাব্দ	:	মেকি মেসিয়া সাব্বাটাই জেভি
১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দ	:	বোহডান খেমলনিটস্কির কসাক বাহিনীর হাতে ইহুদি গণহত্যা
১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দ	:	আমেরিকায় ইহুদি
১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দ	:	অলিভার ক্রমওয়েল ইহুদিদের ইংল্যান্ডে ফেরান
১৬৭০ খ্রিস্টাব্দ	:	ভিয়েনা থেকে ইহুদি বহিষ্কার
১৭০০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ	:	হাসিডিজিমের প্রবর্তক ইজরায়েল বাল শেম টভ

১৭২৯ খ্রিস্টাব্দ	:	মোসেস মেন্ডেলসন ইহুদি দার্শনিক
১৭৬৯-১৮২১ খ্রিস্টাব্দ	:	নাপোলিয়ন
১৭২৯ সেপ্টেম্বর ২৭	:	ফরাসি ইহুদিদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেওয়া হল
১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ	:	রাশিয়ায় ইহুদিদের জন্য 'পেল অফ সেটলমেন্ট' তৈরি করলেন জার
১৮১২-৭৫ খ্রিস্টাব্দ	:	মোজেস হেস, লেখক, সমাজবাদী, জাইয়নিস্ট, কার্ল মার্ক্সকে সাম্যবাদী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেন
১৮১৮-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ	:	কার্ল মার্ক্স- বাবা কার্ল হেনরিখ মার্ক্স- ধর্মান্তরিত ইহুদি- আগের নাম হার্শেল- পেশায় আইনজীবি- কার্ল মার্ক্সের জন্মের আগে জার্মানির ইহুদি বিরোধী আইনের মারপ্যাঁচ এড়াতে হার্শেল প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করেন।
১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ	:	জার্মান ইহুদি পদার্থবিদ অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম
১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ	:	রাশিয়ায় ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা শুরু
১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ	:	পদার্থবিদ জার্মান ইহুদি নিলস বোরের জন্ম
১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ	:	অ্যাডলফ হিটলারের জন্ম
১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ	:	ফরাসি ইহুদি আলফ্রেড ড্রিফাসকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যাবজ্জীবন ডেভিলস আইল্যান্ডে নির্বাসিত করে ফরাসি সামরিক আদালত
১৮৯৪-১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	:	রাশিয়ার শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস ইহুদি বিরোধী আইন 'প্রোটোকলস অফ দি এলডারস অফ জাইয়ন' লাগু করেন
১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ	:	জাইয়নিস্ট আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ থিওডর হার্জেলের বই 'দি জুইশ স্টেট' প্রকাশিত
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ	:	সুইজারল্যান্ডের বাসেলে প্রথম জাইয়নিস্ট কংগ্রেস
১৯০৩-০৭ খ্রিস্টাব্দ	:	পাঁচ লক্ষ ইহুদি রাশিয়া থেকে পালায়- ৯০ শতাংশ যায় আমেরিকায়
১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	:	মধ্যপ্রাচ্যে চারশো বছরের অটোমন তুর্কি রাজত্বের অবসান হল ব্রিটিশদের হাতে
১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	:	বালফোর ঘোষণায় প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হল
১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ	:	রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সফল
১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ	:	বায়োকেমিস্ট ও জাইয়নিস্ট রাজনীতিক চেইম উইজম্যানের নেতৃত্বে ভার্সাই শান্তি চুক্তিতে জাইয়নিস্ট ইহুদি নেতাদের অংশগ্রহণ

১৯২১ খ্রিস্টাব্দ	:	অ্যাডলফ হিটলার নাৎসি দলের প্রধান নির্বাচিত
১৯২১ খ্রিস্টাব্দ	:	ইরাক রাষ্ট্র জন্ম নিল
১৯২২ খ্রিস্টাব্দ	:	লিগ অফ নেশনস ব্রিটেনকে 'ম্যান্ডেট ফর প্যালেস্টাইন' অনুমোদন করে
১৯২২ খ্রিস্টাব্দ	:	ব্রিটিশ ম্যান্ডেট এলাকার তিন চতুর্থাংশ নিয়ে 'ট্রান্স-জর্ডন' তৈরি করে ব্রিটেন- সেখানে ইহুদি অভিবাসন নিষিদ্ধ হল
১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ	:	জার্মানিতে প্রথম ইহুদি বিরোধী নাৎসি কাগজ Der Sturmer (আক্রমণকারী) প্রকাশ
১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ	:	অ্যাডলফ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলর
১৯৩৬-৩৯ খ্রিস্টাব্দ	:	আরব উগ্রপন্থীদের ইহুদি বিরোধী দাঙ্গা
১৯৩৯-৪৫ খ্রিস্টাব্দ	:	নাৎসি হলোকস্টে ইহুদি নিধন
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ	:	রাষ্ট্রপুঞ্জের প্যালেস্টাইন ভাগ
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ	:	স্বাধীন ইজরায়েল রাষ্ট্র
১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ	:	আরব দেশগুলির ইজরায়েল আক্রমণ
১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ	:	প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন
১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ	:	মিশর ও আরব দেশগুলির সঙ্গে ছ'দিনের যুদ্ধ
১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ	:	ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি
১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ জুন-ডিসেম্বর	:	পি এল ও-র চোরাগোপ্তা আক্রমণ বন্ধ করতে ইজরায়েলের দক্ষিণ লেবানন আক্রমণ
১৯৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দ	:	ইরাকের কুয়েত আক্রমণ-ইজরায়েলে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র হানা
১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	:	মাদ্রিদ শান্তি চুক্তি
১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ	:	ইজরায়েল পি এল ও অসলো চুক্তি
১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ	:	ইজরায়েল জর্ডন শান্তি চুক্তি
১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ	:	ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবিন নিহত হলেন
১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ	:	এহুদ বারাক ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী
২০০০ খ্রিস্টাব্দ	:	রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশ মেনে দক্ষিণ লেবানন থেকে ইজরায়েলি সেনা অপসারণ
২০০৫ খ্রিস্টাব্দ	:	গাজা ভূখণ্ড থেকে ইজরায়েলি সেনা অপসারণ
২০০৬ খ্রিস্টাব্দ	:	হিজবুল্লা উগ্রপন্থী হামলা রুখতে ইজরায়েলের লেবানন আক্রমণ
২০০৮ খ্রিস্টাব্দ	:	গাজা ভূখণ্ডে প্যালেস্টেনীয় উগ্রবাদী হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি সেনা অভিযান।

দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ব্লেজ পাস্কালের কাছে ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ চাইলেন ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই। পাস্কাল বললেন — 'জাঁহাপনা, কেন ওই যে ইহুদি ওই ওরা'। রোমান অত্যাচার, ক্রুসেডের নির্মমতা, হিস্পানি ইনক্যুইজিশন, জারের রাশিয়ার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নাৎসি মৃত্যু শিবিরের বিভীষিকা পেরিয়ে নিজেরই চিতাভস্ম থেকে প্রাণের অফুরান স্পর্ধায় ফিনিক্স পাখির মতো বারবার জেগে ওঠা ইহুদিকে ঈশ্বরের জলজ্যান্ত প্রমাণ বলি চাই না বলি ডারউইনবাদের বিশিষ্ট নমুনা বলতে আপত্তি হবার কথা নয়। 'চোজেন পিপল' তমকায় সমর্থনে অনিঃশেষ প্রাণশক্তি ইহুদির সেরা অভিজ্ঞান। রাষ্ট্রহীন একটি জনগোষ্ঠী আড়াই হাজার বছর এক দেশ থেকে আর-এক দেশ ঘুরে ফিরেছে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে। আশ্রয়দাতার মর্জিমাফিক নির্যাতন, বিতাড়ন, গণহত্যার শিকার হয়েছে। শতেক উপপ্লব উপেক্ষা করে তার ভাষা, কৃষ্টি, ধর্মীয় সংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা বহুমাত্রিক, পল্লবিত হয়েছে ব্যাবিলন, তুরস্ক, গ্রিক দ্বীপপুঞ্জে, ইটালি, আলেকজান্ড্রিয়া, স্পেন, জার্মানি, পোল্যান্ডের জলহাওয়ায়। সে নিয়েছে, দিয়েছেও দুহাত ভরে। একদা খ্রিস্টীয় গাথায় অভিশপ্ত 'ওয়ান্ডারিং জু' ভবঘুরে ইহুদি অকল্যাণ, অশুভের প্রতীক ছিল গোটা ইউরোপে। বস্তুত আড়াই হাজার বছর গৃহহীন, রাজনৈতিক সীমান্তহীন ইহুদি নিজেকে হুতাশনে জ্বালিয়ে সভ্যতার অনুপম অনুঘটক হয়ে ওঠে।

জন্ম ১৯৫৪। কলকাতা। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেন্টারে ট্রানসক্রিপশনের কাজ দিয়ে শুরু। পরে আকাশবাণী কলকাতার সংবাদ বিভাগে ট্রানসক্রিপশন, অনুবাদ, পাণ্ডুলিপি তৈরি ও পাঠের চুক্তিভিত্তিক কাজ দীর্ঘ সময়। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার এক নামী দৈনিকের দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা সহযোগী কিছুকাল। কিছুদিন বর্ধমান থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক খবরের কাগজের সাব এডিটর। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি।

ISBN 978-93-81669-72-3

+91 9432062928, 033 2257 3738
email : rupalipublication@gmail.com